দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্

আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার এবং শতাব্দীর সেরা সাইকো-থৃলার

টমাস হ্যারিস

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

অজ্ঞাতনামা এক সিরিয়াল কিলার একের পর এক তরুণীকে বীভৎস পদ্ধতিতে হত্যা ক'রে চলছে। প্রবল চাপে দিশেহারা এফবিআই সেই খুনির পরিচয় জানতে তাদের এক এজেন্টকে পাঠায় নয়টি নরহত্যার দায়ে বন্দী ভয়ংকর মানুষখেকো আরেক সিরিয়াল কিলার ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের কাছে।

দূর্বোধ্য আর ধূর্ত লেকটার তার অসাধারণ মেধার সাহায্যে সেই খুনিকে ধরিয়ে দেবে নাকি নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে এগিয়ে যাবে—*সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্*-এ পাঠক খুঁজে পাবেন সেই লোমহর্ষক উপাখ্যান।

'সাইকো-থৃলার উপন্যাস এর চেয়ে ভালো হতে পারে না...হ্যারিস আমাদেরকে মানুষের মনের গভীরে এমন একটি রহস্যময় জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে প্রবেশ করার মতো প্রতিভা এবং নার্ভ খুব কম সংখ্যক লেখকেরই রয়েছে'

—ক্লাইভ বেকার

'সাসপেন্স সাহিত্যের আদর্শ একটি টেক্সটবুক। পাঠককে টান টান উত্তেজনার মধ্যে ক্লাইমেক্সের দিকে নিয়ে যায়...সাম্প্রতিককালের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে হ্যারিস নিঃসন্দেহে সেরা'

—ওয়াশিংটন পোস্ট

'অসাধারণ কাহিনী আর চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। শুধু সাহিত্য হিসেবেই নয় হলিউড এটাকে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র হিসেবেও উপস্থাপিত করেছে'

—পিপল্‌স ম্যাগাজিন

'সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্ উপন্যাসটি শতাব্দীর সেরা থৃলার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে'

—নিউইর্য়ক টাইম্‌স-এর বেস্ট নভেল ইন হান্ড্রেড ইয়ার্স

'টমাস হ্যারিসের মতো আর কোনো লেখক সাসপেন্সের ছন্দে থৃলার লিখতে দক্ষ নন'

—স্কটল্যান্ড অন সানডে

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984865918-8

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

9 789848 659182

টমাস হ্যারিস'র

দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস
মূল : টমাস হ্যারিস
অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Silence Of the Lambs

copyright©2006 by Thomas Harris
অনুবাদস্বত্ব © ২০০৬ বাতিঘর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬
প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : তিথী

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

টমাস হ্যারিস'র উৎসর্গ :

আমার বাবার স্মৃতির প্রতি

অ ধ্যা য় ১

এফবিআই'র আচরণ বিজ্ঞান বিভাগটি সিরিয়াল মার্ডার নিয়ে কাজ ক'রে থাকে, সেটা কোয়ান্টিকোর একাডেমি ভবনের মাটির নিচে একটি কম্প্লেক্সে অবস্থিত। ক্লারিস স্টার্লিং হোগান এ্যালে'র ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে খুব দ্রুত পদক্ষেপে এসে পৌছালো সেখানে। তার চুলে আর বুট জুতায় ঘাস লেগে রয়েছে। সেখানে তাকে গ্রেফতারের একটি প্রশিক্ষণে গুলি ক'রে কিভাবে মাটিতে হামাগুড়ি দিতে হয় সেটার চর্চা করতে হয়েছে।

বাইরের অফিসে কেউ নেই, তাই কাঁচের দরজায় নিজের প্রতিফলিত হওয়া মুখটা দেখার জন্য একটু থামলো। সে জানে কোনো রকম সাজগোজ ছাড়াই তাকে স্বাভাবিক দেখাবে। তার হাতে বারুদের গন্ধ লেগে আছে, হাত ধোঁয়ারও সময় পায়নি—বিভাগীয় প্রধান ক্রফোর্ড'র ডেকে পাঠানো বার্তায় কেবল বলা হয়েছিলো *এক্ষুনি*।

জ্যাক ক্রফোর্ডকে তার এলোমেলো অফিস ঘরে খুঁজে পেলো সে। ক্রফোর্ড ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে। এক বছরের মধ্যে তাকে এই প্রথম দেখার সুযোগ পেলো। কিন্তু সে যা দেখলো সেটা তাকে ভাবনায় ফেলে দিলো।

সাধারণত, ক্রফোর্ড খুব পরিপাটি থাকে। তার শার্টের কলার খুব বেশি বড়, তার লাল চোখের নিচে কালি প'ড়ে গেছে। যারা পত্র-পত্রিকা পড়ে তারা জানে আচরণ বিজ্ঞানের সেকশ্নটি জ্বলন্ত-নরক। স্টার্লিং আশা করলো ক্রফোর্ড যেনো তেঁতে না থাকে। এটা অবশ্য বিরল একটি ব্যাপার।

ক্রফোর্ড তার টেলিফোন সংলাপটা তীক্ষ্নভাবে "না" ব'লে শেষ করেই তার বগলের নিচ থেকে একটা ফাইল হাতে নিয়ে সেটা খুলে ফেললো।

"স্টার্লিং ক্লারিস এম, শুভ সকাল," সে বললো।

"হ্যালো," ভদ্রভাবে কেবল একটু হাসলো সে।

"তেমন কিছু না। আশা করি এভাবে ডেকে পাঠানোতে আপনি ঘাবড়ে যান নি।"

"না।" *কথাটা একেবারে সত্য নয়,* স্টার্লিং ভাবলো।

"আপনার ইন্সট্রাক্টর আমাকে বলেছে আপনি বেশ ভালোই করছেন, ক্লাসে সেরা হবেন।"

"আমিও সেরকমটাই আশা করি, তারা অবশ্য আমাকে এখনও কোনো পোস্ট দেয়নি।"

"আমি তো তাদেরকে বারবার তাগাদা দিয়েছিলাম।"

এটা স্টার্লিংকে খুব অবাক করলো, দু'মুখো বানচোত রিক্রুটিং সার্জেন্টের মাধ্যমে ক্রফোর্ডের কাছে সে চিঠি লিখেছিলো।

স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ড যখন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে এসেছিলো তখন তার সাথে ক্লারিসের পরিচয় হয়েছিলো। অপরাধবিজ্ঞানে ক্রফোর্ডের অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সেমিনারটার কারণেই সটার্লিং ব্যুরোতে কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছে। একাডেমিতে যোগ্য বিবেচিত হবার পর সে তার কাছে চিঠি লিখেছিলো। কিন্তু সে কখনও চিঠিটার জবাব দেয়নি। কোয়ান্টিকো'তে একজন শিক্ষানবীশ হিসেবে তিন মাসকালীন সময়ে সে তাকে একরকম এড়িয়ে গেছে।

স্টার্লিং এমন একজন মানুষ যে আনুকূল্য লাভের জন্য অথবা যেঁচে বন্ধুত্ব করার জন্য কিছু করে না। কিন্তু ক্রফোর্ডের আচরণে অবাক হয়েছিলো, দুঃখ পেয়েছিলো। এখন, তার উপস্থিতিতে সে আবারো তাকে পছন্দ করতে শুরু করলো। চিঠিটার জন্য স্টার্লিং এখন দুঃখিত।

এটা খুবই পরিস্কার যে ক্রফোর্ডের কিছু একটা হয়েছে। ক্রফোর্ডের মধ্যে তার বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি এক ধরণের আজব ধূর্ততাও রয়েছে। স্টার্লিং এটা প্রথম লক্ষ্য করেছে তার কালার সেন্স এবং কাপড় চোপড়ের ধরণ দেখে, এমনকি সেটা এফবিআই'র এজেন্টদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্মেও। এখনও সে খুব পরিপাটি কিন্তু একটু মলিন দেখাচ্ছে। যেনো খোলস ছাড়া।

"একটা কাজ হাতে এসেছে, আপনার কথাই ভাবলাম সবার আগে," সে বললো। "এটা অবশ্য, ঠিক কাজ নয়, এটা কোনো তথ্য সংগ্রহের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়। ঐ চেয়ারটা থেকে ক্যারির জিনিসগুলো সরিয়ে বসুন। একাডেমি থেকে নির্বাচিত হবার পর আপনি সরাসরি আচরণ বিজ্ঞানে আসতে চেয়েছিলেন, তাই আপনাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।"

"হ্যা, আমি সেটাই চেয়েছিলাম।"

"আপনার ফরেনসিক অভিজ্ঞতা অনেক থাকলেও কোনো রকম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। আমরা কমপক্ষে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা চাচ্ছিলাম।"

"আমার বাবা একজন মার্শাল ছিলেন, আমি সেই জীবনটার সাথে পরিচিত।"

ক্রফোর্ড একটু হাসলো। "আপনি যা করেছেন তা হলো মনোবিজ্ঞান আর

অপরাধবিজ্ঞানে ডাবল মাস্টার্স, আর মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে কতো মওসুম কাটিয়েছেন—দুই মওসুম?"

"হ্যা, দুই মওসুম।"

"আপনার কাউন্সেলর লাইসেন্সটি কি সাম্প্রতিককালে করা?"

"আরো দু'বছরের মেয়াদ রয়েছে সেটার। আপনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারটা করার আগেই সেটা আমি পেয়েছিলাম—এই কাজ করার সিদ্ধান্ত নেবার অনেক আগে।"

"সেই কাজেই লেগেছিলেন তাহলে।"

স্টার্লিং মাথা নেড়ে সায় দিলো। "অবশ্য আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম—আমি ফরেনসিক ফেলো হিসেবে উত্তীর্ণ হয়েছি। তারপর একাডেমি আমাকে ডাকার আগ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেছি।"

"এখানে আসার ব্যাপারে আপনি আমার কাছে লিখেছিলেন, তাই না, আর আমার মনে হয় না আমি সেটার জবাব দিয়েছিলাম—আমি জানি, আমি সেটা দেইনি। জবাব দেয়া অবশ্য উচিত ছিলো।"

"আপনাকে তো অন্য অনেক কাজ করতে হয়।"

"আপনি কি VI-CAP সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"জানি, এটা হলো ভায়োলেন্ট ক্রিমিনাল এপ্রিহেনসন প্রোগ্রাম। *দ্য ল এনফোর্সমেন্ট বুলেটিন* বলছে আপনি একটা ডাটাবেজের ওপর কাজ করছেন, কিন্তু এখনও সেটা চালু করেননি।"

ক্রফোর্ড সায় দিলো। "আমরা একটি কোয়েশ্চেনেয়ার তৈরি করেছি। এটাতে আধুনিক কালের পরিচিত সব সিরিয়াল খুনির তালিকা রয়েছে।" সে তার দিকে একটা মোটা কাগজের ফাইল বাড়িয়ে দিলো। "এটাতে তদন্তকারীদের জন্য একটা অধ্যায় এবং বেঁচে যাওয়া শিকারদের একটা অধ্যায় রয়েছে। নীল রঙেরটা হলো খুনির উত্তরের জন্য, যদি সে উত্তর দেয়, আর গোলাপীটা হলো খুনিকে জিজ্ঞেস করা একজন এক্সামিনারের প্রশ্নের সারি। তার প্রতিক্রিয়া এবং উত্তর নিতে হবে। এটা বিশাল একটি পেপার-ওয়ার্ক।"

পেপার-ওয়ার্ক। ক্লারিস স্টার্লিং নিজের আগ্রহটার দিকে দক্ষ শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুকতে শুকতে এগিয়ে যাচ্ছে যেনো। একটা কাজের প্রস্তাবের গন্ধ পেলো সে সম্ভবত সংগৃহীত তথ্য নতুন কম্পিউটার সিস্টেমে ঢোকানোর মতো নীরস কোনো কাজ হবে। তাকে আচরণ বিজ্ঞানের কাজে টোপ দেবার জন্য এই কাজটা দেয়া হচ্ছে হয়তো। বেছে নেবার একটা সুযোগ আসছে, আর সে চাইছে সেটা ভালো মতো কাজে লাগাতে।

ক্রফোর্ড কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলো—সে অবশ্যই তাকে কোনো প্রশ্ন করবে। স্টার্লিং সেটা মনে করার চেষ্টা করলো :

"আপনি কোন্ কোন্ পরীক্ষা দিয়েছেন? মিনেসোটা মাল্টিফেসিক? রর্সাখ?"

"হ্যা, এমএমপিআই, তবে রর্সাখ নয়," সে বললো। "আমি মৌলিক আত্ম-দর্শন সম্পন্ন করেছি। আমাকে বাচ্চাদের মনস্তত্ত্বের ওপর পরীক্ষা দিতে হয়েছে।"

"আপনি কি খুব সহজে ভয় পেয়ে যান, স্টার্লিং?"

"এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, আমাদের কাস্টডিতে থাকা বত্রিশ জন সিরিয়াল খুনির সাক্ষাৎকার এবং এক্সামিন নেবার চেষ্টা করেছি যাতে ক'রে অমীমাংসিত কেসের প্রোফাইল করার ডাটাবেজটা তৈরি করা যায়। বেশিরভাগই সহযোগীতা করেছে, তার মধ্যে সাতাশ জন স্বেচ্ছায় করেছে। চার জন মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষায় আছে, বোধগম্য কারণেই তাদের করা আপিলগুলো ঝুলে আছে। কিন্তু যাকে আমরা সবচাইতে বেশি চাইছি, তাকে এখনও পাই নি। আমি চাই আপনি আগামীকাল আশ্রমে গিয়ে তার সাথে দেখা করেন।"

ক্লারিস স্টার্লিংয়ের বুকের মধ্যে আনন্দের ধাক্কা লাগতে শুরু করলো সেইসাথে একটু আশংকাও।

"লোকটা কে?"

"মনোবিজ্ঞানী ভদ্রলোক—ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার," ক্রফোর্ড বললো।

নামটা বলার পরপরই ছোট্ট একটা নীরবতা নেমে এলো, যে কোনো সভ্য আড্ডাতেই এই নামটা উচ্চারিত হলে সবসময় এমনটিই হয়।

স্টার্লিং ক্রফোর্ডের দিকে স্থির চেয়ে রইলো। সেও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। "হ্যানিবাল, মানুষ খেকো হ্যানিবাল," সে বললো।

"হ্যা।"

"ও, আচ্ছা—ঠিক আছে। সুযোগটা পেয়ে আমি খুশি, কিন্তু আমি ভাবছি আমাকে কেন বেছে নেয়া হলো?"

"প্রধান কারণ, আপনাকে খুব সহজে পাওয়া গেছে," ক্রফোর্ড বললো। "আমি আশা করছি না সে সহযোগীতা করবে। সে ইতিমধ্যেই আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটা ছিলো অন্য একজনের মাধ্যমে—হাসপাতালের পরিচালক। আমাকে বলতেই হচ্ছে, আমাদের যোগ্য এক্সামিনাররা তার কাছে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করেছিলো কিন্তু কাজ হয়নি। এসব নিয়ে আপনার ভাবনার কিছু নেই। এই সেক্শনে একাজ করার মতো আর কেউ বাকি নেই।"

"বাফেলো বিল আর নেভাদার ঘটনাটা নিয়ে আপনি খুব চাপের মধ্যে আছেন," স্টার্লিং বললো।

"ঠিকই ধরেছেন। সেই পুরনো গল্প—খুব বেশি উষ্ণ শরীর তো আর আমরা খুঁজে পাই না।"

"আপনি বলেছেন আগামীকালই করতে হবে—আপনার খুব তাড়া আছে মনে

খুন। এটার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের কেসটার কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?"

"না। সেরকম হলে ভালোই হোতো।"

"সে যদি আমার উপর ক্ষেপে যায় তারপরও কি আপনি মনোবৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন চাইবেন?"

"না। আমি ডক্টর লেকটারের রোগী মূল্যায়নের অপ্রবেশ্য স্তূপের মধ্যে ডুবে আছি। আর সেগুলো সবই একেবারে আলাদা রকমের।"

ক্রফোর্ড তার হাতের তালুতে দুটো ভিটামিন-সি ট্যাবলেট নিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখলো ওয়াটার কুলারের অলকা-সেলৎজারে গুলিয়ে নিলো। "এটা খুবই হাস্যকর, আপনি জানেন; লেকটার একজন মনোবিজ্ঞানী, আর সে নিজে মনোবৈজ্ঞানিক জার্নালে লেখালেখিও ক'রে থাকে—অসাধারণ এক চিজ—কিন্তু নিজের ঐ ত্রুটিটা নিয়ে কখনও লেখেনি। এক টেস্টের সময় সে ভান করেছিলো যে সে হাসপাতালের পরিচালক চিলটনের সাথে সহযোগীতা করছে—ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র নিজের লিঙ্গে পেঁচিয়ে একটা ক্ষতবিক্ষত ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলো—তারপরই লেকটার চিলটন সম্পর্কে কী জানতে পেরেছিলো সেটা নিয়ে প্রথম একটা লেখা ছাপাতে দিয়েছিলো। চিলটনকে নিয়ে ঐ লেখাতে বেশ ভালো তামাশাই করেছিলো সে। নিজের ক্ষেত্রের বাইরের বিষয় নিয়ে সে মনোবৈজ্ঞানিক ছাত্রদের চিঠি-পত্রের জবাব বেশ গুরুত্বসহকারেই দিয়ে থাকে, এটাই কেবল সে ক'রে থাকে। সে যদি আপনার সাথে কথা বলতে না চায়, আমি চাইবো আপনি সরাসরি আমাকে সেটা জানাবেন। তাকে এখন কেমন দেখাচ্ছে, তার সেলটা দেখতে কেমন, সে কী করছে। একেবারে নিখুঁত আর বাস্তবসম্মত বিবরণ চাই। সাংবাদিকদের আসা-যাওয়াটা সাবধানে খেয়াল করবেন। তাদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল রাখবেন। সাক্ষাৎকারের প্রেসের কথা বলছি না, সুপার মার্কেটের প্রেসের কথা বলছি। তারা প্রিন্স এন্ড্রুজের চেয়েও লেকটারকে বেশি পছন্দ করে।"

"একটা নোংরা ম্যাগাজিন কি তার কাছ থেকে কিছু রেসিপির জন্য পঞ্চাশ হাজার ডলার সাধেনি? মনে হয় সেটা আমার মনে আছে," স্টার্লিং বললো।

ক্রফোর্ড মাথা নাড়লো। "আমি খুব নিশ্চিত *ন্যাশনাল ট্যাট্লার*'রা হাসপাতালের ভেতরে কাউকে পাঠিয়েছে আর তারা এটাও জেনে যাবে যে আপনি সেখানে আসছেন।" ক্রফোর্ড তার সামনে ঝুঁকে এলো, এখন তার থেকে কেবল দু'ফুট দূরত্বে রয়েছে। ক্রফোর্ডের চোখের নীচে সে কালচে দাগ দেখতে পেলো। লিস্টারিন নামক ঔষুধ দিয়ে একটু আগে সে গার্গল করেছে।

"এখন, আমি আপনার পুরো মনোযোগ আকর্ষণ করছি, স্টার্লিং। আপনি কি আমার কথা শুনছেন?"

"জি, স্যার।"

"হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবেন। ডাক্তার চিলটন সেন্ট্রাল

হাসপাতালের প্রধান, তিনি ফিজিক্যাল প্রসিডিউর করবেন, সেটা আপনাকে মেনে চলতে হবে। সেটা থেকে বিচ্যুত হবেন না। *সেটা থেকে একটি বিন্দুও এদিক ওদিক যেনো না হয়।*

"লেকটার যদি আপনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কথা বলে, সে আপনার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে। এটা এমন এক ধরণের কৌতুহল যা একটা সাপকে পাখির বাসায় তাকাতে প্ররোচিত ক'রে থাকে। আমরা দু'জনেই জানি আপনাকে সাক্ষাতকারটাতে একটু আধটু অন্য বিষয়েও কথা বলতে হবে, কিন্তু আপনি আপনার সম্পর্কে নির্দিষ্ট ক'রে কিছুই বলবেন না। আপনি আপনার ব্যক্তিগত কোনো কিছু তার মাথাতে ঢোকাতে যাবেন না। আপনি নিশ্চয় জানেন সে উইল গ্রাহামের সাথে কি করেছিলো।"

"আমি পত্রিকায় পড়েছিলাম।"

"উইল যখন তার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছিলো তখন সে একটা চাকু দিয়ে উইলের নাড়িভুড়ি বের ক'রে ফেলেছিলো। এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, উইল মরে যায় নি। রেড ড্রাগনের কথাটা মনে আছে? লেকটার ফ্রান্সিস ডোলারাইডকে উইল এবং তার পরিবারের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিলো। উইলের চেহারাটা দেখে মনে হয়েছিলো পিকাসোর আঁকা কোনো মুখ। এ কৃতিত্ব লেকটারের। আশ্রমে সে একজন নার্সকেও ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছিলো। নিজের কাজ করুন, কখনও ভুলে যাবেন না, লোকটা কে।"

"সেটা আবার কি? আপনি কি সেটা জানেন?"

"আমি জানি সে একজন দানব। এর বাইরে, কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। সম্ভবত আপনিও সেটা বুঝতে পারবেন। আমি আপনাকে এমনি এমনি এমনিই বেছে নেই নি। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় আপনি আমাকে কয়েকটি কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন করেছিলেন। ডিরেক্টর আপনার স্বাক্ষর করা রিপোর্ট দেখতে চাইবে—সেটা যেনো ঠিকমতো হয়, মানে, পরিস্কার আর সুসংগঠিত হয়। আমি সেটা রবিবার ৯টার মধ্যেই চাই। ঠিক আছে, স্টার্লিং, যেমনটি নির্দেশ দেয়া হলো সেই মতো কাজ করুন।"

ক্রফোর্ড তার দিকে চেয়ে হাসলো, কিন্তু তার চোখ দুটো একেবারেই নিস্প্রভ।

অ ধ্যা য় ২

আটান্ন বছর বয়সী ডাক্তার ফ্রেডারিক চিলটন বাল্টিমোরের উন্মাদগ্রস্ত অপরাধীদের সরকারী হাসপাতালের প্রধান। তার দীর্ঘ আর প্রশস্ত একটা ডেস্ক আছে যার ওপর কোনো শক্ত আর ধাঁরালো কিছু রাখা হয় না। তার কর্মচারীদের কেউ কেউ এটাকে 'পরিখা' নামে ডাকে। বাকি কর্মচারিরা অবশ্য পরিখা শব্দটির মানেটা জানে না। ক্লারিস স্টার্লিং তার অফিসে যখন এলো তখন সে নিজের ডেস্কে ব'সে ছিলো।

"আমার এখানে অনেক গোয়েন্দাই আসে, কিন্তু এতো আকর্ষণীয় কেউ এসেছে ব'লে আমার মনে নেই।" চিলটন না উঠেই কথাটা বললো।

স্টার্লিং বুঝতে পারলো লোকটার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা চক্‌চক্ করার কারণ তেলাক্ত চুলে হাত দিয়ে আঁচড়ানো। সে করমর্দন করলো না।

"আপনি মিস্ স্টার্লিং, তাই না?"

"পাউন্ড *স্টার্লিং* না, ডাক্তার। স্টার্লিং। সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

"তাহলে এফবিআই এখন মেয়েদের শরণাপন্ন হয়েছে, হা-হা।"

"ব্যুরোটা উন্নতি করছে, ডাক্তার চিলটন। নিশ্চিতভাবেই উন্নতি করছে।"

"আপনি কি বাল্টিমোরে কয়েকদিন থাকবেন? মানে, এখানেও আপনি ওয়াশিংটন, নিউইয়র্কের মতো ভালো সময় কাটাতে পারবেন, যদি শহরটা ভালো ক'রে চিনে থাকেন তো।"

তার হাসিটা চেপে রাখার জন্যে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো। সে জানে সঙ্গে সঙ্গে চিলটন তার বিরক্তিটা টের পেয়ে গেছে। "আমি নিশ্চিত এটা খুবই ভালো একটা শহর। কিন্তু আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেবল ডক্টর লেকটারের সাথে দেখা করে আজ বিকেলেই ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেবার জন্য।"

"ওয়াশিংটনের কোথাও কি আমি আপনাকে ফলো-আপের জন্য ফোন করতে পারি?"

"অবশ্যই। এটা আপনার বদান্যতা। স্পেশাল এজেন্ট জ্যাক ক্রফোর্ড এই

প্রজেক্টের দায়িত্বে আছেন। আপনি তাঁর মাধ্যমে আমার সঙ্গে সবসময়ই যোগাযোগ করতে পারেন।"

"আচ্ছা," চিলটন বললো। তার গাল দুটো গোলাপী রঙে রাঙানো, মাথায় পরা লাল-বাদামী রঙের স্কার্ফের সাথে সেটা একেবারেই বিসদৃশ্য। "আপনার পরিচয়-পত্রটা দিন, প্লিজ।" সে তার আইডিকার্ডটা হাতে নিয়ে তাকে দাঁড় করিয়েই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "বেশি সময় লাগবে না। আসুন আমার সঙ্গে।"

"আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে বৃফ করবেন, ডক্টর চিলটন," স্টার্লিং বললো।

"হাটতে হাটতে আমরা সেটা করতে পারবো।" সে ডেস্ক থেকে উঠে এসে হাত ঘড়িটা দেখে নিলো। "আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে লাঞ্চ করতে হবে।"

ধ্যাত্তারিকা, তার উচিত ছিলো তাকে খুবই দ্রুত ভালো মতো প'ড়ে নেবার। সে একেবারে যা-তা ধরণের ব্যক্তি নাও হতে পারে। সে হয়তো প্রয়োজনীয় কিছু জানে।

"ডাক্তার চিলটন, আপনার সাথে আমার একটা এপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। কখন আপনি আমাকে সময় দিতে পারবেন সেটা আপনার সাথে কথা বলেই ঠিক করা হয়েছিলো। সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কিছু বের হয়ে আসতে পারে—আপনার সাথে তার প্রতিক্রিয়াগুলোও আমার দেখার দরকার রয়েছে।"

"সত্যি বলতে কী, আমি সেব্যাপারে সন্দেহ করছি। ওহ্, আমাকে একটা টেলিফোন করতে হবে। বাইরের অফিসে আপনার সাথে আমার দেখা হচ্ছে।"

"আমি আমার কোট আর ছাতাটি এখানে রেখে যেতে চাচ্ছি।"

"বাইরে।" চিলটন বললো। "বাইরের অফিসে এলানের কাছে সেগুলো দিয়ে দেবেন। সে ওগুলো রেখে দেবে।"

এলান যে পাজামাটা পরেছে সেটা বাড়ির বাসিন্দাদেরকে যেরকমটি দেয়া হয় ঠিক সে রকম। সে তার শার্টের নিচের কোণা দিয়ে অ্যাস্ট্রেটা মুছেই যাচ্ছে।

স্টার্লিংয়ের কোটটা নেবার সময় সে জিভটা বের ক'রে গালের দিকে নেবার চেষ্টা করলো।

"আপনাকে ধন্যবাদ," স্টার্লিং বললো।

"আপনাকে অনেক অনেক স্বাগতম। আপনি কতোক্ষণ পর পর হাগু করেন?" এলান জানতে চাইলো।

"কী বললেন?"

"সেটা কি অ...নেকক্ষণ পর পর হয়?"

"আমি সেগুলো কোথাও ঝুলিয়ে রাখি।"

"এভাবে আপনি কিছু পাবেন না—আপনি হাঁটু মুড়ে সেটা দেখতে পাবেন আর

দেখাবেন সেটা বাতাসে লেগে রঙ বদল করছে কিনা, সেটা কি করবেন? সেটা দেখে কি মনে হয় জিনিসটা আপনার বড়সড় বাদামী রঙের একটা লেজ?" সে কোটটা ধরেই রেখেছে, ছাড়ছে না ।

"ডাক্তার চিলটন আপনাকে এক্ষুণি তার অফিসে চাইছে," স্টার্লিং বললো ।

"না, আমি চাইছি না," ডাক্তার চিলটন বললো । "কোটটা ক্লোসেটে রাখো, এলান, আর আমরা যখন বাইরে যাবো তখন সেটা বের করবে না । সেটা রাখো । আমার অফিসের জন্য সার্বক্ষণিক একটি মেয়ে ছিলো, কিন্তু তাকে ছাঁটাই ক'রে আমার কাছ থেকে তাকে রীতিমতো ডাকাতি ক'রে নেয়া হয়েছে । মেয়েটা আমার জন্য দিনে তিন ঘণ্টা টাইপ ক'রে দিতো । তার পরই এলানকে পেয়েছি । অফিসের সব মেয়েগুলো কোথায়, মিস্ স্টার্লিং?" তার চশমা থেকে আলো চম্‌কালো । "আপনার সাথে কি অস্ত্র আছে?"

"না, আমার সাথে কোনো অস্ত্র নেই ।"

"আমি কি আপনার মানিব্যাগ এবং বৃফকেসটা দেখতে পারি?"

"আপনি আমার পরিচয়পত্র দেখেছেন ।"

"সেটাতে বলা আছে আপনি একজন ছাত্রি । আমাকে আপনার জিনিসগুলো দেখতে দিন, প্লিজ ।"

ক্লারিস স্টার্লিংয়ের পেছনে প্রথম লোহার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হতেই হাফ ছেড়ে সে বাঁচলো । চিলটন একটু আগে আগে হাঁটছে, গৃন ইনিস্টিটিউশান করিডোরটা দিয়ে, লাইসল আর দূর থেকে আসা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দের কোলাহলের মধ্য দিয়ে । স্টার্লিং নিজের ওপর ক্ষেপে আছে এজন্যে যে, সে চিলটনকে তার হাতব্যাগ আর বৃফকেসটাতে হাত দিতে দিয়েছে । সে খুব জোর ক'রে রাগটা দমালো যাতে ক'রে কাজে মনোযোগ দিতে পারে । সব ঠিকই আছে । তার মনে হলো তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা খুবই দৃঢ়, অনেকটা তীব্র খরস্রোতের নিচে থাকা শক্ত পাথরের মতো ।

"লেকটার ভালো রকমের জঘন্য ব্যক্তি," চিলটন পেছনে তাকিয়ে বললো । "একজন আরদার্লি প্রতিদিন তার কাগজ-পত্র থেকে পিন আর স্টেপলগুলো খুলে ফেলে । আমরা তার কাছে আসা পত্র-পত্রিকা আর যাবতীয় কাগজপত্র কমিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে একটা কিছু লিখে দিলে আদালত আমাদের নির্দেশকে অগ্রাহ্য ক'রে দেয় । তার কাছে আসা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের পরিমাণ খুবই বিশাল । ধন্যবাদ যে, পত্র-পত্রিকার খবরে নতুন চিড়িয়াদের আবির্ভাবের ফলে সে একটু দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে । কিছু দিন এমন মনে হয়েছিলো যে, মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স করা সব ছাত্রই বুঝি লেকটারের কাছ থেকে কিছু একটা চাইছে । মেডিক্যাল জার্নালে এখনও তার লেখা ছাপা হয় । কিন্তু সেটা কেবল তার নামের উদ্ভট খ্যাতির

কারণেই।"

"আমার মনে হয় *জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি*'তে সার্জিক্যাল এডিক্শনের ওপর তার লেখাগুলো কিন্তু বেশ ভালো ছিলো," স্টার্লিং বললো।

"আপনি পড়েছেন, তাই না? আমরা লেকটারকে নিরীক্ষণ করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, 'এইতো একটা যুগান্তকারী গবেষণার সুযোগ' পেয়ে গেলাম—কিন্তু তার মতো একজনকে জীবিত পাওয়াটা খুবই বিরল ব্যাপার।"

"কী রকম একজন?"

"বিশুদ্ধ মানসিক বিকারগ্রস্ত একজন, যাকে আমরা বলি সোশিওপ্যাথ, সে নির্ঘাত তাই। কিন্তু সে একেবারেই দুর্ভেদ্য, সচরাচর যেমন হয় তাদের তুলনায় সে অনেক বেশি স্পর্শকাতর। আর আমাকে সে ঘৃণা করে। তার ধারণা আমি তার শত্রু। ক্রফোর্ড খুবই ধূর্ত—তাই না? লেকটারের ব্যাপারে সে আপনাকে ব্যবহার করছে।"

"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, ডাক্তার চিলটন?"

" 'এক যুবতী নারী তাকে বদলে দেবে,' " আমার বিশ্বাস আপনি এটাকে এভাবেই বলবেন। আমার মনে হয় না, লেকটার অনেক বছর ধরে নারী কী জিনিস সেটা দেখেছে—ক্লিনারদের কাউকে হয়তো এক ঝলক দেখে থাকবে। আমরা সাধারণত এখানে মেয়েদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি। এখানে, এই বন্দীশালায় তারা সমস্যা তৈরি করে।"

বেশ ভালোই পোঙ মারছো, চিলটন। "আমি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাস করেছি, ডাক্তার। সেটা কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়।"

"তাহলে তো আপনি ভালো করেই নিয়মটা সম্পর্কে অবগত আছেন; লোহার শিকের খুব কাছে যাবেন না। আপনি তাকে নরম কাগজ দেয়া ছাড়া আর কিছুই দেবেন না। না কোনো কলম না কোনো পেন্সিল। তার নিজের জন্য ফেল্ট-টিপড় কলম রয়েছে। যে কাগজ আপনি তাকে দেবেন সেটাতে কোনো স্টেপল, ক্লিপ অথবা পিন থাকবে না। খাবার-দাবার যে ফোকরটা দিয়ে দেয়া হয়, সেটা দিয়েই ওসব দেবেন। এর অন্যথা করবেন না। এমন কিছু তার কাছ থেকে নেবেন না যাতে ক'রে লোহার শিকের খুব কাছে যেতে হয়। আপনি আমার কথা বুঝেছেন?"

"বুঝেছি।"

তাদেরকে আরো দুটো দরজা অতিক্রম করতে হলো আর স্বাভাবিক আলোও পেছনে ফেলে আসতে হলো। এখন তারা একটু ভেতরে ঢুকে পড়েছে, যেখানে কোনো জানালা নেই। হলওয়ের বাতিগুলো ভারি লোহার গৃলে ঢেকে আছে। যেনো জাহাজের ইনজিন ঘরের বাতির মতো। একটা বাতির নিচে এসে ডাক্তার চিলটন একটু থামলো। তাদের পায়ের শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে স্টার্লিং দেয়ালের ওপাশ থেকে কারোর চিৎকারের একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলো।

"লেকটারকে কখনওই হাত-পা-মুখ বাঁধা ছাড়া অবস্থায় তার সেলের বাইরে আনা হয় না," চিলটন বললো। "কারণটা কেন সেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। অপরাধ স্বীকার করার পর প্রথম এক বছর সে দারুণ সহযোগীতা করেছে। তার চারপাশের নিরাপত্তারক্ষীরা স্বস্তিতে ছিলো—সেটা ছিলো আগের প্রশাসনের অধীনে, বুঝেছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ই জুলাইর দুপুর বেলা সে তার বুকে ব্যাথা হচ্ছে ব'লে জানালে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাকে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম দেবার সুবিধার্থে তার সমস্ত বন্ধন খুলে ফেলা হয়েছিলো। নার্স যখন তার দিকে ঝুঁকলো তখন সে তাকে এরকমটি করেছিলো।" চিলটন একটা ক্ষত-বিক্ষত মানুষের ছবি স্টার্লিংয়ের হাতে দিলো। "ডাক্তার তার একটা চোখ বাঁচাতে পেরেছিলো। পুরো দৃশ্যটা ক্যামেরায় তোলা আছে। সে নার্সটার চোয়াল ভেঙে ফেলেছিলো যাতে ক'রে তার জিভটার নাগাল পায়। ঐ কাজ করার সময় তার নাড়িস্পন্দন পঁচাশির বেশি হয়নি, এমনকি জিভটা গিলে খাবার সময়ও।"

স্টার্লিং জানে না কোন্‌টা বেশি খারাপ, ছবিটা, নাকি চিলটন যেরকম গোল গোল চোখ ক'রে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা। তার মনে হলো একটা তৃষ্ণার্ত মুরগী তার দিকে হা ক'রে চেয়ে আছে।

"আমি তাকে এখানে রেখেছি," পাশেই ভারি কাঁচের দরজার কাছে একটা বোতাম চেপে বললো সে। এক বড়সড় আরদার্লি তাদেরকে ভেতরে নিয়ে গেলো।

স্টার্লিং একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলো, সে দরজা দিয়ে ঢুকেই থেমে গেলো। "ডাক্তার চিলটন, এইসব টেস্ট-রেজাল্ট আমাদের সত্যি দরকার। যদি ডক্টর লেকটার মনে ক'রে থাকে যে, আপনি তার শত্রু—সে যদি আপনার ওপর ক্ষেপে থাকে, যেমনটি আপনি বলেছেন—তাহলে তার কাছে আমি একা গেলেই বোধহয় বেশি ভালো হয়। আপনার কি মনে হয়?"

চিলটন গাল চুলকালো। "ঠিক আছে, আমার কোনো সমস্যা নেই। এ কথাটা আপনার আমার অফিসেই বলা দরকার ছিলো। তাহলে আমি আপনার সঙ্গে একজন আরদার্লি পাঠিয়ে দিতাম, তাতে আমার সময় নষ্ট হতো না।"

"আমি সেটা ওখানেই বলতাম যদি আপনি আমাকে ওখানেই বৃফ করতেন।"

"আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে সেটা আমি আশা করি না, মিস্ স্টার্লিং—বার্নি, লেকটারের সাথে ওনার কাজ শেষ হয়ে গেলে ওনাকে বাইরে বের ক'রে আনার জন্য কাউকে রিং কোরো।"

চিলটন তার দিকে আর না তাকিয়েই চলে গেলো।

এখন, তার পেছনে কেবল বিশালাকৃতির আরদার্লি, নিঃশব্দ একটা ঘড়ি আর খাঁচা সদৃশ্য একটা ক্যাবিনেট, যাতে হাত-মুখ বাঁধার সরঞ্জাম এবং অজ্ঞান করার বন্দুক রয়েছে।

আরদার্লি স্টার্লিংয়ের দিকে তাকালো। "ডাক্তার চিলটন তো আপনাকে

বলেছেই যে, বার স্পর্শ না করতে, বার ধরবেন না, ঠিক আছে?" তার কণ্ঠ যেমন চড়া তেমনি রুক্ষ। স্টার্লিংয়ের মনে প'ড়ে গেলো এলডো রে'র কথা।

"হ্যা, সে আমাকে বলেছে।"

"ঠিক আছে। অন্যগুলোর পরেই সেটা। ডান দিকের শেষ সেলটা। নিচে গিয়ে করিডোরের মাঝখানে থাকবেন। আর কোনো রকম ইতস্তত করবেন না। আপনি তার চিঠিপত্র নিতে পারবেন, ডান পায়ে যাত্রা শুরু করুন।" আরদার্লিকে দেখে মনে হলো ভেতরে ভেতরে সে মজা পাচ্ছে। "আপনি ট্রে'তে সেটা রেখে ঠেলে দেবেন। ট্রে'টা যদি ভেতরে থাকে তবে আপনি কর্ড ধরে টান দেবেন, অথবা সে ওটা আপনার কাছে পাঠাতে পারবে। ট্রে'টা যেখানে থামবে সেখান থেকে সে আপনার নাগাল পাবে না।" আরদার্লি তাকে দুটো ম্যাগাজিন, সেগুলোর আল্‌গা পাতাগুলো বের হয়ে আছে, তিনটি সংবাদপত্র এবং কয়েকটা খোলা চিঠি দিলো।

করিডোরটা ত্রিশ গজ সামনে। তার দু'পাশেই সেল রয়েছে। কিছু সেল প্যাডযুক্ত, দেখার জন্য জানালা রয়েছে, দীর্ঘ আর সংকীর্ণ অনেকটা তীর মারার স্লিট-এর মতো, দরজার মাঝখানে ব্যক্তিগুলো সাধারণ কয়েদীদের মতোই। করিডোরের সামনের দিকটাতে বার দেয়া। বাকি সেলগুলোতে লোকজন রয়েছে, সে ব্যাপারে ক্লারিস স্টার্লিং সচেতন আছে। কিন্তু সে তাদের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো। অর্ধেক পথ যেতেই একটা চাপা কণ্ঠ শুনতে পেলো সে। "আমি তোমার যৌনাঙ্গের গন্ধ পাচ্ছি।" সে এমন ভাব করলো যেনো কথাটা শুনতেই পায় নি। সোজা হেটে গেলো সামনের দিকে।

শেষ সেলটার বাতি জ্বালানোই আছে। করিডোরের বাম দিক দিয়ে এগোতে লাগলো সেলটার দিকে। সে জানে তার জুতার হিলের শব্দে তার উপস্থিতিটা চাউড় হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৩

ডক্টর লেকটারের সেলটা অন্যদের সেল থেকে বেশ দূরে, করিডোরের একমাত্র ক্লোসেটের মুখোমুখি সেটা। সামনের দিকটা লোহার শিক, সেই শিকের পর মানুষের নাগালের বেশ দূরে আরেকটি বাঁধা হিসেবে মাটি থেকে ছাদ অবধি নাইলনের জাল জুড়ে আছে। জালের পেছনে স্টার্লিং দেখতে পেলো একটা টেবিল, সেটার ওপর নরম মলাটের বই-পত্র আর কাগজের স্তূপ। টেবিলটা মাটির সাথে স্থায়ীভাবে লাগানো, সোজা একটা চেয়ার আছে, সেটাও শক্ত ক'রে মাটির সাথে আঁটকানো।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার নিজের বিছানায় শুয়ে *ভোগ* পত্রিকার একটি ইতালিয় সংস্করণ পড়ছে। ডান হাতে একটা ক'রে পাতা ছিঁড়ে বাম দিকে রাখছে সে। বাম হাতে ডক্টর লেকটারের আঙুল ছয়টি।

ক্লারিস স্টার্লিং দূর থেকেই একটু থেমে গেলো।

"ডক্টর লেকটার।"

সে ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে তাকালো। এক সেকেন্ডের জন্য তার মনে হলো লেকটারের চাহ্নি গুঞ্জন করছে, কিন্তু সে কেবলমাত্র তার নিজের রক্তের শব্দই শুনতে পেলো।

"আমার নাম ক্লারিস স্টার্লিং। আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?" একটু দূর থেকে বেশ সৌজন্যতার সাথেই বললো সে।

ডক্টর লেকটার একটু বিবেচনা ক'রে নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপ দিলো, তারপর আস্তে ক'রে উঠে ধীরে ধীরে নিজে খাঁচার মধ্যে এগিয়ে এসে নাইলনের জালের একটু দূরে থেমে গেলো সেটার দিকে না তাকিয়েই, যেনো দূরত্বটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে।

ক্লারিস দেখতে পেলো লোকটা ছোটখাটো আর তেলতেলে; তার হাতে আর বাহুতে তার মতোই ঋজু শক্তি আছে।

"শুভ সকাল," সে বললো, যেনো দরজার সাথে কথা বলছে। তার পরিশীলিত

কণ্ঠের পেছনে একটা ধতব কর্কশ শব্দ রয়েছে, হয়তো কণ্ঠটা অব্যবহারের জন্য এমনটি হয়েছে।

ডক্টর লেকটারের চোখ দুটো বিবর্ণ আর তাতে ছোট্ট লাল বিন্দু প্রতিফলিত হচ্ছে। কখনও কখনও আলোর বিন্দুটা মনে হচ্ছে তার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ হয়ে উড়ছে। তার চোখ স্টার্লিংকে পুরোপুরি গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

লোহার শিক থেকে নির্দিষ্ট মাপা দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে এলো সে। তার বাহুর পশমগুলো জেগে উঠছে, স্টার্লিং জামার হাতা টেনে ঢেকে দিলো সেটা।

"ডক্টর, মনোবৈজ্ঞানিক প্রোফাইল তৈরি করতে আমাদের খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। আমি আপনার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।"

"আমাদের মানে কোয়ান্টিকোর আচরণ বিজ্ঞান। আমার ধারণা আপনি জ্যাক ক্রফোর্ডের লোক।"

"হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

"আমি কি আপনার পরিচয়পত্রটা একটু দেখতে পারি?"

এই কথাটা সে আশা করে নি। "আমি সেটা...অফিসে দেখিয়েছি।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনি সেটা পিএইচডি ডিগ্রীধারী ফ্রেডারিক চিলটনকে দেখিয়েছেন?"

"হ্যা।"

"আপনি কি তার পরিচয়পত্র দেখেছিলেন?"

"না।"

"শিক্ষকেরা খুব বেশি পড়াশোনা করে না, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারি। এলানের সঙ্গে কি দেখা হয়েছে? সে খুব চমৎকার, তাই না? তাদের দু'জনের মধ্যে কার সঙ্গে আপনি কথা বলতে বেশি পছন্দ করবেন?"

"সেক্ষেত্রে, আমি বলবো এলান।"

"আপনি একজন রিপোর্টার হতে পারেন, যাকে চিলটন টাকার বিনিময়ে এখানে ঢুকিয়েছে। আমার মনে হয় আপনার পরিচয়পত্র দেখার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি।"

"ঠিক আছে।" সে তার লেমিনেট করা আইডি-কার্ডটা বের ক'রে তুলে ধরলো।

"এতো দূরে থেকে আমি পড়তে পারছি না, এটা ভেতরে পাঠিয়ে দিন, প্লিজ।"

"সেটা আমি করতে পারবো না।"

"কারণ এটা খুব কঠিন।"

"হ্যা।"

"বার্নিকে জিজ্ঞেস করুন।"

আরদালি এসে একটু বিবেচনা করলো। "ডক্টর লেকটার, এটা আমি ভেতরে

দিচ্ছি। কিন্তু আমি যখন আপনাকে সেটা ফেরত দিতে বলবো—আমাদেরকে যদি এজন্যে বেগ পেতে হয়—তাহলে আমি খুব হতাশ হবো। আর আপনি যদি আমাকে হতাশ করেন তো আপনাকে আমি হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবো যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনার প্রতি আমার মনোভাব ভালো না হয়। টিউবের মধ্য দিয়ে খাবার যাবে, ভদ্রজামা কাপড় দিনে দু'বার বদল করা হবে না—কাজ করতে হবে। আর আমি আপনার চিঠিপত্র এক সপ্তাহের জন্য আঁটকে রাখবো। বুঝেছেন?"

"অবশ্যই, বার্নি।"

কার্ডটা ট্রে দিয়ে ভেতরে পাঠানো হলে ডক্টর লেকটার সেটা হাতে নিয়ে আলোর কাছে তুলে ধরলো।

"একজন শিক্ষানবীশ? এটাতে বলছে 'শিক্ষানবীশ'। জ্যাক ক্রফোর্ড আমার সাক্ষাত নেবার জন্য একজন শিক্ষানবীশ পাঠিয়েছে?" সে কার্ডটা দিয়ে তার ছোট ছোট সাদা দাঁতে টোকা মেরে সেটার গন্ধ নিলো।

"ডক্টর লেকটার," বার্নি বললো।

"অবশ্যই," সে কার্ডটা ট্রেতে রেখে দিলে বার্নি সেটা টান দিয়ে বের ক'রে নিয়ে নিলো।

"হ্যা, আমি এখনও একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি," স্টার্লিং বললো, "কিন্তু আমি এফবিআই নিয়ে আলোচনা করছি না—আমরা মনোবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি। আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো সে বিষয়ে যদি আমি যোগ্য হয়ে থাকি?"

"উম্ম্ম্," ডক্টর লেকটার বললো। "আসলে...আপনি পাশ কাটিয়ে গেলেন। বার্নি, বার্নি তুমি কি মনে করো না অফিসার স্টার্লিংয়ের একটা চেয়ার পাওয়ার দরকার?"

"ডাক্তার চিলটন আমাকে চেয়ারের ব্যাপারে কিছু বলেন নি।"

"তোমার ভদ্রতাজ্ঞান কী বলে, বার্নি?"

"আপনার কি চেয়ার লাগবে?" বার্নি তাকে জিজ্ঞেস করলো। "আমাদের কাছে একটা চেয়ার আছে, কিন্তু তার কাছে—মানে, সাধারণত কেউ তার কাছে এতো বেশি সময় থাকে না।"

"হ্যা, ধন্যবাদ, আপনাকে" স্টার্লিং বললো। হলের অপর পাশের ক্লোসেট থেকে বার্নি একটা ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এসে সেটা খুলে দিয়ে চলে গেলো।

"এবার বলুন," তার মুখোমুখি নিজের টেবিলের ওপর ব'সে লেকটার বললো, "মিগ আপনাকে কী বলেছে?"

"কে?"

"বিচিত্র মিগ, ঐদিকের সেলের। সে আপনাকে হিস্‌হিস্ ক'রে কী যেনো বলেছে। সে বলেছেটা কি?"

"সে বলেছে, 'আমি তোমার যৌনাঙ্গের ঘ্রাণ পাচ্ছি' ।"

"আচ্ছা। আমি অবশ্য পাচ্ছি না। আপনি ইন্ডিয়ান স্কিন ক্রিম ব্যবহার করেন, কখনও কখনও আপনি লায়ার দুতেম্পও ব্যবহার ক'রে থাকেন, কিন্তু আজকে করেন নি। আজকে আপনি ইচ্ছে করেই পারফিউম ব্যবহার করেন নি। মিগ যা বলেছে সে ব্যাপারে আপনার কেমন লাগছে?"

"কোন কারণে সে শত্রুভাবাপন্ন, কিন্তু আমি সেটা জানি না। এটা খুবই বাজে ব্যাপার। সে লোকজনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, আবার লোকজন তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এটা একটা ফাঁদ ।"

"আপনি কি তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন?"

"আমি দুঃখিত, সে খুবই বিপর্যস্ত। তার চেয়ে বড় কথা সে খুব হৈহল্লা করছে। পারফিউমের ব্যাপারটা জানলেন কি ক'রে?"

"আপনি যখন ব্যাগ থেকে কার্ডটা বের করছিলেন তখন সেটার ভেতর থেকে একটা গন্ধ বের হয়েছিলো। আপনার ব্যাগটা চমৎকার ।"

"ধন্যবাদ আপনাকে ।"

"আপনি আপনার সেরা ব্যাগটাই নিয়ে এসেছেন, তাই না?"

"হ্যা।" এটা সত্যি। সে তার সচরাচর ব্যবহার করা ব্যাগটা রেখে এটা নিয়ে এসেছে। আর তার কাছে থাকা এটাই হলো সেরা ব্যাগ ।

"এটা আপনার জুতার চেয়ে অনেক ভালো ।"

"জুতাটাও ভালো ।"

"সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই ।"

"দেয়ালের ড্রইংগুলো কি আপনি নিজে একেঁছেন, ডক্টর?"

"আপনার কি ধারণা আমি একজন ডেকোরেটরকে ডেকে এনে এসব করিয়েছি?"

"সিঙ্কের পাশেরটা ইউরোপের একটা শহর?"

"ফ্লোরেন্স। এটা প্লাজ্জো ভেচ্চিও এবং দুমা, বেলভেদার থেকে দেখা যায় ।"

"আপনি কি সব কিছুই স্মৃতি থেকে এঁকেছেন, একেবারে ডিটেলগুলোও?"

"স্মৃতি, অফিসার স্টার্লিং, দেখার বদলে আমার কাছে এই একটা জিনিসই রয়েছে ।"

"অন্য একটা হলো ক্রুশবিদ্ধ? মাঝখানের ক্রুশে কিছুই নেই ।"

"ডিপোজিশনের পর এটা হলো গোলগোথা। বুচার কাগজের ওপর ক্রেয়ন এবং ম্যাজিক মার্কার দিয়ে আঁকা হয়েছে। এটা হলো সেই চোর, পাসকালের ভেড়াটা কেড়ে নেয়ার সময় যাকে কথা দেয়া হয়েছিলো তাকে স্বর্গ দেয়া হবে ।"

"তারপর কি হলো?"

"তার পা ভেঙে গিয়েছিলো, ঠিক তার সঙ্গীর মতো, যে জিশুকে নিয়ে ব্যঙ্গ

করেছিলো। আপনি কি সেন্ট হন-এর গসপেল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ? দুচ্চিও'র দিকে দেখুন—সে নিখুঁত ক্রুশবিদ্ধের ছবিটা এঁকেছিলো। উইল গ্রাহামেরটা কেমন? সে দেখতে কেমন?"

"আমি উইল গ্রাহামকে চিনি না।"

"আপনি তাকে চেনেন। জ্যাক ক্রফোর্ডের আশ্রিত। আপনার আগের জন। তার চেহারাটা দেখতে কেমন?"

"আমি তাকে কখনও দেখি নি।"

"এটাকে বলে 'পুরনো কিছুর ওপর একটু কাঁটাছেঁড়া করা,' অফিসার স্টার্লিং, আপনি কিছু মনে করেন নি, করেছেন কি?"

একটু চুপ থেকে সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেললো।

"তার চেয়ে ভালো, আমরা এখানকার পুরনো কিছু ঘায়ে একটু মলম লাগাই। আমি সেটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—"

"না। না, এটা বোকামী এবং ভুল। কখনও এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাবার সময় ঠাট্টা বা হাস্যরস ব্যবহার করবেন না। শুনুন, একটা হাস্যরসকে বোঝা এবং পাল্টা জবাব দেয়ার মধ্য দিয়ে আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দিয়ে বেশ ভালো আর দ্রুততার সঙ্গে কাজ করিয়ে নেয়া যায়। বিচ্ছিন্ন ছন্দ মেজাজের শত্রু। আমরা মনমেজাজের তক্তার ওপর দাঁড়িয়েই তো আমরা অগ্রসর হই। আপনি চমৎকার করছেন, আপনি সৌজন্যমূলক এবং সৌজন্য গ্রহণও করেন বেশ ভালো মতো, আপনি মিগের বিব্রতকর সত্যটা বলার মধ্য দিয়ে আস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তারপর আপনি দক্ষ হাতেই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে চলে গিয়েছেন নিজের প্রশ্নের দিকে। এতে কাজ হবে না।"

"ডক্টর লেকটার, আপনি একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রিস্ট। আপনার কি মনে হয় আমি এতোটাই বোকা যে, আপনার মনমেজাজের ওপর কোনো রকম চালাকি করবো? আমাকে একটু কৃতিত্ব দিন, প্লিজ। আমি আপনাকে কোয়েশ্চেনেয়ারের জবাব দিতে বলেছি, আপনি হয় সেটা দেবেন, নয়তো দেবেন না। এভাবে বিষয়টা দেখলে কি খুব পীড়াদায়ক মনে হয়?"

"অফিসার স্টার্লিং, আচরণ বিজ্ঞান থেকে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব পেপার বের হয়েছে সেগুলো কি আপনি পড়েছেন?"

"হ্যা।"

"আমিও পড়েছি। এফবিআই আমার কাছে *ল' এনফোর্সমেন্ট* বুলেটিন পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কিন্তু আমি সেগুলো সেকেন্ডহ্যান্ড ডিলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। আমার কাছে জন জে'র খবর আর *সাইকিয়াট্রিক জার্নাল* রয়েছে। তারা সিরিয়াল হত্যা নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছে—সংগঠিত এবং অ-সংগঠিত। এ ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন?"

"এটা...মৌলিক, তারা প্রামাণিকভাবেই—"

"*সরলীককরণ* শব্দটা আপনি বলতে চাচ্ছেন। সত্যি বলতে কী, বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানই বালসুভ, অফিসার স্টার্লিং আচরণ বিজ্ঞান যে চর্চা ক'রে থাকে সেটা ফ্রিনোলজি স্তরে রয়েছে। শুরু করার জন্য মনোবিজ্ঞানের কাছে খুব ভালো উপাদান থাকে না। যে কোনো মনোবিজ্ঞান কলেজ এবং ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ছাত্রছাত্রী আর ফ্যাকাল্টির দিকে তাকিয়ে দেখুন : নিজের সম্পর্কে বাগাড়াম্বরপূর্ণ ধারণা আর ব্যক্তিত্বের ঘাটতি আছে এমন গাধায় পূর্ণ সেগুলো।

"ক্যাম্পাসের সবচাইতে সেরা মাথার লোক নয় তারা। সংগঠিত এবং অ-সংগঠিত সত্যিকারের একটি নিম্নমানের চিন্তাভাবনা।"

"আপনি কিভাবে শ্রেণীবিভাজনটা করবেন?"

"আমি করবো না।"

"পাবলিকেশন্সের কথা বলছিলেন, আমি আপনার সার্জিক্যাল-এডিকশনের ওপর কিছু লেখা পড়েছি, বাম দিক, ডান দিক-এর মুখ প্রদর্শনের ব্যাপারে লেখাগুলোও।"

"হ্যা, ওগুলো খুব উঁচুমানের," ডক্টর লেকটার বললো।

"আমারও সেরকম ধারণা, একই রকম জ্যাক ক্রফোর্ডও মনে করেন। তিনি ওগুলোর ব্যাপারে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই জন্যই তিনি আপনার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন—"

"দুঃখবাদী ক্রফোর্ড উদ্বিগ্ন? সে খুব ব্যস্ত আছে আশা করি।"

"হ্যা, ব্যস্ত আছেন, এবং তিনি চান—"

"বাফেলো বিলকে নিয়ে ব্যস্ত আছে।"

"সে রকমটিই আশা করছি।"

"না। 'আশা করছি' নয়। অফিসার স্টার্লিং, আপনি খুব ভালো করেই জানেন এটা বাফেলো বিলকে নিয়েই। আমার মনে হয় জ্যাক ক্রফোর্ড আপনাকে পাঠিয়েছে তার সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে।"

"না।"

"তাহলে আপনি এই বিষয়ে কাজ করছেন না?"

"না, আমি এসেছি, কারণ আপনাকে আমাদের দরকার—"

"বাফেলো বিল সম্পর্কে আপনি কি জানেন?"

"খুব বেশি কেউ জানে না।"

"সবকিছুই কি তবে কেবলমাত্র সংবাদপত্রের কাহিনী?"

"আমার তো তাই মনে হয়। ডক্টর লেকটার এই কেসের ব্যাপারে আমি কোনো গোপন দলিল বা জিনিস দেখিনি, আমার কাজ হলো--"

"বাফেলো বিল কতোজন মেয়েকে ব্যবহার করেছে?"

"পুলিশ পাঁচ জনকে খুঁজে পেয়েছে।"

"সবগুলোই চামড়া ছাড়ানো?"

" হ্যা, আংশিক চামড়া তোলা।"

"সংবাদপত্র কখনও তার নামের ব্যাখ্যা দেয়নি। আপনি কি জানেন কেন তার নাম বাফেলো বিল হলো?"

"হ্যা।"

"আমাকে বলুন।"

"আমি আপনাকে বলবো, আপনি যদি এই কোয়েশ্চেনেয়ারটা দেখেন তো।"

"আমি দেখবো, হয়েছে। এবার বলুন, কেন?"

"এটা শুরু হয়েছিলো ক্যানসাস সিটির হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের একটা বাজে জোক থেকে।"

"হ্যা..."

"কারণ সে পিঠের চামড়া তোলে।"

স্টার্লিং আবিষ্কার করলো সে ভয়ার্ত অনুভূতির বদলে বাজে অনুভূতি বিনিময় করছে। এই দুটোর মধ্যে, সে ভয়ার্ত অনুভূতিটাই বেশি পছন্দ করলো।

"কোয়েশ্চেনেয়ারটা পাঠিয়ে দিন।"

স্টার্লিং কোয়েশ্চেনেয়ারটা ট্রে'র মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলো। লেকটার যখন সেগুলোর পাতা ওল্টাচ্ছিলো তখন সে ব'সে রইলো।

সে ওটা ফিরিয়ে দিলো। "ওহ্, অফিসার স্টার্লিং, আপনি কি মনে করেন এই ভোতা অস্ত্র দিয়ে আমাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারবেন?"

"না। আমার ধারণা আপনি এই গবেষণার জন্য আপনার কিছু অর্ন্তদৃষ্টি এবং অগ্রসর চিন্তাভাবনা আমাদেরকে দিতে পারবেন।"

"আমি এসব কেন করতে যাবো?"

"কৌতুহল।"

"কিসের ব্যাপারে?"

"আপনি এখানে কেন সে সম্পর্কে। আপনার কী হয়েছে সে সম্পর্কে।"

"আমার কিছু হয় না, অফিসার স্টার্লিং। আমি হওয়াই। আপনি আমাকে প্রভাবিত ক'রে দুর্বল করতে পারবেন না। আচরণবাদের জন্যে আপনি ভালো এবং মন্দ দুটোই পরিত্যাগ করেছেন, অফিসার স্টার্লিং। আপনি সবাইকে পেয়েছেন নৈতিক মহত্তম আকাঙ্খার মধ্যে—কখনওই কারোর দোষে নয়। আমাকে দেখুন, অফিসার স্টার্লিং। আপনি কি বলতে পারবেন আমি শয়তান? আমি কি শয়তান, অফিসার স্টার্লিং?"

"আমার মনে হয় আপনি খুব ধ্বংসাত্মক ছিলেন। অবশ্য আমার কাছে এটা একই জিনিস।"

"ধ্বংসাত্মক হলো শয়তান? তাহলে ঝড়-তুফানও শয়তান, যদি সেভাবে দেখেন। আমাদের আগুন আছে, শিলাবৃষ্টিও আছে। একমত হওয়া হাবাগোবারা সবাই সেটাকে 'দৈবদুর্বিপাক' বা 'ঈশ্বরের কাজ' বলে।"

"ইচ্ছাকৃতভাবে—"

"আমি চার্চের ধ্বংস হওয়া, ভেঙে পড়ার খবর সংগ্রহ করি বিনোদনের জন্য। আপনি কি সাম্প্রতিককালে সিসিলি'রটা দেখেছেন? চমৎকার। পুরো ভবনটা একটা বিশেষ প্রার্থনার সময় পয়ষট্টি জন দাদী-নানীর মাথার ওপর ভেঙে পড়েছিলো। সেটা কি শয়তানী কাজ ছিলো? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে সেটা কে করলো? যদি সে উপরে থাকে, তবে সে এসব করতে ভালোবাসে, অফিসার স্টার্লিং। টাইফয়েড এবং পঙ্গপালের ঝাঁক সব কিছুই এক জায়গা থেকে আসে।"

"আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবো না, ডক্টর লেকটার, কিন্তু আমি জানি কে পারবে।"

সে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো। হাতটা একটা আকার তৈরি করেছে, সে লক্ষ্য করলো মধ্যমা আঙুলটি নিখুঁতভাবেই সেটা বোঝাচ্ছে। এটা পলিডেক্টাইলির বিরলতম আকার।

যখন সে আবার কথা বলতে শুরু করলো, তখন তার কণ্ঠ নরম এবং আমুদে। "আপনি আমাকে সংখ্যায় ব্যক্ত করতে চান, অফিসার স্টার্লিং। আপনি খুবই উচ্চাকাঙ্খি, তাই না? আপনি কি জানেন, আপনি আমার কাছে দেখতে কেমন? আপনার ঐ ভালো ব্যাগ আর সস্তা জুতায়? আপনি দেখতে হাস্যকর। আপনি খুব ভালোমতো ঝাড়ামোছা ক'রে আসা যা-তা রকমের হাস্যকর আর রুচিহীন একজন। আপনার চোখ অনেকটা সস্তা বার্থ-স্টোন পাথরের মতো—পৃষ্ঠাটা চক্‌চক ক'রে ওঠে যখন আপনি দৃঢ়ভাবে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন। আর আপনি তাদের পেছনে খুবই উজ্জ্বল, তাই না? নিজের মা'র মতো না হবার জন্য মরিয়া। ভালো পুষ্টি আপনার হাড্ডির দৈর্ঘ কিছুটা বাড়িয়েছে, কিন্তু আপনি আমাদের প্রজন্মের একজন নন, অফিসার স্টার্লিং। এটা কি পশ্চিম-ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং অথবা ওকি স্টার্লিং, অফিসার? কলেজ এবং ওয়েমেন্স আর্মি, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টাতে যাবেন তাই নিয়ে টস্‌ করেছিলেন, তাই না? আমাকে আপনার সম্পর্কে নির্দিষ্ট ক'রে কিছু বলতে দিন, ছাত্রি স্টার্লিং। আপনার ঘরে ফিরে যান, আপনার আছে একটা সোনার জপমালা আর আপনি যখন দেখেন তারা কতোটা আঠালো তখন খুব খারাপ লাগে, তাই না? প্রার্থনায় লেগে থাকাটা ক্লান্তিকর। ক্লান্তিকর। বির...ক্তি...কর। স্মার্ট হতে হলে অনেক কিছুই নষ্ট করতে হয়, তাই না? এটা কোনো রুচির ব্যাপার নয়। আপনি যখন এই কথপোকথনের কথাটা ভাববেন, আপনার মনে প'ড়ে যাবে একটি বোবা-কালা জন্তুর মুখে আঘাত লাগার কথা, আপনি তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

"যদি জপমালাটা আঁঠালো হয়ে থাকে, তবে আপনার এগিয়ে যাবার জন্যে অন্য কি আর রয়েছে? রাতের বেলায় আপনি ভাবনায় প'ড়ে যান, তাই না?" ডক্টর লেকটার খুব দয়ালু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

স্টার্লিং তাকে মোকাবেলা করার জন্য মাথাটা উঁচু করলো। "আপনি অনেক কিছুই দেখতে পারেন, ডক্টর লেকটার। আপনার বলা কোনো কিছুই আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু এখানে কিছু প্রশ্ন রয়েছে যা আপনাকে এক্ষুণি জবাব দিতে হবে, তা আপনার ইচ্ছে হবে নয়তো নয়: নিজের সম্পর্কে অতিউচ্চ অনুধাবন করতে আপনি কি যথেষ্ট শক্তিশালী? এটা মোকাবেলা করা খুব কঠিন। শেষ কয়েক মিনিট থেকে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। সেটা কী রকম? নিজেকে দেখুন এবং সত্যি কথাটা লিখুন। কতোটা ঠিক আর জটিল বিষয় আপনি খুঁজে পাবেন? কিংবা, হতে পারে আপনি নিজেকে ভয় পান।"

"আপনি খুব জাদরেল, তাই না, অফিসার স্টার্লিং?"

"সংগত কারণেই।"

"আর আপনি নিজেকে অতি সাধারণ ভাবতে ঘৃণা করেন। এটা কি খোঁচা মারা হলো না? হায় হায়! আরে, আপনি তো মোটেই সাধারণ নন, অফিসার স্টার্লিং। আপনি কেবল সে রকম হতে ভয় পান। আপনার জপমালাটা কতোটুকু, সাত মিলিমিটার?"

"সাত।"

"আমাকে একটা সাজেশন দিতে দিন। একটু আলগা করুন নিজেকে, বাঘের চোখ ছিদ্র করুন, সেই জায়গায় সোনার জপমালার গুটি বসিয়ে দিন। আপনি হয়তো দুই এবং তিন অথবা এক এক দুই করতে চান, যেভাবেই হোক না কেন নিজেকে যেনো আপনার সবচাইতে ভালো দেখায়। বাঘের চোখ দুটো আপনার নিজের চোখের রঙের রঙে এবং আপনার চুলের আভা ধারণ করবে। আপনাকে কেউ কখন কি ভ্যালেন্টাইন উপহার পাঠিয়েছিলো?"

"হ্যা।"

"আমরা ইতিমধ্যেই ঈস্টারের পরের চল্লিশ দিনের পর্বে প্রবেশ ক'রে ফেলেছি। ভ্যালেন্টাইন-ডে আর মাত্র এক সপ্তাহ পরে হবে, উম্‌ম্‌ম্‌, আপনি কি কিছু একটা প্রত্যাশা করছেন?"

"সেটা আপনি কখনওই জানতে পারবেন না।"

"না, আপনি কখনও প্রত্যাশা করবেন না...আমি ভ্যালেন্টাইন-ডে'র কথা ভাবছি। এটা আমাকে হাস্যকর একটা কিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়। এখন আমি সেটার কথাই ভাবছি, ভ্যালেন্টাইন ডে-তে আমি আপনাকে খুব সুখী করতে পারবো, ক্লারিস স্টার্লিং।"

"কীভাবে, ডক্টর লেকটার?"

"একটি চমৎকার ভ্যালেন্টাইন উপহার পাঠাবো। আমাকে এ ব্যাপারে ভাবতে হবে। এখন, দয়া ক'রে চলে যান, প্লিজ। বিদায়, অফিসার স্টার্লিং।

"গবেষণাটা?"

"এক আদমশুমারির জরিপকারী একবার আমাকে সংখ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলো। আমি তার যকৃৎ খেয়ে ফেলেছিলাম ফাভা শিম এবং একটা বড় আমারোন দিয়ে। স্কুলে ফিরে যান, লক্ষ্মী মেয়ে স্টার্লিং।"

হ্যানিবাল লেকটার, শেষের দিকে ভদ্র আচরণই করলো, তাকে তার পিঠ দেখালো না। সে পিছু হটে, শিক থেকে সরে গিয়ে নিজের বিছানায় আবার ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়লো, তার কাছ থেকে এতোটা দূরে চলে গেলো যেনো কোনো পাথরের ক্রুসেড যোদ্ধা সমাধিতে শুয়ে আছে।

আচম্‌কাই স্টার্লিংয়ের খুব শূন্য আর নিঃস্ব ব'লে মনে হলো যেনো সে রক্ত দান করেছে। সে বৃফকেসে কাগজগুলো ভরতে গিয়ে দরকারের চেয়েও বেশি সময় নিলো। কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুটোর ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। স্টার্লিং এই ব্যর্থতায় ঘেমে উঠলো, যা সে খুবই ঘৃণা করে। চেয়ারটা ভাঁজ ক'রে ক্লোসেটের পাশে রেখে দিলো। তাকে আবার মিগকে অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। দূরে ব'সে থাকা বার্নিকে দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু একটা পড়ছে। তাকে তার কাছে আসার জন্য ডাকতে পারে। *শালার মিগ।* প্রতিদিন এই শহরের কন্সট্রাক্‌শন শ্রমিক অথবা ডেলিভারি কাজের লোকদের অতিক্রম করার চেয়ে কোনো অংশে কম খারাপ নয় এটা। সে করিডোর ধরে এগোতে লাগলো।

তার খুব কাছেই মিগ'র কণ্ঠটা হিস্‌হিস্‌ ক'রে উঠলো। "আমি আমার হাতে কামড় দিয়েছি যাতে আমি দেখতে পারি সে-সে-সে-সেটা কীভাবে রক্তাক্ত হয়?"

তার উচিত বার্নিকে ডাকা কিন্তু সে অবাক হয়ে সেলের ভেতরে তাকিয়ে দেখতে পেলো মিগ তার হাতটা ধরে গুটিশুটি মেরে কাতরাচ্ছে। আচম্‌কা একটা হাত ছুড়ে মারতেই স্টার্লিংয়ের গাল এবং কাঁধে উষ্ণ থু-থু এসে লাগলো। সে মুখটা সরিয়ে ফেলার আগেই সেটা লেগে গেলো।

এক দৌড়ে তার কাছ থেকে সরে গেলো, বুঝতে পারলো সেটা থু-থু নয়, রক্তও নয়, বীর্য। লেকটার তাকে ডাকছে, তার কথা শুনতে পাচ্ছে সে। ডক্টর লেকটারের কণ্ঠটা তার পেছন থেকে ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে ডেকে যাচ্ছে।

"অফিসার স্টার্লিং।"

সে উঠে দাঁড়িয়েছে, পেছন থেকে চলে যাওয়ায় রত স্টার্লিংকে ডাকছে। হাতব্যাগ হাত্‌ড়ে টিসু পেপার নেবার চেষ্টা করলো।

তার পেছন থেকে লেকটার বলেই যাচ্ছে, "অফিসার স্টার্লিং।"

সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ধীরে সুস্থে হাটতে লাগলো এবার, দরজার দিকে দৃঢ়

পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো।

"অফিসার স্টার্লিং।" লেকটারের কণ্ঠে নতুন বৈশিষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সে থেমে গেলো। *ঈশ্বরই জানে, আর কী বাজে ঘটনা ঘটবে?* মিগ আবারও কিছু বললো কিন্তু সে আমলে নিলো না।

সে ফিরে গিয়ে আবার লেকটারের সেলের সামনের দাঁড়ালো, দেখতে পেলো ডাক্তারের প্রচণ্ড ক্ষোভের বিরল একটি দৃশ্য। সে জানে সে তার থেকে গন্ধ নিতে পারছে। সে সবকিছুর গন্ধই নিতে পারে।

"আমি হলে এরকম কাজ আপনার সাথে করতাম না। অসৌজন্যতা আমার কাছে একদম কুৎসিত মনে হয়।"

এটা এমন যেনো হত্যা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তাকে কম রূঢ়তায় প্রায়শ্চিত্ত করা হলো। অথবা, হয়তো, স্টার্লিং ভাবলো, এটা তাকে উত্তেজিত করেছে তার মুখে এভাবে ওটা ছুঁড়ে মারাতে। তবে নিশ্চিত ক'রে সে বলতে পারবে না। তার চোখের স্ফুলিঙ্গটি যেনো অন্ধকারে ওড়া কোনো আতশবাজি।

সে যাইহোক, এটা ব্যবহার করো, যিশু! সে তার বৃফকেসটা তুলে ধরলো। "দয়া ক'রে আমার জন্য এটা করুন।"

হয়তো সে খুব দেরি ক'রে ফেলেছে, কারণ লেকটার আবারো শান্ত হয়ে গেছে।

"না। তবে আপনি আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি আপনাকে অন্য কিছু দেবো। আমি এমন কিছু দেবো যা আপনি খুবই ভালোবাসেন, ক্লারিস স্টার্লিং।"

"সেটা কি, ডক্টর লেকটার?"

"অবশ্যই একটু এগিয়ে দেয়ার মতো কিছু। এটা খুব নিখুঁতভাবেই কাজ করবে—আমি খুব খুশি। ভ্যালেন্টাইন্স-ডে আমাকে এটা ভাবিয়েছে।" তার ছোট ছোট দাঁতের হাসিটা যে কোনো কারণেই হোক মুখে লেগে রইলো। সে এতো আস্তে আস্তে আর মৃদু কণ্ঠে বলছে যে, স্টার্লিংয়ের শুনতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

"রাসপেইলের গাড়িতে আপনার ভ্যালেন্টাইন-ডে'র উপহারটা খোঁজ করুন। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, রাসপেইলের গাড়িতে আপনার ভ্যালেন্টাইন-ডে'র উপহারটা খুঁজুন। এবার আপনি আসতে পারেন; আমার মনে হয় না মিগ এতো তাড়াতাড়ি আবার সেটা করতে পারবে, সে যতো বড় পাগলই হোক না কেন, তাই না?"

অধ্যায় ৪

ক্লারিস স্টার্লিং খুবই উত্তেজিত আর নিঃশেষিত হয়ে দৌড়াচ্ছে। তার সম্পর্কে বলা লেকটারের অনেক কথাই সত্যি আর কিছু কথা সত্যের কাছাকাছি। কয়েক সেকেন্ড তার মনে হয়েছিলো বোধহয় অজ্ঞাত এক ঘোরে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে সে; শেল্‌ফের জিনিসগুলো যেনো সবেগে তার মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে।

তার মা সম্পর্কে সে যা বলেছে সেটা সে ঘৃণা করে। তাকে এই ক্রোধ থেকে মুক্তি পেতে হবে। এটা হলো পেশাদারিত্বের ব্যাপার।

হাসপাতালের বাইরের রাস্তায় তার পুরাতন পিন্টো গাড়িটাতে ব'সে গভীর দম্ নিলে গাড়ির কাঁচে কুয়াশার ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়ে গেলে সে ফুটপাতে চলাচলকারীদের কাছ থেকে একটু আড়াল পেলো।

রাসপেইল। নামটা মনে পড়লো তার। সে ছিলো লেকটারের একজন রোগী এবং তার একজন শিকার। লেকটারের অতীত কার্যাবলীর রেকর্ড দেখতে কেবলমাত্র এক দিনই পেয়েছে। ফাইলটা খুবই বড় আর রাসপেইল অনেক অনেক শিকারের মধ্যে সে একজন। তার দরকার সেগুলো বিস্তারিত প'ড়ে দেখা।

এটা নিয়েই স্টার্লিং কাজ চালাতে চাইলো, কিন্তু সে জানে তাড়াহুড়ো ভাবটা তার নিজেরই তৈরি। একবছর আগেই রাসপেইলের কেসটা খারিজ হয়ে গেছে। কেউই বিপদে নেই। তার সময় আছে। আরো বেশি এগোবার আগে তার দরকার ভালোভাবে জেনে নেয়া এবং শলাপরামর্শ করা।

ক্রফোর্ড হয়তো কাজটা তার কাছ থেকে নিয়ে অন্য কউকে দিয়ে দেবে। সুযোগটা স্টার্লিং নেবে।

সে ক্রফোর্ডকে ফোনবুথ থেকে কল করার চেষ্টা করলো, কিন্তু জানতে পারলো সে এখন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে বাজেট বরাদ্দের আবেদন জানাতে ব্যস্ত আছে।

বাল্টিমোরের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড ডিভিশন থেকে বিস্তারিত জেনে নিতে পারে সে। কিন্তু সে জানে খুন-হত্যা এগুলো ফেডারেল অপরাধ নয়, সে এও জানে তারা তাকে এ ব্যাপারে পাত্তাই দেবে না, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই।

কোয়ান্টিকোর আচরণ বিজ্ঞানে ফিরে আসলো, নিঃস্ব-রিক্ত আর ফাইলে কোনো কিছু না নিয়ে। সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে রইলো, শেষ সেক্রেটারি চলে যাবার পর লেকটারের মাইক্রো ফিল্ম নিয়ে খোঁজাখুঁজি করলো। ডার্ক-রুমে বৃদ্ধ ভিউয়ার জ্যাক-ও-ল্যানটার্নের মতো জ্বলজ্বল করছে, লেখাগুলো আর ছবি নেগেটিভগুলো তার আগ্রহী মুখের ওপর ছাপ ফেলছে।

রাসপেইল, বেনজামিন রেনে, ডব্লিউএম, ৪৬, বাল্টিমোরের ফিলারমনিক অর্কেস্ট্রার প্রধান বংশীবাদক। সে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের সাইকিয়াট্রিস্ট প্র্যাকটিসের একজন রোগী ছিলো।

১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ, বাল্টিমোরের একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে ব্যর্থ হয় সে। মার্চের ২৫ তারিখে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় ভার্জিনিয়ার ফল্স চার্চের কাছেই ছোট্ট একটা গ্রামের চার্চের কফিনের ভেতর। গায়ে পোশাক ছিলো কেবল সাদা টাই এবং টেলিকোট। ময়নাতদন্তে দেখা যায় রাসপেইলের শরীরের হৃদপিণ্ড ফুটো এবং তার যকৃত উধাও হয়ে গেছে।

ক্লারিস স্টার্লিং, শৈশব থেকেই মাংস কাটাকুটির ব্যাপারটার সাথে পরিচিত। সে চিনতে পারলো হারানো অঙ্গগুলো সুইট-ব্রেড বা মিষ্টিরুটি হিসেবে পরিচিত।

বাল্টিমোরের হোমিসাইড বিশ্বাস করে এইসব আইটেম রাসপেইলের উধাও হবার পরের দিন রাতে লেকটারের দেয়া বাল্টিমোর ফিলারমোনিক অর্কেস্ট্রার প্রেসিডেন্ট এবং কন্ডাক্টরের ডিনারের মেনুতে দেখা গেছে।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার খুব দৃঢ়ভাবেই দাবি করেছিলো যে, সে এসবের কিছুই জানে না। ফিলারমোনিকের প্রেসিডেন্ট এবং কন্ডাক্টর ডিনারের বিল কতো ছিলো সে ব্যাপারে জবানবন্দীতে বলেছিলো যে তারা নাকি সেটা মনে করতে পারছে না, যদিও লেকটার তার টেবিলে আপ্যায়নের জন্য সুপরিচিত ছিলো। সে ভোজন-বিলাসি ম্যাগাজিনে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখতো।

ফিলারমানিকের প্রেসিডেন্ট পরবর্তীতে ক্ষুধামন্দা রোগে আক্রান্ত হয় যা এলকোহল নির্ভরতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বাল্টিমোরের পুলিশের মতে রাসপেইল ছিলো লেকটারের এ পর্যন্ত জানা নবম শিকার।

রাসপেইল কোনো উইল না করেই মারা গিয়েছিলো, আর তার আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা করার সংবাদটি জনগণের আগ্রহ মিলিয়ে যাবার আগে কয়েক সপ্তাহ ধরেই পত্রপত্রিকায় এসেছিলো।

রাসপেইলের আত্মীয়-স্বজনরা লেকটারের অন্যান্য শিকারের পরিবারের সাথে যোগ দিয়ে লেকটারের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং মামলার ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান সাইকিয়াট্রিস্টের প্রোফাইল আর টেপগুলো ধ্বংস ক'রে ফেলে। তার মুখ ফস্কে কোনো বিব্রতকর গোপন কথা বের হয়েছিলো কিনা সেটা আর জানা যায় নি।

তাদের বিচারবুদ্ধি উধাও হয়ে গিয়েছিলো, আর ফাইলগুলো সব নথিভূক্ত করা আছে।

আদালত এভারেট ইয়ো নামের একজনকে রাসপেইলের উকিল হিসেবে নিযুক্ত করেছিলো তার সহায়-সম্পত্তির তদারকি করার জন্যে।

গাড়িটা দেখতে হলে স্টার্লিংকে উকিলের কাছে আবেদন করতে হবে। উকিল রাসপেইলের স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি রক্ষণশীল হবে সন্দেহ নেই। আর আগেভাগে জানিয়ে দিলে তার প্রয়াত মক্কেলের কিছু ব্যাপার আড়াল করার জন্য প্রমাণপত্রও নষ্ট ক'রে ফেলা হতে পারে।

স্টার্লিং খুব জলদিই কাজটা করতে সিদ্ধান্ত নিলো। সেজন্যে তার কিছু পরামর্শ আর ক্ষমতা বা অনুমতির দরকার রয়েছে। আচরণ বিজ্ঞানে সে খুবই একা আর সেখান থেকে চলেও এসেছে। ইনডেক্স থেকে ক্রফোর্ডের বাড়ির নাম্বারটা পেয়ে গেলো সে।

টেলিফোনে কোনো রিং হতে না শুনলেও আচম্‌কাই তার কণ্ঠটা শুনতে পেলো, খুবই শান্ত আর স্বাভাবিক।

"জ্যাক ক্রফোর্ড বলছি।"

"আমি ক্লারিস স্টার্লিং। আশা করি আপনি ডিনার খাচ্ছিলেন না..." সে নিরবতার মধ্যেই বলেই গেলো। "...লেকটার আমাকে আজ রাসপেইলের কেসের ব্যাপারে কিছু বলেছে। আমি সেখান থেকে অফিসে এসেছি। সে আমাকে বলেছে রাসপেইলের গাড়িতে কিছু একটা আছে। সেখানে যেতে হলে আমাকে তার উকিলের মাধ্যমে যেতে হবে, আগামীকাল শনিবার থেকে—কোনো স্কুল নেই—আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি যদি—"

"স্টার্লিং, আমি আপনাকে লেকটারের কাছ থেকে যে তথ্য যোগাড় করতে বলেছিলাম সেগুলো কি আপনি যোগাড় করেছেন?" ক্রফোর্ডের কণ্ঠটা মারাত্মক রকমেরই শান্ত।

"শনিবার ৯টার মধ্যেই আপনাকে একটা রিপোর্ট দেবো।"

"সেটাই করুন, স্টার্লিং। ঠিক সেটাই।"

"জি স্যার।"

ডায়াল টোনটা তার কানে হুল ফোঁটাতে লাগলো। তার চেহারাটা লাল হয়ে গেলো চোখ দুটো যেনো আগুনে পুড়ে যাচ্ছে।

"তো, জাহান্নামে যাক," সে বললো। "শালার হাড়মরা বুড়ো। শুয়োরের বাচ্চা। তোমার মুখে মিগকে বীর্য ছুড়ে মারতে দাও, তারপর দেখো কেমন লাগে।"

স্টার্লিং এফবিআই'র চক্‌চকে নাইটড্রেসটা পরে যখন তার ডরমিটরির ঘরে ব'সে

রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশটার খসড়া করছিলো তখন তার রুমমেট আরডেলিয়া মাপ লাইব্রেরি থেকে ফিরে এলো। মাপের চওড়া বাদামী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রশান্তিময় মুখটাই তার সারা দিনের মধ্যে সবচাইতে সুখকর একটি দৃশ্য।

আরডেলিয়া তার চেহারায় অবসাদটা দেখতে পেলো।

"আজ তুমি কী করেছো, মেয়ে?" মাপ সবসময় এমনভাবে প্রশ্ন করে যেনো সেটার উত্তরও সে জানে।

"এক উন্মাদকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।"

"আমার যদি সামাজিক জীবন থাকতো—আমি জানি না তুমি কি ক'রে এটা ম্যানেজ করো, স্কুলও করো সেই সাথে।"

স্টার্লিং দেখতে পেলো সে হাসছে। আরডেলিয়া মাপ তাকে নিয়ে হাসছে যেনো এটা ছোটখাটো কোন জোক। স্টার্লিং লেখা থামালো না, সে শুনতে পেলো খুব দূর থেকে কে যেনো হেসে চলছে। স্টার্লিং অশ্রু ভেঁজা চোখে মাপকে অদ্ভুতভাবেই বেশি বয়স্ক দেখতে পেলো আর তার হাসিতে দেখতে পেলো বিষন্নতা।

অধ্যায় ৫

তিপান্ন বছরের জ্যাক ক্রফোর্ড তার নিজের শোবার ঘরে একটা উইং চেয়ারে ব'সে নিচু ল্যাম্পের আলোতে বই পড়ছে। তার সামনে দুটো ডাবল বেড, দুটোই হাসপাতালের বিছানার মতো উঁচু ক'রে রাখা। একটা তার নিজের, অন্যটাতে তার স্ত্রী বেলা শুয়ে আছে। ক্রফোর্ড তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। গত দু'দিন ধরে সে উঠেও দাঁড়াতে পারছে না, কথাও বলছে না তার সাথে।

তার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটু বিঘ্ন ঘটলে ক্রফোর্ড বই থেকে চোখ সরিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বইটা নামিয়ে রাখলো। বেলা আবার নিঃশ্বাস নিচ্ছে, প্রথমে আলতো ক'রে তারপর লম্বা একটা। তার হাতের নাড়ি স্পন্দনটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো রক্ত চাপটা কী অবস্থায় আছে দেখার জন্য। কয়েক মাস ধরে এই কাজটা করতে করতে রক্ত চাপ মাপাতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে সে।

যেহেতু রাতের বেলায় ক্রফোর্ড তাকে ছেড়ে থাকবে না তাই তার বিছানার পাশেই নিজের বিছানাটা এনে রেখেছে। অন্ধকারে তাকে হাতের নাগালে পাবার জন্যে নিজের বিছানাটাও তার বিছানার মতো উঁচু ক'রে রেখেছে।

বিছানার উচ্চতা এবং বেলার বিছানার অতি আরামদায়ক ব্যবস্থা ছাড়া ঘরটা যাতে হাসপাতাল ব'লে মনে না হয় তার জন্য ক্রফোর্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। ঘরে ফুল আছে, কিন্তু খুব বেশি নয়। ঔষুধ-পত্র দৃষ্টির গোচরে রাখা হয়নি।

তাকে হাসপাতাল থেকে আনার আগেই হলঘরে ক্রফোর্ড একটা ক্লোসেট খালি ক'রে সেটাতে সব ঔষধপত্র রেখে দিয়েছে (তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার এটা ছিলো দ্বিতীয় ঘটনা)।

দক্ষিণ দিক থেকে একটা গরম বাতাস এলো। জানালাগুলো খোলাই আছে, তাই বাতাসটা নরম আর টাটকা মনে হচ্ছে। অন্ধকারে কোথাও কিছু কোলা ব্যাঙ ডাকছে।

ঘরটাতে নোংরা কিছু নেই। কিন্তু ঘরের কার্পেটটার আঁশ বের হতে শুরু করেছে—ক্রফোর্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালায় না, সে ঝাড়ু ব্যবহার ক'রে কার্পেট

পাড়ে, এতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। বাতি জ্বালালো সে। দরজার পেছনে দুটো ক্লিপবোর্ড ঝোলানো আছে। একটাতে বেলার রক্তচাপের এবং নাড়ি স্পন্দনের রেকর্ড লেখা। এটাতে তার নিজের হিসাবটা রাখা আছে, অনেক অনেক রাতের হিসাব। অন্যটাতে দিনের বেলায় যে নার্স থাকে তার হিসাবটা লেখা আছে।

রাতের বেলায় বেলার প্রয়োজনীয় ঔষুধপত্র আর ইনজেকশন ক্রফোর্ড নিজেই দিতে পারে। এক নার্সের সাহায্যে সে লেবুর ওপর ইনজেকশন দেবার প্র্যাকটিস করেছে, তারপর নিজের উরুতে। বেলাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনার আগেই এসব করেছে।

ক্রফোর্ড তার শিয়রে, তার মুখের দিকে চেয়ে সম্ভবত তিন মিনিটেরও বেশি সময় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মাথার চমৎকার সিল্কের স্কার্ফটা অনেকটা পাগড়ীর মতো দেখতে। ক্রফোর্ড এটার জন্য চাপাচাপি করেছিলো। এখন বেলা নিজেই এটার জন্য চাপাচাপি করে। ক্রফোর্ড তার ঠোঁট গ্লিসারিন দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে চোখের কোণে জমে থাকা পানিটা মুছে দিলো। বেলা উঠে দাঁড়াতে পারে না। তার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেবার সময় এখনও আসেনি।

আয়নার দিকে তাকিয়ে ক্রফোর্ড নিজেকে আশ্বস্ত করলো, সে অসুস্থ নয় যে, তাকেও তার সঙ্গে কবরে যেতে হবে, সে নিজে সুস্থই আছে। এই ভাবনাটার জন্য লজ্জিত হলো সে।

চেয়ারে ফিরে গিয়ে মনে করতে পারলো না এতোক্ষণ সে কী পড়ছিলো। কেবল অনুভব করলো তার পাশে রাখা বইটা এখনও উষ্ণ আছে।

অ ধ্যা য় ৬

সোমবার সকালে ক্লারিস স্টার্লিং তার মেইলবক্সে ক্রফোর্ডের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলো:

> সিএস :
> রসপেইলের গাড়ির ব্যাপারে কাজ শুরু করেন। আপনার সুবিধাজনক সময়ে। আমার অফিস আপনাকে লং-ডিসটেন্ট কলের জন্য ক্রেডিট কার্ডের যোগান দেবে। ওখানে অথবা কোথাও যাবার আগে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। বুধবার ৪টা বাজে রিপোর্ট করবেন। ডিরেক্টর আপনার স্বাক্ষরিত লেকটারের রিপোর্টটি পেয়েছেন। আপনি ভালোই করেছেন।
> জেসি
> এসএআইসি/সেক্‌শন-৮

স্টার্লিংয়ের খুব ভালো লাগলো। সে জানে ক্রফোর্ড তাকে এইমাত্র নিঃশেষিত একটি ইঁদুর দিয়েছে প্র্যাকটিস করার জন্য। ক্রফোর্ড তাকে শিক্ষা দিতে চায়। সে চায় স্টার্লিং ভালো করুক। স্টার্লিংয়ের কাছে এটা সবসময়ই খোচাঁ মারা সৌজন্যতা।

রাসপেইল আট বছর আগে মরে গেছে। সেই গাড়িতে কী এমন প্রমাণ আর থাকতে পারে?

সে তার পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, যেহেতু অটোমোবাইলের মূল্য খুব দ্রুত হ্রাস পায় তাই আদালত বেঁচে থাকা আত্মীয়দেরকে উইল প্রমাণিত হবার আগেই গাড়িটা বিক্রি করতে অনুমতি দেবে। মনে হচ্ছে এরকম আইনী ভেজালে থাকা সম্পত্তিতেও গাড়িটা এতোদিন টিকে থাকবে না।

সময়টাও একটা সমস্যা। তার লাঞ্চের বিরতির সময়ে স্টার্লিংয়ের হাতে গিনেস আওয়ারে ফোন করার জন্য এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট রয়েছে। তাকে বুধবার বিকেলে ক্রফোর্ডের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। সুতরাং রাসপেইলের গাড়িটা খুঁজে বের করার জন্য তার হাতে মোট সময় রইলো তিন ঘণ্টা পাঁচচল্লিশ মিনিট, যদি রাতের বেলায় পড়াশোনা ক'রে নিজের লেখাপড়ার সময়টা ব্যবহার করে তবে আরো তিন দিন সময় পাবে এ কাজে।

ইনভেস্টিগেটিভ প্রসিডিউর ক্লাসে ভালো নোট নিয়েছে সে। তার ইন্সট্রাক্টরকে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগও পাবে।

সোমবারের লাঞ্চের সময় বাল্টিমোরের কাউন্টি কোর্টের লোক স্টার্লিংকে অপেক্ষায় রেখে তিন বার ভুলে গিয়েছে তার কথা। তার স্টাডি পিরিয়ডের সময় সে কোর্টের একজন বন্ধুভাবাপন্ন কেরাণীর দেখা পেলো, রাসপেইলের উইল সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো বের ক'রে দেখিয়েছে সে।

কেরানী লোকটা নিশ্চিত করেছে যে, একটা অটোমোবাইল বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়েছে, স্টার্লিংকে গাড়িটার নাম্বারও দিয়েছে, সেই সাথে পরবর্তীকালে এটার মালিকের নামও।

মঙ্গলবারে, লাঞ্চের অর্ধেকটা সময়ে সে ঐ নামটা খুঁজতে ব্যয় করলো। ম্যারিল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অব মোটর ভেহিকেল যে, সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে গাড়ি খুঁজে বের করতে পারে না সেটা আবিষ্কার করতে তার লাঞ্চের বাকি সময়টা ব্যয় হয়ে গিয়েছিলো। তারা কেবল রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং সাম্প্রতিক ট্যাগ নাম্বার অনুযায়ীই গাড়ির খোঁজ দিতে পারে।

মঙ্গলবার বিকেলে, মূষলধারে বৃষ্টির কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিলো। কনফারেন্স রুমে, ধোঁয়াটে আর ভেঁজা পোশাকে সাবেক মেরিন ফায়ার আর্মস ইন্সট্রাক্টর জন ব্রিগহাম ক্লাসের সবার সামনে স্টার্লিংয়ের হাতের শক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। তাকে বলা হয়েছিলো ষাট সেকেন্ডে কতোবার স্মিথ এ্যান্ড ওয়েসেন-এর মডেল ১৯ পিস্তলের ট্রিগার চাপতে পারে সেটা দেখাতে।

মাঝখানে চোখের সামনে চুল এসে পরার পরও বাম হাতে চুয়াত্তুর বার করতে সক্ষম হয়েছিলো সে। এরপর ডান হাতে শুরু করেছিলো, সেই সময় আরেকজন ছাত্র গুনতে লাগলো। সে ছিলো দারুণ ভঙ্গীতে, বেশ চাঙ্গা, দৃষ্টি ছিলো লক্ষ্যের দিকে কিন্তু তার দৃষ্টি একটু ঝাপসা লাগলো। সে তার মনকে এই বেদনা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো। দেয়ালের লক্ষ্যবস্তুটা তার ফোকাসে এলো এবার। এটা ছিলো তার ইন্সট্রাক্টর জন ব্রিগহামের প্রশংসাপত্র।

অন্য ছাত্ররা যখন পিস্তলের ক্লিক গুনছিলো তখন স্টার্লিং ব্রিগহামের দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করেছিলো।

“আপনি কারেন্ট রেজিস্ট্রেশন কীভাবে খুঁজে বের করবেন...”

“পয়ষট্টি ছেষট্টি সাতষট্টি আটষট্টি...”

“যখন আপনার কাছে কেবল গাড়িটার সিরিয়াল নাম্বারই রয়েছে ...”

“উসত্তুর সত্তুর একাত্তর ...”

“আর তৈরি হবার নাম্বারটা? আপনার কাছে কারেন্ট ট্যাগ নাম্বার নেই।”

“... *আটাশি নব্বই।* হয়ে গেছে।”

“ঠিক আছে,” ইন্সট্রাক্টর বললো, “আমি চাই আপনারা এটা নোট ক'রে নেবেন। হাতের শক্তি নিখুঁত গুলি করার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আপনাদের মধ্যে কোনো কোনো জেন্টেলমেন এই ভেবে ঘাবড়ে আছে যে, আমি বুঝি তাদেরকে এরপর ডাকবো। আপনাদের ঘাবড়ানোটা যথার্থই–স্টার্লিং দু'হাতেই গড়পরতার চেয়ে উপরে আছে। এর কারণ সে এটা নিয়ে খুব চর্চা করে। সে এটা নিয়ে নিবিড়ভাবে আকড়ে ধরে চেষ্টা করে, আপনাদের বেশির ভাগই যা করেন না। একটু সিরিয়াস হোন, স্টার্লিং, আপনিও খুব একটা ভালো করছেন না। আমি দেখতে চাই আপনাদের গ্রাজুয়েট হবার আগেই বাম হাতে নব্বই বার করছেন। দু'জন দু'জন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ুন–শুরু ক'রে দিন।

“আপনি নন, স্টার্লিং, আপনি এখানে আসুন। গাড়িটার আর কী আছে আপনার কাছে?”

“কেবলমাত্র সিরিয়াল নাম্বার এবং নির্মাণ তারিখ, এই। পাঁচ বছর আগে একজন মালিক ছিলো।”

“ঠিক আছে, শুনুন। বেশিরভাগ লোকই যে ভুলটা করে সেটা হলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে একটা রেজিস্ট্রেশন থেকে আরেকটা মালিকের রেজিস্ট্রেশন খুঁজে দেখে। আপনি এসব ক'রে ক'রে কিছুই পাবেন না। মানে, বলতে চাচ্ছি পুলিশেরাও একই ভুল করে অনেক সময়। রেজিস্ট্রেশন আর ট্যাগ নাম্বারই কেবলমাত্র কম্পিউটারে থাকে। আমরা সবাই ট্যাগ নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বারেই অভ্যস্ত। গাড়ির সিরিয়াল নাম্বারের নয়।

প্র্যাকটিসের রিভলবারের গুলির শব্দ ঘরটার জুড়ে একনাগাড়ে শুরু হয়ে গেলে তাকে কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার ক'রে বলতে হলো।

“একভাবে এটা খুব সহজ। আর এল পোলক এ্যান্ড কোম্পানি, যারা সিটি ডায়রেক্টোরি প্রকাশ করে–তারা কারেন্ট রেজিস্ট্রেশন এবং সিরিয়াল নাম্বারের ক্রমিক তালিকাও সেখানে দিয়ে থাকে। সেটাই একমাত্র জায়গা। গাড়ির ডিলাররা তাদের সঙ্গেই বিজ্ঞাপনগুলো পরিচালনা ক'রে থাকে। আপনি কী ক'রে জানলেন যে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এ কথাটা?”

“আপনি হলেন একজন আইসিসি এনফোর্সমেন্ট, আমার ধারণা আপনাকে অনেক যানবাহন পাকড়াও করতে হয়। ধন্যবাদ।”

"এবার আমার কথা–বাম হাতটা যেখানে থাকার কথা সেখানে তুলে ধরেন। আঙুলগুলো শক্ত ক'রে রাখুন।"

স্টাডি পিরিয়ডের সময় নিজের ফোন বুথে ফিরে এলো সে, তার হাত কাঁপছে যাতে ক'রে নোটগুলোর লেখা সহজপাঠ্য হয়। রাসপেইলের গাড়িটা একটা ফোর্ড গাড়ি। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই একজন ফোর্ড গাড়ির ডিলার আছে যে অনেক বছর ধরেই তার পিন্টো গাড়িটাকে যথাসম্ভব ঠিকঠাক ক'রে রেখেছে ধৈর্যের সাথে। ডিলার স্টার্লিংয়ের জন্যে তার কাছে থাকা তালিকাটা ঘেঁটে দেখলো। সে টেলিফোনে ফিরে এসে জানালো বেনজামিন রাসপেইলের গাড়িটা শেষবার কে রেজিস্ট্রেশন করেছে, তার নাম আর ঠিকানাও দিয়ে দিলো সে।

ক্লারিস কাজে নেমে গেলো, সব তার নিয়ন্ত্রনে এসে পড়েছে। একেবারে ছেলেমানুষের মতোই সে লোকটার বাড়িতে ফোন করলো, আমাকে দেখতে দাও, নয় নাম্বার ডিচ্, আরাকানসাস। জ্যাক ক্রফোর্ড কখনই সেখানে আমাকে যেতে দেবে না, তবে অন্তত্তপক্ষে আমি নিশ্চিত হতে পারবো কে গাড়িটার মালিক।

কোনো জবাব নেই, বার বার করা হলো, তারপরও কোনো জবাব নেই। রিংটা মনে হলো হাস্যকর এবং বহুদূরের, অনেকটা পার্টি লাইনের মতোই রিং-টোনটার আওয়াজ। রাতেও সে চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না।

বুধবারের লাঞ্চের সময়ে, স্টার্লিংয়ের কলের জবাব দিলো এক লোক!

"ডব্লিউপিওকিউ, আমরা পুরনো গাড়ি বিক্রি করি।

"হ্যালো, আমি একজনকে–"

"আমি কোনো এলুমিনিয়াম সাইডিংকে পাত্তা দেই না, আর আমি ফ্লোরিডার কোনো ট্রেইলার আদালতেও থাকতে চাই না। এছাড়া আপনার কাছে আর কী আছে?"

স্টার্লিং লোকটার কণ্ঠে আরাকানসাসের টান শুনতে পেলো। সে যে কারোর সাথেই কথা বলতে পারে যখন সে চাইবে, তার সময় খুব কম।

"জি স্যার, আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন তো কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি মিঃ লোম্যাক্স ব্যাডওয়েল-এর খোঁজ করছি? আমি ক্লারিস স্টার্লিং?"

"স্টার্লিং কি কোনো মানুষের নাম হলো," লোকটা তার বাড়ির লোকদের চিৎকার ক'রে কথাটা শুনিয়ে বললো। "আপনি ব্যাডওয়েলের কাছে কী চান?"

"এটা কি ফোর্ড রিকলে ডিভিশনের দক্ষিণ-মধ্য আঞ্চলিক অফিস? তার কাছে এলটিডি মেরামত করার জন্য ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে, বিনা পয়সা করার জন্য?"

"আমিই ব্র্যাডওয়েল। আমার ধারণা আপনি এই এতো দূর থেকে ফোন ক'রে আমার কাছে কোনো কিছু বিকোবার চেষ্টা করছেন। নতুন ক'রে এডজাস্টমেন্ট করার জন্য খুব দেরি হয়ে গেছে, পুরো জিনিসটাই আমার দরকার। আমি আর আমার বউ লিটল রক-এ আছি, ওখানকার সাউথল্যান্ড মলটা আছে না?"

"জি স্যার।"

"তেলের প্যানটা থেকে ডার্ন রডটা বের হয়ে গেছে। সবজায়গায়ই তেল আর তেল, আর ঐযে অর্কিন ট্রাকটা আছে না, যার ওপরে বিশাল একটা ছারপোকা আছে? সেটা তেল পিছলে রাস্তার পাশে উল্টে প'ড়ে গেছে।"

"ঈশ্বরের দয়া করুন।"

"ফটোম্যাট বুথে সেটা আঘাত করলে কাঁচটাচ সব ভেঙে শেষ। ফটোম্যাটের লোকটা এসে এসব দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তাকে আমার রাস্তা থেকে সরিয়ে নিতে হয়েছে।"

"আচ্ছা, ভালো করেছেন। এর পর কী হলো?"

"কোন্‌টার কী হলো?"

"গাড়িটার।"

"আমি বাডি সপারকে ব'লে দিয়েছি, ঐযে গর্দা মাল কেনে যে, সে এসে এটা নিতে চায় তো পঞ্চাশে পেতে পারবে, আমি আশা করছি যে, ওটা ভাঙতে পারবে সে।"

"আপনি কি আমাকে তার টেলিফোন নাম্বারটা দিতে পারবেন, মিঃ ব্যাডয়েল?"

"সিপারের সাথে আপনার কি কাজ? ওটা থেকে যদি কেউ কিছু বের ক'রে আনতে পারে তবে সেটা হলাম আমি।"

"সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার। তারা আমাকে যা বলেছে, আমাকে তাই করতে হবে, তারা বলেছে গাড়িটা খুঁজে বের করতে। নাম্বারটা কি আপনার কাছে আছে, প্লিজ?"

"আমি আমার ফোনবুকটা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি জানেন এইসব নাতি পুতিদের সাথে ব্যাপারটা কী রকম হয়। সেন্ট্রাল থেকে সেটা আপনাকে দিয়ে দেয়া উচিত ছিলো, সেটা সিপারের গুদামঘর।"

"আপনার অশেষ কৃপা, মিঃ ব্র্যাডওয়েল।"

সিপারের গুদামঘরে গিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, গাড়িটা রিসাইকেল করার জন্য চাপ দিয়ে দলাইমলাই ক'রে একটা কিউব-এ রূপান্তরিত করা হয়ে গেছে। ফোরম্যান স্টার্লিংকে গাড়িটার সিরিয়াল নাম্বার তার রেকর্ড থেকে প'ড়ে শোনালো।

গুয়ের ঘর, স্টার্লিং ভাবলো, ঠিক পুরোটা উচ্চারণ করলো না সে। *কানা গলি। ভ্যালেন্টাইন উপহার।*

স্টার্লিং তার মাথাটা টেলিফোন বুথের কয়েন-বক্সে ঠেকিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। আরডেলিয়া মাপ, তার বইগুলো তার দু'পায়ের ফাঁকে আঁটকে রেখে বুথের দরজায় মৃদু আঘাত করছে হাতে ধরা কোমল পানীয় অরেঞ্জ ক্রাশটা দিয়ে।

"খুবই কৃতজ্ঞ, আরডেলিয়া। আমাকে আরেকটা কল করতে হবে। সেটা যদি সময় মতো পেয়ে যাই, তবে তোমার সাথে ক্যাফেটোরিয়াতে দেখা হবে, ঠিক

আছে?"

"আমি খুব আশায় ছিলাম তুমি এই রকম ভয়ঙ্কর ভাষাটা কোনোরকম বুঝতে পারবে," মাপ বললো। "সাহায্যের জন্য বইতো হাতের কাছেই আছে। আমি আমার হাউজিং প্রজেক্টে এরকম বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষা কখনও ব্যবহার করবো না।" মাপ ফোন বুথের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

স্টার্লিংয়ের মনে হলো লেকটারের কাছ থেকে তাকে আরো কিছু তথ্য নেবার দরকার ছিলো। তার যদি দেখা করার অনুমতিটা থাকতো তবে ক্রফোর্ড তাকে আশ্রমে যেতে দিতো। ডাক্তার চিলটনকে ফোন করলো সে, কিন্তু তার সেক্রেটারিকে অতিক্রম করতে পারলো না।

"ডাক্তার চিল্টন কোরোনারের এক সহকারী ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির সঙ্গে আছেন," মেয়েটি বললো। "তিনি ইতিমধ্যেই আপনার সুপারভাইজারের সাথে কথা বলেছেন, আর আপনার সাথে তার বলার মতো কিছু নেই। গুডবাই।"

অধ্যায় ৭

"**মিগ** মারা গেছে," ক্রফোর্ড বললো। "আপনি কি আমাকে সবকিছু বলেছিলেন, স্টার্লিং?" ক্রফোর্ডের ক্লান্ত মুখটাতে এমন স্পর্শকাতর ভাব ছিলো যেনো সেটা কোনো পেঁচার মুখ আর একদম মায়াদয়াহীন।

"কীভাবে?" সে অসাড় হয়ে গেলো। ব্যাপারটা সামলে নিতে হলো তাকে।

"ভোরের আগে নিজের জিভ গিলে ফেলেছে সে। লেকটার তাকে এটা করতে বলেছে ব'লে ডাক্তার চিলটনের ধারণা। রাতের ডিউটিতে থাকা আরদার্লি শুনেছে লেকটার নরম গলায় মিগকে কিছু বলছিলো। মিগ কিছুক্ষণ কান্নাকাটিও করেছে, তারপর থেমে গিয়েছিলো। আপনি কি আমাকে সব বলেছিলেন, স্টার্লিং?"

"জি স্যার। আমার রিপোর্ট এবং মেমোর মাঝখানে সব কিছুই আছে, প্রায় আক্ষরিক অর্থেই।"

"চিলটন আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করেছে..." ক্রফোর্ড অপেক্ষা করলো, স্টার্লিং তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করাতে মনে হলো খুশিই হলো সে। "আমি তাকে ব'লে দিয়েছি আপনার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট। চিলটন চেষ্টা করছে একটি সিভিল রাইট তদন্ত চালু করার জন্য।"

"সে রকম কি কিছু হবে?"

"অবশ্যই, যদি মিগের পরিবার-পরিজনরা চায় সেটা। সিভিল রাইট ডিভিশনকে এ বছর সম্ভবত আট হাজারটা তদন্ত করতে হবে। তারা মিগকে এ তালিকায় ঠাঁই দিতে পারলে খুশিই হবে।" ক্রফোর্ড তাকে খুব ভালো ক'রে দেখে নিলো। "আপনি কি ঠিক আছেন?"

"আমি জানি না কী ভাববো এ নিয়ে।"

"আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু ভাবার দরকার নেই। লেকটার এটা করেছে মজা পাবার জন্য। সে জানে এজন্যে কেউ তাকে স্পর্শও করতে পারবে না, তাহলে কেন সে করবে না, বলুন? চিলটন কিছুদিনের জন্য তার বই আর টয়লেট সিটটা কেড়ে নিয়েছিলো। ক্রফোর্ড একটু থেমে ইতস্তত ক'রে বললো, "লেকটার আপনার কাছে

আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলো, তাই না?"

"সে জিজ্ঞেস করেছিলো আপনি ব্যস্ত আছেন কিনা। আমি বলেছি হ্যা।"

"এই? আপনি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করেননি, কারণ আমি সেটা দেখতে চাইবো না?"

"না। সে বলেছে আপনি একজন স্টোয়িক কিন্তু আমি তো সেটা ওখানে উল্লেখ করেছি।"

"হ্যা, আপনি সেটা করেছেন। আর কিছু?"

"না, আমি সেরকম কিছু বাদ দেইনি। আপনি মনে করেন না আমি কোনোরকম গালগল্প তৈরি করি, আর সেজন্যেই সে আমার সাথে কথা বলেছে?"

"না।"

"আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু জানি না, যদি জানতাম তবে সেটা নিয়ে আলোচনা করতাম না। এটা বিশ্বাস করতে যদি আপনার সমস্যা হয়, তবে এখন সেটা সরাসরি বলুন।"

"আমি সন্তুষ্ট। পরের বিষয়টা বলুন।"

"আপনি ভেবেছিলেন কিছু একটা, অথচ-"

"পরের বিষয়ে বলুন, স্টার্লিং।"

"রাসপেইলের গাড়ি সম্পর্কে লেকটার যে ইঙ্গিতটা করেছিলো সেটা একটা কানাগলি। সেটা দুমড়েমুচড়ে একটা পিণ্ড বানানো হয়ে গেছে চার মাস আগেই, নয় নাম্বার ডিচ-এ, আরাকানসাসে, আর সেই পিণ্ডটা রিসাইকেলিংয়ের জন্য বিক্রি ক'রে দেয়া হয়েছে। হয়তো তার কাছে আবার যেতে পারলে, কথা বলতে পারলে, সে আমাকে আরো কিছু বলবে।"

"আপনি তদন্তটা শেষ ক'রে ফেলেছেন?"

"হ্যা।"

"আপনি কেন ভাবলেন যে রাসপেইল কেবল একটা গাড়িই চালাতো?

"সেটাই একমাত্র রেজিস্ট্রি করা ছিলো, তাছাড়া সে অবিবাহিত ছিলো, আমি ধরে নিলাম-"

"আহা, রাখেন, রাখেন।" ক্রফোর্ডের তর্জনী শূন্যের মধ্যে অদৃশ্য কিছু একটার দিকে যেনো নির্দেশ করলো। "আপনি ধরে নিলেন, স্টার্লিং," ক্রফোর্ড একটু তেঁতে উঠলো। "আমি যখন কাউকে কোনো কাজে পাঠাই, আর সে যখন কিছু ধরে নেয়, তখন আসলে আমার পাছা মারা হয়, বুঝলেন।" সে আবার হেলান দিয়ে একটু খুশি হয়ে বললো, "রাসপেইল গাড়ি সংগ্রহ করতো, সেটা কি আপনি জানেন?"

"না, এস্টেটে কি সেগুলো এখনও আছে?"

"আমি জানি না। আপনি কি মনে করেন, আপনি সেটা খুঁজে বের করতে পারবেন?"

"হ্যা, আমি পারবো।"
"আপনি কোত্থেকে শুরু করবেন?"
"তার সম্পত্তি দেখাশোনা করে যে উকিল তাকে দিয়ে।"
"বাল্টিমোরের একজন উকিল, মনে হয় চায়নিজ, মনে পড়েছে।" ক্রফোর্ড বললো।
"এভারেস্ট ইয়ো," স্টার্লিং বললো। "বাল্টিমোরের ফোনবুকে তার নাম আছে।"
"রাসপেইলের গাড়িটা খুঁজতে যে কোনো ওয়ারেন্টের দরকার রয়েছে সেটা কি আপনার মনে আসেনি?"
কখনও কখনও ক্রফোর্ডের কণ্ঠটা স্টার্লিংকে মনে করিয়ে দেয় লুইস ক্যারোলের সবজান্তা শুঁয়োপোকার কথা।
"যেহেতু রাসপেইল মারা গেছে আর তার সম্পর্কে কোনো সন্দেহজনক কিছু নেই, তাই আমরা যদি তার এক্সিকিউটরের কাছ থেকে অনুমতি পাই তাহলেই গাড়িটা তল্লাশী চালাতে পারবো, আর যথাযথ প্রমাণ বা আলামত পেলে সেটা আইনের কাছেও গ্রহনযোগ্য হবে।" সে বললো।
"একদম ঠিক," ক্রফোর্ড বললো। "আপনাকে বলি : আমি বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসে ব'লে দেবো আপনি সেখানে যাচ্ছেন। শনিবারে, স্টার্লিং, আপনার যখন সময় হবে তখন। যান, ফলাফলগুলো নিয়ে ভাবেন, যদি এরকম কিছু থেকে থাকে।"
ক্রফোর্ড চেষ্টা করলো স্টার্লিংয়ের চলে যাবার সময় তার দিকে আর না তাকাতে। তার ময়লার ঝুড়ি থেকে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো নোট পেপার তুলে নিয়ে ডেস্কের ওপর সেটা মেলে ধরলো। এটা তার স্ত্রী সম্পর্কিত আর সেটাতে বলা আছে :

ও কলহপূর্ণ স্কুল, খুঁজে বেড়ায় সেই আগুন যা
পোড়াবে এই পৃথিবী, তাতে নেই কোনো
হাস্যরস,
নেই, যতোক্ষণ না জ্ঞান অর্জন করার জন্যে
ব্যাকুল হয়।
এটাই কি তবে তার অসুখ?

বেলার ব্যাপারে আমি খুব দুঃখিত, জ্যাক।

–হ্যানিবাল লেকটার

অধ্যায় ৮

এভারেস্ট ইয়ো একটা কালো বুইক গাড়ি চালায় যেটার পেছনের কাঁচে দ্য পল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার লাগানো আছে। বৃষ্টির মধ্যে বাল্টিমোরের বাইরে ক্লারিস স্টার্লিং তাকে অনুসরণ করতে গেলে দেখা গেলো তার ওজনের কারণে বুইক গাড়ির বাম দিকটা একটু দেবে আছে। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, স্টার্লিংয়ের জন্য একজন তদন্তকারী হবার দিনটা বলতে গেলে শেষই হয়ে গেছে আর তার কাছে আরেকটা দিন হাতে নেই যে, আজকের কাজটা সেরে নিতে পারবে। ৩০১ নাম্বার রুটে গাড়ির জ্যামে প'ড়ে গেলে তার অধৈর্যটা প্রকাশ পেলো, গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বার বার চাপড় মারলো সে।

ইয়ো খুবই বুদ্ধিমান আর মোটাসোটা, শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা রয়েছে তার। স্টার্লিং আন্দাজ করলো তার বয়স ষাটের মতো হবে। এ পর্যন্ত তাকে বেশ স্বার্থপরায়ণ বলেই মনে হচ্ছে। দিনটা নষ্ট হবার জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। শিকাগো থেকে এক সপ্তাহের দীর্ঘ ব্যবসায়িক-ভ্রমন সেরে বাল্টিমোরের এই উকিল স্টার্লিংয়ের সাথে দেখা করার জন্য এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে এসেছে তার নিজের অফিসে।

ইয়ো সবিস্তারে জানালো যে, রাসপেইলের ক্লাসিক প্যাকার্ড গাড়িটা তার মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই গুদামঘরে রেখে দেয়া হয়েছে। সেটার কোনো লাইসেন্স ছিলো না কখনও, আর গাড়িটা কখনও চালানোও হয়নি। ইয়ো সেটা মাত্র একবারই দেখেছে। ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছিলো, তার মক্কেল মারা যাবার পর পরই সম্পত্তির সব কিছু হিসাব করার জন্য নিশ্চিত হতে গিয়েছিলো সেখানে। সে তাকে বললো যদি তদন্তকারী স্টার্লিং এ বিষয়ে একমত হোন যে, গাড়িতে খুঁজে পাওয়া এমন কোনো আলামত যা তার মক্কেলের স্বার্থ ক্ষুন্ন করবে সেটা 'সঙ্গে সঙ্গে খুলে বলতে হবে,' তবেই কেবল সে গাড়িটা তাকে দেখাবে। কোনো ওয়ারেন্ট কিংবা উপস্থিত কাউকে দরকার হবে না।

স্টার্লিং এফবিআই'র মোটরপুলের একটা গাড়ি আর সঙ্গে সেলফোন এবং

ক্রফোর্ডের দেয়া নতুন আইডি কার্ডটা একদিনের জন্য ব্যবহার ক'রে দারুণভাবে উপভোগ করলো। কার্ডটাতে শুধু লেখা ছিলো ফেডারেল তদন্তকারী–আর সে লক্ষ্য করলো এটার মেয়াদ মাত্র এক সপ্তাহ।

তাদের গন্তব্য স্প্লিট সিটির মিনি স্টোরেজ-এ, শহরের বাইরে চার মাইল দূরে সেটা অবস্থিত। জ্যামের মধ্যে আঁটকা প'ড়ে তার ফোনটা ব্যবহার করলো এটা খোঁজ করার জন্য যে, স্টোরেজের কী কী সুবিধা আছে। এক সময় উঁচু কমলা রঙের একটা সাইনবোর্ডের সামনে এসে তারা থামলো, স্প্লিট সিটি মিনি স্টোরেজ আপনার চাবি আপনার কাছে রাখুন। ফোনে কিছু বিষয় জেনে নিতে পারলো সে।

বানার্ড গ্যারি নামে স্প্লিট সিটি'র রয়েছে আন্ত-রাজ্য কমার্স কমিশনের গুদাম ঘরের একটি লাইসেন্স। একজন ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি বানার্ডের কাছে চুরি করা মালপত্র খুঁজে পেলে তার লাইসেন্সটা পুণর্মূল্যায়নের জন্য তিন বছর আগে আদালতে তোলা হয়েছিলো।

ইয়ো সাইনবোর্ডটার নিচ দিয়ে চলে গেলো, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মুখে ছোপ ছোপ দাগের ইউনিফর্ম পরা এক তরুণের কাছে তার চাবিগুলো দেখালো। গেটকিপার তাদের লাইসেন্স নাম্বারটা অধৈর্যের সাথে খুলে দেখলো যেনো এর চেয়েও বেশি জরুরি কাজ তার রয়েছে।

স্প্লিট সিটি খুব ঠাণ্ডা জায়গা, চারদিকে বাতাস বইছে। এটা আমাদের জনগণের মস্তিষ্কহীন ধূসর আন্দোলনের একটি সেবা-শিল্প, এর বেশিরভাগ কাজই হলো তালাকের ফলে যে সম্পদ পৃথক হয়ে প'ড়ে সেগুলো সংরক্ষণ করা। এর প্রতিটি ইউনিট বসার ঘরের আসবাব, নাস্তার সরঞ্জাম, দাগ পড়া ম্যাট্রেস, খেলনা এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। বাল্টিমোরের কাউন্টি শেরিফের অফিসারদের মধ্যে এই ধারণা বেশ দৃঢ় যে, স্প্লিট সিটিতে দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ব্যাংকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়। এটার সাথে সামরিক স্থাপনাসমূহের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। ফায়ার ওয়াল দিয়ে পৃথক করা ত্রিশ একরের দীর্ঘ ভবনের সারি। প্রত্যেকটাতেই শার্টার দেয়া দরজা আছে। ভাড়ার মূল্য বেশ কম আর কিছু কিছু সম্পদ বছরের পর বছর ধ'রে এখানে রাখা থাকে। নিরাপত্তাব্যবস্থা বেশ ভালো। পুরো এলাকাটা দুই সারি উঁচু হ্যারিকেন বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ওপাশে দিনরাত-চব্বিশ ঘণ্টা কুকুর পাহারা দেয়।

ছোট্ট ময়লা ফেলার পাত্রে ঝরা-পাতা আর কাগজের কাপগুলো মিশে আছে, সেটা রাখা হয়েছে রাসপেইলের স্টোরের ৩১ নাম্বার ইউনিটের দরজার পাশেই। একটা বড়সড় শেকল দিয়ে স্লাইড দরজাটা বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। বাম দিকের দরজাটাতে একটা সিলগালাও আছে। এভারেট ইয়ো একটু নিচু হয়ে সিলটা দেখে নিলো। স্টার্লিং ছাতা আর একটা টর্চ লাইট বের করলো।

"দেখে মনে হচ্ছে পাঁচ বছর আগে আমি যখন এসেছিলাম তারপর আর এটা খোলা হয়নি," সে তার দিকে তাকিয়ে বললো, "দেখতে পাচ্ছেন, প্লাস্টিকের ওপর আমার নোটারি সিলটার ছাপ রয়েছে এখনও? আত্মীয়-স্বজনেরা এতো বছর ধ'রে ঝগড়া বিবাদ ক'রেও সম্পত্তিটার কোনো সুরাহা করেনি সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।"

স্টার্লিং যখন সিলটা আর তালাটার ছবি তুলতে লাগলে ইয়ো টর্চ লাইট এবং ছাতাটা ধরে রাখলো।

"মিঃ রাসপেইলের শহরে একটা অফিস ছিলো, সেটা আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি ভাড়া দিতে হবে বলে," সে বললো। "আসবাবগুলো আমি ওখান থেকে নিয়ে এসে এখানে রাসপেইলের গাড়ির সাথে রেখে দিয়েছি। মনে হয় আমরা একটা বড় পিয়ানো, বইপত্র আর গানের রেকর্ডও নিয়ে এসেছি।"

ইয়ো একটা চাবি দিয়ে তালাটা খোলার চেষ্টা করলো। "তালাগুলোতে দেখছি জং ধরে গেছে। মনে হচ্ছে খুব বেশি শক্ত হয়ে আছে।" তার জন্য নিচু হয়ে নিঃশ্বাস নেয়াটা খুব কষ্টকর। সে যখন উপুড় হয়ে বসতে গেলো তখন তার হাঁটু থেকে কট্মট্ ক'রে শব্দ হলো।

তালাগুলো বড় এবং ক্রোম আমেরিকা স্টান্ডার্ডের দেখে স্টার্লিং খুশি হলো। সেগুলো দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভালো অবস্থায়ই আছে। কিন্তু সে জানে পিতলের সিলিন্ডারটা স্ক্রু ড্রাইভার এবং ছোট হাতুড়ির সাহায্যে খুব সহজেই খুলে ফেলতে পারবে। যখন সে ছোট ছিলো তখন তার বাবা তাকে দেখিয়েছিলো সিঁধেল চোরেরা এটা কীভাবে করে। সমস্যাটা হলো একটা স্ক্রু ড্রাইভার আর হাতুড়ি খুঁজে পাওয়া। তার পিন্টো গাড়িতে যন্ত্রপাতি রাখার মতো কোনো জায়গা নেই।

হাতব্যাগ খুলে ছোট্ট নেইল কাটারটা বের করলো যেটা দিয়ে সে পিন্টোর দরজা খোলার কাজ ক'রে থাকে মাঝে মধ্যে।

"আপনি আপনার গাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন কি, মিঃ ইয়ো? একটু জিরিয়ে নিন, এই ফাঁকে আমি চেষ্টা ক'রে দেখি, ছাতাটা নিন, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।"

হেডলাইটটা ব্যবহার করার জন্য স্টার্লিং এফবিআই'র প্রাইমাউথ গাড়িটা দরজার সামনে নিয়ে আসলো। গাড়ি থেকে তেল দেবার ডিপস্টিক কৌটাটা বের ক'রে এনে তালার ফাঁক দিয়ে কয়েক ফোঁটা তেল ঢেলে দিলো। নেইল কাটারটা দিয়ে এবার চেষ্টা করলো। মিঃ ইয়ো গাড়িতে ব'সে মুচ্কি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ইয়ো একজন বুদ্ধিমান লোক ব'লে স্টার্লিং খুশি হলো। তাকে এখান থেকে সরিয়ে না রেখেই স্টার্লিং তার কাজ সারতে পারবে।

এখন একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। প্লাইমাউথ গাড়ির হেডলাইটের আলোতে তার চোখ দুটো খুব ধরলো। গাড়ির রেডিও-ওয়াটারের ফ্যান বেল্টটার ঘোড়ার শব্দ

সে শুনতে পাচ্ছে। গাড়িটা চালানোর সময় সে ওটা লক্ ক'রে রেখেছিলো। তালাটা খুলে গেলো খুব সহজেই। অন্য তালাটা ভেজাই ছিলো, ওটা আরো সহজে খুলে গেলো।

কিন্তু দরজাটা খুললো না। স্টার্লিং হাতলটা ধ'রে তুলতে যেতেই উজ্জ্বল আলো তার মুখে এসে পড়াতে সে থেমে গেলো। ইয়ো সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে, কিন্তু ছোট্ট হাতলটা আর তার ভূড়ির জন্য খুব কমই সাহায্যে এলো সে।

"আগামী সপ্তাহে আমার ছেলেকে নিয়ে আসলে ভালো হবে, অথবা কোনো শ্রমিককে।" মিঃ ইয়ো প্রস্তাব করলো, "এক্ষুণি বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করছে।"

স্টার্লিং মোটেই নিশ্চিত নয় যে, সে এই জায়গটাতে আবার ফিরে আসতে পারবে; টেলিফোন ক'রে বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসকে এই কাজটার ভার দেয়া ক্রফোর্ডের জন্য খুব সহজ কাজই হবে। "মিঃ ইয়ো, আমার তাড়া আছে। কাজটা আজকেই করতে হবে। আপনার গাড়িতে কি বাম্পার-জ্যাক আছে?"

দরজার হাতলের নিচে বাম্পার জ্যাকটা রেখে সেটার লিভারের ওপর স্টার্লিং দাঁড়িয়ে নিজের পুরো ওজনটা চাপিয়ে দিলে দরজাটা বিশ্রী শব্দ ক'রে আধ ইঞ্চি উপরে উঠে গেলো। এরপর আরো এক ইঞ্চি উঠলে সে ওটার নিচে গাড়িতে থাকা একটা বাড়তি টায়ার দিয়ে দিলো যাতে সেটা আবার নিচে নেমে না যায়, তারপর বাম্পার জ্যাকটা সরিয়ে ফেললো।

দরজাটা এখন দেড় ফুটের মতো উঁচু হয়েছে, আর উঠছে না কোনোভাবেই।

মিঃ ইয়ো তার সাথে এসে দরজার নিচ দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলো। কেবলমাত্র কয়েক সেকেন্ডই উপুড় হতে পারলো সে।

"গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে ওখানে ইঁদুর রয়েছে," সে বললো। "আমাকে তারা আশ্বস্ত করেছিলো যে, তারা এখানে ইঁদুর মারার বিষ ব্যবহার করে। আমার বিশ্বাস এটা চুক্তিনামাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ছিলো। তারা বলেছিলো এখানে ইঁদুর নেই। কিন্তু আমি তাদের শব্দ শুনেছি, আপনি শোনেননি?"

"আমিও শুনেছি," স্টার্লিং বললো। সে তার টর্চ লাইটটা তার কাছে দিয়ে কার্ডবোর্ড বক্স থেকে একটা বড়সড় টায়ার বের ক'রে আনলো।

প্লাইমাউথ গাড়িটা পিছিয়ে নিলো একটু, যাতে ক'রে গাড়ির হেডলাইটটা দরজার নিচে আলো ফেলতে পারে। একটা রাবারের ফ্লোরম্যাট বের ক'রে আনলো সে।

"অফিসার স্টার্লিং, আপনি ভেতরে যাচ্ছেন?"

"আমাকে একটু দেখতে হবে মিঃ ইয়ো।"

সে তার রুমালটা বের করলো। "আপনার গোড়ালী আর পায়ের নিচের দিকটা বেঁধে নেন, কেমন? ইঁদুরের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্য।"

"ধন্যবাদ স্যার, এটাতো খুবই ভালো আইডিয়া। মিঃ ইয়ো, দরজাটা যদি নিচে

নেমে বন্ধ হয়ে যায় অথবা উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে, আপনি কি দয়া ক'রে এই নাম্বারে ফোন করবেন? এটা বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসের নাম্বার, তারা জানে আমি এখন আপনার সাথে এখানে আছি, কিছুক্ষণের মধ্যে যদি তারা আমাকে ফোনে না পায় তবে চিন্তিত হয়ে পড়বে, আপনি এটা করবেন কি?"

"হ্যা, অবশ্যই।" সে স্টার্লিংকে প্যাকার্ডের চাবিটা দিয়ে দিলো।

স্টার্লিং রাবারের ম্যাটটা দরজার সামনে ভেজা মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সেটার ওপর শুয়ে পড়লো। তার হাতে ক্যামেরা আর আলামত সংগ্রহের প্লাস্টিক ব্যাগ। ইয়ো'র রুমাল আর নিজেরটা দিয়ে পায়ের গোড়ালী দুটো বেঁধে নিয়েছে সে। তার মুখে বৃষ্টির পানির ফোঁটা পড়লো, ইঁদুরের গন্ধটা তার নাকে প্রকটভাবে ধরা পড়ছে। স্টার্লিংয়ের যে ভাবনার উদয় হলো সেটা অদ্ভুত কিছু।

তার ফরেনসিক ইন্সট্রাক্টর ব্ল্যাকবোর্ডে ট্রেনিংয়ের প্রথম দিন যেটা লিখেছিলো, সেটা ছিলো রোমান চিকিৎসাবিদের মোটো; *প্রিমাম নন নসিয়ের।* প্রথমে কোনো ক্ষতিকর কিছু করবে না।

সে অবশ্য ইঁদুরেপূর্ণ একটা নরকতুল্য গ্যারাজের ব্যাপারে কিছু বলেনি। আচম্কা তার বাবার কণ্ঠটা শোনা গেলো। তার ভায়ের কাঁধে এক হাত রেখে বলছে, "তুমি যদি আক্রমণাত্মকভাবে খেলতে না পারো স্টার্লিং, তবে বাড়িতে চলে যাও।"

স্টার্লিং তার ব্লাউজের কলারের বোতাম শক্ত ক'রে লাগিয়ে দরজার নিচ দিয়ে ঢুকে পড়লো।

প্যাকার্ডের নিচে ঢুকে পড়েছে সে, গাড়িটা স্টোরেজ রুমের বাম দিকে একেবারে দেয়াল স্পর্শ ক'রে রাখা আছে। ঘরের ডান দিকে কার্ডবোর্ড বাক্সগুলো থরেথরে সাজিয়ে রাখার ফলে গাড়িটার পাশের জায়গা ভরে গেছে। স্টার্লিং খুব কষ্ট ক'রে বাক্স আর গাড়ির মাঝখানের সরু জায়গাটার মধ্যে মাথাটা বের ক'রে আনলো। টর্চ লাইটটা দিয়ে বাক্সগুলোতে আলো ফেলে দেখলো। সংকীর্ণ জায়গাটাতে অনেক মাকড়ের জাল তৈরি হয়েছে।

তো, বাদামী ছোপের মাকড় হলো একমাত্র ভয়ের জিনিস, আর সেটা খোলা জায়গায় তৈরি হয় না, স্টার্লিং নিজেকে বললো। *বাকিগুলো তেমন ক্ষতিকর কিছু নয়।*

সেই সংকীর্ণ জায়গাতে কোনোমতে দাঁড়ানো যাবে। গাড়ির নিচ থেকে বের হয়ে ওঠার জন্য গড়িয়ে গেলে তার মুখের সামনে সাদা একটা টায়ার দেখতে পেলো। টায়ারের গায়ে গুডইয়ার ডাবল ঈগল লেখাটা দেখতে পেলো সে। মাথাটা সাবধানে সঙ্কীর্ণ জায়গাটাতে বের ক'রে ওঠে দাঁড়ালো। মুখের সামনে মাকড়ের জাল লেগে গেলে হাত দিয়ে সেটা ভেঙে ফেললো। *এটা কি মুখে নেকাব দেবা মতো ছিলো?*

মিঃ ইয়ো'র কণ্ঠটা বাইরে থেকে শোনা গেলো। " আপনি কি ঠিক আছেন, মিস্ স্টার্লিং?"

"হ্যা, ঠিক আছি," সে বললো। ইয়োর কণ্ঠে একটু ভয়ের আভাস ছিলো। সামনে একটা পিয়ানো দেখতে পেলো সে।

"তাহলে আপনি আপনার পিয়ানোটা খুঁজে পেয়েছেন, অফিসার স্টার্লিং," মিঃ ইয়ো চিৎকার ক'রে বললো।

"সেটা আমার নয়।"

"ওহ্।"

ইয়োর কাগজপত্র অনুসারে ১৯৩৮ মডেলের প্যাকার্ড লিমোজিন গাড়িটা বিশাল, লম্বা আর উঁচু। সেটা কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। টর্চ লাইটটা দিয়ে সেটার ওপর আলো ফেললো সে।

"আপনি কি কাপড় দিয়ে গাড়িটা ঢেকে রেখেছিলেন, মিঃ ইয়ো?"

"আমি সেটা ওভাবেই দেখেছিলাম, কোনো কিছু স্পর্শ করিনি," ইয়ো দরজার ওপাশ থেকে বললো। "ধূলোয় ভরা কাপড় নিয়ে আমার কোনো কাজ কারবার নেই। রাসপেইল ওটা ওভাবেই রেখেছিলো। আমাকে কেবল নিশ্চিত হতে হয়েছিলো গাড়িটা ওখানে আছে। আমার লোকজন কেবল পিয়ানোটা দেয়ালের পাশে রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে গাড়ির পাশে কিছু বাক্স রেখে দিয়েছে। আমি তাদেরকে ঘণ্টা হিসেবে পারিশ্রমিক দিয়েছিলাম, বাক্সগুলোতে গানের স্বরলিপি আর বই-পত্রে ঠাসা।"

কাপড়টা ভারি আর মোটা, ওটা টোকা মারতেই ধূলো উড়তে শুরু করলো। স্টার্লিং সেটা টর্চ লাইটের আলোতে দেখতে পেলো। তার দু'বার হাঁচি এলো। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে কাপড়টা উঁচু গাড়ির ছাদে ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে রাখলো সে। গাড়ির পেছনের দরজার হাতলটাও ধূলোতে ঢেকে আছে। হাতলটা ধরে নিচের দিকে চাপ দিলো। তালা মারা আছে। দরজায় কোনো চাবির ছিদ্র নেই। কতোগুলো বাক্স সরিয়ে সামনের দরজার কাছে পৌছাতে চেষ্টা করলো সে। ওগুলো সরানো খুবই কষ্টকর ব'লে মনে হলো তার কাছে। একটা ছোট্ট ফাঁক দিয়ে কাঁচটা দেখতে পেলো সে।

স্টার্লিং কাঁচের সামনে ঝুঁকে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। হাতের টর্চ লাইটটার আলো কাঁচের ভেতর দিয়ে গাড়ির ভেতরে ফেললে গাড়ির সিটে আলোটার রেখা গিয়ে পড়লো। একটা এলবাম সিটের ওপর খোলা অবস্থায় প'ড়ে আছে। স্বল্প আলোতে রঙটা খুব বাজে দেখাচ্ছে। কিন্তু সে পাতাগুলোতে ভ্যালেন্টাইনের নাম লেখা কার্ডটা দেখতে পেলো। লেস লাগানো পুরনো ভ্যালেন্টাইন কার্ডটা পৃষ্ঠাতে লেগে আছে।

"ডক্টর লেকটার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" সে যখন কথাটা বললো তখন

তার নিঃশ্বাসে কাঁচের ওপর কুয়াশার মতো কিছু তৈরি হলো। আলোটা মাটিতে ফেললে দেখা গেলো সেখানে একজোড়া চামড়ার জুতা প'ড়ে আছে। জুতার ওপর কালো মোজা রাখা, আর মোজার ওপর একটা ট্রাউজার, যার একটা পা জুতাতে ঢোকানো অবস্থায় রয়েছে।

কেউ এখানে পাঁচ বছরের মধ্যে আসেনি–আস্তে, বাবা, আস্তে আস্তে সামলাও।

"ওহ্, মিঃ ইয়ো। মিঃ ইয়ো?"

"হ্যা, অফিসার স্টার্লিং?"

"মিঃ ইয়ো, দেখে মনে হচ্ছে গাড়ির ভেতরে কেউ ব'সে আছে।"

"হায় হায়, বলেন কি। আপনার ওখান থেকে বের হয়ে আসা উচিত, মিস্ স্টার্লিং।"

"এখন নয়, মিঃ ইয়ো। দয়া ক'রে কেবল একটু অপেক্ষা করুন।"

এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো চিন্তা করা। এখনই হলো তোমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সব ঝেড়ে-ঝুড়ে সঠিক কাজটা করো। আমি আলামত নষ্ট করতে চাই না। আমি চাই একটু সাহায্য। কিন্তু তার চেয়ে বেশি আমি চাই না অপ্রয়োজনে সাহায্য চাওয়া। আমি যদি বাল্টিমোরের পুলিশকে ডাকি, তারা এসে যা খুঁজে পাবে, সেটা আমি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। আমি পায়ের মতো কিছু দেখতে পাচ্ছি। মিঃ ইয়ো যদি জানতো গাড়িতে এরকম কিছু আছে, তবে সে আমাকে এখানে নিয়ে আসতো না। সে মনে মনে হাসতে সক্ষম হলো। ইয়োর পাঁচ বছর আগে এখানে আসার পর থেকে কেউই আসেনি। ঠিক আছে, তার মানে গাড়ির ভেতরে যাই ঘটুক, সেটা বাক্সগুলো রাখার আগেই ঘটেছে। তার মানে, বাক্সগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু নষ্ট না করেই সরানো যাবে।

"ঠিক আছে, মিঃ ইয়ো?"

"হ্যা। আমরা কি পুলিশ ডাকবো, অথবা আপনিই কি যথেষ্ট এজন্যে, অফিসার স্টার্লিং?"

"আমাকে এটা দেখতে হবে। আপনি অপেক্ষা করুন, দয়া ক'রে।"

বাক্সগুলো সরানো রুবিক কিউবের মতোই জটিল কাজ। সে বগলের নিচে টর্চ লাইটটা নিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে দু'দুবার লাইটটা ফেলে দিলে অবশেষে সেটা গাড়ির ছাদের ওপর রেখে দিলো। বড় বাক্সগুলো তার পেছনে রাখলো আর ছোটগুলো গাড়ির নিচে ঢুকিয়ে দিলো। কোনো কিছুর কামড় বা আঁচড়ে তার বুড়ো আঙুলটা ছিলে গেছে।

এবার গাড়িটার সামনের সিটের দরজার ধূলোয় মলিন কাঁচের ভেতর দিয়ে ভেতরটা দেখতে পেলো সে। স্টিয়ারিং এবং গিয়ারের হাতলটার মাঝখানে একটা মাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের কম্পার্টমেন্ট থেকে পেছনের সিটের যে পার্টিশানটা আছে সেটা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

তার মনে হলো দরজার নিচ দিয়ে ঢোকার আগে প্যাকার্ডের চাবিটাতে তেল লাগিয়ে নিলে ভালো হোতো; কিন্তু চাবিটা যখন সে ঢোকালো সেটাতেই কাজ হলো।

তবে সংকীর্ণ জায়গাতে দরজাটা খুব বেশি খোলা গেলো না। এটা বাক্সগুলোতে আঘাত করলে পিয়ানোটার কোনো নোট বেজে উঠলো। পুরনো গাড়িটার ভেতর থেকে ভ্যাপ্‌সা আর রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ বের হয়ে এলো। এর ফলে তার স্মৃতি এমন একটা জায়গাতে গিয়ে পড়লো, যা কিছুতেই মনে করতে পারলো না সে।

ভেতরের দিকে ঝুঁকে সামনের আসনের পেছনে পার্টিশানটা খুলে ফেললো সে। টর্চ লাইটটা দিয়ে গাড়ির ভেতরে সে আলো ফেললো। একটা ফর্মাল শার্ট, অলংকারসহ, সেটাই তার আলোতে সবচাইতে উজ্জ্বল জিনিস হিসেবে ধরা পড়লো প্রথমে। খুব দ্রুত শার্টের উপরের দিকে দেখলো সে, কোনো মাথা দেখা গেলো না। শার্টটার জে-টাই আছে, খুব পরিষ্কার সেটা, কলারও আছে। কিন্তু ঘাড়ের দিকটাতে এমন কিছু আছে যা একটু বেশি আলোকিত মনে হচ্ছে। যেখানে মাথাটা থাকার কথা সেখানে বড়সড় একটা টিয়া পাখির খাঁচার সমান কালো রঙের কাপড়ের হুড। *ভেলভেট*, স্টার্লিং ভাবলো। এটা বসানো আছে প্লাইউডের শেল্‌ফের ওপর। ডামি মনুষ্য-মূর্তিটার মাথা নেই।

সামনের আসন থেকে কয়েকটা ছবি তুলে নিলো সে। টর্চ লাইট জ্বলার সময় নিজের চোখ দুটো বন্ধ রাখলো। তারপর গাড়ি থেকে বের হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো। মাকড়ের জাল সারা শরীরে লেগে ভিঁজে গেছে সে, এখন কী করবে সেটা ভাবতে লাগলো।

একটা ম্যানেকুইন আর পাতা খোলা ভ্যালেন্টাইন বইয়ের জন্য বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসকে এখানে ডেকে আনা যায় না।

যেইমাত্র সে সিদ্ধান্ত নিলো যে, পেছনের সিটে কী আছে, সেটা দেখবে, তখন আর খুব বেশি দেরি করলো না। পেছনের দরজা খুলে গাড়ির পার্টিশানটার কাছে পৌঁছে গেলো, এজন্যে অবশ্য তাকে আবারো কিছু বাক্স সরাতে হলো। তার মনে হচ্ছিলো অনেক সময় লাগছে। দরজাটা খুললে ভেতর থেকে যে গন্ধ এলো সেটা খুবই তীব্র আর বাজে। ভেতরে ঢুকে সাবধানে ভ্যালেন্টাইন এ্যালবামটা সরিয়ে সেটা গাড়ির ওপর রাখা আলামত সংগ্রহের ব্যাগে ভরে নিলো। আরেকটা আলামত সংগ্রহের ব্যাগ সিটের উপর মেলে রাখলো সে। গাড়িটার ভেতরে গিয়ে বসলে গাড়িটার স্প্রিং থেকে কট্‌মট্‌ ক'রে শব্দ হলো। বিচ্ছিন্ন ডান হাতটা সাদা হাতমোজা পরা, সিটের ওপর প'ড়ে আছে সেটা। তার হাতের আঙুল দিয়ে হাতমোজাটা স্পর্শ করলো। ভেতরের হাতটা খুব শক্ত। তাড়াহুড়া না ক'রে ধীরে ধীরে সে কব্জি থেকে হাত মোজাটা একটু নামালো। কব্জিটা সিনথেটিক বস্তু দিয়ে তৈরি। প্যান্টের স্ফীত

অংশটি দেখে তার মনে প'ড়ে গেলো হাইস্কুলের একটি হাস্যকর ঘটনার কথা।

সিটের নিচ থেকে ছোটখাটো খুটখাট শব্দ পাওয়া গেলে আল্‌তো ক'রে হাত দিয়ে হুডটা স্পর্শ করলো সে। কাপড়ের নিচে শক্ত আর মসৃন কিছু আছে। কাপড়টা খুব সহজেই সরাতে পারলো। ওপরের দিকে যখন গোলাকার একটা নবের মতো কিছু টের পেলো, বুঝতে পারলো জিনিসটা কি। সে জানে জিনিসটা বড়সড় ল্যাবরেটরির নমুনা রাখার জার বা কাঁচের বড় বোতল। সে এও জানে এর ভেতরে কি থাকবে। ভয়ে কিন্তু খুব নিঃসন্দেহ হয়েই কাপড়টা সরালো সে।

বোতলের ভেতরের মাথাটার নিচের দিকের চোয়াল মারাত্মকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার দিকেই মুখ ক'রে আছে মুখটা। যে এলকোহলে এটা সংরক্ষণ করা আছে সেটার কারণে চোখ দুটো একেবারে গলে গেছে। মুখটা হা করা, জিভটাও একটু বের হয়ে আছে, একেবারেই ধূসর রঙ ধারণ করেছে সেটা। এই কয় বছরে এলকোহল একটু বাস্পীভূত হয়ে ক'মে যাওয়াতে মাথাটা বোতলের তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। মাথার শীর্ষ তরল থেকে একটু ওপরে উঠে আছে। বোতলের মুখটাও আঁটকানো। এই স্বল্প আলোতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা একেবারেই মরা।

স্টার্লিং এই মুহূর্তে নিজেকে বাজিয়ে দেখলো। সে খুশি হলো। খুবই উল্লসিত হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড ধরে ভাবলো এটা খুব দামি অনুভূতি কিনা। এখন, এই মুহূর্তে, এই পুরনো গাড়িতে ব'সে একটা আস্ত মাথা আর কিছু ইঁদুরের সাথে সে পরিষ্কারভাবেই ভাবতে পারলো, আর এজন্যে খুবই গর্বিত হলো সে।

"তো, টোটো," সে বললো, "আমরা আর ক্যানসাসে নেই।" সে এই কথাটা সব সময়ই প্রচণ্ড চাপের মুহূর্তে বলে থাকে, কিন্তু এটা করলে নিজেকে কেমন ছিটগ্রস্ত ব'লে মনে হয়। সে খুব খুশি যে, কেউ তার কথাটা শোনেনি। এখন কাজ করতে হবে।

আবার ধীর স্থির হয়ে ব'সে চারপাশটা তাকিয়ে দেখে নিলো।

এই পরিবেশটা অন্য কেউ বেছে নিয়েছে এবং তৈরি করেছে, ৩০১ রুটের যানবাহনের হামাগুড়ি দেয়া মন থেকে হাজার আলোক বর্ষ দূরে এটা।

পিলারের ওপর থেকে শুকনো ফুল নেতিয়ে পড়েছে। লিমোজিনের টেবিলটা ভাঁজ ক'রে রেখে লিনেন কাপড় দিয়ে সেটা ঢেকে রাখা হয়েছে। সেটার ওপর ধূলোবালির মধ্য থেকেও একটা সুরাপাত্র চমকাচ্ছে। তার পাশে রাখা মোমদানী আর সুরাপাত্রের মাঝখানে একটা মাকড়ের জাল তৈরি হয়েছে।

লেকটার অথবা অন্যকারোর কথা ভাবলো সে, এখানে সঙ্গীর সঙ্গে ব'সে মদ পান করছে, তাকে ভ্যালেন্টাইন উপহারটি দেখাচ্ছে। আর কি? খুব সতর্কভাবে কাজ করলো, যতোদূর সম্ভব সেই শরীরটাকে কম নাড়াচড়া করলো। এটার পরিচয় জানার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিছুই পাওয়া গেলো না। জ্যাকেটের পকেটে কিছু বস্তু পেলো, কিন্তু সেটা প্যান্টের দৈর্ঘ্য ঠিক রাখার জন্য ব্যবহার করা

হয়েছে–ডিনারের পোশাকগুলো যখন পরা হয়েছিলো তখন ওগুলো নতুনই ছিলো।

স্টার্লিং প্যান্টের স্ফীত অংশটা ধরলো। খুবই শক্ত। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে তার হাতের আলোটা ভেতরে নিক্ষেপ করলো। কাঠের পলিশ করা একটা লিঙ্গ। খুব ভালো আকৃতির একটা। ভাবলো দুশ্চরিত্রা হবে কিনা।

মাথাটার পাশে কিংবা পেছনে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখার জন্য খুব সাবধানে বড় বোতলটা ঘোরালো। সেরকম কোনো কিছুই দৃশ্যত দেখা গেলো না। কাঁচের মধ্যে ল্যাবরেটরির সাপ্লাই কোম্পানির নাম লেখা আছে।

মুখটা আবারো বিবেচনায় নিলো সে, বিশ্বাস করলো এমন কিছু সে জেনেছে যা তার কাজে আসবে। আবারো চেহারাটার দিকে তাকালো। মুখের যে অংশটা কাঁচের সাথে লেগে আছে সেটার রঙ বদলে গেছে। তবে সেটা মিগের স্বপ্নের মধ্যে নিজের জিভ গিলে ফেলার মতো অতো খারাপ অবস্থায় নেই। তার মনে হলো ইতিবাচক কিছু খুঁজে পাবার জন্যে তার যেকোনো কিছুই ভালোভাবে দেখা দরকার। স্টার্লিং তেজী হয়ে উঠলো।

ডব্লিউপিআইকে টিভির মোবাইল নিউজ ইউনিটটা থামার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই জোনেত্তা জনসন কানের দুল পরে নিলো, তার সুন্দর বাদামী মুখে পাউডার মেখে পরিস্থিতিটা অনুধাবন ক'রে নিলো। সে আর তার নিউজ টিম বাল্টিমোরের কাউন্টি পুলিশের রেডিও মনিটরিং ক'রে পুলিশের গাড়ির আগেই স্প্লিট সিটিতে এসে পৌঁছেছে।

নিউজ ক্রুদের সবাই হেডলাইটের আলোতে কেবল দেখতে পেলো ক্লারিস স্টার্লিং গ্যারাজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে টর্চ লাইটটা আর তার ছোট আইডি কার্ডটা হাতে নিয়ে। তার চুল বৃষ্টিতে ভিঁজে জবুথুবু হয়ে গেছে।

জোনেত্তা জনসন সবসময়ই স্পটে গিয়ে একজন মদনকে খুঁজে পায়। পেছনে একজন ক্যামেরাম্যাকে নিয়ে স্টার্লিংয়ের দিকে এগিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো।

মিঃ ইয়ো তার গাড়িতে চুপচাপ ব'সে আছে, ডুবে আছে সে, তার টুপিটাই কেবল বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে।

"জোনেত্তা জনসন, ডব্লিউপিআইকে নিউজ, আপনি কি এটাকে হত্যা মামলা হিসেবে রিপোর্ট করেছেন?"

স্টার্লিংকে খুব বেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের মতো দেখায় না, এটা সে নিজেও জানে। "আমি ফেডারেল অফিসার, আর এটা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান। বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসের লোকজন আসার আগ পর্যন্ত এ জায়গাটা আমাকে নিরাপদ রাখতে হবে–"

ক্যামেরা সহকারীটি গ্যারাজের দরজার হাতল ধরে সেটা তোলার চেষ্টা করলো।

"থামুন," স্টার্লিং বললো। "আমি আপাকে বলছি, স্যার। থামুন। ওখান থেকে সরে আসুন, প্লিজ। আমি আপনার সাথে ঠাট্টা করছি না। আমাকে আমার কাজে সাহায্য করুন।" তার এখন মনে হলো তার যদি এখন একটা ব্যাজ অথবা ইউনিফর্ম থাকতো তবে ভালো হোতো।

"ঠিক আছে, হ্যারি," সাংবাদিক মেয়েটি বললো। "অফিসার, আমরা আপনাকে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করতে চাই। এসব ক্রুরা কর্তৃপক্ষ আসার আগ পর্যন্ত এখানকার সব কিছু ঠিকমতোই রাখবে। আপনি কি আমাকে বলবেন, এখানে কোনো মৃতদেহ পাওয়া গেছে কিনা? ক্যামেরা বন্ধ আছে, এটা কেবল আমাদের মধ্যেই কথা হচ্ছে। আমাকে বলুন, আমরা অপেক্ষা করবো, আমরা ঠিকই থাকবো, কথা দিলাম। কেমন?"

"আপনার জায়গায় আমি থাকলেও অপেক্ষা করতাম," স্টার্লিং বললো।

"ধন্যবাদ, আপনাকে দুঃখিত হতে হবে না," জোনেত্তা বললো। "দেখুন, আমার কাছে স্প্লিট সিটির মিনি স্টোরেজ সম্পর্কে কিছু খবর আছে, হয়তো এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি কি ক্লিপবোর্ডের ওপর আলোটা ফেলবেন? দেখা যাক সেটা আমি খুঁজে পাই কিনা।"

"ডব্লিউইওয়াইই মোবাইল ইউনিটটা গেটের দিকে ঘুরিয়ে রাখো, জনি," হ্যারি নামের লোকটা বললো।

"দেখা যাক সেটা এখানে খুঁজে পাই কিনা অফিসার, এইতো সেটা, এখানে। দু'বছর আগে এই জায়গা নিয়ে কেলেংকারী রটে গিয়েছিলো যে, এখানকার মালামালগুলো ভাড়া দেয়া হয়–আচ্ছা, লোকটাকে কি গুলি করা হয়েছে?" জোনেত্তা জনসন স্টার্লিংয়ের পেছন থেকে উঁকি মেরে বললো।

স্টার্লিং পেছনে চেয়ে ক্যামেরাম্যানকে দেখলো, তার মাথাটা গ্যারাজের দরজার নিচে ঢুকিয়ে উঁকি মারছে, ক্যামেরা সহকারীটি তার পাশেই, চেষ্টা করছে মিনিক্যাম ক্যামেরাটি দরজার নিচ দিয়ে ঢোকাতে।

"এইযে!" স্টার্লিং বললো। তাদের পাশেই ভেঁজা মাটিতে হাটু গেঁড়ে ব'সে প'ড়ে লোকটার কলার চেপে ধরলো সে। "আপনি ভেতরে যেতে পারবেন না। এইযে! আমি আপনাকে এটা করতে নিষেধ করেছিলাম, বুঝলেন।"

লোকটা তার সাথে ভদ্রভাবে কিন্তু বিরামহীন কথা ব'লে যেতে লাগলো। "আমরা কোনো কিছু স্পর্শ করবো না। আমরা পেশাদার লোক, আমাদেরকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ডার্লিং।"

তাদের ভদ্র ব্যবহার তার ওপরে কাজ করলো না।

সে একটা বাম্পার জ্যাক নিয়ে এসে দরজার নিচে রেখে পাম্প করলে দরজাটা খ্যাচ্‌খ্যাচ্ শব্দ ক'রে দু' ইঞ্চির উঠে আসলো। আবারো পাম্প করলো। এবার দরজাটা বুক পর্যন্ত উঠে গেলো। তারপরও যখন লোকটা বের হয়ে এলো না,

সে জ্যাকের হাতলটা খুলে ক্যামেরাম্যানের সামনে চলে এলো। টেলিভিশন ক্যামেরার আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো। হাতলটা দিয়ে দরজায় সজোড়ে আঘাত ক'রে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করলো সে।

"সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন," সে বললো। "আপনারা আমার কথা শুনছেন না, শুনছেন কি? ওখান থেকে বের হয়ে আসুন। এক্ষুণি। আইন প্রয়োগে বাঁধা দেবার অপরাধে গ্রেফতার হবার থেকে আপনারা আর মাত্র এক সেকেন্ড দূরে আছেন।"

"আরে, ধীরে," সহকারিটি বললো। সে তার হাতটা স্টার্লিংয়ের কাঁধে রাখলে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। পেছনে হৈ হল্লা আর সাইরেনের শব্দ শুনতে পেলো সে।

"হাত সরাও, সরে দাড়াও বানচোত।" ক্যামেরাম্যানের সহকারীর মুখোমুখি হলো সে। তার হাতে ধরা জ্যাকের হাতলটা। সেটা তুলে ধরলো না। টিভিতে খুব বাজে দেখালো তাকে।

অধ্যায় ৯

হিংসাত্মক ওয়ার্ডের সুবাসটা আধো অন্ধকারে আরো বেশি তীব্র ব'লে মনে হচ্ছে। ডক্টর লেকটারের সেলের করিডোরে একটা টিভি চলছে তবে শব্দহীন।

শিকের ভেতরটা অন্ধকার থাকাতে সে দেখতে পাচ্ছে না, তারপরও আরদার্লিকে বাতি জ্বালাতে বললো না। বললে পুরো ওয়ার্ডটাই আলোকিত হয়ে যাবে, সে জানে বাল্টিমোরের কাউন্টি পুলিশ ডক্টর লেকটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ই কেবল বাতি জ্বালায়। সে কথা বলতে চাচ্ছে না। একটা কাগজ ভাঁজ ক'রে সেটা দিয়ে মুরগী বানিয়ে লেজটা নাড়িয়ে জবাব দিলো লেকটার। স্টার্লিংকে ভেতরে আসার ইশারা করতেই ভীতসন্ত্রস্ত সিনিয়র অফিসার মুরগীটা দুমড়ে মুচড়ে লবির এ্যাস্ট্রে'তে ফেলে দিলো।

"ডক্টর লেকটার?" নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেলো সে, হলের দিক থেকেও সেরকম শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু মিগের ফাঁকা সেলটা থেকে নয়। মিগের সেলটা একেবারেই ফাঁকা। তার মনে হলো এটার নিরবতা খুবই রুক্ষ ধরনের।

স্টার্লিং জানে অন্ধকারে ব'সে লেকটার তাকে দেখছে। এভাবে দুই মিনিট কেটে গেলো। গ্যারাজের দরজা খোলার কাজে অতিরিক্ত শ্রমের ফলে তার পা আর কোমরের পেছনটা ব্যথা করছে। তার কাপড়চোপড়ও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। লেকটারের শিক থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে ওভাবেই মাটিতে ব'সে পড়লো। তার পা দুটো ভাঁজ ক'রে রাখা আর চুলগুলো কলারের ওপর প'ড়ে আছে, ওগুলো এখনও ভেঁজা।

তার পেছনের টিভি পর্দায় একজন যাজক হাত নাড়ছে।

"ডক্টর লেকটার, আমরা দু'জনেই জানি ব্যাপারটা। তারা মনে করছে আপনি আমার সাথে কথা বলবেন।"

নিরব। হলের দিকে থেকে কেউ একজন শিষ বাজালো, "একটা লোমশ কুকুর থেকে সাগরের দিকে।"

পাঁচ মিনিট বাদে সে বললো, "সেখানে গিয়ে আমি খুব অবাক হয়েছি। এ

নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই আমি।"

লেকটারের সেলের খাবার দেবার ট্রে'টা থেকে কিছু গড়িয়ে আসতেই স্টার্লিং লাফ দিয়ে উঠলো। ট্রে-টার মধ্যে একটা পরিষ্কার ভাঁজ করা তোয়ালে। তাকে সে একটুও নড়তে চড়তে দেখে নি।

তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সেটা নিয়ে মাথা মুছে নিলো স্টার্লিং। "ধন্যবাদ," সে বললো।

"আপনি আমাকে বাফেলো বিল সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করছেন না?" তার কণ্ঠস্বরটা খুব কাছ থেকেই বললো, যেনো ঠিক তার মুখোমুখি। সেও মাটিতে ব'সে আছে নিশ্চিত।

"আপনি কি তার ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"কেসটা যদি দেখতাম তো কিছু জানতে পারতাম।"

"কেসটা আমাকে দেয়া হয় নি," স্টার্লিং বললো।

"আপনি সেটা পাবেনও না, তারা কেবল আপনাকে ব্যবহার করবে।"

"আমি জানি।"

"বাফেলো বিলের ফাইলটা আপনি পেতে পারেন। রিপোর্ট এবং ছবিসহ। আমি সেটা দেখতে চাচ্ছি।"

আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেটা আপনি চাইবেনই। "ডক্টর লেকটার আপনি এটা শুরু করেছেন। এবার দয়া ক'রে আমাকে বলুন প্যাকার্ডের ভেতরে যাকে পাওয়া গেছে সেই লোকটা আসলে কে।"

"আপনি আস্ত একটা লোককে খুঁজে পেয়েছেন? অদ্ভুত। আমি কেবল মাথাটাই দেখেছি। বাকিগুলো কোত্থেকে এলো?"

"ঠিক আছে। কার মাথা সেটা?"

"আপনি কী বলতে পারেন?"

"তারা কেবল প্রাথমিক কিছু তথ্য বের করেছে। শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ, বয়স আনুমানিক সাতাশ, আমেরিকান কিংবা ইউরোপিয়ান, দুটোই হতে পারে। কে লোকটা?"

"রাসপেইলের প্রেমিক। বংশিবাদক রাসপেইল।"

"পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা কি ছিলো-কিভাবে সে মারা গেলো?"

"ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলবো, অফিসার স্টার্লিং?"

"না।"

"আপনার কিছু সময় বাঁচিয়ে দেই তাহলে। আমি সেটা করি নি, রাসপেইল করেছে। রাসপেইল নাবিকদের খুব পছন্দ করতো। এটা একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের, নামটা মনে হয় ক্লস। রাসপেইল আমাকে কখনও পুরো নামটি বলে নি।"

ডক্টর লেকটারের কণ্ঠটা একটু নিচে নেমে এলো। হয়তো সে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, স্টার্লিং ভাবলো।

"একটা সুইডিশ জাহাজ থেকে সান দিয়াগোতে নেমেছিলো ক্লস। রাসপেইল গ্রীষ্মকালে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে গিয়েছিলো। সে ঐ তরুণকে দেখে উন্মত্ত হয়ে যায়। সুইডিসটা মাল ভালো দেখে তার কথায় রাজি হয়। তারা জঙ্গলে ক্যাম্প করে, ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাসপেইল বলেছিলো তরুণটি অবিশ্বাসের কাজ করেছিলো তাই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে সে।"

"রাসপেইল এ কথা আপনাকে বলেছে?"

"হ্যা, খুব গোপন একটি থেরাপি সেশনের সময়। আমার মনে হয় কথাটা মিথ্যে ছিলো। রাসপেইল সব সময়ই সত্যকে অতিরঞ্জিত ক'রে বলতো। সে চেয়েছিলো একটু বিপজ্জনক আর রোমান্টিক কিছু। সুইডিশটা সম্ভবত এক ধরণের গতানুগতিক যৌন উত্তেজনা প্রসূত শ্বাসকষ্টে মারা গেছে। রাসপেইল এতোই দূর্বল আর ভঙ্গুর ছিলো যে, তাকে শ্বাসরোধ ক'রে মারা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। খেয়াল করেছেন, ক্লসের চোয়ালটা কীরকম দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিলো? সম্ভবত ফাঁসিতে ঝোলানোর দাগ মুছে ফেলার জন্য এটা করা হয়েছে।"

"আচ্ছা।"

"রাসপেইলের সুখের স্বপ্ন ভেঙে চুড়মাড় হয়ে গিয়েছিলো। সে ক্লসের মাথাটা একটা ব্যাগে ভ'রে ইস্ট-এ ফিরে আসে।"

"বাকি দেহটা সে কি করেছিলো?"

"পাহাড়ে মাটি চাপা দিয়ে দেয়।"

"আপনাকে সে গাড়িতে মাথাটা দেখিয়েছিলো?"

"ওহ্ হ্যা, থেরাপির কোর্সের সময় তার মনে হয় সবকিছুই আমাকে বলা যেতে পারে। সে ক্লসের সাথে প্রায়ই থাকার জন্যে চলে যেতো, তাকে ভ্যালেন্টাইন উপহার দিতো।"

"আর তারপর রাসপেইল নিজেও...মরলো। কেন?"

"সত্যি বলতে কী, আমি তার ন্যাকামিতে ত্যক্ত-বিরক্ত আর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তার জন্যে মরে যাওয়াই সবচাইতে ভালো ছিলো। থেরাপিতে কোনো কাজ হয় নি। বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানীই তাদের এক বা একাধিক রোগী আমার কাছে পাঠাতো আর সেটাই আমি আশা করতাম। আমি এর আগে এ নিয়ে কখনও আলোচনা করি নি, আর এখন আমি এ নিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছি।"

"অর্কেস্ট্রার কর্মকর্তাদের জন্য আপনার ডিনারটা?"

"আপনার কাছে কি কখনও এমন লোক আসে নি যখন শপিং করার সময় আপনার ছিলো না? তাদেরকে আপনার ফ্রিজে যা আছে তাই দিয়েই তো কাজ সারতে হবে, ক্লারিস। আমি কি আপনাকে ক্লারিস ব'লে ডাকতে পারি?"

"হ্যা, পারেন। আমার মনে হয় আমি আপনাকে ডাকবো-"

"ডক্টর লেকটার-আপনার বয়স আর অবস্থান হিসেবে এটাই মনে হয় যথার্থ হবে," সে বললো।

"হ্যা।"

"গ্যারাজে যখন গিয়েছিলেন তখন আপনার কী রকম লেগেছিলো?"

"জঘন্য।"

"কেন?"

"ইঁদুর আর পোকামাকড়ের জন্যে।"

"আপনার নার্ভটা শক্ত করার জন্য এমন কিছু কি আপনার রয়েছে যা আপনি ব্যবহার ক'রে থাকেন?" ডক্টর লেকটার বললো।

"সে রকম কিছুর কথা আমার জানা নেই, কেবলমাত্র এরপর কী হবে বা আমি কোথায় যাবো সেটা ছাড়া।"

"তখন কি আপনার পুরনো স্মৃতি কিংবা খারাপ কিছু মনে পড়ে, সেটার জন্য আপনি চেষ্টা করেন বা নাই করেন?"

"হয়তো। আমি এ ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি।"

"আপনার শৈশবের কথা।"

"দেখি কী বলেন।"

"আমার প্রয়াত প্রতিবেশি মিগের খবরটা শোনার পর আপনার কী রকম অনুভূতি হয়েছিলো? আপনি সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেন নি।"

"আমি সেটা বলতে যাচ্ছিলাম।"

"যখন কথাটা শুনেছেন আপনি কি খুশি হন নি?"

"না।"

"আপনি কি কষ্ট পেয়েছিলেন?"

"না। আপনি কি তার সাথে কথা বলেছিলেন?"

ডক্টর লেকটার নিঃশব্দে হাসলো। "আপনি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, অফিসার স্টার্লিং, আমি মিগকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছি কিনা? এতোটা ছেলেমানুষী করবেন না। যদিও এটার অবশ্য নিশ্চিত আনন্দায়ক সামঞ্জস্য রয়েছে, সে তার আক্রমণাত্মক জিভটা গিলে ফেলেছে, আপনি কি কথাটা মানতে চাইছেন না?"

"না।"

"অফিসার স্টার্লিং, কথাটা মিথ্যা। প্রথম যে কথাটা আপনি আমাকে বলেছেন। একটি *ট্রিস্টি অকেশন*, ট্রুম্যান এরকমটিই বলতেন।"

"প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান?"

"বাদ দিন। আপনি কেন ভাবলেন যে, আমি আপনাকে সাহায্য করবো?"

"আমি জানি না।"

"জ্যাক ক্রফোর্ড আপনাকে পছন্দ করে, তাই না?"

"আমি জানি না।"

"এটা সম্ভবত অসত্য। সে যে আপনাকে পছন্দ করে এটা কি আপনি পছন্দ করেন? আমাকে বলুন, তাকে খুশি করার কোনো তাড়না অনুভব করেন, আর সেটা কি আপনাকে খুব ভাবায়? আপনি কি তাকে খুশি করার তাড়না নিয়ে খুব সতর্ক?"

"সবাই চায় লোকে তাকে পছন্দ করুক, ডক্টর লেকটার।"

"সবাই নয়। আপনি কি মনে করেন জ্যাক ক্রফোর্ড আপনাকে শারিরীকভাবে পেতে চায়? আমি নিশ্চিত সে এখন খুবই হতাশ আর বিভ্রান্ত। আপনি কি মনে করেন সে কল্পনা করে...দৃশ্য, কাম...আপনার সাথে ওটা করছে?"

"এসব আমাকে কৌতুহলী করে না, ডক্টর লেকটার, আর এটা এমন জিনিস যেটা জিজ্ঞেস করাটা মিগেরই মানাতো।"

"সে তো আর জিজ্ঞেস করতে পারবে না।"

"আপনি কি তাকে তার জিভ গিলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন?"

"আপনার জিজ্ঞাসাবাদের কেসে প্রায়শই সেটার উল্লেখ থাকে। ক্রফোর্ড পরিষ্কারভাবেই আপনাকে পছন্দ করে এবং সে বিশ্বাস করে আপনি বেশ যোগ্য। নিশ্চিতভাবেই ঘটনাসমূহের অদ্ভুত প্রবাহ আপনার মধ্য থেকে বিতাড়িত হয় নি, ক্লারিস-ক্রফোর্ডের সাহায্য আপনি পেয়েছেন, আমার সাহায্যও পেয়ে থাকবেন। আপনি বলছেন আপনি জানেন না ক্রফোর্ড কেন আপনাকে সাহায্য করে-আপনি কি জানেন আমি কেন আপনাকে সাহায্য করেছি?"

"না, আমাকে বলুন।"

"আপনি কি মনে করেন এর কারণ আমি আপনার দিকে তাকাতে পছন্দ করি এবং আপনাকে খাচ্ছি এরকম কিছু ভেবে থাকি-আপনাকে খেতে কেমন লাগবে, সেটা ভাবি?"

"এইজন্যে কি?"

"না। আমি এমন কিছু চাই যেটা ক্রফোর্ড দিতে পারে আর সেটার জন্যে আমি তার সাথে একটু বাণিজ্য করতে চাই। কিন্তু সে আমাকে দেখতে আসে না। সে বাফেলো বিল'র ব্যাপারে আমার কাছে কোনো সাহায্যও চায় নি, এমন কি এটা জানার পরও যে, এর অর্থ হলো আরো অনেক তরুণীর মৃত্যু।"

"আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না, ডক্টর লেকটার।"

"আমি কেবল সহজসরল কিছু একটা চাই, আর ক্রফোর্ড আমাকে ওটা দিতে পারে।" লেকটার তার সেলের ভেতরের বৈদ্যুতিক বাতির সুইচটার দিকে আস্তে আস্তে ঘুরলো। তার বইপত্র আর ড্রইংগুলো নেই। তার টয়লেট-এর সিটটাও নেই। চিল্টন পুরো সেলটা উলঙ্গ ক'রে ফেলেছে মিগের মৃত্যুর জন্য তাকে শাস্তি দেবার

কারণে।

"আমি এই ঘরটাতে আট বছর ধ'রে আছি, ক্লারিস। আর আমি জানি জীবিত অবস্থায় তারা আমাকে কখনই এখান থেকে বের করবে না। আমি যা চাই তাহলো একটু দেখতে। আমি একটা জানালা চাই যেটা দিয়ে গাছপালা অথবা নদী-নালা দেখা যায়।"

"আপনার উকিল কি এটার জন্যে আবেদন করেছেন-"

"চিলটন এই টেলিভিশনটা এখানে এনে একটা ধর্মীয় চ্যানেল সেট ক'রে রেখেছে। আপনি এখান থেকে যাবার পরপরই আরদার্লি টিভিটার সাউন্ড ছেড়ে দেবে, আমার উকিল সেটা বন্ধ করতে পারবে না, এভাবেই আদালত আমার প্রতি অনুরক্ত প্রদর্শন ক'রে থাকে। আমি ফেডারেল সংবিধানের অধীনে বিচার চাই, আমি আমার বইপত্র আর দৃশ্য দেখা ফেরত চাই। এজন্যে আমি ভালো মূল্য দেবো। ক্রফোর্ড এটা করতে পারবে। তাকে ব'লে দেখবেন।"

"আপনি যা বললেন সেটা আমি তাকে বলবো।"

"সে গায়েই মাখবে না। আর বাফেলো বিল তার কাজ চালিয়ে যেতেই থাকবে। কোনো একজনের চামড়া তোলার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করেন, আর দেখেন সেটা দেখতে কেমন লাগে। উমমম...আমি বাফেলো বিল সম্পর্কে তার কেসটা না দেখেই একটা কথা আপনাকে বলবো, তাকে যখন আজ থেকে কয়েক বছর পর ধরবেন, অবশ্য তারা যদি সেটা করতে পারে, আপনি দেখবেন আমি ঠিকই বলেছিলাম, এ ব্যাপারে আমিই সাহায্য করতে পারতাম। আমি কিছু জীবনও বাঁচাতে পারতাম। ক্লারিস?"

"হ্যা?"

"বাফেলো বিলের দোতলা একটা বাড়ি আছে," ডক্টর লেকটার কথাটা বলেই বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

সে আর কোনো কথা বললো না।

অধ্যায় ১০

ক্লারিস স্টার্লিং এফবিআই'র ক্যাসিনোর ডাইস টেবিলের দিকে ঝুঁকে ব'সে আছে, জুয়া খেলায় হুন্ডির ওপর দেয়া লেকচারটার প্রতি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছে সে। ছত্রিশ ঘণ্টা আগে বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিস তাকে তার কাজ থেকে অব্যহতি দিয়েছে (একজন দুই আঙুলের চেইন স্মোকার টাইপিস্টের মাধ্যমে : "যদি সিগারেটের ধোঁয়ায় আপনার অসুবিধা হয় তবে জানালাটা খুলে দিন।") তাকে এই মামলার বিচারকার্য থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে, হত্যা কোনো ফেডারেল অপরাধ নয়।

রবিবারের রাতে টিভি নিউজে টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানের সাথে স্টার্লিংয়ের ঝগড়ার দৃশ্যটি দেখিয়েছে, সে উপলব্ধি করতে পারছে গভীর একটা সংকটে সে পড়তে যাচ্ছে। এসব কিছুর পর ক্রফোর্ড কিংবা বাল্টিমোরের ফিল্ড অফিসের সাথে তার কোনো কথা হয়নি।

যে ক্যাসিনোতে এখন দাঁড়িয়ে আছে সেটা খুব ছোট–এটা একটা ট্রাকে ক'রে পরিচালনা করা হোতো, পরে এফবিআই এটাকে স্কুলের পাশে শিক্ষা দানের সহায়ক হিসেবে প্রতিস্থাপিত করে। সংকীর্ণ ঘরটা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা পুলিশে পূর্ণ; স্টার্লিং টেক্সাস বনবিহারী আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দু'জন গোয়েন্দার চেয়ার দুটো চাইলে তারা ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা দিতে অস্বীকার করলো।

তার ক্লাশের বাকি অংশগুলো একাডেমি ভবনেই হবে, যেখানে 'যৌন-অপরাধের শোবার বিছানা'তে চুল খোঁজা এবং আঙুলের ছাপের সংগ্রহ শেখানো হবে। স্টার্লিং এই তল্লাশী আর আঙুলের ছাপের ক্লাশ এতো বেশি ঘণ্টা ধরে করেছে যে, একজন ফরেনসিক লোক হিসেবে তাকে সেটার বদলে এই লেকচারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, অতিথি বা আগত আইনের লোকদের জন্য করা একটা সিরিজের অংশ এটা।

সে ভাবতে লাগলো ক্লাশ থেকে তাকে সরিয়ে দেবার অন্য কোনো কারণ আছে কিনা; হয়তো তারা তোমাকে কুড়ালটা পাবার আগেই সরিয়ে দিয়েছে।

স্টার্লিং ডাইস টেবিলে কনুইর ওপর ভর দিয়ে জুয়াখেলায় হুন্ডি ব্যবসার ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলো। তারপরও তার ভাবনায় চলে আসছে এফবিআই তাদের এজেন্টদেরকে অফিশিয়াল নিউজ কনফারেন্সের বাইরে টিভি পর্দায় দেখতে কী রকম অপছন্দ করে সেই বিষয়টা।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার মিডিয়ার কাছে লোভনীয় এক বস্তু, আর বাল্টিমোরের পুলিশ খুব আনন্দের সঙ্গেই রিপোর্টারদের কাছে স্টার্লিংয়ের নামটি বলে দিয়েছে। রবিবারের রাতের খবরে সে নিজেকে বারবার দেখতে লাগলো। "এফবিআই'র একজন স্টার্লিং" বাল্টিমোরের ক্যামেরাম্যান যখন গ্যারাজের দরজার নিচ দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তখন জ্যাক হাতলটা দিয়ে দরজায় আঘাত ক'রে তাকে সতর্ক করছে সে। আর "ফেডারেল এজেন্ট স্টার্লিং" সহকারী ক্যামেরাম্যানের দিকে ঘুরে জ্যাক হাতলটা দিয়ে শাসাচ্ছে।

টেলিভিশন চ্যানেল ডব্লিউপিআইকে নিজেদের সচিত্র প্রতিবেদনের ঘাটতির জন্য ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা তাদের কর্মীর আহত হবার জন্য মামলা করবে "এফবিআই'র স্টার্লিং" এবং এফবিআই'র বিরুদ্ধে। কারণ ক্যামেরাম্যানের জামাকাপড় নোংরা হয়েছে আর স্টার্লিং যখন দরজায় আঘাত করছিলো তখন মরচের জংয়ের গুঁড়া তার চোখে লেগেছে।

ডব্লিউপিআইকে'র জোনেত্তা জনসন এটা ব'লে যাচ্ছে যে, স্টার্লিং গ্যারাজের ভেতর থেকে যে দেহাবশেষ খুঁজে পেয়েছে সেটা "কর্তৃপক্ষের সাথে অদ্ভুত আর মৌখিক একটি মুচলেকার মাধ্যমে..." এটা পরিষ্কার যে ডব্লিউপিআইকে'র হাসপাতালে একজন সোর্স রয়েছে।

ফ্রাংকেনস্টাইনের নববধূ!! ন্যাশনাল ট্যাটলার'রা তাদের সুপার মার্কেটের সংবাদপত্র বিক্রয়ের তাক্ থেকে এই ব'লে চিৎকার করা শুরু ক'রে দিয়েছে।

এফবিআই থেকে কোনো প্রকাশ্য মন্তব্য করা হয়নি, কিন্তু স্টার্লিং নিশ্চিত ব্যুরোর ভেতরে বিষয়টা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

নাস্তার সময়ে, স্টার্লিংয়ের এক তরুণ ক্লাশমেট, যে কিনা শেভ করার পর প্রচুর পরিমাণে আফটার শেভলোশন ব্যবহার করে সে স্টার্লিংকে "মেলভিন পেলভিস" ব'লে আখ্যায়িত করলো, যার মানে হলো মেলভিনের গুপ্তকেশ। এটা ত্রিশের দশকে এডগার হুভারের এক নাম্বার জি-ম্যান মেলভিন পারভিসের নামের হাস্যকর একটি নাটকের নামানুসারে। আরডেলিয়া মাপ সেই যুবককে যা বললো তাতে ক'রে তার মুখটা এমন সাদা হয়ে গেলো যে, সে নিজের নাস্তাটা না খেয়েই চলে গেলো।

এখন স্টার্লিং নিজেকে একটি কৌতুহলের বিষয় হিসেবে আবিষ্কার করলো, এতে অবশ্য সে অবাক হয়নি। দিন আর রাত তার মনে হলো সে নিরবতার দোলনায় দুলছে। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো নিজের পক্ষে সাফাই দেবে, যদি সে সুযোগ পায়।

লেকচারার জুয়াখেলার হুইলটা ঘুরিয়ে কথা বললো, কিন্তু সে বলটা ছাড়লো না। তার দিকে চেয়ে স্টার্লিং নিশ্চিতে হলো যে সে জীবনেও বলটাও ছাড়বে না। সে কিছু একটা বললো এখন : "ক্লারিস স্টার্লিং?" সে কোন বললো "ক্লারিস স্টার্লিং?" *এটাতো আমিই।*

"হ্যা," সে বললো।

লেকচারার মুখ নেড়ে স্টার্লিংয়ের পেছনে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো। এইতো সেটা এসেছে। সে ঘুরে তাকালো। কিন্তু সেটা বৃগহ্যাম, অস্ত্রের ইন্সট্রাক্টর, ঘরের মধ্যে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে তাকাতেই সে জটলার দিকে তাকে ইশারা করলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সে ভেবেছিলো তারা বুঝি তাকে বের ক'রে দেবে, কিন্তু সেটা তো বৃগহ্যামের কাজ নয়।

"তৈরি হয়ে নিন, স্টার্লিং। আপনার ফিল্ড গিয়ার কোথায়?" সে হলে ঢুকতে ঢুকতে বললো।

"আমার ঘরে–সি উইংগে।"

তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাকে খুব দ্রুত হাটতে হবে। পেপার্টি-রুম থেকে বৃগহ্যাম বড়সড় ফিংগার প্রিন্ট ব্যাগটা বহন ক'রে নিয়ে এসেছে–বেশ বড়সড়ই, কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রদের মতো ছোট্ট ক্যানভাস ব্যাগ নয়।

"আপনি জ্যাক ক্রফোর্ডের সাথে আজকে যাবেন। রাতের জন্য এগুলো নিয়ে নিন। আপনি হয়তো ফিরে আসবেন, কিন্তু তারপরও এটা নিয়ে নিন।"

"কোথায় যাচ্ছি?"

"ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার কতিপয় হাঁস শিকারী দিনের বেলায় এল্ক নদীতে একটা মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। বাফেলো বিল ধরণের পরিস্থিতি ব'লে মনে হচ্ছে। ডেপুটিরা সেটা নিয়ে এসেছো। জায়গাটা একেবারে খাঁটি গ্রামাঞ্চল, আর জ্যাক ঐসব লোকের ওপর বিস্তারিত সব জানার জন্য নির্ভর করতে চাচ্ছে না কোনমতেই।" বৃগহ্যাম সি-উইংগের দিকে যাবার সময় দরজার কাছে এসে থামলো। "সে চাচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ তাকে সাহায্য করুক। আপনি ল্যাবের কাজেও বেশ দক্ষ–আপনি সেটা করতে পারবেন, ঠিক না?"

"হ্যা, আমাকে দেখতে দিন আগে জিনিসটা।"

বৃগহ্যাম ফিংগারপ্রিন্ট যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগ খুলে তাকে দেখালো। সবই আছে কেবল ক্যামেরাটা নেই।

"আমার দরকার ওয়ান-টু-ওয়ান পোলারয়েড ক্যামেরা, সিইউ-৫, মিঃ বৃগহ্যাম, আর সেই সঙ্গে ফিল্ম আর ব্যাটারিও।"

"প্রোপার্টি থেকে? তবে পেয়ে যাবেন।"

সে তাকে ছোট্ট ক্যানভাস ব্যাগটা দিয়ে দিলো আর সে যখন ওটার ওজন টের পেলো, বুঝতে পারলো কেন এটা বৃগহ্যাম বয়ে এনেছে।

"আপনার ডিউটি পিস নেই?"

"না।"

"আপনার পুরো যন্ত্রপাতি লাগবে। এই পোশাকটা তো গুলি প্র্যাকটিস করার সময় পরে থাকেন। অস্ত্রটা আমার নিজের। এটা ঠিক কে-ফ্রেম স্মিথ পিস্তল যেটা দিয়ে আপনি অনুশীলন ক'রে থাকেন। আজ রাতে নিজের ঘরে সময় পেলে ড্রাই-ফায়ার ক'রে নেবেন। আমি সি-উইংগের পেছনে দশ মিনিটের মধ্যে ক্যামেরা আর গাড়ি নিয়ে ফিরে আসছি। শুনুন, ব্লু-ক্যানোইতে কোন নেতা বা প্রধান নেই। সুযোগ পেলে বাথরুমে গিয়ে দেখতে পারেন স্টার্লিং, এটা আমার উপদেশ। তো, লেগে পড়ুন স্টার্লিং।" সে তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলো। কিন্তু কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে চলে গেলো।

বাফেলো বিলই হবে, যেহেতু ক্রফোর্ড নিজেই ওখানে গিয়েছে। ব্লু-ক্যানোই'র আবার হলোটা কি? কিন্তু গোছগাছ করার সময় তোমাকে কেবল গোছগাছ নিয়েই ভাবতে হবে। স্টার্লিং খুব দ্রুত আর ভালোমতোই সবকিছু গোছগাছ ক'রে নিলো।

"এটা কি-"

"সেটা ঠিকই আছে," গাড়িতে ওঠার সময় বৃগহ্যাম বললো। "আপনার জ্যাকেটের উপর দিয়ে পিস্তলের যে আভাসটা বোঝা যাচ্ছে সেটা ঠিকই আছে, কেউ যদি সেটা দেখতে চায় তাই। তবে এটা এখন ঠিকই আছে।" সে জ্যাকেটের নিচে একটা নাকবোচা রিভলবার হোলস্টারে ভ'রে নিয়েছে, সেটা তার পাঁজরের কাছে রাখা।

বৃগহ্যাম খুব আস্তে আস্তেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলো সেখানকার গতিসীমার মধ্যেই, কোয়ান্টিকো এয়ারস্টপের দিকে।

সে তার গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো। "রেঞ্জ সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার, স্টার্লিং, সেটা হলো এখানে কোন রাজনীতি নেই।"

"নেই?"

"বাল্টিমোরের গ্যারাজটা নিরাপদ রাখার জন্য যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আপনি কি টিভির ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত?"

"চিন্তিত হবার দরকার আছে কি?"

"আমরা আমাদের মধ্যে কথা বলছি, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

বৃগহ্যাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রনরত এক মেরিনের অভিবাদনের জবাব দিলো।

"আপনাকে আজ তার সঙ্গে নেবার মধ্য দিয়ে জ্যাক আপনার প্রতি আস্থাই প্রদর্শন করছে, সেটা যে কেউই লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে," সে বললো। "আপনি বুঝতে পারছেন, আমি কী বলছি?"

"হুমমম।"

"ক্রফোর্ড খুবই দৃঢ়চেতা একজন মানুষ। সে পরিষ্কারভাবেই ব'লে দিয়েছে আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন, ওসবের দরকার ছিলো। সে আপনাকে ওখানে যেতে দিয়েছে– এতেই বোঝা যায়, আপনাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আর সেও কথাটা বলেছে। বাল্টিমোরের পুলিশ খুব ধীরে গতিতে ওখানে ছুটে গেছে। এছাড়াও আজকে ক্রফোর্ডের সাহায্যের দরকার রয়েছে, আর তাকে এখানকার কোন ল্যাব থেকে কাউকে নেবার জন্যে জিমি প্রাইসের জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাই আপনি এই সুযোগটা পেয়েছেন, স্টার্লিং। এটা আপনার জন্য কোন শাস্তি নয়। কিন্তু বাইরের কেউ হয়তো এটাকে এভাবেই দেখবে। ক্রফোর্ড খুবই চতুর ব্যক্তি, কিন্তু সে কোন কিছু ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এজন্যেই আমি আপনাকে বলছি...আপনি যদি ক্রফোর্ডের সঙ্গে কাজ করেন তো আপনার জানা দরকার তার সাথে কীভাবে চলতে হবে–আপনি সেটা জানেন?"

"আমি আসলেই জানি না।"

"বাফেলো বিল ছাড়াও তার মাথায় আরো অনেক কিছু আছে। তার স্ত্রী বেলা খুবই অসুস্থ। সে...একেবারে শেষ অবস্থায় রয়েছে। তাকে বাড়িতেই রেখেছে সে। এটা যদি বাফেলো বিলের ব্যাপার না হোতো তবে সে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই থাকতো।"

"আমি এটা জানতাম না।"

"এটা নিয়ে কেউ আলোচনা-টালোচনা করে না। তাকে আবার এজন্যে সান্ত্বনা দিতে যাবেন না, ফল ভালো হবে না...তাদের খুব ভালো সময় কেটেছে।"

"আপনি বললেন ব'লে খুশি হলাম।"

এয়ারস্ট্রিপে পৌছাতেই বৃগহ্যামের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেলো। "ফায়ার আমর্স কোর্সে আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিতে হবে, স্টার্লিং, সেগুলো মিস্ না করার চেষ্টা করবেন।" সে কয়েকটা হ্যাঙ্গারের ভেতর দিয়ে শর্টকাটে চলে গেলো।

"অবশ্যই, চেষ্টা করবো।"

"মনে রাখবেন, আমি যা শেখাবো, সম্ভবত সেটা আর দ্বিতীয়বার শেখানো হবে না। আশা করি আপনি মিস্ করবেন না। কিন্তু আপনার কিছু প্রবণতা থাকতে হবে, স্টার্লিং। যদি আপনাকে গুলি করতে হয়, আপনি গুলি করতে পারেন। নিজের অনুশীলন ক'রে যান।"

"ঠিক আছে।"

"রাতে, ঘরে ব'সে বার কয়েক ট্রিগার টানবেন। অভ্যস্ত হবার জন্য।"

"তাই করবো।"

দুই ইনজিন বিশিষ্ট একটি রিচক্রাফট কোয়ান্টিকোর এয়ারস্ট্রিপে দাঁড়িয়ে আছে। সেটার দরজা খোলা। একটা প্রপেলার ঘুরছে, আর তাতে ক'রে টার্মাকের ঘাসগুলো দুলছে।

"এটাতো ব্লু ক্যানোয়ি না," স্টার্লিং বললো।

"[illegible]।"

"এটা পুরনো আর ছোট।"

"এটা পুরনোই," বৃগহ্যাম সোৎসাহে বললো। "ড্রাগ এনফোর্সমেন্টরা অনেক দিন আগে এটাকে ফ্লোরিডা থেকে জব্দ করেছিলো। এটাকে ফেলে ড্রাগ ব্যবসায়ীরা পালিয়ে গিয়েছিলো। যদিও যান্ত্রিকভাবে এখনও ঠিকই আছে। আমি আশা করি গ্রাম এবং রুডম্যান বুঝতে পারবে না যে আমরা এটা ব্যবহার করছি–মনে করুন আমরা বাসে ক'রে যাচ্ছি।" সে এয়ারপ্লেনের পাশে গিয়ে গাড়ির পেছন থেকে ব্যাগেজগুলো নিয়ে নিলো। একটু ইতস্তত ক'রে সে ব্যাগটা স্টার্লিংকে দিয়ে তার সাথে হাত মেলালো।

আর তারপরেই, এমনিতেই বৃগহ্যাম বললো, "আপনাকে আশীর্বাদ করছি, স্টার্লিং।" কথাটা তার মেরিন মুখে খুব অদ্ভুত শোনালো। সে জানে না কথাটা কোত্থেকে এলো, তার চেহারাটা উষ্ণ হয়ে গেছে।

"ধন্যবাদ...আপনাকে, মিঃ বৃগহ্যাম।"

ক্রফোর্ড কো-পাইলটের সিটে ব'সে আছে, হাফহাতা শার্ট আর সানগ্লাস পরে। পাইলট দরজাটা সজোরে বন্ধ করলে সে স্টার্লিংয়ের দিকে তাকালো।

কালো চশমার পেছনে তার চোখ দুটো দেখতে পেলো না সে, তার কাছে মনে হলো সে তাকে চেনে না। ক্রফোর্ডকে বিবর্ণ আর রুক্ষ দেখাচ্ছে। যেনো বুলডোজার দিয়ে শেকড় উপড়ানো হয়েছে।

"ফাইলটা নিয়ে পড়ুন," কেবল এটাই সে বললো।

তার পাশের সিটে মোটা একটা ফাইল পড়ে আছে। কভারে লেখা আছে বাফেলো বিল। স্টার্লিং ব্লু ক্যানোয়িটা চলতে শুরু করলে সেটা শক্ত ক'রে ধরে রাখলো।

অধ্যায় ১১

রানওয়ের প্রান্তসীমা ঘোলাটে হয়ে সেটা দৃষ্টিসীমার দূরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। ছোট্ট প্লেনটা মোড় নিতেই পূর্বদিকে, চিজাপিক উপসাগর থেকে সকালের সূর্যের বিকিরণ দেখা গেলো ।

নিচে স্কুলটা এবং কোয়ান্টিকোর চারপাশ জুড়ে থাকা মেরিন ঘাঁটিটা দেখতে পেলো ক্লারিস স্টার্লিং। প্যারেড গ্রাউন্ডে মেরিনদের ক্ষুদে আকৃতি দেখা যাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে নয়তো হামাগুঁড়ি দিচ্ছে তারা।

উপর থেকে এরকমই দেখা যায়।

একবার রাত্রিকালিন ফায়ারিং অনুশীলন শেষে, অন্ধকার হোগান এ্যালে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে প্লেনের ইনজিনের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। তার মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ থেকে কিছু কণ্ঠের আওয়াজ পেলো-রাতের বেলায় আকাশ থেকে প্যারাসুট দিয়ে লাফিয়ে পড়ার অনুশীলন করছিলো যেসব প্যারাট্রুপার তারাই একে অন্যের সাথে কথা বলছিলো। সে ভেবেছিলো প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়ে দিনের আলোয় নিচে লাফানোর জন্য অপেক্ষা করতে কেমন লাগবে, আর অন্ধকারেই বা লাফাতে কেমন লাগবে।

হয়তো এরকমই লাগে।

সে ফাইলটা খুললো।

বাফেলো বিল তাদের জানা মতে এরকম পাঁচ বার করেছে। নিদেন পক্ষে পাঁচ বার, হয়তোবা আরো বেশি, বিগত দশ মাসে সে পাঁচ জন মেয়েকে অপহরণ করেছে, খুন করেছে, চামড়া তুলে নিয়েছে। (স্টার্লিংয়ের চোখ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে বিচরণ করলো যাতে বলা আছে চামড়া তুলে নেবার আগেই সে তার শিকারদেরকে হত্যা করেছে।)

সে প্রতিটি মৃতদেহই স্রোতস্বীনি নদীতে ফেলে দিয়েছে। একেকটা দেহকে একেকটা নদীতে পাওয়া গেছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এবং দুটো রাজ্যের সংযোগ সড়কের কাছাকাছি নদীতে। সবাই জানে বাফেলো বিল একজন ভ্রাম্যমান লোক।

তার সম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ-ই জানে, একেবারেই শুধু এটুকু, আর তার কাছে নিদেনপক্ষে একটা অস্ত্র রয়েছে, ব্যস, এই। জিনিসটা সম্ভবত কোল্ট রিভলবার অথবা কোল্ট ক্লোন। উদ্ধার করা বুলেট পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে পয়েন্ট ৩৮ স্পেশাল এবং লম্বা পয়েন্ট ৩৫৭ ব্যবহার করতে পছন্দ করে সে। নদীতে কোন আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবার কথা নয়, পাওয়াও যায়নি। কোন চুল অথবা আঁশেরও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

তবে এটা নিশ্চিত সে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ : শ্বেতাঙ্গ, কারণ সিরিয়াল খুনিরা সবসময়ই নিজের জাতির মধ্যেই শিকারকে বেছে নেয়, আর বাফেলো বিলের সব শিকারই, এখন পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গীনী। আর পুরুষ, কেননা, সিরিয়াল খুনিদের মধ্যে আমাদের জানা মতে কোন মেয়েকে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

দু'জন বিখ্যাত কলামিস্ট একটা কবিতায় শিরোনাম করেছিলেন : 'বাফেলো বিল..' *মৃত্যু-মশাই আপনার নীল চোখের লোকটাকে কেমন লাগে।* কেউ একজন, হয়তো ক্রফোর্ড নিজেই, উক্তিটা ফাইলের কভারের নিচে লাগিয়ে দিয়েছে।

বিল কোথা থেকে তরুণীদের অপহরণ ক'রে কোথায় তাদেরকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে দেয় তার মধ্যে স্পষ্ট কোন সম্পর্ক নেই।

কেসগুলোতে, যেখানে মৃতদেহগুলো পাওয়া গেছে, তাতে মৃত্যুর সঠিক সময়টা জানা গেছে। খুনির আরেকটা কাজের ব্যাপারে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে : বিল তার শিকারীদেরকে কিছুদিন জীবিত অবস্থায় আঁটকে রাখে। অপহরণ হবার এক সপ্তাহ কিংবা দশ দিনের কমে কোন শিকারই খুন হয়নি। তার মানে লুকিয়ে রাখার জন্য তার একটা জায়গা আছে, আর গোপনে কাজ করার জন্যও জায়গা লাগবে। তার মানে সে কোন ভ্রাম্যমান লোক বা যাযাবর শ্রেণীর কেউ নয়। সে অনেকটা *ট্র্যাপ-ডোর* মাকড়ের মতো। নিজের একটা আস্তানা আছে তার। কোথাও।

এটাই আর সব কিছু চেয়ে লোকজনের কাছে সবচাইতে বেশি ভীতিকর ব'লে মনে হয়-সে তাদেরকে আঁটকে রাখে এক সপ্তাহেরও বেশি সময়, আর তারা এটাও জানে যে সে তাদেরকে খুন করবে।

দু'জনকে ঝোলানো হয়েছিলো আর তিন জনকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। মৃত্যুর আগে ধর্ষণ করা এবং শারিরীকভাবে লাঞ্চিত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ময়নাতদন্তে জননেন্দ্রিয়ের কোন বিকৃতসাধন কিংবা ক্ষতি সাধনেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, অবশ্য গলিত-পঁচে যাওয়া দেহে ওসব পাওয়াও খুব অসম্ভব ব্যাপার ব'লে তদন্তে উল্লেখ আছে।

সবগুলো মৃতদেহই নগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুটি ঘটনায়, শিকারের বহিঃ পোশাক-আশাক তাদের বাড়ির কাছে পথের পাশেই পাওয়া গেছে, পেছন দিকে কাটা অবস্থায় অনেকটা শেষকৃত্যের সুটের মতো।

স্টার্লিং ছবিগুলো ঠিকমতোই হজম করতে পারলো। ময়নাদতন্তকারীরা এসব

ব্যাপারে খুব বাজে হয়ে থাকে, শারিরীকভাবে। শিকারের অপমানজনক ভোগান্তি, খালি চোখে এটা দেখলে রাগের কারণ আছে, যদি আপনার কাজ আপনাকে করতে অনুমতি দিয়ে থাকে।

প্রায়শই, গৃহস্থালী খুন খারাবীতে, শিকারের অস্বস্তিকর ব্যক্তিগত অভ্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, শিকারের নিজের শিকার-বউকে পেটানো, বাচ্চাদেরকে মারধোর করা– চারপাশের জনসমাগম থেকে ফিস্ফাস্ শোনা যায় যে, মৃতলোকটি অনেকবারই এটা করেছে।

কিন্তু কেউই এটা আশা করে না। স্টার্লিং নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে কচ্ছপ আর মাছেরা যখন তাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খায় তখন তাদের দাঁতে ব্যথা লাগে না। বিল মস্তকবিহীন শরীরটার চামড়া খুলে নেয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বাদ দিয়ে কাজটা ক'রে থাকে।

সেগুলোকে দেখতে খুব একটা কঠিন হবে না বলে স্টার্লিং ভাবে। যদি এই প্লেনের কেবিনটা খুব বেশি উষ্ণ না হয়, এই বাজে প্লেনটা খুব বেশি ঝাকুনি না খায়, এবং সূর্যের তীক্ষ্ণ কিরণ যদি জানালা দিয়ে মাথা ব্যাথার মতো না বিঁধে থাকে, তবে।

তাকে ধরা সম্ভব। স্টার্লিং তার জীবনের সবচাইতে স্বল্প পরিসরের প্লেনের ভেতরে ব'সে, কোলের ওপর একগাদা গা শিউরে ওঠা তথ্য আর ছবি নিয়ে এই ভাবনাতেই আঁটকে থাকতে চাইলো। তাকে সে সাহায্য করতে পারে। তারপর তারা এই ঈষৎ আঠালো, মসৃন মলাটের ফাইলটাকে ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিতে পারবে।

সে ক্রফোর্ডের মাথার পেছনে তাকালো। স্টার্লিং যদি বাফেলো বিলকে থামাতে চায়, তবে সে সঠিক লোকের সঙ্গেই রয়েছে।

ক্রফোর্ড বেশ সফলতার সঙ্গেই তিন তিন জন সিরিয়াল হত্যাকারীকে ধরতে পেরেছে। তবে হতাহত ছাড়া নয়। সবচাইতে দক্ষ শিকারী উইল গ্রাহাম ক্রফোর্ডের হয়ে কাজ করেছে, সেটা একাডেমিতে কিংবদন্তী হয়ে আছে, এখন সেই লোক ফ্লোরিডাতে মাতাল হয়ে প'ড়ে আছে, তার এমন চেহারা হয়েছে যে তাকানোই যায় না, এসব কথাই তারা তাকে বলেছে।

হয়তো স্টার্লিং যে পেছন থেকে ক্রফোর্ড'র দিকে চেয়ে আছে সেটা সে টের পেয়েছে। সে কো-পাইলটের সিটে গিয়ে বসলো। ক্রফোর্ড স্টার্লিংয়ের পাশে এসে বসতেই পাইলট ট্রিম হুইলটা স্পর্শ করলো। সে যখন তার সান গ্লাসটা খুলে বাইফোকাল চশমাটা পড়লো, স্টার্লিংয়ের তখন মনে হলো সে তাকে আবার চিনতে পারছে।

সে যখন রিপোর্ট থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকালো তখন তার মুখে একটা কিছু ফুঁটে উঠতেই দ্রুত সেটা আবার মিলিয়ে গেলো।

"আমার খুব গরম লাগছে, আপনার লাগছে কি?" সে বললো। "ববি এখানে খুব বিশ্রী গরম লাগছে," সে পাইলটকে বললো। ববি কী যেনো একটা টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস আসতে শুরু করলো। কিছু তুষাড়ের আভা তার চুলে জমতে শুরু করলো।

এটা জ্যাক ক্রফোর্ডেরই শিকার অভিযান, তার চোখ দুটো যেনো পরিষ্কার আলোকজ্জ্বল শীতের দিন।

সে মধ্য এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রের একটা মানচিত্র খুললো। যে জায়গাতে মৃতদেহগুলো পাওয়া গেছে সে জায়গাগুলোতে চিহ্ন দেয়া আছে।

ক্রফোর্ড একটা কলম নিয়ে নতুন জায়গাটা চিহ্নিত করলো। যেখানে তাদের নতুন বস্তুটা পাওয়া গেছে।

"এল্ক নদী, ইউএস৭৯ এর ছয় মাইল নিচে," সে বললো। "এটার ব্যাপারে আমাদের ভাগ্য ভালোই। মৃতদেহটা তীড়ে আঁটকে আছে–মাছ ধরার একটা চৌকির কাছে। তারা মনে করছে না যে মেয়েটার দেহ পানিতে বেশিক্ষণ ধরে প'ড়ে ছিলো। তারা দেহটা পটারে নিয়ে গেছে। গ্রাম্য এলাকা সেটা। আমি খুব দ্রুত জানতে চাই মেয়েটা কে, যাতে ক'রে অপহরণ ঘটনার দ্রুত সাক্ষী যোগার করা যায়। যতো দ্রুত সম্ভব আঙুলের ছাপ তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।" ক্রফোর্ড তার মাথাটা একটু নিচে নামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে স্টার্লিংয়ের দিকে তাকালো। "জিমি প্রাইস বলেছে আপনি ময়নাতদন্ত করতে পারবেন।"

"সত্যি বলতে কী, আমি কোনদিনই পুরোপুরি ময়নাতদন্ত করিনি," স্টার্লিং বললো।

যারা জিম্মি প্রাইসের অধীনে কখনও কাজ করেনি তারা বিশ্বাস করে সে একজন চমৎকার রুক্ষ্ম মেজাজের মানুষ, বেশিরভাগ বদমেজাজী লোকের মতোই, সে আসলেই একজন সংকীর্ণমনা বৃদ্ধলোক। জিমি প্রাইস ওয়াশিংটন ল্যাবে লুক্কায়িত আঙুলের ছাপের সুপারভাইজ ক'রে থাকে। স্টার্লিং তার সঙ্গে একজন ফরেনসিক ফেলো হিসেবে কিছু দিন কাজ করেছে।

"জিমি," ক্রফোর্ড খুব আগ্রহভরে বললো। "এই কাজটাকে তারা কি বলে ডাকে..."

"এই কাজটাকে বলে 'ল্যাবের হতভাগা' অথবা কেউ কেউ 'ইগোর'ও বলে।"

"এই?"

"তারা আপনাদের কাছ ভান ক'রে বলবে যে তারা একটা ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ করছে।"

"আচ্ছা–"

"তারপর তারা আপনাকে ইউপিএস থেকে একটা প্যাকেজ দেবে। তারা সবাই দেখবে–তাদের কেউ কেউ তাড়াহুড়ো ক'রে কফির জন্য চলে যাবে। আশা করবে

যে আপনি বমি করবেন। আমি খুব ভালোভাবেই আঙুলের ছাপ প্রিন্ট করতে পারবো। সত্যি বলতে কী–"

"ভালো। এবার এটা দেখুন। তার প্রথম শিকার, আমাদের জানা মতে মিসৌরির ব্লাকওয়াটার নদীতে পাওয়া গিয়েছিলো, গত জুনে। লোন জ্যাকের বাইরে সেটা। দু'মাস আগে বিমেলের মেয়েটা, ওহাইও'র বেলভিডিয়ার থেকে এপ্রিলের ১৫ তারিখে উধাও হয়ে গিয়েছিলো ব'লে রিপোর্ট করা হয়েছিলো। আমরা এ ব্যাপারে এর বেশি বলতে পারবো না। তার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে আরো তিন মাস লেগে গিয়েছিলো। পরের যে শিকারটি সে ধরেছিলো সেটা এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে। ইনডিয়ানার লাফায়াতের ওয়াবাশ উপকণ্ঠে মেয়েটাকে পাওয়া গিয়েছিলো অপহরণের দশ দিন পরে। এরপর, আমরা বিশ বছরের এক শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েকে পেয়েছিলাম, আই-৬৫ এর কাছে, রোর্লিং কোর্কে তাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। কেনটাকির লুইসভিল থেকে সেটা প্রায় আটত্রিশ মাইল দক্ষিণে। তার পরিচয়টা উদঘাটন করা যায়নি। আর ভার্নারের মেয়েটা, ইনডিয়ানার ইভানসভিলে পাকরাও হয়েছিলো এবং ইলিনয়ের এমবারাসে পাওয়া গিয়েছিলো তাকে।

"তারপর সে দক্ষিণ থেকে চলে গেছে, এবং জর্জিয়ার ডামাসকাসে মৃতদেহটা ফেলে দেয়, এটা হলো পিটসবার্গের কিটরিজের মেয়েটা–এখানে তার গ্রাজুশেনের ছবিটা রয়েছে। তার ভাগ্য খুবই ভালো–কেউ তাকে কখনই অপহরণ করতে দেখেনি। কেবল তার পরিত্যক্ত করা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখতে পাই না। এসবের মধ্যেও আমরা কোন প্যাটার্ন বা সাযুজ্য দেখতে পাচ্ছি না।"

"যেখানে সে মৃতদেহগুলো ফেলে দেয় সেই জায়গার পেছনে জনবহুল সড়কে যদি অনুসন্ধান করেন, সেগুলো কি কাজে আসবে?"

"না।"

"কি হবে যদি আপনারা...মেনে নেন যে...সে একই ভ্রমনে একজনকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন আরেক জনকে অপহরণ করেছে?" স্টার্লিং জিজ্ঞেস করলো, খুব সতর্কভাবে 'ধারণা করি' বা 'মনে করি' পদবাচ্যগুলো এড়িয়ে গেলো। "সে সর্বপ্রথম মৃতদেহটা ফেলে দেবে, তাই না, কোন কারণে যদি সে পরের জনকে ধরতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যায়? তারপর সে যদি কাউকে পাকড়াও করে, সে হয়তো আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে বা এড়িয়ে যাবে সেটা। প্রতিটা অপহরণ জায়গা থেকে আগের জায়গার মধ্যে ভেক্টর ব্যাকওয়ার্ড এঁকে দেখলে কেমন হয়? আপনারা এটা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন।"

"এটা খুবই ভালো আইডিয়া, কিন্তু সে এটাও ক'রে নিয়েছে। যদি সে একই ভ্রমনে দুটো কাজ করে। আমরা তার অপহরণের জায়গা থেকে পরিত্যক্ত করার জায়গা সবকিছু নিখুঁত তারিখ সহকারে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখেছি। বিভিন্নভাবে ক'রে দেখেছি। এসব আপনি ক'রে দেখবেন, কম্পিউটার

থেকে কেবল ধোঁয়া বের হবে। এটাতে বলবে যে সে পূর্বে দিকে বাস করে, সে চন্দ্রাবৃত্তাকারে নেই। এটাও বলবে। কোন কিছুই পাওয়া যাবে না শুধু পাখির পালক ছাড়া। না, সে আমাদের দেখছে যে আমরা আসছি, স্টার্লিং।"

"আপনি মনে করছেন সে এতো বেশি সতর্ক যে আত্মহত্যা করবে না।"

ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "নিশ্চিতভাবেই খুব বেশি সতর্ক। সে বুঝে গেছে কীভাবে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক এখন করা যায়, আর সে এটা অনেক বেশি করতে চায়। আমি আশা করছি না সে আত্মহত্যা করবে ।"

ক্রফোর্ড ফ্ল্যাস্ক থেকে এক কাপ পানি নিয়ে পাইলটকে দিলো। সে স্টার্লিংকেও এক কাপ দিয়ে নিজের কাপে একটা অলকা-সেলৎজার মিশিয়ে নিলো।

প্লেনটা নিচের দিকে নামতেই স্টার্লিংয়ের পেট মোচড়াতে লাগলো।

"কিছু জিনিস আপনাকে বলা দরকার, স্টার্লিং। আমি আপনার কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর ফরেনসিক রিপোর্ট চাচ্ছি। তবে আমি তার চেয়েও বেশি কিছু চাচ্ছি। আপনি খুব বেশি বলেন না, সেটা ঠিকই আছে, আমিও বেশি বলি না। কিন্তু আমার কাছে রিপোর্ট আনার আগে নতুন কোন তথ্য-উপাত্ত দিতে হবে এরকমটি মনে করবেন না। কোন তুচ্ছ প্রশ্ন নয়। হয়তো আপনি একটু ঘাবড়ে গেছেন। খুব বেশি আচমকাই সুযোগটা এসে গেলো, এখন দেখি আপনি পারেন কিনা।"

তার কথা শুনে, স্টার্লিংয়ের পেটটা আবারো মোচড়াতে লাগলো, তার চেহারাও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। স্টার্লিং ভাবলো ক্রফোর্ড তাকে আর কতোদিন এই মামলায় ব্যবহার করবে। সে দলনেতা। শালার মনখোলা এবং বন্ধুসুলভ এক জন নেতা। ঠিক আছে।

"আপনি তার সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবুন, তবে আপনি দেখবেন সে কোথায় আছে, তার সম্পর্কে আপনার একটা অনুভূতি তৈরি হবে।" ক্রফোর্ড বলেই চললো। "তাকে এমনকি সবসময় আপনার অপছন্দও হবে না, সেটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। আপনি যদি ভাগ্যবান হন, আপনি এসব থেকে জানতে পারবেন।

"আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, একটি অপরাধ কোন রকম তদন্ত সেটাকে গুলিয়ে ফেলা ছাড়াই খুব বেশি বিভ্রান্তিকর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করুন, নিজের চোখ দিয়েই দেখুন। নিজের কথা শুনুন। আপনার চারপাশে কী ঘটছে সেটা থেকে অপরাধটিকে আলাদা ক'রে নিন। কোন ধরণের প্যাটার্ন কিংবা সাযুজ্য এই লোকটার বেলায় আরোপ করবেন না। মন খোলা রাখুন, তাকে আপনার কাছে উদ্ভাসিত হতে দিন।

"আরেকটা জিনিস: এরকম একটি তদন্ত হলো চিড়িয়াখানা। এটাতে অনেক বেশি আইনগত ব্যাপার জড়িত আছে, আর খুব কমই স্বাধীনতা আছে কাজটা করবার। এসব নিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে যাচ্ছি। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার লোকজন সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

তারা হয়তো চমৎকার অথবা তারা ভাববে যে আমরা হলাম রাজস্ব বিভাগের লোক।"

পাইলট কান থেকে হেডফোনটা সরিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, "এসে গেছি, জ্যাক। আপনি পেছনেই থাকবেন?"

"হ্যা," ক্রফোর্ড বললো। "কাজ শুরু হলো তবে স্টার্লিং।"

অ ধ্যা য় ১২

পটারের এই ফিউনারেল হোমটা পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পটারের পটার স্টৃটের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাদা ফ্রেমের বাড়িটাতে অবস্থিত। এই বাড়িটাকেই র‍্যাংকিন কাউন্টির মর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোরোনার মানে অপঘাতে মারা যায় যারা তাদের মামলার বিচারক একজন চিকিৎসক, নাম ডাক্তার একিন। সে যদি রায় দেয় যে, মৃত্যুটাতে প্রশ্ন রয়েছে বা সন্দেহজনক, তবে মৃতদেহটা পার্শ্ববর্তী কাউন্টির ক্ল্যাক্সটন রিজিওনাল মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেখানে একজন প্রশিক্ষিত প্যাথলজিস্ট রয়েছে। ক্লারিস স্টার্লিং প্লেন থেকে নেমে পটারের শেরিফের ক্রুইজার গাড়ির পেছনে সিটে গিয়ে বসলো। সামনে শেরিফ আর ক্রফোর্ড ব'সে কথা বলছে, শেরিফ যখন ক্রফোর্ডকে বিস্তারিত সব খুলে বলতে লাগলো তখন স্টার্লিং সামনের দিকে ঝুঁকে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

মর্গের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এলাকার শোকগ্রস্ত লোকেরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ভেতরে যাবার জন্য। নতুন রঙ করা বাড়িগুলো রাস্তার সামনেই দেখা যাচ্ছে।

বাড়িটার পেছনে পার্কিং লটের সামনে দুটো শব-যান দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন তরুণ এবং একজন বৃদ্ধ ডেপুটি দু'জন স্টেট ট্রুপারে সাথে পাতাবিহীন একটি দেবদারু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এতো ঠাণ্ডা এখনও পড়েনি যে তাদের শ্বাস প্রশ্বাসে ধোঁয়া উঠবে।

ক্রুইজারটা পার্ক করার সময় স্টার্লিং তাদেরকে দেখলো। এক মুহূর্ত তাকিয়েই সে তাদের সম্পর্কে জেনে গেলো। সে জানে তারা যেসব বাড়িতে থাকে সেসব বাড়িতে ক্লোসেট নেই, আছে হ্যাঙ্গার আর হ্যাঙ্গার এ কি আছে সেটাও সে ভালো করেই জানে। সে জানে এসব লোকের আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের সদস্যরা তাদের পোশাক-আশাক তাদের দেয়ালের সুট ব্যাগে ঝুলিয়ে রাখে। সে জানে বৃদ্ধ ডেপুটিটা বেড়ে উঠেছে গাড়ি বারান্দায়, এবং তাকে কাঁদাময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছে বসন্তকালে স্কুলবাস ধরার জন্য, ঘাড়ে ক'রে নিজের জুতো দুটো

ঝুলিয়ে, সেটা তার বাবাই ঝুলিয়ে দিতো। সে জানে তারা তাদের লাঞ্চ স্কুলে বহন ক'রে নিয়ে যেতো তেল চিটচিটে কাগজের ব্যাগে ক'রে, আর সেগুলো বার বার ব্যবহারের ফলে তলানিটা যখন ছিঁড়ে যেতো তখন ওগুলো ভাঁজ ক'রে তারা জিন্সের প্যান্টের পকেটে ভরে নিতো।

সে ভাবলো ক্রফোর্ড তাদের সর্ম্পকে অল্পবিস্তর জানে কিনা।

ক্রুইজারের ভেতরে রিয়ার উইন্ডোর দরজায় কোন হাতল নেই, এটা স্টার্লিং বুঝতে পারলো যখন ক্রফোর্ড আর ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে শেষকৃত্যের বাড়ির দিকে রওনা হলো। তাকে জানালার কাঁচে কয়েকবার আঘাত করতে হলো যতোক্ষণ পর্যন্ত না গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডেপুটি বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে দরজাটা বাইরে থেকে খুলে দিলো।

বাকি ডেপুটিরা তাকে চলে যেতে দেখলো। একজন তাকে বললো "ম্যাম," সে তাদের দিকে কৃতজ্ঞতার একটু হাসি দিয়ে ক্রফোর্ডের সাথে যোগ দেবার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে গেলো।

সে যখন ক্রফোর্ডের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো তখন তরুণ এক ডেপুটি, সদ্যবিবাহিত, থুতনীর নিচটা চুলকাতে চুলকাতে বললো, "সে নিজের সর্ম্পকে যতোটা ভালো ভাবে দেখে কিন্তু তার অর্ধেকও বোঝাও যায় না।"

"তো, সে যদি নিজে ভাবে যে সে দেখতে দারুণ, আহামরি কিছু, আমি নিজে তার সঙ্গে একমত হবো।"

আরেক তরুণ ডেপুটি বললো। "আমি তাকে মার্ক ফাইভ গ্যাসের মুখোশের মতো পরতেই বেশি পছন্দ করবো।"

ক্রফোর্ড ইতিমধ্যেই চিফ ডেপুটির সাথে কথা বলা শুরু ক'রে দিয়েছে, ছোটোখাটো এক লোক সে, পরে আছে স্টিল রিমের চশমা এবং এক ধরণের প্লাস্টিক বুট, যেটাকে বলে রোমিও।

তাদেরকে ফিউনারেল হোমের আধো অন্ধকার কড়িডোরের দিকে যেতে হলো, সেখানের দেয়ালে একটা কোক্ মেশিন অদ্ভুত শব্দ ক'রে যাচ্ছিলো।

"এতো দ্রুত আমাদেরকে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, শেরিফ," ক্রফোর্ড বললো।

চিফ ডেপুটি আসলে সেটা জানায়নি। "ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিসের অন্য কেউ জানিয়েছে আপনাকে–শেরিফ পার্কিন্স বর্তমানে তার বউয়ের সাথে হাওয়াইতে বেড়াতে গেছে। আমি আজ সকাল আটটা বাজে তার সাথে লং ডিসটেন্ট ফোনে কথা বলেছি ওখানে তখনও সকাল হয়নি। হাওয়াই সময়ে। সে আজকেই ফিরে আসবে, কিন্তু সে আমাকে বলেছে প্রথম কাজ হলো খুঁজে দেখা, মেয়েটা আমাদের এলাকার কিনা। এমনও হতে পারে বাইরে থেকে কেউ এসে এই ঝামেলাটা আমাদের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে। কোনকিছু করার আগে আমাদেরকে সেটাই

আগে দেখতে হবে। আলাবামার ফিনিক্স সিটি থেকে যতো মৃতদেহ পাওয়া যায় তার সবই এখানে আমাদের কাছে আনা হয়।"

"সেখানে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারবো, শেরিফ, যদি–"

"আমি চার্লস্টনের স্টেট ট্রুপারের ফিল্ড সার্ভিস কমান্ডারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। তিনি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সেক্‌শন থেকে কিছু অফিসার পাঠাচ্ছেন–যারা সিআইএস নামে পরিচিত। তারা আমাদের যা দরকার তার সবটাই সাহায্য করতে পারবে।" করিডোরটা ডেপুটি শেরিফ এবং ট্রুপার দিয়ে ভরে আছে। চিফ ডেপুটিকে অনেক বেশি শ্রোতা ঘিরে ধরলো ঘটনাটা শোনার জন্য। "আমরা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের কাছে ফিরে আসবো, কিন্তু এখন–"

"শেরিফ, এ ধরণের যৌন অপরাধের কিছু ব্যাপার আছে যা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ভালো ব'লে আমি মনে করি, আপনি বুঝতে পেরেছেন, আমি কী বলতে চাচ্ছি?" ক্রফোর্ড মাথাটা একটু নাড়িয়ে স্টার্লিংয়ের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো। সে তাড়াহুড়ো ক'রে ছোটখাটো লোকটাকে জনাকীর্ণ ঘরে ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। ডেপুটিদের বকবকানি শুরু হবার আগেই স্টার্লিং তার মুখটা কাপর দিয়ে ঢেকে ফেললো। তার দাঁত শক্ত হয়ে আছে, সে সেন্ট সিসিলিয়ার দিকে তাকালো তারপর দরজার দিকে, সেখানে তখন গাদাগদি ক'রে লোকজন আঁড়ি পেতে কথা শোনার চেষ্টা করছে। সে উচ্চস্বরে বলা কথাগুলো শুনতে পেলো, তারপর টেলিফোনের কথাবার্তা।

চিফ ডেপুটির চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। "অস্কার, ডাক্তার এটকিনকে ডেকে আনো, তিনি এধরণের কাজে থাকার অধিকার রাখেন। তাঁকে বলবে, আমরা ফোনে ক্ল্যাক্সটনকে পেয়েছি।"

কোরোনার ডাক্তার এটকিন, ছোট্ট অফিসটাতে এসে একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে রইলো। ফোনে প্যাথলজিস্ট ক্ল্যাক্সটনের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিজের দাঁতে আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগলো। তারপর সবকিছু মেনে নিলো।

তো, ঔষুধের গন্ধে ভরা দেয়ালের ওয়াল-পেপারে গোলাপের ছাপ দেয়া এবং উঁচু ছাদের ঘরে ক্লারিস স্টার্লিং এই প্রথম বাফেলো বিলের প্রত্যক্ষ নমুনার সাথে পরিচিত হলো।

উজ্জ্বল সবুজ বডি-ব্যাগটা শক্ত ক'রে জিপার লাগানো। আর সেটাই হলো এই ঘরের একমাত্র আধুনিক বস্তু। সেটা একটা পুরনো পোর্সিলিন টেবিলে শোয়ানো আছে।

ক্রফোর্ড যখন গাড়ি থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টের সরঞ্জাম আনতে গেলো তখন স্টার্লিং দেয়ালের কাছে রাখা সিঙ্কের সামনে তার যন্ত্রপাতিগুলো বের করতে শুরু করলো।

ঘরে খুব বেশি লোক। কয়েকজন ডেপুটি আর চিফ ডেপুটি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, চলে যাবার কোন আগ্রহ তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।

এটা ঠিক না। *ক্রফোর্ড এসে এই লোকগুলোকে চলে যেতে বলছে না কেন?*

ক্লারিস স্টার্লিং সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার এখন দরকার এমন সুকঠিন সাহস আর শক্তি যা কোন মেরিন প্যারাসুট জাম্পের চেয়েও বেশি। ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে এলো, আর সেটা তাকে সাহায্যই করলো, সেই সাথে তাকে সূচের মতো বিদ্ধও করলো :

তার মা সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার বাবার টুপিতে লেগে থাকা রক্ত ধুচ্ছে, ঠাণ্ডা পানি টুপিটাতে ঢেলে দিচ্ছে আর বলছে, "সব ঠিক হয়ে যাবে, ক্লারিস। তোমার ভাই-বোনদের বলো হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে গিয়ে বসতে। আমাদেরকে কথা বলতে হবে, তারপর আমরা রাতের খাবার খাবো।"

স্টার্লিং তার স্কার্ফটা মাথায় শক্ত ক'রে বেঁধে নিলো পাহাড়ি গৃহবধূদের মতো। সে তার যন্ত্রপাতির ব্যাগ থেকে একজোড়া সার্জিক্যাল হাতমোজা বের ক'রে পরে নিলো। সে যখন মুখ খুললো, পটারে আসার পর এই প্রথম, তার কণ্ঠটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু অন্যরকম শোনালো দরজার কাছে ক্রফোর্ডের আসার শব্দ শুনতে পেয়ে। "ভদ্রমহোদয়গণ! ভদ্রমহোদয়গন। অফিসাররা। আমার কথাটা শুনুন একটু। দয়া করে। এসব আমাদেরকেই করতে দিন। মেয়েটাকে আমারাই সামলাতে পারবো।" সে তার হাতমোজাটা খুলে নিলো। "মেয়েটার কিছু করার দরকার আছে আমাদের। আপনারা তাকে এ পর্যন্ত বয়ে এনেছেন, আর আমি জানি এজন্যে তার পরিবারের লোকজন আপনাদেরকে ধন্যবাদই দেবে। এখন, বাইরে চলে যান, তাকে আমাদেরই সামলাতে দিন।"

ক্রফোর্ড দেখলো তারা আচম্কাই সম্ভ্রমের সাথে চুপ মেরে গেছে। নিজেদের মধ্যে ফিস্ফাস্ করছে: "জেস চলে এসো। চলো আঙিনাতে চলে যাই।" ক্রফোর্ড দেখতে পেলো মৃতদেহের উপস্থিতিতে এ জায়গার পরিবেশ বদলে গেছে, যেখান থেকেই এই হতভাগিনী আসুক না কেন, সে যে-ই হোক না কেন, নদীর স্রোত তাকে এখানে এই জায়গাতে টেনে নিয়ে এসেছে। আর সে যখন অসহায়ভাবে এই ঘরে পড়ে আছে, তখন ঐ মেয়েটার সঙ্গে ক্লারিস স্টার্লিংয়ের একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। ক্রফোর্ড দেখতে পেলো স্টার্লিং যেনো ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্ত্রীলোকের উত্তরাধীকারী হিসেবে এখানে আবিভূর্ত হয়েছে, প্রখর প্রজ্ঞাময়ী একজন নারী, কবিরাজ চিকিৎসক, বলিষ্ঠ গ্রামের মেয়েদের মতো, যে সবসময় প্রয়োজনীয় সব কিছু সমাধা ক'রে থাকে, যে কড়া নজরদারী করে, আর নজরদারী শেষ হবার পর, গোসল-টোসল করিয়ে মৃতদেহটাকে পোশাক পরিয়ে দেয়।

তারপর, সেখানে মৃতদেহের সঙ্গে কেবল ক্রফোর্ড, স্টার্লিং আর ডাক্তার সাহেবই রইলো। ডাক্তার একিন আর স্টার্লিং একে অন্যের দিকে অনুমোদনের দৃষ্টি বিনিময় করলো। তারা দু'জনেই অদ্ভুতভাবে খুশি হলো, আবার অদ্ভুতভাবেই লজ্জিতও হলো।

ক্রফোর্ড তার পকেট থেকে ভিক্স-এর একটা কৌটা বের ক'রে তাদেরকে সাধলো। স্টার্লিং সেটা দিয়ে কি করা হবে; এবং কখন ক্রফোর্ড আর ডাক্তার তাদের নাকের নিচে সেটা মাখবে দেখতে লাগলো। সেও ওরকম করলো।

সে তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বের করলো। পেছন ফিরেছিলো সে, খেয়াল করলো পেছনে রাখা লাশের ব্যাগের জিপার খোলা হচ্ছে।

স্টার্লিং দেয়ালের গোলাপের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে টেবিলে রাখা লাশটার দিকে তাকালো।

"তাদের উচিত ছিলো লাশের হাতে কাগজের ব্যাগ লাগিয়ে দেয়া," সে বললো, "কাজ শেষ হলে হাতগুলো ব্যাগ দিয়ে মুড়িয়ে দেবো আমি।" খুব সতর্কভাবে স্টার্লিং ক্যামেরায় লাশের ছবি তুলতে লাগলো।

লাশটা ভারি নিতম্বের এক তরুণীর। স্টার্লিংয়ের গজফিতায় যার দৈর্ঘ্য ষাটষট্টি ইঞ্চি। তার চামড়া যেখানে ছিলে ফেলা হয়েছে সেই জায়গাটা পানির স্পর্শে থাকার জন্য ধূসর হয়ে গেছে। পানিটা খুব ঠাণ্ডা ছিলো, পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা পানিতে খুব বেশি দিন ছিলো না। শরীরটার স্তনের নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত একটু বেশি পরিষ্কার।

তার স্তন দুটো ছোটো আর তাদের মধ্যেকার বক্ষস্থির দিকে, মৃত্যুর কারণে একটা তারা আকৃতির ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

তার গোলাকার মাথাটা চামড়া ছোলানো, ভুরু থেকে কাঁধের দু'কান পর্যন্ত।

"ডক্টর লেকটার বলেছে সে মাথা থেকে শুরু করে," স্টার্লিং বললো। সে যখন ছবি তুলছে তখন ক্রফোর্ড দু'হাত বুকের কাছে ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। "মেয়েটার কানের ছবি তুলুন," কেবল এটাই বললো সে।

সে মুখে আঙুল রেখে মৃতদেহের চারপাশে ঘুরলো। স্টার্লিং হাতের গ্লাভস্‌টা খুলে পায়ের ডিমটা আঙুল দিয়ে টিপে দেখলো।

"কি দেখছেন, স্টার্লিং?"

"তো, সে স্থানীয় মেয়ে নয়–তার দু'কানে তিনটি ক'রে ছিদ্র করা, সে কানের দুল পরতো। আমার কাছে শহুরে ব'লে মনে হচ্ছে। তার পায়ে দুই সপ্তাহ অথবা এরকম সময়ের লোম গজিয়েছে, চেঁছে ফেলার পর। আর দেখুন এগুলো কতো নরমভাবে বেড়ে উঠেছে? আমার মনে হয় সে তার পায়ের বলাম চেঁছে ফেলতো। বগলও। দেখুন, ওপরের ঠোঁটের ওপর সে কীভাবে ব্লিচ করতো। সে নিজের ব্যাপারে বেশ যত্নবানই ছিলো বলা যায়। কিন্তু কিছুদিনের জন্য সে এসব যত্ন-আত্তি নিতে পারেনি।"

"আঘাতের ব্যাপারটা কি?"

"আমি জানি না," স্টার্লিং বললো।

"আমি বলবো গুলি বের হয়ে যাবার ক্ষত এটি, কেবল ব্যতিক্রম হলো মাথার

দিকটাতে যে কলারের মতো রিং তৈরি হয় সেটা ঘষে উঠে ফেলা হয়েছে।"

"ভালো, স্টার্লিং।" বক্ষস্থির ওপর লাগিয়ে গুলি করার ক্ষত এটি। বিস্ফোরিত গ্যাস হাড্ডির মাঝখানে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিলো। আর বের হবার সময় ফুঁড়ে বের হওয়াতে তারার মতো গর্তটার আকৃতি হয়ে গেছে।"

দেয়ালের ওপাশে করুন সুরে পাইপ অর্গান বাজছে, শেষকৃত্যের একটা অনুষ্ঠান চলছে বাড়িটার সামনে।

"দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু," ডাক্তার একিন কথাটা ব'লে মাথা নাড়লো। "আমাকে সেখানে যেতে হবে, নিদেনপক্ষে অনুষ্ঠানটাতে অংশ নেবার জন্য। পরিবারের লোকজন সব সময়ই শেষ বিদায়ে রওনা হবার সময়টাতে আমাকে আশা করে। বাদ্যটা শেষ হলে লামার এসে আপনাদেরকে সাহায্য করবে। আমি আপনাদের বক্তব্য ক্ল্যাক্সটনের প্যাথলজিস্টের কাছ থেকে নিয়ে নেবো, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"তার বাম হাতের দুটো আঙুলের নখ ভাঙা আছে," ডাক্তার চলে যাবার পর স্টার্লিং বললো। "সেগুলো উল্টো ক'রে খুব দ্রুত ভাঙা হয়েছে আর এটা দেখে মনে হচ্ছে বাকি নখগুলোর নিচে একধরনের শক্ত পদার্থ আঁটকে আছে। আমরা কি আলামতটা নিতে পারি?"

"কিছু কাঁকড়ের বা মাটির নমুনা নিন, পলিশের গুঁড়োও নিন," ক্রফোর্ড বললো। "আমরা ফলাফল পাবার পরই তাদেরকে এটা বলবো।"

লামার, শেষকৃত্যের একজন কুঁজো সহকারী, ঢুলুঢুলু চোখের, তাদের কাছে এসে হাজির হলো। "আপনি অবশ্যই এক সময় প্রসাধন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।"

তারা তরুণীর হাতের তালুতে কোন নখের আঁচড়ের চিহ্ন না দেখে খুশি হলো–এটা থাকলে এই নির্দেশ করতো যে মৃত্যুর আগে তার সাথে অন্য কিছু করা হয়েছিলো।

"আপনি তার মুখের ছবি তুলতে চাচ্ছেন, স্টার্লিং?" ক্রফোর্ড বললো।

"আস্তে, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"আগে দাঁতেরটা করা হোক, প্রথমে, তারপর লামার আমাদেরকে লাশটা ওল্টাতে সাহায্য করতে পারবে।"

"শুধু ছবি অথবা বিবরণ?" স্টার্লিং দাঁতের যন্ত্রপাতি বের করতে করতে বললো, সে ভেতরে ভেতরে খুব খুশি যে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে।

"শুধু ছবি," ক্রফোর্ড বললো। "এক্সরে ছাড়া বিবরনের কোন মূল্য নেই। আমরা আরো কয়েকজন নিখোঁজ মহিলার সাথে ছবিটা মিলিয়ে দেখবো।"

লামার তার অর্গান বাজাবার হাতে খুবই সযত্নে কাজ করছে, স্টার্লিংয়ের কথা মতো লাশের মুখটা দু'হাতে টেনে খুলে ধরলো, আর পোলারয়েডে সে যখন ছবি তুলতে যাবে তখন সেটা আরো বেশি প্রসারিত ক'রে ফেললো, যাতে দাঁতগুলো সব

দেখা যায়। এ কাজটা সহজই ছিলো, কিন্তু তাকে পেষণ দাঁতের ছবি তুলতে হবে, সঙ্গে তালুরও, আর সেজন্যেই মুখের ভেতরে আলোটা যাতে যেতে পারে। সে ফরেনসিক ক্লাশে এ রকম করতে কেবল একবারই দেখেছে।

স্টার্লিং পেষণ দাঁতের অবস্থার প্রথম পোলারয়েড ছবিটা দেখলো। আলোটা এডজাস্ট ক'রে নিয়ে আবার ছবি তুললো। এবারের ছবিটা আরো ভালো আসলো। খুবই ভালো।

"তার মুখের ভেতর কিছু একটা আছে," স্টার্লিং বললো।

ক্রফোর্ড ছবিটা দেখলো। এতে দেখা যাচ্ছে তালুর ঠিক পেছনে কালো গোলাকৃতির একটা বস্ত। "ফ্লাশ লাইটটা আমাকে দিন।"

"পানি থেকে কোন লাশ তোলা হলে লাশের মুখে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, যেমন লতাপাতা জাতীয় জিনিস," লামার বললো। ক্রফোর্ডকে দেখতে সাহায্য করলো সে।

স্টার্লিং ব্যাগ থেকে আঙটা জাতীয় একটা জিনিস বের ক'রে লাশের ওপাশে ক্রফোর্ডের দিকে তাকালো। ক্রফোর্ড মাথা নেড়ে অনুমোদন করলো। জিনিসটা বের করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগলো।

"এটা কি, এক ধরণের বীজ?" ক্রফোর্ড বললো।

"না, স্যার, এটা রেশম পোকার গুঁটি," লামার বললো, সে ঠিকই বললো।

স্টার্লিং সেটাকে একটা বোতলে ভরে নিলো।

"আপনি চাচ্ছেন কান্ট্রি এজেন্ট যাতে এটা দেখতে পারে," লামার বললো।

উপুড় করা লাশটার আঙুলের ছাপ নেয়াটা খুবই সহজ। স্টার্লিং এর চেয়ে খারাপ কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলো–কিন্তু অতি কঠিন আর জটিল কোন ইনজেকশন মেথডের এখানে প্রয়োজন পরলো না। সু-হর্ন পোকার মতো আকৃতির একটা যন্ত্রের সাহায্যে সে আঙুলের ছাপটা নিলো। সে এক সেট প্লান্টার প্রিন্ট ও নিলো।

পিঠের ওপরে দুটো ত্রিভূজাকৃতির জায়গায় চামড়া ওঠানো। স্টার্লিং সেটার ছবি নিলো।

"মাপটাও নিয়েন," ক্রফোর্ড বললো। "সে মেয়েটার কাপড় ছেড়ার পর এক্রন থেকে কাঁটতে শুরু করেছে। আঁচড়ের চেয়েও সেটা বেশি কিছু নয়, কিন্তু রাস্তার পাশে পাওয়া ব্লাউজের পেছনটা যেরকম কাটা ছিলো সেটার সাথে মিলে যায়। এটা নতুন জিনিস যদিও। আমি এটা দেখিনি।"

"দেখে মনে হচ্ছে পায়ের ডিমটা পোড়া," স্টার্লিং জানালো।

"বৃদ্ধলোক বা বয়স্কদের বেলায় এটা অনেক দেখা যায়," লামার বললো।

"কি?" ক্রফোর্ড জানতে চাইলো।

"বললাম বয়স্ক লোকদের বেলায় এটা অনেক দেখা যায়।"

"আমি বেশ ভালোভাবেই আপনার কথাটা শুনতে পেয়েছি, আমি চাই আপনি

এটা ব্যাখ্যা করুন। বয়স্ক মানুষের ব্যাপারটা কি?"

"বয়স্ক লোকেরা হিটিং প্যাড পরে থাকে, আর তারা যখন মরে যায় সেটা তাদেরকে পুড়িয়ে দেয়, এমনকি সেটা খুব বেশি গরম না হওয়া সত্ত্বেও। হিটিং প্যাডের মধ্যে থাকলে আপনি পুড়ে যাবেন, আপনি যদি মৃত হোন। এটার নিচে কোন রক্তচলাচল হয় না।"

"তাহলে, ক্ল্যাক্সটনের প্যাথলজিস্টকে এটা পরীক্ষা করতে বলবেন, আর ময়নাতদন্ত যদি হয় তাহলে এটা দেখবেন," ক্রফোর্ড স্টার্লিংকে বললো।

"গাড়ির পেছনের ডালা, মনে হচ্ছে সেরকমই," লামার বললো।

"কি?"

"*গাড়ির পেছনের ডালা*–গাড়ির ডালা। এক বার বিলি পেটরি গুলি খেয়ে মারা গেলো আর তারা তাকে গাড়ির পেছনের ডালায় ফেলে রেখেছিলো। তার বউ গাড়িটা চালিয়ে দু'তিন দিন ধরে তাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলো। তাকে যখন এখানে আনা হলো, তখন দেখা গেলো ডালার পাটাতন গরম হয়ে তাকে পুড়িয়ে ফেলেছে, ঠিক এভাবে। কেবল পাছা থেকে।" লামার বললো। "আমি মুদি দোকান থেকে কিছু কিনলে গাড়ির ডালায় রাখি না কারণ ওতে আইসক্রিম গ'লে যায়।"

"খুব ভালো চিন্তা সেটা, লামার, আমার ইচ্ছে আপনি আমার সঙ্গে কাজ করেন," ক্রফোর্ড বললো। "যে লোকটা এই লাশটা নদী থেকে খুঁজে পেয়েছে আপনি তাকে চেনেন?"

"জাবো ফ্রাংকলিন আর তার ভাই, বুবা।"

"তারা কি করে?"

"গরুর সাথে লড়াই করে, লোকজনকে আনন্দ দেয়–কেউ মদ খেয়ে আসলে একটু, আর সে বলে 'ওখানে বসো লামার, আর 'ফিলিপিনো বেবি' বাজাও। বারবার কোন লোককে 'ফিলিপিনো বেবি' বাজাতে বলবে সেই বারের তেল চিটচিটে পুরনো পিয়ানোতে। জাবো এটাই বেশি পছন্দ করে। 'তো যদি গানটার কথা মনে না আসে নিজেই কিছু বলে গাও,' সে বলে। আর, 'এবার কথাগুলোর যেনো ছন্দ মেলে'। সে একজনের কাছ থেকে একটা চেক পেয়ে ক্রিসমাসটা দারুন কাটিয়েছে। আমি তাকে এই টেবিলে পনেরো বছর ধ'রে খুজছি।"

"আমাদের দরকার সেরাটোনিন পরীক্ষা করা ফিশ বুক পাংচারে।" ক্রফোর্ড বললো। "আমি প্যাথলজিস্টকে একটা নোট লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"তাদের হুকগুলো তাদের সাথেই থাকে," লামার বললো।

"কি বললেন?"

"ফ্রাংকলিন একটা ট্রটলাইন গাড়ি চালায় যেটার হুকগুলো তাদের সাথেই থাকে। এটা অবৈধ। সেজন্যেই তারা সম্ভবত আজকের সকালের আগে এটা জানায়নি।"

"শেরিফ বলেছে তারা হাঁস শিকারী।"

"তারা তাকে সে কথাই বলবে ব'লে আমি আশা করি," লামার বললো। "তারা আপনাকে এও বলবে যে একবার তারা হনলুলুর ডিউক কিওমুকার সাথে কুস্তি লড়েছিলো। আপনি সেটাও বিশ্বাস করতে পারেন। যদি আপনি সেটা বিশ্বাস করতে চান তো।"

"আপনার ধারণা কি হয়েছিলো, লামার?"

"ফ্রাংকলিনরা বড়শি সমেত গাড়িটা চালায়, যেটা আইনত অবৈধ, আর তারা বড়শি দিয়ে লাশটা টেনে তুলেছে এই আশায় যে বড় কোন মাছ তারা ধরতে পেরেছে।"

"আপনি এরকমটি কেন ভাবলেন?"

"এই মেয়েটা ভেসে ওঠার জায়গর কাছাকাছি ছিলো না।"

"না।"

"তারা যদি টেনে না তুলতো তবে তারা কখনও তাকে খুঁজে পেতো না। তারা হয়তো ভড়কে গিয়েছিলো, পরে খবরটা জানিয়েছে। আমি আশা করছি গেমওয়ার্ডেনকে আপনাদের লাগবে এ ব্যাপারে।

"আমিও সে রকম আশা করছি," ক্রফোর্ড বললো।

"অনেক সময় তারা একটা ক্র্যাংক টেলিফোন র‍্যাম-চার্জারের পেছনে লাগিয়ে নেয়, সেটা অবশ্য ওখানে হয়, যদি আপনি পত্রপত্রিকায় না লেখেন।"

ক্রফোর্ড তার ভুরু তুললো।

"টেলিফোন দিয়ে মাছ ধরা," স্টার্লিং বললো। "টেলিফোনের তারে ক্র্যাংক ঘুরিয়ে বিদ্যুত প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে মাছকে ভড়কে দেয়া যায়। তারা ভড়কে গিয়ে উপরে উঠে আসে আর তখনি তাদের ধরা হয়।"

"ঠিক," লামার বললো। "আপনি কি এখানকার লোক?"

"অনেক জায়গাতেই এরকম করা হয়," স্টার্লিং বললো।

লাশের ব্যাগটার জিপার লাগাবার আগে স্টার্লিংয়ের কিছু বলার তাড়া অনুভব করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কেবল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যাগে ভরতে লাগলো। লাশটা ভিন্ন রকম আর সমস্যাটা দৃষ্টির বাইরেই রয়ে গেলো। এই রকম তিক্ত মুহূর্তে, সে মেয়েটার কাছে কী করতে এসেছে। স্টার্লিং তার হাতমোজা খুলে সিঙ্কে গিয়ে দু'হাত ধুয়ে নিলো। কলের পানি খুব বেশি ঠাণ্ডা নয়। সে দেখছিলো লামার এখন হলের দিকে চলে গেছে। সে ফিরে এলো কোক মেশিন থেকে ঠাণ্ডা এক ক্যান কোক নিয়ে। তাকে সেটা সাধলো।

"না, লাগবে না, ধন্যবাদ।" স্টার্লিং বললো। "আমার মনে হয় না আমার এটা লাগবে।"

"না, খাওয়ার জন্য নয়, এটা আপনার ঘাড়ে চেপে ধ'রে রাখুন," লামার বললো, "আর মাথার পেছনটাতেও। ঠাণ্ডায় আপনার একটু ভালো লাগবে। আমি এটা করি।"

এই সময়ে স্টার্লিং লাশের ব্যাগের জিপারে প্যাথলজিস্টের মেমোটা লাগিয়ে দিলো।

অপরাধ সংঘটিত হবার পর খুব দ্রুতই এই লাশটা পাওয়াতে বড় একটা সুযোগ তৈরি হলো। ক্রফোর্ড নিশ্চিত মেয়েটার পরিচয় খুঁজে বের করা যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর সেই সাথে তার এলাকার আশপাশে অপহরণকারীকে দেখেছে এমন সাক্ষীও পাওয়া যাবে। তার পদ্ধতিগুলো সবার কাছে খুব বেশি সমস্যা ব'লে মনে হলেও। সেটা খুব দ্রুত কাজ করে।

ক্রফোর্ড একটা লইটন পুলিশফ্যাক্স ফিংগারপ্রিন্ট ট্রান্সমিটার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। এটা ফেডারেল-ইসু ফ্যাক্স মেশিনের মতো নয়। পুলিশ-ফ্যাক্সটা বড়সড় শহরের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমের সাথেই তুলনীয় হতে পারে। যে কার্ডে স্টার্লিং ফিংগার প্রিন্টটা নিয়েছে সেটা একটুও শুকায়নি।

"এটা লোড ক'রে নিন, স্টার্লিং।"

ওটা লেপ্টে ফেলবেন না, এটাই সে বলতে চাচ্ছে আর কি। স্টার্লিং সেটা করেনি।

ক্রফোর্ড ওয়াশিংটনে এফবিআই'র সাথে ফোনে কথা বলছে। "ডোরোথি, সবাই কি আছে? ঠিক আছে, জেন্টেলমেন, আমরা তবে এটা চালু ক'রে দিচ্ছি, এক-বিশে যাতে ভালোভাবে ওটা আসে–এক-বিশ চেক ক'রে দেখুন, সবাই। আটলান্টা, কেমন হয়েছে? ঠিক আছে, ছবিটা আমার কাছে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন...ফ্যাক্সে।"

এরপরই ফ্যাক্সমেশিনটা শব্দ করতে লাগলো। মৃত মেয়েটির আঙুলের ছাপ তারের মধ্যে এফবিআই'র ওয়্যার রুমে পৌছে গিয়ে সেখান থেকে প্রধান প্রধান পুলিশ ডিপার্টমেন্টে পৌছে গেলো। যদি শিকাগো, ডেট্রয়েট, আটলান্টা, অথবা অন্য কোথাও আঙুলের ছাপটা মিলে যায়, কয়েক মিনিটেই ফল পাওয়া যাবে।

এরপরে, ক্রফোর্ড লাশের দাঁত এবং মুখের ছবিটা ফ্যাক্সে ক'রে পাঠিয়ে দিলো। মাথাটা একটা তোয়ালে দিয়ে স্টার্লিং মুড়িয়ে দিয়েছে যাতে সুপার মার্কেট প্রেস ছবিটা করায়ত্ত করতে না পারে।

তারা চলে যাবার প্রাক্কালে পশ্চিম-ভার্জিনিয়া রাজ্য পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সেক্শন থেকে তিন জন অফিসার এসে চার্লস্টনে পৌছালো।

ক্রফোর্ডকে অনেকবার হাত মেলাতে হলো আর নিজের ভিজিটিং কার্ড দিতে

হলো তাদেরকে। স্টার্লিং খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে চাইলো ক্রফোর্ড কতো দ্রুত তাদেরকে নিজের আয়ত্তে নিতে পারে।

তারা যখন ডেপুটিকে নিয়ে এল্ক নদীতে যাবার জন্য রওনা দিচ্ছিলো তখন লামার বেলকনি থেকে হাত নাড়ালো। কোকটা এখনও বেশ ঠাণ্ডাই আছে। লামার এটা স্টোররুম থেকে নিয়ে এসেছিলো, আর নিজের জন্যেও সে একটা তাজা পানীয় নিয়েছিলো।

অ ধ্যা য় ১৩

"জেফ, আমাকে ল্যাবে নামিয়ে দিও," ক্রফোর্ড ড্রাইভারকে বললো। "তারপর, আমি চাই তুমি অফিসার স্টার্লিংয়ের জন্য স্মিথসোনিয়ান-এ অপেক্ষা করবে। সে ওখান থেকে কোয়ানটিকোতে যাবে।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

রাতের খাবারের পর যানবাহনের জ্যাম এড়িয়ে তারা পোটোম্যাক নদী পার হলো। ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ওয়াশিংটনের ব্যস্ততম এলাকায় এসে পড়লো তারা।

গাড়ির তরুণ চালক মনে হলো ক্রফোর্ডকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে, সে খুব বেশি মাত্রায় সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছে, স্টার্লিং ভাবলো। সে লোকটাকে দোষ দিচ্ছে না। একাডেমিতে এটা ধর্মবিধি হয়ে গেছে যে কেউ ক্রফোর্ডের আদেশটাকে পোঙা মারলে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়। শেষ যে এজেন্ট একাজ করেছিলো তাকে ডিইডব্লিউ-রেখার স্থাপনার কাজে তদন্ত করার জন্য আর্কটিক সার্কেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক্রফোর্ড খুব খোশ মেজাজে ছিলো না। মেয়েটার আঙুলের ছাপ, ছবি পাঠানোর পর নয় ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেছে অথচ এখনও তাকে চিহ্নিত করা যায়নি। পশ্চিম-ভার্জিনিয়ার ট্রুপারদের সঙ্গে নিয়ে স্টার্লিং আর ক্রফোর্ড বৃজ এবং নদীর তীরবর্তী এলাকা রাত পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছে কিন্তু কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

এয়ারপ্লেনে স্টার্লিং ক্রফোর্ডকে ফোনে কথা বলতে শুনেছে, সান্ধ্যকালীন একজন নার্সকে বাড়িতে ব্যবস্থা করার জন্য।

এফবিআই'র প্লেইন-জেইন সিডানটা মনে হচ্ছে বুক্যানোয়ির পরে চমৎকার শান্ত আর নিঃশব্দ, তাই কথাবার্তা পরিস্কার শোনা যাচ্ছে।

"আমি আপনার প্রিন্টটা হটলাইন এবং প্যাটেন্ট ডিসক্রিপশন ইনডেক্সে ঢোকাবো," ক্রফোর্ড বললো। "ফাইলের জন্য একটা ইনসার্ট আপনি আমাকে ড্রাফট ক'রে দেবেন। একটা ইনসার্ট, ৩০২ নয়–আপনি কি জানেন সেটা কীভাবে

করতে হয়?"

"আমি জানি।"

"ধরুণ আমিই ইনডেক্স, আমায় বলুন, নতুন জিনিসটা কি।"

জিনিসটা মনে মনে সাজাতে তার কয়েক সেকেন্ড লাগলো–সে খুব খুশি হলো এটা দেখে যে, জেফারসন মেমোরিয়ালটা অতিক্রম করার সময় সেটার সামনে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ক্রফোর্ড মনে হলো আগ্রহী হয়ে উঠলো।

আইডেন্টিফিকেশন সেকশনের কম্পিউটারের ল্যাটেন্ট ডিসক্রিপশন ইনডেক্সটা জানা অপরাধীদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের বৈশিষ্টের ফাইলের সাথে মিলিয়ে দেখা যায়। সেটা যখন কোন সাজুয্য খুঁজে পায়, তবে এটা সন্দেহভাজনের নাম সাজেস্ট করে, এবং সেই সাথে আঙুলের ছাপটাও উপস্থাপন করে। তারপর একজন অপরেটর ফাইলের আঙুলের ছাপের সাথে ঘটনাস্থলে পাওয়া অজ্ঞাত আঙুলের ছাপটা মিলিয়ে দেখে। এখন পর্যন্ত বাফেলো বিলের কোন ছাপ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ক্রফোর্ড আরো খতিয়ে দেখতে চায়।

সিস্টেমটার জন্য চাই সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট বক্তব্য বা তথ্য। স্টার্লিং সেরকম কিছু নিয়ে চেষ্টা করলো।

"শ্বেতাঙ্গ, তরুণী, কৈশোর উত্তীর্ণ অথবা বিশের কোঠায়, গুলি ক'রে হত্যা করা হয়েছে, নিম্নাঙ্গ এবং ঊরুর দিকে চামড়া তোলা–"

"স্টার্লিং, ইনডেক্স ইতিমধ্যেই জানে যে বাফেলো বিল শ্বেতাঙ্গ তরুণীদের হত্যা ক'রে তাদের শরীরের চামড়া তুলে নেয়–ইনডেক্স আরো জানে যে, সে মৃতদেহগুলো নদীতে ফেলে দেয়। নতুন কিছু তো এটা জানাতে পারলো না। নতুন কি বললেন, স্টার্লিং?"

"এটা ছয় নম্বর শিকার, নতুন তথ্য হলো মাথা কাটা হয়েছে, আরেকটা হলো সেটার শরীরের পিঠের অংশে ত্রিভূজাকৃতিতে চামড়া তোলা ছিলো। আরো নতুন কথা হলো বুকে গুলিবিদ্ধ হওয়া, শেষ নতুন তথ্য হলো মুখের ভেতরে রেশম গুটিপোকা।"

"ভাঙা নখের কথাটা আপনি ভুলে গেছেন।"

"না, স্যার, এটা হলো দ্বিতীয় শিকার যার নখ ভাঙা পাওয়া গেছে।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। শুনুন, ফাইলের ইনসার্ট যেটা আপনি করবেন, সেটাতে, মনে রাখবেন, রেশমগুটির কথাটা গোপন রাখবেন। মিথ্যা স্বীকারোক্তি বাতিল করার কাজে আমরা এটা ব্যবহার করবো।"

"আমি ভাবছি সে এটা এর আগে করেছে কিনা–একটা রেশম পোকা অথবা অন্য কোন পোকা মুখে ঢোকানো," স্টার্লিং বললো। অটোপসির সময় অবশ্যই এটা ধরা পড়বে না, বিশেষ ক'রে কাটার সময়। আপনি জানেন মেডিক্যাল এক্সামিনররা সব সময়ই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী কারণটা খুঁজে দেখে, সেখানে খুব গরম তাই তারা

তাড়াতাড়ি সারতে চাইবে... আমরা কি সেটা আবার চেক্ করতে পারবো?"

"যদি আমাদেরকে করতে হয়। আপনি প্যাথলজিস্টকে বলতে শুনবেন যে কোনকিছুই তাদের নজর এড়ায় না। সিনসিনাতির জেইন ডো'র লাশটা এখনও ফ্রিজারে রয়েছে। আমি তাদেরকে সেটা দেখার কথা বলবো, কিন্তু ডক্টর লেকটারের অধীনে থাকা যে চার জন রোগী মারা গেছে সেই চার জনকে কবর থেকে তুলে ময়না তদন্ত করার আদেশ দিতে হবে। আমাদেরকে সেটা করতেই হবে। শুধু নিশ্চিত হবার জন্য যে কিসে তারা মারা গেছে। এটা ঠিক যে, এতে অনেক সমস্যা হবে, আত্মীয় পরিজনরা কষ্ট পাবে, দুঃখ পাবে। আমি এটা করবোই, যদি আমাকে সেটা করতে হয়। কিন্তু স্মিথসোনিয়ানে আপনি কী পান সেটা আগে দেখি, তারপর সিদ্ধান্ত নেবো।"

"মাথার চামড়া তোলা...এটা খুবই বিরল, তাই না?"

"একেবারেই ঘটে না, এরকমটি, হ্যা বিরলই বলা চলে," ক্রফোর্ড বললো।

"কিন্তু ডক্টর লেকটার বলেছেন বাফেলো বিল এটা করতো। সে একথা কীভাবে জানতে পারলো?"

"সে এটা জানে না।"

"সে কিন্তু এটাই বলেছে।"

"এটা অবশ্য অবাক করার মতো কিছু নয়, স্টার্লিং। এটা শুনে আমি অবাক হইনি। মেনজেলের কেসটার আগ পর্যন্ত এটা বিরল ব্যাপার ছিলো, সেটা কি আপনার মনে আছে? মেয়েটার মাথার চামড়া তোলা হয়েছিলো? তারপর এরকম দু' অথবা তিন বার করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো যখন বাফেলো বিল নিয়ে মাতামাতি করছিলো, তখন তারা একবার জোড় দিয়ে বলেছিলো যে, এই খুনি মাথার চামড়া তোলে না। এরপর আর এটা অবাক করার মতো কিছু ছিলো না–সে, মানে বাফেলো বিল সম্ভবত সংবাদপত্রকে অনুসরণ করে। লেকটার অনুমান ক'রে বলেছে। সে বলেনি কখন এটা ঘটবে। সেজন্যেই তার কথাটা কখনই ভুল হবে না। আমরা যদি বিলকে মাথার চামড়া তোলার আগে ধরতাম, লেকটার তখন বলতে পারতো ঐ কাজটা করার আগেই তাকে আমরা ধ'রে ফেলেছি।"

"ডক্টর লেকটার আরো বলেছে যে, বাফেলো বিল দোতলা একটা বাড়িতে বাস করে। এটা কিন্তু আমরা কখনও জানতে পারিনি। আপনার কি মনে হয়, সে কেন এটা বলেছে?"

"এটা অনুমান নয়, সে খুবই ঠিক কথা বলেছে, আর সেই আপনাকে বলতে পারতো কেন, কিন্তু সে আপনাকে এটা ব'লে উত্যক্ত করতে চেয়েছিলো। এটাই একমাত্র দূর্বলতা যা আমি তার মধ্যে দেখেছি–তাকে দেখে খুব স্মার্ট মনে হয়, যে কারোর চেয়ে বেশি স্মার্ট। সে এটা অনেক বছর ধরেই ক'রে আসছে।"

"আপনি বলেছেন আমি যদি না জানি তবে যেনো জিজ্ঞেস করি–তো, আমি

আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"ঠিক আছে, দু'জন শিকারকে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে, ঠিক? উঁচুতে ঝোলানোর চিহ্ন, করোটির হাড়ের স্থানচ্যুতি, নিশ্চিত করেই বলে দেয় তাদেরকে ঝোলানো হয়েছিলো। ডক্টর লেকটার তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে আরেকজনকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঝোলানো খুবই কঠিন কাজ। সব সময় লোকে নিজে ফাঁস দেয় দরজার নব থেকে। তারা নিজেদেরকে বসা অবস্থায় ফাঁস দেয়, সেটা সহজ। কিন্তু অন্যকে ওভাবে ঝোলানো খুব কঠিন–এমনকি তাদেরকে হাত-পা বেঁধে রাখলেও, তারা তাদের পায়ের নিচে কোন কিছুর অবলম্বন পেলে সেটাতে দাঁড়াতে পারবে। একটা মইতে কাজ হবে না। শিকার ওটাতে চড়তে চাইবে না। যখন দেখবে দঁড়ির ফাঁস ঝুলছে। এটা যেভাবে করা যাবে সেটা হলো সিঁড়ির মাথা থেকে। সিঁড়ি খুবই পরিচিত জিনিস। তাদেরকে বলুন যে তাদেরকে বাথরুম ব্যবহার করতে নিয়ে যাচ্ছেন, এরকম কিছু আর কি, তাকে নিয়ে উপরে উঠে যান, ফাঁসটা গলায় পরিয়ে সিঁড়ির ওপরের মাথা থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে দড়ির অন্য প্রান্তটি সিঁড়ির মাথার রেলিংয়ে বেঁধে ফেলুন। বাড়ির ভেতরে এটাই একমাত্র পন্থা কাজটা করার জন্য। ক্যালিফোর্নিয়ার এক লোক এটা জনপ্রিয় করেছে। বিলের যদি কোন সিঁড়ি না থাকতো তবে সে তাদেরকে অন্যভাবে হত্যা করতো। এবার আমাকে ঐসব নামগুলো দিন, পটারের সিনিয়র ডেপুটি এবং স্টেট পুলিশের লোকটা, র‍্যাংকিং অফিসার।"

স্টার্লিং দাঁতে চেপে পেনলাইটটা ধরে তার নোট প্যাড থেকে নামগুলো পড়লো।

"ভালো," ক্রফোর্ড বললো। "আপনি যখন হট লাইনে কোন কিছু পোস্ট করবেন তখন সবসময়ই পুলিশের লোকদের নামের কথাটা রাখবেন। তারা নিজেদের নাম শুনে হটলাইনে বেশি বন্ধুভাবাপন্ন হয়। এতে ক'রে তারা কোন কিছু পেলে আমাদেরকে জানাবে। তার পায়ের পোড়াটা আপনার কাছে কি ব'লে মনে হয়?"

"এটার ময়না তদন্ত হচ্ছে কিনা তার ওপর নির্ভর করছে।"

"যদি হয়?"

"তাহলে তার কাছে একটি আবদ্ধ ট্রাক অথবা ভ্যান কিংবা স্টেশন ওয়াগন রয়েছে, খুব লম্বা মতো একটা।"

"কেন?"

"কারণ পোড়াটা তার পায়ের ডিমের পেছন থেকে হয়েছে।"

তারা পেনসিলভানিয়ার এফবিআই'র নতুন হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে পড়লো। যা আর কখনও কেউ জে এডগার হুডার ভবন হিসেবে উল্লেখ করবে না।

"জেফ, এখানে আমাকে নামতে দাও," ক্রফোর্ড বললো। "ঠিক এখানেই,

নিচে যেয়ো না। গাড়িতেই থাকো জেফ, ট্রাংকটা শুধু একটু খুলে দাও। আসুন, স্টার্লিং, আমাকে দেখান।"

সে ক্রফোর্ডের সাথে নেমে গেলো। ক্রফোর্ড ট্রাংক থেকে ডাটাফ্যাক্স এবং বৃফকেসটা নিয়ে নিলো।

"সে লাশটা গাড়ির পেছনে রাখলে সেটা অবশ্যই অনেক বড়ই হবে," স্টার্লিং বললো। "কেবল বড় হলেই মেয়েটার পা এক্সজস্ট পাইপের ওপরের পাটাতনে থাকবে, আর পোড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। এরকম ছোট্ট গাড়িতে তাকে রাখা হলে তাকে কুঁজো ক'রে পা-জোড়া ভাঁজ ক'রে রাখতে হোতো–"

"হ্যা, সেটাই তো দেখতে পাচ্ছি," ক্রফোর্ড বললো।

স্টার্লিং বুঝতে পারলো যে ক্রফোর্ড তাকে গাড়ি থেকে নামিয়েছে যাতে ক'রে সে তার সাথে একান্তে কথা বলতে পারে।

"আমি যখন ডেপুটিকে বললাম যে আমার আর তার একজন নারীর সামনে কথা বলাটা সমীচীন হবে না তখন সেটা তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছিলো, তাই না?"

"অবশ্যই।"

"সেটা ধোঁকা দেবার জন্য বলা হয়েছিলো। আমি তার কাছে গ্রহনযোগ্য হতে চেয়েছিলাম।"

"আমি সেটা জানি।"

"ঠিক আছে।" ক্রফোর্ড ট্যাংকের ঢাকনাটা সজোড়ে বন্ধ ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো।

স্টার্লিং এতো সহজে ছেড়ে দিলো না।

"এতে অনেক কিছু আসে যায়, মিঃ ক্রফোর্ড।"

সে তার দিকে ঘুরে তাকালো, তার দু'হাতে ফ্যাক্স মেশিন আর বৃফকেসটা ধরা। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"সেইসব পুলিশ জানে আপনি কে," সে বললো। "তারা আপনাকে দেখে বোঝে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে।" সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকালো, তার হাতের তালু খোলা।

ক্রফোর্ড তার শীতল চোখে হিসাব ক'রে নিচ্ছে।

"যথাসময়ে সেটা দেখা যাবে, লক্ষ্য করবেন, স্টার্লিং। এবার পোকাটা নিয়ে আসুন।"

"জি, স্যার।"

সে তাকে দেখলো হেঁটে চলে যাচ্ছে। মধ্যবয়স্ক এক লোক, মামলা-মোকদ্দমায় ভারাক্রান্ত হয়ে, প্লেন থেকে উড়ে এসে, তার পায়ের নিচের দিকে নদীর তীরবর্তী কাঁদা লেগে আছে, বাড়িতে যাচ্ছে, সেখানে তার যে কাজ আছে সেটা করতে।

সে তার জন্যে তখন খুনও করতে পারতো, এটাই ক্রফোর্ডের একটি মহান প্রতিভা।

অধ্যায় ১৪

স্মিথসোনিয়ান-এর প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাতীয় জাদুঘরটা কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ক্রফোর্ড ব'লে দিয়েছিলো তাই একজন রক্ষী কন্সটিটিউশন এভিনু'র প্রবেশ পথে ক্লারিস স্টার্লিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া জাদুঘরের আলোটা খুবই স্বল্প আর ভেতরের বাতাস যেনো আঁটকে আছে।

স্টার্লিংয়ের গাইডটা একজন বড়সড় কৃষ্ণাঙ্গ। স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের গার্ডদের পরিস্কার ইউনিফর্ম পরা।

দ্বিতীয় তলায় একটা বিশাল *স্টাফ* করা হাতির ওপরে, বিশাল একটা ফ্লোর বন্ধ আছে জনসাধারণের জন্য, এটাতে রয়েছে দুটো ডিপার্টমেন্ট, নৃতত্ত্ব আর কীটতত্ত্ব। নৃতাত্ত্বিকরা এটাকে বলে পঞ্চম তলা। আর কীট তাত্ত্বিকরা এটাকে চতুর্থ তলা হিসেবে ধরে নেয়। এগ্রিকালচার থেকে আসা কতিপয় বিজ্ঞানী বলে যে তাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে, এটি আসলে সপ্তম তলা।

স্টার্লিং গার্ডকে অনুসরণ ক'রে মৃদু আলোর একটা করিডোর দিয়ে যেতে লাগলো যেটার রয়েছে উঁচু উঁচু দেয়াল আর সেই দেয়ালে নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন রাখার কাঠের কেস। ছোট্ট লেবেলগুলোতে সংরক্ষিত বস্তুটির পরিচয় প্রকাশ করছে।

"এখানে কয়েক হাজার লোক রয়েছে," গার্ড বললো। "চল্লিশ হাজার নমুনা আর কি।"

সে তার হাতে ধরা ফ্লাশলাইটের সাহায্যে হাটতে হাটতেই লেবেলগুলোতে অফিস নাম্বারগুলো খুঁজে পেলো।

দায়াক শিশু বহনের দোলনা এবং সেরেমোনিয়াল স্কাল এফিডদের কাছে কাছে দিয়ে দিচ্ছে, আর সেগুলো ছাড়িয়ে যাচ্ছে আরো পুরনো মানুষ থেকে আরো প্রাচীন পোকামাকড়ের দিকে, ধারাবাহিক ভাবেই। এবার করিডোরটার সামনে এসে পড়লো একটা বড়সড় লোহার বাক্স, বিবর্ণ সবুজ রঙ করা সেটা।

"ত্রিশ মিলিয়ন পোকামাকড়–আর মাকড় হলোর সেটার শীর্ষে। মাকড়দেরকে পোকামাকড়ের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না," গার্ড তাকে জানালো। "তাহলে কিন্তু মাকড়ের লোকগুলো এ নিয়ে আপনার চার পাশে লাফিয়ে উঠবে। এই যে, যে অফিসটা এখনও বাতি জালানো আছে। আপনি ওখান থেকে নিজে নিজে বের হয়ে আসার চেষ্টা করবেন না। তারা যদি আপনাকে নিচে নামিয়ে আনতে না বলে, আমাকে এই এক্সটেনশনে ডাকবেন, এটা হলো গার্ডদের অফিস। আমি আপনাকে এখান থেকে নিয়ে আসবো।" সে তাকে একটা কার্ড দিয়ে চলে গেলো।

সে কীটতত্ত্বের একেবারে মাঝখানে এসে পড়েছে, একটা বৃত্তাকার গ্যালারির মাঝখানের ওপরে বিশাল একটা হাতিকে স্টাফ করা আছে। সেখানেই একটা ঘরে বাতি জ্বলছে, সেটাই অফিস ঘর।

"সময় হয়ে গেছে, পিল্চ!" একটা পুরুষ কণ্ঠ খুব আমুদে ভঙ্গীতে বললো। "চলো ওখানে যাই। সময় হয়েছে।"

স্টার্লিং দরজার কাছে আসতেই থেমে গেলো। দু'জন লোক ল্যাবরেটরি টেবিলে ব'সে দাবা খেলছে। দু'জনের বয়সই প্রায় ত্রিশ বছর, একজন কালো চুলের, এবং কুঁজো হয়ে আছে, অন্যজন লাল চুলের, বেটে ও গাট্টাগোট্টা ধরণের। তাদেরকে দেখে মনে হলো তারা দাবা বোর্ডে একেবারে জ'মে আছে। তারা যদি স্টার্লিংকে লক্ষ্য করতো, তারা তাকিয়েও দেখতো না। বিশাল আকারেই একটা গণ্ডার পোকা তাদের দাবার বোর্ডেও ওপর আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছে।

গুবড়ে পোকাটা দৌড়ে শেষ প্রান্তে এসে পড়লো।

"সময় হয়েছে, রডেন," ঝুঁকে থাকা লোকটা তক্ষুণি বললো।

গাট্টাগোট্টা লোকটা তার দাবার গুবড়ে পোকাটাকে ঘুরিয়ে দিলে সেটা আবার বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলো।

"পোকাটা ঘরের কোনা পর্যন্ত গেলে কি খেলাটা শেষ হবে?" স্টার্লিং জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই, তখনই সময় শেষ হবে," গাট্টাগোট্টা লোকটি তার দিকে না তাকিয়েই উচ্চস্বরে বললো। "অবশ্যই তখন সময় শেষ হবে। আপনি কিভাবে খেলেন? আপনি কি ওটাকে বোর্ডের এমাথা ও মাথা পর্যন্ত খেলতে দেন? কার সাথে খেলেন, একটা শ্লথের সঙ্গে?"

"আমার কাছে একটা নমুনা আছে, স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ড এ ব্যাপারে আপনাদের কাছে ফোন করেছিলো।"

"আমি ভাবতেও পারছি না, আমরা কেন আপনার সাইরেনের আওয়াজটা শুনতে পাইনি," গাট্টাগোট্টা লোকটা বললো। "আমরা সারা রাত ধরে এখানে অপেক্ষা করছি এফবিআই'র জন্য একটা কীটের প্রজাতি বের করতে। কীট নিয়েই আমাদের সব কাজ। স্পেশাল এজেন্ট ক্রফোর্ডের কোন নমুনা সম্পর্কে তো কেউ

আমাদের কিছু বলেনি। তার উচিত তার নমুনাটা নিজের পারিবারিক ডাক্তারকে একান্তে দেখানো। সময় হয়েছে, পিল্‌চ।"

"আপনার পুরো সময়টা অন্যকোন সময়ে পেলেই বেশি খুশি হতাম," স্টার্লিং বললো, "কিন্তু এটা খুবই জরুরি, তো, আসুন এক্ষুণিই কাজে নেমে পড়ি। সময় হয়ে গেছে, পিল্‌চ।"

কালো চুলের লোকটা তার দিকে মুখ তুলে তাকালো, দেখলো সে দরজার চৌকাঠের সামনে একটা বৃফকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে গুবড়ে পোকাটা একটা বাক্সে পচা কাঠের মধ্যে রেখে দিলো, যেটার ঢাকনা হিসেবে রয়েছে একটা লেইস পাতা।

সে যখন উঠে দাঁড়ালো, দেখা গেলো সে খুবই লম্বা।

"আমি নবেল পিল্‌চার," সে বললো। "এ হলো এলবার্ট রডেন। আপনার একটা কীটের প্রজাতি চিহ্নিত করার দরকার? আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশিই হবো।" পিলচারের লম্বা মুখটা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু তার কালো চোখ দুটো আকর্ষণীয় আর খুব কাছাকাছি সেই দুটো। আর একটা চোখ একটু ট্যারা। সে হাত মেলাবার জন্য হাত বাড়ালো না। "আপনি হলেন...?"

"ক্লারিস স্টার্লিং।"

"দেখি আপনার কাছে আছেটা কি?"

পিলচার ছোট্ট বোতলটা আলোর দিকে তুলে ধরলো।

রডেনও দেখার জন্য এগিয়ে আসলো, "এটা পেলেন কোত্থেকে? আপনি কি এটা আপনার পিস্তল দিয়ে মেরেছেন? আপনি এর মা'কে দেখেছেন?"

"ইস্‌স্‌স," পিলচার বললো। "বলুন এটা কোথায় পেয়েছেন? এটা কি কোন কিছুর সাথে লেগে ছিলো–একটা গাছের ডাল অথবা পাতার সাথে–অথবা এটা কি মাটিতে ছিলো?"

"আচ্ছা," স্টার্লিং বললো। "কেউ আপনাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি দেখছি।"

"চেয়ারম্যান কেবল বলেছেন আমরা যেনো একটু বেশি সময় থাকি যাতে ক'রে এফবিআই'র কাছে থাকা একটা কীট চিহ্নিত করতে পারি," পিলচার বললো।

"বলেছে," রডেন বললো। "বলেছে একটু থেকে যেতে।"

"আমরা এরকম কাজ সবসময়ই ক'রে থাকি, কাস্টম্‌স আর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের জন্যে," পিলচার বললো।

"কিন্তু মাঝরাতে নিশ্চয় নয়," রডেন তার সাথে যোগ করলো।

"একটা ক্রিমিনাল কেসের ব্যাপারে আপনাদেরকে আমার কয়েকটি বিষয় বলার দরকার," স্টার্লিং বললো। "আমি সেটা করবো যদি কেসটা শেষ হবার আগ পর্যন্ত আপনারা কথাটা গোপন রাখেন, মানে কাউকে না বলেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এটার ওপর কিছু জীবন নির্ভর করছে, ডক্টর রডেন, আমাকে খুব সিরিয়াসলি বলবেন কি যে, আপনি গোপনীয়তাকে সম্মান করেন?"

"আমি কোন ডক্টর নই। আমাকে কি কোন কিছুতে স্বাক্ষর করতে হবে?"

"না, আপনার ওয়াদা যদি ঠিক থাকে। নমুনাটা যদি আপনারা নিজেদের কাছে রাখতে চান তবেই কেবল স্বাক্ষর করতে হবে, এই।"

"অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবো। আমি কাউকে বিমুখ করি না।"

"ডক্টর পিলচার?"

"এটা সত্যি," পিলচার বললো। "সে কাউকে বিমুখ করে না।"

"তা হলে ঠিক আছে?"

"আমি কিছু বলবো না।"

"পিল্চও ডক্টর নয়," রডেন বললো। "আমাদের দু'জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা একই। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখুন সে কিভাবে আপনাকে দিয়ে ওটা বলিয়ে নিয়েছে।" রডেন তার তর্জনীটা গালে ঠুকে এমন ভাব করলো যেনো বিজ্ঞ লোকের মতো বলছে।

"আমাদেরকে বিস্তারিত সব বলুন। আপনার কাছে যেটা তুচ্ছ এবং অপ্রাসঙ্গিক তথ্য সেটাই হতে পারে কোন এক্সপার্টের কাছে মহামূল্যবান কিছু।"

"এই কীটটা এক খুন হওয়া এ জনের মুখের তালুর ভেতরে পাওয়া গেছে। আমি জানি না এটা ওখানে কীভাবে গেলো। মেয়েটার মৃতদেহ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার এল্ক নদীতে পাওয়া গেছে। আর মেয়েটা মাত্র কয়েক দিন আগেই মারা গেছে, খুব বেশি দিন আগে নয়।"

"এটা বাফেলো বিলের কাজ, আমি এটা রেডিওতে শুনেছি," রডেন বললো।

"আপনি রেডিও'তে কীটটা সম্পর্কে কিছু শোনেননি?" স্টার্লিং বললো।

"না, কিন্তু তারা এল্ক নদীর কথা বলেছে-আপনি কি ওখান থেকেই আজকে এসেছেন, এজন্যেই কি আপনার আসতে দেরি হয়েছে?"

"হ্যা," স্টার্লিং বললো।

"আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে থাকবেন, আপনি কি কফি খাবেন?" রডেন বললো।

"না, ধন্যবাদ আপনাকে।"

"পানি?"

"না।"

"কোক?"

"আমার মনে হয় না, আমাদেরকে জানতে হবে মেয়েটাকে কোথায় আঁটকে রাখা হয়েছিলো এবং কোথায় তাকে হত্যা করা হয়। আমরা আশা করছি এই কীটটার বিশেষ কোন জায়গা বা আবাস রয়েছে। অথবা এটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকে, বুঝলেন, কিংবা এটা কেবলমাত্র এক ধরণের গাছেই থাকে-আমাদের

জানতে হবে এই কীটটা কোত্থেকে এসেছে। আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি কারণ–খুনি যদি কীটটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে–তাহলে কেবলমাত্র সে-ই সত্যটা জানবে আর আমরা এটা দিয়ে মিথ্যে স্বীকারোক্তি দূর ক'রে সময় বাঁচাতে পারবো। কমপক্ষে ছয় জনকে খুন করেছে সে। আমাদের সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

"আপনি কি মনে করেন এই মুহূর্তে সে আরেকজন মেয়েকে আঁটকে রেখেছে?" রডেন তার মুখের সামনে এসে বললো। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে আর মুখটা খুলে আছে। সে তার মুখের ভেতরে কিছু একটা দেখতে পেলো, কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার অন্য একটা কিছু মনে পড়ে গেলো ব'লে মনে হলো।

"*আমি জানি না!*" একটু জোরেই বললো। "আমি জানি না," সে আবারো বললো, "যতো দ্রুত সম্ভব সে আবার আরেকটা ধরবে।"

"তাহলে তো আমাদেরকেও যতো দ্রুত সম্ভব কাজটা করতে হবে," পিলচার বললো। "চিন্তা করবেন না, এসবে আমরা বেশ দক্ষ। আমাদের চেয়ে ভালো লোক আপনি পাবেন না।" সে বোতল থেকে ধূসর বস্তুটা হাতে নিয়ে আলোর নিচে একটা সাদা কাগজের ওপরে রেখে ওটার ওপর একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস মেলে ধরলো।

কীটটা লম্বা আর দেখতে অনেকটা মমির মতো। এটা ঈষদচ্ছ খোলসের ভেতরে আছে, আর এটার আকৃতি অনেকটা শবাধার বা সারকোফ্যাগাসের মতোই। ছোট্ট মুখটা বিজ্ঞের মতো দেখাচ্ছে।

"প্রথম কথা হলো, এটা এমন জিনিস নয় যা কোন শরীরে গিয়ে বাসা বাঁধবে, আর দুর্ঘটনা ক্রমে না হলে এটা পানিতে যাবারও কথা নয়," পিলচার বললো। "আমি জানি না আপনি পোকামাকড় এর সঙ্গে কতোটা পরিচিত অথবা আপনি কতোটা শুনতে চান।"

"বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। আমি চাই আপনি আমাকে সব বলুন।"

"ঠিক আছে, এটা হলো পুপা, একটা অপরিপক্ক কীট, শুয়ো পোকার মধ্যে যে ককুনটা থাকে সেটা যখন লার্ভা থেকে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে ধ'রে রাখে এটা।" পিলচার বললো।

"ওবটেক্ট পুপা, পিল্চ?" রডেন তার চশমাটা ধরে নাকের ওপর তুলে বললো।

"হ্যা, তাই মনে হচ্ছে। এটা হলো বিশাল কীটের শূককীট অবস্থা। বেশির ভাগ উন্নত প্রজাতির কীটেরই রয়েছে শূককীট অবস্থা। তাদের অনেকেই শীতকালটা এভাবে কাটিয়ে দেয়।"

"বইয়ের কথা, না দেখে দেখে, পিল্চ?" রডেন বললো।

"দেখে দেখেই বলবো।" পিল্চ নমুনাটা মাইক্রোস্কোপের নিচ থেকে সরিয়ে একটা আঙটা দিয়ে হাতে তুলে নিলো। "এবার বলা যায়, এটা এখনও পরিপক্ক হয়নি। আচ্ছা, এ দিয়েই শুরু করা যাক।"

"আচ্ছা," একটা ছোট্ট ম্যানুয়াল-এর পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে রডেন বললো। "ন্যাংশনাল ম্যানডিবাল্স ?"

"না।"

"ভেনটর মেসন-এর একজোড়া গালিয়ে রয়েছে?"

"হ্যা, হ্যা।"

"এন্টেনাটা কোথায়?"

"ডানা সংলগ্ন, লেগে আছে। দুই জোড়া ডানা, ভেতরের দিককার ডানা জোড়া পুরোপুরি ঢাকা আছে। কেবল মাত্র নিচের দিককার পেটের অংশটাই মুক্ত আছে। ছোট্ট পয়েন্টি ক্রেমাস্টার–আমি বলবো লেপিডোপটেরা।"

"এটা দেখে তাই মনে হচ্ছে," রডেন বললো।

"এটা প্রজাপতি আর মথ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বিশাল একটা ক্ষেত্র," পিলচার বললো।

"ডানাগুলো ভিজে থাকলে খুব সমস্যা হবে। আমি রেফারেন্স নিয়ে আসছি।" রডেন বললো। "আমার মনে হয় আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্পর্কে কথা বলা থেকে তোমাকে বিরত রাখার কোন সুযোগ নেই।"

"আমার মনে হয় না," পিলচার বললো। রডেন চলে যেতেই সে স্টার্লিংকে বললো "রডেন ঠিকই আছে।"

"আমিও নিশ্চিত সে ঠিক আছে।"

"আমরা এক সাথেই আন্ডার গ্রাজুয়েট হয়েছি, এক সাথেই কাজ করছি, সবই একসাথে করি। তার একটা কাজ ছিলো কয়লার খনিতে ব'সে ব'সে প্রোটন এর ক্ষয় দেখার। সে অন্ধকারে খুব বেশি থাকতো। সেটা ঠিকই আছে। কেবল প্রোটনের ক্ষয় হওয়ার কথাটা ওকে বলবেন না।"

"আমি চেষ্টা করবো।"

পিলচার উজ্জ্বল আলোর দিকে ঘুরলো। "এটা খুবই বড় পরিবারের, লেপিডোপটেরা। সম্ভবত ত্রিশ হাজার প্রজাপতি এবং তিন লক্ষ মথ আছে এই পরিবারে। আমি এটাকে খোসামুক্ত করছি–ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে হলে এটা আমাকে করতেই হবে।"

"ঠিক আছে। আপনি কি এটা এক টুকরোতে করতে পারবেন?"

"মনে হয় পারবো। দেখুন, এটা সবার আগে তার নিজের শক্তির সূচনা করেছিলো। খোসাটার এই জায়গায় একটা ব্যতিক্রমী ফ্র্যাকচার শুরু হয়েছিলো। এতে হয়তো একটু সময় লাগবে।"

পিলচার খোসাটা থেকে কীটটাকে বের ক'রে আনলো। ডানাগুলো ভেঁজা। সেগুলো ছড়িয়ে দিলো সে। দেখে মনে হলো ভেঁজা টিসু পেপার। কোন প্যাটার্ন দৃষ্টিগোচর হলো না।

এ সময়ে রডেন বই নিয়ে ফিরে এলো।

"প্রস্তত?" পিলচার বললো। "ঠিক আছে, খোসা মুক্ত করা হয়েছে।"

"লোম-টোম কিছু আছে?"

"কোন লোমই নেই," পিলচার বললো। "বাতিটা একটু কাছে আনবেন কি, অফিসার স্টার্লিং?"

সে দেয়ালের সুইচবক্সের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, যতোক্ষণ না পিলচার পেনলাইটটা নিয়ে ফিরে আসলো। সে টেবিলে ফিরে গিয়ে নমুনাটার ওপর আলো ফেললে কীটটার চোখ আলোতে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।

"পেঁচার বাচ্চা," রডেন বললো।

"সম্ভবত, কিন্তু কোন্‌টা?" পিলচার বললো। "আলোটা দিন, প্লিজ। এটা একটা নকটুইড, অফিসার স্টার্লিং–একটা নিশাচর মথ। কতোগুলো নকটুইড আছে, রডেন?"

"ছাব্বিশ শত এবং...প্রায় ছাব্বিশ শতটিই চিহ্নিত করা হয়েছে।"

"এই কীটটা খুব বেশি চিহ্নিত করা হয়নি, যদিও। ঠিক আছে, এবার জ্বলে ওঠো আমার লোক, হে।"

রডেন-এর লাল উসকোখুসকো চুলে মাইক্রোস্কোপটা ঢেকে গেলো।

"আমাদেরকে শাটোজে যেতে হবে এখন–কীটটার চামড়া পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে যাতে ক'রে সেটার প্রজাতিটা চিহ্নিত করা যায়," পিলচার বললো। "রডেন এই কাজে সেরা।"

স্টার্লিং আঁচ করতে পারলো ঘরের মধ্যে এক ধরণের আন্তরিকতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

"*এরেবাম উডোরা*," রডেন অবশেষে বললো।

"চলো দেখা যাক," পিলচার বললো। তারা নমুনাটি নিয়ে স্টাফ করা বিশাল হাতিটার ওপর যে ফ্লোরটা আছে সেখানে লিফট দিয়ে চলে গেলো।

"এসব জিনিস নিয়ে তোমাকে খুব সতর্ক হতে হবে," নোট প্যাডটা দেখতে দেখতে পিলচার বললো। দেয়াল আলমারি থেকে একটা বাক্স নিয়ে মাটিতে রেখে সেটার ঢাকনাটা খুলে ফেললো। "তোমার পায়ের ওপর এটা ফেলে দেবে তো সপ্তাহের জন্য তুমি খোঁড়া হয়ে যাবে।"

সে তার আঙুল কতোগুলো ড্রয়ারের ওপর হাত বুলিয়ে একটা ড্রয়ার টেনে খুললো।

ট্রে-তে স্টার্লিং দেখতে পেলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংরক্ষিত করা ডিম আর শুঁয়ো পোকাটা এলকোহলের টিউবের ভেতর রাখা। একটা কোকুন-এর নমুনা স্টার্লিংয়ের কাছে খুবই চেনা আর সাদৃশ্যপূর্ণ ব'লে মনে হলো। আর প্রাপ্ত বয়স্কটি–একটা বড়সড় ধূসর-কালো রঙের মথ ছয় ইঞ্চির মতো ডানাসহ, পশমে ঢাকা শরীর, এবং সরু এন্টেনা।

"*এরেবাস ওডোরা*," পিলচার বললো, "কালো ডাইনী মথ।"

রডেন ইতিমধ্যে পাতা ওল্টাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। "একটা ক্রান্তীয় প্রজাতি, কখনও কখনও কানাডার জলপ্রপাতের এলাকায় থাকে," সে বই থেকে পড়ে বললো।

"লার্ভা এক ধরণের গুল্ম খেয়ে থাকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকার দক্ষিণে এগুলোর আসল আবাস। হাওয়াইতে এটাকে পঙ্গপাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

ফুকোলা, স্টার্লিং ভাবলো। "মাথামোটা," সে জোরেই বললো। "সব জায়গাতেই তারা আছে।"

"কিন্তু তারা সবসময় সব জায়গাতে থাকে না," পিলচার মাথা নিচু ক'রে বললো। সে মাথা তুলে এবার তাকালো। "তারা কি দুটো ডিম পারে, রডেন?"

"একটু দাঁড়াও...হ্যা, একেবারে দক্ষিণ ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণ টেক্সাসের।"

"কখন?"

"মে আর আগস্টে।"

"আমি এইমাত্র ভাবছিলাম," পিলচার বললো। "আপনার নমুনাটি আমাদের কাছে যেটা রয়েছে তার থেকে একটু বেশি উন্নত, এবং তাজা। এটা তার কোকুনটা ফেঁটে বের হতে শুরু করেছিলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অথবা হাওয়াইতে, হলে না হয় কথা ছিলো, কিন্তু এখন তো এখানে শীতকাল চলছে। এই দেশে, এখানে, এটা বের হয়ে আসবে আরো তিন মাস পরে। অবশ্য যদি কোন গৃন হাউজে এটা দুর্ঘটনাক্রমে ঘটানো হয়ে থাকে, অথবা কেউ এটা ঘটিয়ে থাকে।"

"কীভাবে ঘটিয়ে থাকবে?"

"কোন খাঁচায়, উষ্ণ কোন স্থানে, কিছু একাশিয়া বৃক্ষের পাতার সঙ্গে, লার্ভাগুলো যা খেয়ে বেড়ে উঠবে, কোকুন থেকে বেরিয়ে আসবে। এটা করা খুব কঠিন কোন কাজ না।"

"এটা কি খুবই জনপ্রিয় কোন শখ? প্রফেশনাল স্টাডির বাইরে খুব বেশি লোকে কি এটা ক'রে থাকে?"

"না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন কীট বিশেষজ্ঞ নিখুঁত প্রজাতি পাবার চেষ্টায় এটা ক'রে থাকে, হয়তো কিছু সংগ্রাহকও এটা করে। সিল্ক শিল্পেও এটা করা হয়। তারাও মথ লালন পালন করে, তবে এধরণের নয়।"

"কীট বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই সাময়িকী অথবা প্রফেশনাল জার্নাল রয়েছে।" স্টার্লিং বললো।

"অবশ্যই, আর বেশিরভাগ পাবলিকেশন্সই এখানে এসে থাকে।"

"আরেকটু খোলাসা ক'রে বলতে দিন আমাকে," রডেন বললো। "কিছু সংখ্যক লোক এখানে একান্তে আসে ছোট্ট নিউজ লেটারগুলোর গ্রাহক হতে–তাদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিন, আর তাদেরকে পঁচিশ মিনিট

সময় দিন ঐসব রদ্দিমাল দেখার জন্যে। সকাল বেলায় ওদেরকে বেশি দেখা যায়।"

"আমি দেখবো তারা পাততারি গোটাচ্ছে, ধন্যবাদ, মিঃ রডেন।"

পিলচার *এরেবাস ওডোরা*'র রেফারেন্সগুলো ফটোকপি ক'রে স্টার্লিংকে দিয়ে দিলো, সেই সঙ্গে কীটটাও। "আমি আপনাকে নিচ পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি," সে বললো।

তারা লিফটের জন্য অপেক্ষা করলো। "বেশিরভাগ লোকেই প্রজাপতি পছন্দ করে আর মথ অপছন্দ করে," সে বললো। "কিন্তু মথ'রা অনেকবেশি কৌতুহলোদ্দীপক আর আকর্ষণীয়।"

"তারা ধ্বংসাত্মকও বটে।"

"কিছু কিছু, অনেক প্রজাতিই, কিন্তু তারা সবধরণের পরিবেশেই বাস করে। যেমনটি আমরা করি।" একটু থেমে আবার বললো, "একটা মথ আছে, দু' একটা হবে আসলে, যেটা কেবল মাত্র চোখের জলের ওপর বেঁচে থাকে," সে তার দিকে তাকালো, "এটাই কেবল তারা খায় অথবা পান করে।"

"কী ধরণের চোখের জল, কার চোখের জল?"

"বিশাল স্থলভাগের স্তন্যপায়ী প্রাণীর, ঠিক আমাদের আকারেরই। মথের পুরনো সংজ্ঞাটি হলো 'যে সব কিছুই বিরামহীনভাবে খেয়ে থাকে, নিরবে আর তাদের বর্জ্য ফেলে থাকে অন্য কিছুর ওপর'। এটা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার সমার্থকও বটে...এসবই কি আপনি সবসময় ক'রে থাকেন–মানে বাফেলো বিলকে পাকড়াও করা?"

"আমি এটাই করি।"

পিলচার দাঁত বের ক'রে ঠোঁটের পেছনে জিভটা নাড়াতে লাগলো, যেনো আড়ালে বিড়ালটা নড়ছে। "আপনি কি কখনও চিজবার্গার আর বিয়ার অথবা ঘরে তৈরি মদ খাওয়ার জন্য বাইরে যান?"

"এতো রাতে নয়।"

"আপনি কি এখন আমার সাথে একটু যাবেন? খুব বেশি দূরে নয়।"

"না, কাজটা শেষ হলে এটা করা যেতে পারে–আর তখন মিঃ রডেনও যেতে পারবে আমাদের সাথে, স্বাভাবিকভাবেই।"

"তার সাথে যাওয়াটা স্বাভাবিক কিছু হবে না," পিলচার বললো, তারা দরজার কাছে পৌছে গেলো এখন। "আমি আশা করি এটা আপনি খুব জলদিই বুঝতে পারবেন, অফিসার স্টার্লিং।"

সে তড়িঘড়ি অপেক্ষমান গাড়ির দিকে চলে গেলো।

আরডেলিয়া মাপ স্টার্লিংয়ের চিঠিপত্র আর সেই সঙ্গে একগাদা ক্যান্ডি বার তার বিছানার ওপর রেখে দিয়েছে। মাপ ঘুমাচ্ছে।

স্টার্লিং তার বহনযোগ্য টাইপ রাইটারটা লন্ড্রি ঘরে নিয়ে গিয়ে ইস্ত্রি করার টেবিলের ওপর রেখে একটা কার্বন পেপার ওটাতে চড়ালো। সে মনে মনে তার কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে *এরেবাস ওডেলো* সম্পর্কে লিখতে লাগলো, খুব দ্রুতই সে টাইপ করতে শুরু করলো।

এরপর সে ক্যান্ডি খেয়ে ক্রফোর্ডের কাছে একটা মেমো লিখলো এই সাজেস্ট ক'রে যে তারা কীটতত্ত্বের পাবলিকেশন্স, কম্পিউটারাইজড মেইলিং তালিকা ক্রশ-চেক করেছে এফবিআই'র পরিচিত অপরাধীর তালিকার সঙ্গে, যারা অপহরণ, যৌন অপরাধ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। মেট্রো ডেইড, সান এন্টনিও, এবং হিউস্টন, যেখানে মথ খুব বেশি পরিমানে পাওয়া যায়, সেখানকার অপরাধীদের তালিকাও ক্রশ চেক করা হয়েছে।

সেখানে আরেকটা জিনিসও ছিলো, যে, তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আশ্রমে যেতে দেয়া হোক: *ডক্টর লেকটারকে জিজ্ঞেস করা হোক, কেন সে ভাবলো যে অপরাধী মাথার খুলি খুলতে শুরু করবে।*

সে রাত্রিকালীন দায়িত্বে থাকা অফিসারকে কাগজগুলো দিয়ে তার চমৎকার বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। দিনের কণ্ঠটা ফিস্‌ফিস্ করতে লাগলো, মাপের নিঃশ্বাসেরও চেয়েও মৃদুভাবে। গভীর অন্ধকারে সে বিচক্ষণ মুখের ছবিটা দেখতে পেলো। সেইসব জ্বলজ্বলে চোখ বাফেলো বিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্মিথসোনিয়ান-এর পাতাগুলো সেই দিনের শেষবারে মতো ভেসে উঠলো অন্ধকার চিঁড়ে: *এই অদ্ভুত জগতে, আধো অন্ধকার জগতে, আমাকে এমন একটা জিনিস পাকড়াও করতে হবে যেটা চোখের জল খেয়ে বেঁচে থাকে।*

অধ্যায় ১৫

পশ্চিম মেসফিসের টেনিসিতে, ক্যাথরিন বেকার মার্টিন আর তার ঘনিষ্ঠ ছেলে বন্ধুর এপার্টমেন্টে ব'সে কয়েক দফা হাসিস নিয়ে লেট নাইট সিনেমা দেখছিলো। বিজ্ঞাপন বিরতি ক্রমশ দীর্ঘ আর ঘনঘন হচ্ছে।

"আমার কাছে মানচিস আছে, তোমার পপকর্ন লাগবে?" সে বললো।

"আমি আনছি, তোমার চাবিটা আমাকে দাও।"

"বসো চুপ করে। মা ডাকে কিনা সেটা দেখি।"

সে কোচ থেকে উঠে দাঁড়ালো। লম্বা তরুণী একজন, শক্তসামর্থ্য আর মাংসল, একটু মোটা ধরণের। সুন্দর চেহারা আর মাথা ভরতি পরিষ্কার চুল তার। কফি টেবিলের নিচ থেকে জুতোটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

ফেব্রুয়ারির রাত ঠাণ্ডার চেয়েও বেশি রুক্ষ, মিসিসিপি নদীর হাল্কা কুয়াশা বিশাল পার্কিং এলাকাতে বুক সমান কুয়াশার চাদর তৈরি করেছে। তার ঠিক মাথার ওপরে, সে দেখতে পেলো ক্রমশ মিঁইয়ে যাওয়া চাঁদটাকে। ওপরের দিকে তাকাতেই তার একটু মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠলো। খুব দৃঢ়পদক্ষেপে সে পার্কিং এলাকার দিকে যেতে লাগলো। সামনে, একশ গজ দূরেই তার নিজের বাড়ির সামনের দরজাটা দেখা যাচ্ছে।

ধূসর রঙের প্যানেল ট্রাকটা তার এপার্টমেন্টের কাছে পার্ক করা আছে। পেছনে একটা নৌকা চাকাওয়ালা চেসিসের ওপর বসানো আছে। সে এটা খেয়াল করলো কারণ তার মা'র কাছ থেকে উপহার নিয়ে প্রায়শই আসা পার্সেল ডেলিভারি ট্রাকের সাথে এর মিল রয়েছে।

ট্রাকটা অতিক্রম ক'রে যাওয়ার সময় সে দেখতে পেলে কুয়াশা ভেদ ক'রে একটা ল্যাম্প বাতি এগিয়ে আসছে। এটা একটা ফ্লোর ল্যাম্প, ট্রাকের পেছনে রাখা আছে। ল্যাম্পের নিচে বড়সড় একটা আর্মচেয়ার, লাল ভেলভেট কাপড়ে মোড়া, সেটাতে গোলাপ ফুলের ছাপ দেয়া। কুয়াশাতেও সেটা দেখা যাচ্ছে। দুটো জিনিস যেনো কোন শো-রুমে রাখা এক জোড়া ফার্নিচার। ক্যাথরিন বেকার বার কয়েক

সেখানে তাকিয়ে আবার চলতে লাগলো। তার মনে হলো পুরো জগৎটা পরাবাস্তব হয়ে উঠছে, আর এজন্যে হাসিসই দায়ি। সে ঠিকই আছে। কেউ যাচ্ছে, নয়তো কেউ আসছে। যাচ্ছে। আসছে। সে তার এপার্টমেন্টের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো জানালার পর্দা সরিয়ে তার পোষা বিড়ালটা কাঁচের সাথে নিজের শরীরটা ঘষছে।

সে চাবিটা ঢোকাবার আগেই পেছনে ফিরে তাকালো। ট্রাকের পেছন থেকে একটা লোক বের হয়ে এসেছে। ল্যাম্পের আলোতে সে দেখতে পেলো লোকটার এক হাতে একটা ছোড়া। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

ক্যাথরিন বেকার মার্টিন দরজার পর্দাটা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেলো লোকটা চেয়ারটাকে ট্রাকের পেছনে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। লোকটা হাত দিয়ে ওটা ধ'রে হাটুর ওপর ভর দিয়ে ওঠাতে চাইছে। চেয়ারটা প'ড়ে গেলো। সোফাট মাটিতে নামিয়ে নিজের আঙুল চাটলো সে।

ক্যাথারিন বাইরে বের হয়ে এলো।

"আপনাকে সাহায্য করবো কি?" সে সাহায্যের আবেদন জানালো।

"করবেন? ধন্যবাদ।" একটা অদ্ভুত ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললো লোকটা। স্থানীয় কোন বাচণভঙ্গী সেটা নয়।

ফ্লোর ল্যাম্পটা নিচ থেকে তার মুখে আলো ফেলাতে চেহারাটা অন্যরকম দেখাচ্ছে, কিন্তু ক্যাথারিন তার শরীরটা ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। সে আটোঁসাঁটো খাকি প্যান্ট আর এক ধরণের শার্ট পরে রয়েছে, বুকের দিকে সেটার সবগুলো বোতাম খোলা। তার গাল আর থুতনী লোমবিহীন, মেয়েদের মতোই মসৃন। তার চোখের মণি ল্যাম্পের আলোতে জ্বলজ্বল করছে।

সে তার দিকে চেয়ে আছে। সেও খুবই স্পর্শকাতর আর সহমর্মী। পুরুষ মানুষ প্রায়শই তার আকৃতি দেখে অবাক হয়ে থাকে আর কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় বেশ ভালোভাবেই সেটা লুকাতে পারে।

"ভালো," সে বললো।

লোকটা শরীরের গন্ধ খুবই অপ্রীতিকর, আর সে ঘৃণার সাথেই লক্ষ্য করলো যে তার শার্টে এখনও চুল লেগে আছে, ঘাড়ের নিচে কোকড়ানো আর হাতের নিচেও।

ট্রাকে চেয়ারটা তোলা খুবই সহজ ব'লে মনে হলো।

"এটাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়া যাক, কি বলেন?" সে ভেতরে ঢুকে কিছু জিনিস সরিয়ে নিলো।

তারা চেয়ারটা ধাক্কা মেরে সামনের সিটের পেছন পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেলো।

"আপনার বয়স কি চৌদ্দ?" সে বললো।

"কি বললেন?"

“আপনি কি ঐ দড়িটা আমার হাতে একটু দেবেন? আপনার পায়ের কাছেই আছে ওটা।”

সে যে-ই হাটু গেঁড়ে বসলো, অমনি লোকটা একটা হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় পেছনে আঘাত করলো। তার মনে হলো মাথাটা বুঝি গুড়িয়ে গেছে, সে দু'হাত দিয়ে মাথাটা ধরতেই আবার আঘাত হলো। এবার তার আঙুলগুলোও থেত্‌লে গেলো। আবারো আঘাত করা হলো, এবার হলো কানের পাশে, পরপর কয়েকটা আঘাতে সে চেয়ারের উপর প'ড়ে গেলো। চেয়ার থেকে পিছ্‌লে সে গাড়ির ফ্লোরে অচেতন হয়ে পড়ে রইলো।

লোকটা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, হাতুড়িটা রেখে গাড়ি থেকে নেমে ল্যাম্পটা ট্রাকে উঠিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

মেয়েটার কলার ধরে টান মারতেই এক ঝলক দেখে নিলো কলারের ট্যাগে তার ব্লাউজের সাইজ নাম্বারটা। “বেশ ভালো,” সে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো।

সে ব্লাউজের পেছন দিকটা কেচি দিয়ে কেটে ফেললো। মেয়েটার দু'হাত হ্যান্ডকাফ দিয়ে পেছনমোড়া ক'রে বেঁধে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। ট্রাকের ফ্লোরে একটা প্যাড বিছিয়ে দিয়ে তাকে সেটার ওপর গড়িয়ে তুলে দিলো।

মেয়েটা কোন ব্রেসিয়ার পড়েনি। লোকটা তার বিশাল স্তন দু'হাতে ধ'রে সেগুলোর ওজনটা আচ ক'রে নিলো।

“বেশ ভালো,” আবরো সে বললো।

মেয়েটার বাম দিকের স্তনের উপর গোলাপী রঙের কামড়ের চিহ্ন আছে। সে তার আঙুল চাটলো, তারপর স্তনের ওপর আঙুলগুলো বোলালো। স্তনে মৃদু চাপ দিলো। তার মুখটা দেখলো, গাল আর মাথাটাতেও হাত বোলালো, হাতের আঙুল দিয়ে চুলে বিলি কাটলো। প্যাড দিয়ে জড়ানো ছিলো হাতুড়িটা, তাই মেয়েটার মাথা ফেঁটে কিংবা কেঁটে যায়নি।

সে মেয়েটার ঘাড়ে দু'আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে পাল্‌সটা দেখে নিলো। পাল্‌স খুবই শক্তিশালী ব'লে তার মনে হলো।

“বেশ ভালো,” সে বললো। তাকে তার দোতলার বাড়িতে যাওয়ার জন্য দীর্ঘপথ গাড়ি চালাতে হবে।

ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের বেড়ালটা দেখতে পেলো ট্রাকটা চলে যাচ্ছে। গাড়িটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো। শুধু পেছনের বাতি দুটোই দেখা গেলো অনেকক্ষণ ধরে।

বেড়ালটার পেছনে টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বেডরুমের এন্সারিং মেশিনটা জবাব দিলো। সেটার লালবাতি অন্ধকারে ফট্‌কাচ্ছেঠ।

ফোন করেছে ক্যাথারিনের মা, টেনিসির জুনিয়র ইউএস সিনেটর।

অধ্যায় ১৬

১৯৮০'র দিকে, সন্ত্রাসবাদের স্বর্ণালী যুগে, একজন কংগ্রেস সদস্যকে অপহরণের মতো ঘটনা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো :

২টা ৪৫ মিনিটে, মেমফিসের এফবিআই'র ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল এজেন্ট ওয়াশিংটনে অবস্থিত হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করে যে, সিনেটর রুথ মার্টিনের একমাত্র কন্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিকেল ৩টার দিকে, দুটি অজ্ঞাত পরিচয়বাহী ভ্যানকে ওয়াশিংটনের ফিল্ড অফিসের শ্যাঁতশ্যাঁতে বেসমেন্ট গ্যারাজ থেকে বের করা হলো, বাজার্ড পয়েন্টে সিনেট অফিসের বিল্ডিংয়ে একটা ভ্যান চলে গেলো, যেখানে টেকনিশিয়ানরা সিনেটর মার্টিনের অফিসে টেলিফোনের কথাবার্তা রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ করবে। কথাবার্তা আড়িপাতার জন্য আইনগত অনুমোদনের প্রয়োজনে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট সিনেটের সবচাইতে কনিষ্ঠতম সদস্যকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো।

অন্য ভ্যানটা, একটা 'আইবল ভ্যান', যার একদিকে কাঁচ আর সার্ভিলেন্স যন্ত্রপাতিতে ঠাঁসা, সেটা ভার্জিনিয়া এভিনুর ওয়াটারগেট ওয়েস্টের সামনে পার্ক করা হয়েছে, সিনেটর মার্টিনের ওয়াশিংটনের বাড়িটা সেখানেই অবস্থিত। দুটি ভ্যানের লোকজনই সিনেটরের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোনে মনিটরিংয়ের যন্ত্রপাতি বসার কাজ শুরু করে দিয়েছে। বেল আটলান্টিক হিসেব ক'রে বের করেছে যে, মুক্তিপনের জন্য কোন ফোন করা হলে সেটা সত্তুর সেকেন্ডের মধ্যেই ফোন কলের নাম্বার আর স্থানটি বের ক'রে নিতে পারবে।

বার্জাড পয়েন্টে থাকা রিএ্যাক্টিভ স্কোয়াড দুই শিফ্‌টে কাজ করছে, যদি মুক্তিপণের ঘটনা ঘটে সেজন্যে। তাদের রেডিও প্রসিডিউর বদলাতে হয়েছে নিউজ হেলিকপ্টারের জন্য–এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ সংবাদ কর্মে বিরল ঘটনা, কিন্তু সেটাই ঘটছে।

জিম্মি উদ্ধারের দলটি সর্বোচ্চ সর্তকাবস্থায় রাখা হয়েছে, যাতে ক'রে অল্প

সময়েই তারা আকাশ পথে ছুটে যেতে পারে।

সবাই আশা করছে ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের অপহরণের ঘটনাটি পেশাদার অপহরণকারী দলেরই কাজ: যারা মুক্তিপণ চাইবে।

কেউই এর চেয়ে খারাপ কিছু ভাবেনি।

তারপরই, মেমফিসে ভোর হবার একটু আগেই, উইনচেস্টার এভিনুতে চুরিচামারী ঘটনার তদন্তের কাজে নিয়োজিত পুলিশ এলুমিনিয়ামের ক্যান টুকিয়ে সংগ্রহ ক'রে এমন এক বৃদ্ধকে কাঁধে ঝোলাসহ থামালো। তার ঝোলা থেকে টহলরত পুলিশ এক মেয়ের ব্লাউজ খুঁজে পায়, সেটার সামনের বোতাম তখনও লাগানো ছিলো। ব্লাউজটার পেছনে লম্বা ক'রে কাটা, অনেকটা শেষকৃত্যের পোশাকের মতো। লন্ড্রি মার্কটাতে লেখা ছিলো ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের নাম।

জ্যাক ক্রফোর্ড তার আরলিংটনের বাসা থেকে সকাল ৬টা ৩০মিনিটে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে গাড়ি নিয়ে ছুটছে। সেই সময়ে দুই মিনিটের মধ্যেই তার গাড়ির ফোনটা দু'বার বাজলো।

"নয় বাইশ চল্লিশ।"

"চল্লিশ আলফা-৪ এর জন্য মজুদ রয়েছে।"

ক্রফোর্ড একটা পার্কিং এলাকার কাছে গাড়িটা নিয়ে থামালো যাতে ক'রে ফোনের কথাটা ভালোভাবে শুনতে পারে। আলফা-৪ হলো এফবিআই'র ডিরেক্টরের জন্য।

"জ্যাক–আপনি ক্যাথারিন মার্টিনের ওখানে আসছেন?"

"রাতের দায়িত্বে থাকা অফিসার এইমাত্র আমাকে ফোন করেছে।"

"তবে তো আপনি জানেন ব্লাউজের ঘটনাটি। আমার সাথে কথা বলুন।"

"বার্জার্ড পয়েন্টে কিডন্যাপ-এলার্ট অবস্থায় রাখা হয়েছে," ক্রফোর্ড বললো। "আমি চাইছি তারা যেনো এখনও ওখানেই থাকে। তারা চলে গেলে আমি ফোনটার সার্ভিলেন্স করবো। কাটা ব্লাউজটার ব্যাপারে শুনেছি, আমরা নিশ্চিত নই যে এটা বাফেলো বিলের কাজ। যদি এটা কপিক্যাট অর্থাৎ অনুকরণ করা হয়, সে হয়তো মুক্তিপণের জন্য ফোন করবে। টেনিসিতে আঁড়ি পাতছে কে, আমরা, না তারা ?"

"তারা। স্টেট পুলিশ। তারা একাজে বেশ দক্ষ। ফিল অলডার আমাকে হোয়াইট হাউজ থেকে ফোন ক'রে বলেছেন যে প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে 'খুবই উদ্বিগ্ন' আছেন। আমাদেরকে এখানে জিততেই হবে, জ্যাক।"

"এটা আমারও মনে হচ্ছে। তো সিনেটর এখন কোথায়?"

"মেমফিসের পথে আছেন। তিনি আমাকে আমার বাসায় ফোন করেছিলেন, এক মিনিট আগে। আপনি ভাবতে পারেন?"

"হ্যা।" ক্রফোর্ড জানতো সিনেটর মার্টিন বাজেট অধিবেশনে আছেন।

"তিনি তাঁর সর্ব শক্তি নিয়ে আসছেন।"

"আমি তাঁকে এজন্যে দোষ দিচ্ছি না।"

"আমিও না," ডিরেক্টর বললো। "আমি উনাকে বলেছি আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করবো একাজে। তিনি...তিনি আপনার ব্যক্তিগত অবস্থার কথাটা জানেন, আর তিনি আপনাকে বিশেষ ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করছেন। ব্যবহার করুন সেটা–পারলে রাতে বাড়িতে একবার আসুন।"

"ভালো। সিনেটর খুবই জাঁদরেল, টমি। তিনি যদি এটা পরিচালনা করার চেষ্টা করেন, আমরা তবে মাথামোটা গর্দভ।"

"আমি জানি। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে কী হবে–ছয় অথবা সাত দিন লেগে যাবে, জ্যাক?"

"আমি জানি না। সে যদি বুঝতে পারে মেয়েটা কে, কার, তবে ভড়কে গিয়ে মেয়েটাকে মেরে ফেলে দেবে তাড়াতাড়ি।"

"আপনি এখন কোথায়?"

"কোয়ান্টিকো থেকে দু'মাইল দূরে আছি।"

"কোয়ান্টিকোতে আসতে পারবেন?"

"হ্যা।"

"বিশ মিনিটে।"

"হ্যা, স্যার।"

ক্রফোর্ড তার ফোনে একটা নাম্বার টিপলো, গাড়িটা আবার রাস্তার ওপর তুলে ছুটতে শুরু করলো।

অধ্যায় ১৭

ঘুম থেকে উঠে যন্ত্রকাতর ক্লারিস স্টার্লিং বাথরোব আর বানি স্লিপার পরে উঠে দাঁড়ালো। তার কাঁধে তোয়ালে চাপিয়ে পাশের বাথরুমের দরজার সামনে অপেক্ষা করছে; এই বাথরুমটা সে মাপ আর অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে ভাগ ক'রে নেয়। মেমফিস থেকে আসা খবরটা তাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিলো, তার দমবদ্ধ হয়েও গিয়েছিলো কিছুক্ষণের জন্য।

"ওহ্, ঈশ্বর," সে বললো। "ওহ্, বাবারে। *ইতিমধ্যেই সেখানে চলে গেছে! এই বাথরুমটা দখল হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় পরে আসো! এটা কোন ড্রিল নয়!"*

সে পাশের ঘরের একজনের বাথরুমে গিয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পড়লো। "উফ্, ঐযে, গ্রেসি, সাবানটা আমকে দেবে কি?"

টেলিফোনটা ঘাড়ে চেপে কানে দিয়ে সে সবকিছু গোছগাছ করতে লাগলো। তার ফরেনসিক যন্ত্রপাতিগুলো দরজার কাছে রেখে দিলো। সুইচবোর্ডকে নিশ্চিত জানিয়ে দিলো যে সে তার ঘরেই আছে। নাস্তা না খেয়েই টেলিফোনে লেগে আছে সে। ক্লাশের সময় হবার দশমিনিট আগে, কোন কথা নয়, সে খুব তাড়াহুড়ো ক'রে নিজের যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে আচরণ বিজ্ঞানে ছুটে চললো।

"মিঃ ক্রফোর্ড পয়তাল্লিশ মিনিট আগে মেমফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন," সেক্রেটারি তাকে মিষ্টি ক'রে বললো। "বরো চলে গেছে, আর স্টাফোর্ড ল্যাব থেকে ন্যাশনালে চলে গেছে।"

"গতরাতে তার জন্যে আমি এখানে একটা রিপোর্ট রেখে দিয়েছিলাম। সে কি আমার জন্য কোন মেসেজ রেখে গেছে? আমি ক্লারিস স্টার্লিং।"

"হ্যা, আমি জানি আপনি কে। আমার সামনে আপনার টেলিফোন নাম্বারের তিনটি কপি রাখা আছে। আর ক্রফোর্ডের ডেস্কেও আরো কয়েকটি রয়েছে। আমার বিশ্বাস, না, তিনি আপনার জন্যে কিছু রেখে যাননি, ক্লারিস।" মেয়েটা স্টার্লিংয়ের লাগেজের দিকে তাকালো। "আপনি কি চান তিনি ফোন করলে তাঁকে আমি কিছু বলি?"

"সে কি মেমফিসের কোন নাম্বার রেখে গেছে?"

"না, তিনি ফোন করবেন। আজকে কি আপনার ক্লাশ নেই, ক্লারিস? আপনি এখনও স্কুলে আছেন, তাই নয় কি?"

"হ্যা। হ্যা, তা আছি।"

স্টার্লিংয়ের দেরি ক'রে ক্লাশে আসাতে গ্রেসি পিটম্যান খুশি হয়নি, এই মেয়েটাকেই সে শাওয়ার থেকে সরিয়ে নিজে গোসল করেছে। গ্রেসি পিটম্যান ঠিক স্টার্লিংয়ের পেছনে ব'সে আছে। তার কাছে মনে হলো তার সিটটা অনেক দূরে।

নাস্তা না করেই সে ব'সে পড়লো দুই ঘণ্টার 'জব্দ করা ও তল্লাশীর নিয়মকানুন' ক্লাশে, কোকেও এক চুমুক দিতে পারেনি সে।

বিকেল বেলায় সে তার বক্সটা চেক্ ক'রে দেখলো কোন মেসেজ আছে কিনা, সেখানে কিছুই নেই।

কখনও কখনও তুমি পরিবর্তনকে জাগিয়ে তোলো! স্টার্লিংয়ের জন্য এটা একটা দিন, সে বলতে পারে। গতকালকে পটার-এর ফিউনারেল হোম-এ সে যা দেখেছে সেটাতে তার ছোট্ট টেকটোনিক প্লেটটা নড়ে গেছে।

স্টার্লিং একটা ভালো স্কুলে মনোবিজ্ঞান আর অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। সে তার জীবনে এরকম কর্মহীন দিন এর আগেও দেখেছে। তার চিন্তাভাবনা মৃতদেহটার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট কী হতে পারে সেটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছে।

স্কুলের রুটিন তাকে সাহায্য করছে না। সারাটা দিন তার কেবল মনে হচ্ছে ঠিক দিগন্তের ওপারে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তার মনে হলো ঘটনার মৃদু গুঞ্জন সে শুনতে পাচ্ছে, যেনো দূরের কোন স্টেডিয়াম থেকে ভেসে আসা শব্দ। চারপাশের নড়াচড়ায় সে স্থিত হতে পারলো না, হলওয়ে দিয়ে একদল লোক তাকে অতিক্রম ক'রে গেলো, মেঘের ছায়া সরে যাচ্ছে ওপাশে, একটা বিমানের শব্দ।

ক্লাশ শেষে স্টার্লিং বড়বড় পা ফেলে, একটু দৌড়ে নিয়ে সাঁতার কাটলো। ময়না তদন্তসম্পর্কে ভাবার আগ পর্যন্ত সে সাঁতরে গেলো। এরপরই সে আর পানিতে কোনমতেই থাকতে চাইলো না।

বিশ্রাম ঘরে সে মাপ এবং আরো ডজনখানেক অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ব'সে সাতটার সংবাদ দেখলো। সিনেটর মার্টিনের মেয়ের অপহরণ সংবাদটি লিড নিউজ হয়নি। কিন্তু জেনেভা অস্ত্র সংক্রান্ত খবরটির পরেই সেটার স্থান হলো।

মেমফিসের কিছু দৃশ্য দেখানো হলো, পাথরের ভিলা সদৃশ্য বাড়িঘরগুলো দিয়ে শুরু হলো, সেখান থেকে পুলিশের গাড়ির ঘূর্ণায়মান সাইরেনের বাতিগুলো। মিডিয়া ঝটিকা গতিতে কাহিনীটা লুফে নিয়েছে, অবশ্য তাদের প্রতিবেদনে নতুন কিছু বলতে তেমন কিছুই নেই। রিপোর্টাররা মেমফিস আর শেলবি কাউন্টি কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, তারা মাথা চুলকে মাইক্রোফোনের সামনে তাদের অনভ্যস্ততার

ব্যাপারটি প্রকট ক'রে তুলছে। সাংবাদিকদের জেঁকে ধরা, ক্যামেরার ফ্লাশের আলো আর অডিও ফিডব্যাক-এর শব্দে তারা ভুলেই গেছে কী বলবে। ক্যাথারিন মার্টিন বেকারের এপার্টমেন্টে তদন্তকারী কোন কর্মকর্তা ঢুকলে অথবা সেখান থেকে বের হয়ে এলে রিপোর্টার, টিভি ক্যামেরার দল সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

এপার্টমেন্টের জানালায় ক্রফোর্ডের ছবিটা অল্প একটু সময় দেখা যেতেই পুরো বিশ্রাম ঘরটাতে পরিহাসপূর্ণ চিয়ার ধ্বনি আর উল্লাস দেখা গেলো। স্টার্লিং এক পাশের ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো।

সে ভাবলো বাফেলো বিল এসব দেখছে কিনা। সে ভাবতে লাগলো ক্রফোর্ডের মুখটা দেখে বাফেলো বিল কী ভাববে অথবা সে আদৌ ক্রফোর্ডকে চেনে কিনা।

মনে হলো অন্যেরাও ভাবছে বিলও হয়তো দেখছে খবরটা।

টেলিভিশনে লাইভ দেখা যাচ্ছে সিনেটর মার্টিনকে, তাঁর সঙ্গে পিটার জেনিংস। তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সন্তানের শোবার ঘরে, এক সাউথওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়-এর পোস্টার শোভা পাচ্ছে দেয়ালে। আর তাঁর পেছনের দেয়ালে সম অধিকারের শ্লোগানটা।

তিনি সাদামাটা চেহারার খুব লম্বা আর শক্তসামর্থ্য একজন মহিলা।

"আমার মেয়েকে যে ব্যক্তি বর্তমানে আঁটকে রেখেছে আমি তাকে বলছি," তিনি বললেন। ক্যামেরার দিকে একটু এগিয়ে গেলেন তিনি। এতে ক'রে ক্যামেরার ফোকাসটা সাময়িক নষ্ট হলো। আর তিনি এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেনো জীবনে আর কখনও কোন সন্ত্রাসীর সাথে কথা বলবেন না।

"আমার মেয়েকে কোন ক্ষতি না করেই আপনি তাকে ছেড়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। তার নাম ক্যাথারিন। সে খুবই ভদ্র আর বোধজ্ঞন সম্পন্ন। দয়া ক'রে আমার মেয়েকে ছেড়ে দিন, দয়া ক'রে তার কোন ক্ষতি না করেই ছেড়ে দিন। এই পরিস্থিতিটা আপনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন। আপনার ক্ষমতা রয়েছে। এটা করার মতো অবস্থানে আছেন আপনি। আমি জানি আপনি ভালবাসা এবং স্নেহ মায়ামমতা অনুভব করতে পারেন। তার কোন ক্ষতি হোক সেটা থেকে কেবল আপনিই তাকে রক্ষা করতে পারেন। এখন আপনার কাছে একটা দূর্লভ সুযোগ এসেছে বিশ্ববাসীকে এটা দেখানো যে, আপনার বিশাল দয়ালু একটা হৃদয় আছে, পৃথিবী আপনার সাথে যে ব্যবহার করে তার চেয়ে আপনি অন্যদের সাথে অনেক বেশি ভালো ব্যবহার করেন। তার নাম ক্যাথারিন।"

সিনেটর মার্টিনের দৃশ্যটা সরে গিয়ে একটা হোম ভিডিও'র ছবি ভেসে এলো। একটা দোলনাতে এক বাচ্চাকে দোলাতে সাহায্য করছে একজন।

সিনেটরের কণ্ঠটা আবার ভেসে এলো : "যে ছবিটা দেখছেন সেটা ক্যাথারিনের শৈশবের ছবি। ক্যাথারিনকে ছেড়ে দিন। এই দেশের যেখানেই সে থাকুক না কেন তাকে কোন ক্ষতি না করেই ছেড়ে দিন। আপনি আমার বন্ধুত্ব আর সহযোগীতা

পাবেন।”

এবার একের পর এক স্থির ছবি ভেসে এলো–আট বছর বয়সের ক্যাথারিন মার্টিন, একটা নৌকার গলুই ধরে আছে। নৌকাটা তাদের বাড়ির উঠানে, আর তার বাবা সেটা রঙ করছে। তরুণী মেয়েটির সাম্প্রতিক তোলা দুটি ছবি, একটা পুরো দেহের, আরেকটা ক্লোজ আপ।

এবার সিনেটরের মুখটা আবার ভেসে এলো : “আমি এই পুরো দেশের সামনে প্রতীজ্ঞা করছি, আপনি আমার সীমাহীন সাহায্য পাবেন, যখন আপনার দরকার হবে। আপনাকে সাহায্য করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আমার রয়েছে। আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একজন সিনেটর। আমি আর্ম সার্ভিস কমিটিতে আছি। আমি প্রতিরক্ষা কৌশলের সাথে গভীরভাবে জড়িত–মহাশূন্য অস্ত্র ব্যবস্থা যা সবাই ‘স্টারওয়ার’ ব’লে জানে। আপনার যদি শত্রু থেকে থাকে, আমি তাদের সাথে লড়াই করবো। কেউ যদি আপনার ব্যাপারে নাক গলায়, আমি তাকে থামাতে পারবো। আপনি আমাকে যেকোন সময়েই ফোন করতে পারেন, রাত অথবা দিন, যেকোন সময়ে। আমার মেয়ের নাম ক্যাথারিন! দয়া ক’রে আপনার সামর্থ্য আমাদেরকে দেখান,” সিনেটর মার্টিন শেষ করলেন, “ক্যাথারিনকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিন,” ব’লে।

“আরে, এটা কি হলো,” স্টার্লিং বললো। সে কাঁপতে লাগলো। “যিশু! এটা তো দারুণ স্মার্টই হয়েছে।”

“কি, স্টার-ওয়ার?” মাপ বললো। “বর্হিজীবেরা যদি ভিন্ কোন গ্রহ থেকে বাফেলো বিলের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ ক’রে থাকে তবে সিনেটর মার্টিন বিলকে রক্ষা করতে পারবেন– এটা কি ঢিল ছুঁড়ে মারা হলো না?”

স্টার্লিং মাথা দোলালো। “অনেক প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিক আছে যারা এরকম হ্যালুসিনেশনে ভুগে থাকে–বর্হিজীব নিয়ন্ত্রণ। যদি বিল এরকম হয়ে থাকে, হয়তো এই কথাতে সে বেড়িয়ে আসবে। এটা খুব ভালোই ঢিল মারা হয়েছে, সিনেটর সোজা দাঁড়িয়ে ওটা ছুড়লেন, তাই না? এতে ক’রে, নিদেনপক্ষে, ক্যাথারিন কয়েকটা দিন বাড়তি সময় পাবে। এই ফাঁকে তারা হয়তো বিলের ব্যাপারে কিছু একটা করতে পারবে, অথবা করতে পারবে না। ক্রফোর্ড ভাবছে তার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারা এটা চেষ্টা ক’রে দেখতে পারবে, তারা অন্য কিছুও চেষ্টা করতে পারবে।”

“সে যদি আমার কাউকে ধরতো তবে আমি কিছুই করতাম না। সে কেন ‘ক্যাথারিন’ ব’লে যাচ্ছে, বারবার নাম বলছে কেন?”

“উনি চেষ্টা করছেন বাফেলো বিল যেনো ক্যাথারিনকে একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখে। তারা ভাবছে সে মেয়েটাকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হিসেবে দেখছে। সে তাকে তাকে ছিড়ে-খুবলে ফেলবার আগে একটা বস্তু হিসেবে দেখছে। সিরিয়াল খুনিরা

এই কথাটা জেল-ইন্টার ভিওতে ব'লে থাকে, তাদের কেউ কেউ আর কি। তারা বলে এতে ক'রে মনে হয় কোন পুতুলের ওপর তারা কাঁটাছেড়া করছে।"

"তুমি কি সিনেটর মার্টিনের বক্তব্যের পেছনে ক্রফোর্ডকে দেখতে পাচ্ছো?"

"হয়তো, অথবা হতে পারে ডক্টর ব্লুম–ঐতো উনি," স্টার্লিং বললো। পর্দায় কয়েক সপ্তাহ আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর এলান ব্লুম-এর সিরিয়াল হত্যার ওপর ধারণকৃত একটি ইন্টারভিউ দেখাতে শুরু করলো।

ডক্টর ব্লুম বাফেলো বিলকে ডোলার হাইড অথবা গ্যারেট হব-এর সাথে তুলনা করতে অস্বীকার করছেন, অথবা তাঁর অভিজ্ঞতায় থাকা যে কারোর সাথেই। তিনি 'বাফেলো বিল' পদবাচ্যটি ব্যবহার করতেও আপত্তি জানাচ্ছেন। সত্যি বলতে কী, তিনি খুব একটা বললেন নাও, কিন্তু তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচিত, সম্ভবত এই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। আর টেলিভিশনগুলোও তাঁর চেহারা দেখাতে চাইছে।

তারা তাঁর চূড়ান্ত কথাটি রিপোর্টের শেষে দেখালো: "আমরা তাকে কোনভাবেই ভয় দেখাতে পারবো না, প্রতিদিন সে যে সবের মুখোমুখি হচ্ছে তার চেয়ে বেশি সাংঘাতিক কিছু বলে। আমরা যা করতে পারি, তা হলো তাকে আমাদের কাছে আসতে বলা। আমরা তার কাছে প্রতীজ্ঞা করতে পারি যে তার সাথে সদাশয় ব্যবহার করবো এবং তাকে স্বস্তিতে রাখবো, আর সেটা একেবারে আন্তরিকভাবেই করতে হবে।"

"আমরা কি কিছু রিলিফ ব্যবহার করতে পারি না," মাপ বললো, "ধ্যাত্, আমি যদি কিছু রিলিফ ব্যবহার করতে পারতাম। ক্রফোর্ড তাদেরকে কিছুই বলেনি, কিন্তু তার পরেও, সে বিলকে খুব বেশি জাগিয়ে তুলতে পারবে না।"

"আমি পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সেই হতভাগিনীর কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবা বন্ধ করতে পারছি না," স্টার্লিং বললো। "আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়েছি তার সাথে, তারপরেই মুখের ভেতরে সেটা পেলাম। তার নখ চক্চকে, পালিশ করা ছিলো–আমাকে আর এসবে জড়িও না।"

নিজের ঘরে ফেরার পথে স্টার্লিং তার বক্স থেকে একটা মেসেজ পেলে সেটা পড়লো : *প্লিজ, এলবার্ট রডেনকে ফোন করুন,* আর সেই সাথে একটা টেলিফোন নাম্বার।

"এটা আমার তত্ত্বকেই প্রমাণিত করলো," তারা বইপত্র নিয়ে বিছানায় ওপর বসতেই সে মাপকে কথাটা বললো।

"সেটা আবার কি?"

"তুমি, দু'জন পুরুষের সাথে দেখা করেছো, ঠিক আছে? ভুল মানুষটি তোমাকে সবসময়ই ফোন করবে।"

"আমি সেটা জানি।"

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মাপ পেন্সিলের ডগা দিয়ে তার নাকের শেষ মাথায় টোকা মেরে বললো, "এটা যদি সেই ববি লরেন্স হয়, তো তুমি কি তাকে বলবে যে, আমি লাইব্রেরিতে আছি?" মাপ বললো। "তাকে বোলো, আমি তাকে আগামীকাল ফোন করবো।"

ফোনটা করেছে ক্রফোর্ড, একটা বিমান থেকে, তার কণ্ঠটা খস্‌খসে শোনা যাচ্ছে ফোনে। "স্টার্লিং, দু'রাতের জন্য গোছগাছ ক'রে আমার সাথে এক ঘন্টার মধ্যে দেখা করুন।"

সে ভাবলো ফোনটা বোধহয় ক্রফোর্ড রেখে দিয়েছে, কোন শব্দ নেই তাতে। ঠিক তার পরই তার কণ্ঠটা আবার শোনা গেলো, "–কোন যন্ত্রপাতির দরকার নেই, শুধু কাপড় চোপড়।"

"আপনার সাথে কোথায় দেখা করবো?"

"স্মিথসোনিয়ানে।" ফোনটা রাখার আগেই সে অন্য কারোর সাথে কথা বলা শুরু ক'রে দিলো।

"জ্যাক ক্রফোর্ড," তার ব্যাগটা বিছানার ওপর রেখে স্টার্লিং বললো।

ফেডারেল কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর নিয়ে মাপ এলো, সে দেখলো স্টার্লিং গোছগাছ করছে। একটা আইলিড ড্রপিং তার ঘন কালো চোখে দেয়া হচ্ছে।

"আমি তোমার মনে কোন কিছু গেঁথে দিতে চাই না," সে বললো।

"হ্যা," স্টার্লিং বললো। সে জানে মাপ এখন কী বলবে।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে কাজ করার সময় মাপ ল'রিভিউ করেছে। একাডেমিতে তার ক্লাশে তার অবস্থান দুই নম্বরে। বইয়ের প্রতি তার মনোভাব একেবারে বিশুদ্ধ বনসাই।

"আগামী দু'দিন তোমার ক্রিমিনাল কোড পরীক্ষা আর পিই টেস্ট রয়েছে। উচ্চপদস্থ ক্রফোর্ডকে তোমার বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে সে যদি তোমার ব্যাপারে সাবধানী না হয় তবে তোমার একাডেমিক কাজ পিছিয়ে যাবে। সে যখনই বলবে ভালো কাজ করেছেন, প্রশিক্ষনার্থী স্টার্লিং', তুমি আবার ব'লে বোসো না 'আমার খুব ভালো লাগছে'। তুমি তার বুড়ো ইস্টার আইল্যান্ড মুখটার ওপর ব'লে দেবে 'আমি দেখছি আপনি আমাকে রিসাইকেল করতে দেবেন কিনা'। বুঝেছো, আমি কী বললাম?"

"কোডের ওপর বিষয়টা আমি প'ড়ে নিতে পারবো," স্টার্লিং বললো।

"ঠিক আছে, তুমি এটা পড়তে না পেরে ফেল করবে, তুমি ভাবছো তারা তোমাকে এক ক্লাশে দু'বার পড়া মানে রিসাইকেল-এ ফেলবে না? তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছো? আরে মেয়ে, তারা তোমাকে ব্যবহার ক'রে ইস্টারের মুরগীর মতো ছুড়ে ফেলে দেবে। কৃতজ্ঞতায় কাজ হবে না, ক্লারিস। তাকে দিয়ে বলিয়ে

নাও তোমাকে যেনো রিসাইকে করতে না হয়। তোমার গ্রেড কিন্তু ভালোই আছে–তাকে এটা বুঝিয়ে দিও। আমি কিন্তু তোমার মতো এমন রুমমেট পাবো না যে ক্লাশের আগে এক মিনিটে এতো দ্রুত জামা কাপড় ইস্ত্রি করতে পারে।"

স্টার্লিং খুব ধীর গতিতে তার পুরনো পিন্টো গাড়িটা চার লেনের রাস্তায় তুলে নিলো। ট্রান্সমিশনের ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে তার বাবার কথা মনে প'ড়ে গেলো। বাবা তাকে তার ভাই বোনসহ গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, সেই স্মৃতিটা।

সে এখন নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে, রাতের বেলায়। ভাবার মতো সময় সে পেলো। তার ঘাড়ের খুব কাছেই তার ভীতিটা নিঃশ্বাস ফেলছে; সাম্প্রতিক স্মৃতিগুলো তার আশেপাশেই ঘুরঘুর করছে।

স্টার্লিং খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছে যে ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে। বাফেলো বিল যখন বুঝতে পারবে মেয়েটা কে, তখন সে খুব ভড়কে গিয়ে থাকবে। সে হয়তো তাকে খুন ক'রে মুখের ভেতরে কীটটা ঢুকিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে থাকবে।

হয়তো ক্রফোর্ড কীটটা বের করছে চিহ্নিত করার জন্য।

সে কেন তাকে স্মিথসোনিয়ানে চাচ্ছে? যেকোন এজেন্টই তো কীটটা স্মিথসোনিয়ান থেকে নিয়ে আসতে পারে, একজন এফবিআই'র মেসেঞ্জারও এটা করতে পারে। আর সে কিনা তাকে বললো দু' দিনের জন্য জামাকাপড় গুছিয়ে চলে আসতে।

সে বুঝতে পারছে ক্রফোর্ড তাকে অরক্ষিত ফোন লাইনে এটা ব্যাখ্যা করেনি, কিন্তু এতে ক'রে সে ভাবনায় পড়ে গেছে।

সে সব রেডিও স্টেশন খুঁজে আবহাওয়া রিপোর্টের মাঝে অপেক্ষা করতে লাগলো। খবরটা যখন এলো, তাতে কোন কিছু পেলো না। মেমফিস থেকে যে খবরটা পেলো সেটা সাতটার খবরের পুনঃপ্রচার ব'লেই তার মনে হলো। সিনেটর মার্টিনের মেয়ে নিখোঁজ। বাফেলো বিলের স্টাইলে তার ব্লাউজটা পাওয়া গেছে, পেছন দিকে কাটা অবস্থায়, কোন চাক্ষুষ স্বাক্ষী নেই। আর পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় পাওয়া লাশের কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

পশ্চিম ভার্জিনিয়া। ক্লারিস স্টার্লিংয়ের পটার হোমের স্মৃতির মধ্যে কঠিন আর মূল্যবান কিছু রয়েছে। স্থায়ী কিছু, অন্ধকারে আলোর দেখা একটু। সে এটা ইচ্ছাকৃতভাবে স্মরণ করলো এবার, আর দেখতে পেলো সে এটা অলৌকিক ক্ষমতাধর ব্যক্তির মতোই নিঙড়ে নিতে পারে। পটারের ফিউনারেল হোমের সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে, সে এমন একটা উৎস থেকে শক্তি পেয়েছিলো যা তাকে খুব অবাক করেছিলো, সেই সাথে তাকে আনন্দিতও করেছিলো–তার মা'র স্মৃতি।

পেনসিলভানিয়ার এফবিআই'র হেডকোয়ার্টারের নিচে পিন্টো গাড়িটা পার্ক

করলো। ফুটপাতে দু'জন টেলিভিশন ক্রু যন্ত্রপাতি সেট করছে। তীব্র আলোতে রিপোর্টারদেরকে বিরক্ত ব'লে মনে হচ্ছে। তারা জে এডগার হুভার ভবনকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্টার্লিং আলোটা এড়িয়ে দুই ব্লক হেটে স্মিথসোনিয়ানের প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাতীয় জাদুঘরের দিকে চলে গেলো।

পুরনো ভবনটার কিছু বাতি জ্বলা জানালা সে দেখতে পেলো। বাল্টিমোরের কাউন্টি পুলিশের একটা ভ্যান অধচন্দ্র প্রাঙ্গণে পার্ক করা আছে। ক্রফোর্ডের ড্রাইভার জেফ, সেই ভ্যানের স্টিয়ারিংয়ে ব'সে আছে। সে স্টার্লিংকে আসতে দেখেই হ্যান্ডসেট রেডিওতে খবরটা জানিয়ে দিলো।

অ ধ্যা য় ১৮

স্মিথসোনিয়ানের বিশাল স্টাফ করা হাতির ওপরে অবস্থিত দ্বিতীয় তলায় গার্ড ক্লারিস স্টার্লিংকে নিয়ে গেলো। লিফটের দরজাটা খুলতেই একটা বিশাল মৃদু আলো জ্বলা ঘর দেখা গেলো, ক্রফোর্ড একা একা সেখানে অপেক্ষা করছে। তার দু'হাত রেইনকোটের পকেটে ঢোকানো।

"শুভ সন্ধ্যা, স্টার্লিং।"

"হ্যালো," সে বললো।

ক্রফোর্ড গার্ডের পেছন থেকে কথা বললো। "আমরা নিজেরাই বাকিটা যেতে পারবো, অফিসার, আপনাকে ধন্যবাদ।"

ক্রফোর্ড আর স্টার্লিং একটা করিডোর দিয়ে পাশাপাশি হেটে গেলো, যেখানে ট্রে আর কেসের মধ্যে অসংখ্য নৃ-তাত্ত্বিক নিদর্শন রাখা আছে। ছাদের কিছু বাতি জ্বালানো আছে, খুব বেশি নয়। তার পাশে হেঁটে যেতে যেতে স্টার্লিংয়ের মনে হলো সে ক্যাম্পাসে হাঁটছে, স্টার্লিং এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠলো যে, ক্রফোর্ড তার কাঁধে হাত রাখতে চাইছে, যাতে ক'রে সে তাকে স্পর্শ করতে পারে।

ক্রফোর্ডকে কিছু বলার জন্য সে অপেক্ষা করছে। অবশেষে, থেমে গিয়ে সেও তার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দিলো, তারা নিরব-নিথর প্যাসাজে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

ক্রফোর্ড মাথাটা একটু হেলে নাক দিয়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো। "ক্যাথারিন মার্টিন সম্ভবত বেঁচে আছে," সে বললো।

স্টার্লিং মাথা নেড়ে সায় দিলো কিন্তু মাথাটা নিচু করেই রাখলো। হয়তো সে যদি তার দিকে চোখে চোখ না রাখে তবে ক্রফোর্ডের কথা বলতে সহজ হবে। সে ধীরস্থির থাকলেও কিছু একটা তার মধ্যে গেঁড়ে ব'সে আছে। স্টার্লিং কয়েক মুহূর্ত ভাবলো তার বৌ মরে গেছে কিনা। অথবা ক্যাথারিনের যন্ত্রণাকাতর মায়ের সাথে সারাদিন থেকে এরকমটি হয়েছে কিনা।

"মেমফিস খুব একটা জনবহুল এলাকা নয়," সে বললো। "আমার মনে হয়

মেয়েটাকে সে পার্কিং লটেই পেয়েছিলো। কেউ সেটা দেখতে পায়নি। সে তার নিজের এপার্টমেন্টে গিয়ে কোন কারণে আবার বাইরে গিয়েছিলো। খুব বেশি সময়ের জন্য বোধহয় সে বাইরে যায়নি–দরজাটা সে তালা লাগিয়ে বের হয়নি, ভিজিয়ে গিয়েছিলো। তার চাবিটা টিভির ওপরই রাখা ছিলো। ভেতরের সব কিছু ঠিকঠাক মতোই আছে। আমার মনে হয় না সে এপার্টমেন্টে বেশিক্ষণ ছিলো। সে তার এন্সারিং মেশিনের কাছ পর্যন্ত যেতে পারেনি, ওটা শোবার ঘরে আছে। তার মেসেজ লাইট তখনও জ্বলছিলো যখন তার লারেলাপ্পা মার্কা ছেলেবন্ধুটি শেষ পর্যন্ত পুলিশকে ফোন করে।" ক্রফোর্ড অন্যমনস্কভাবে পাশে হাড় রাখা একটা ট্রেতে একটা হাত রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে সম্বিত ফিরে পেয়ে হাতটা সরিয়ে নিলো।

"তো, এখন বাফেলো বিল তাকে কব্জায় নিয়ে নিয়েছে, স্টার্লিং। টিভি চ্যানেলগুলো একমত হয়েছে যে তারা রাতের খবরে কাউন্ট ডাউন করবে না–ডক্টর ব্লুম মনে করেন এটা তাকে প্ররোচিত করবে। অবশ্য কিছু কিছু ট্যাবলয়েড এ কাজটি করবেই।"

আগের একটি অপহরণে, খুব জলদিই পেছন দিক কাটা ব্লাউজ পাওয়া যাওয়াতে বোঝা গিয়েছিলো কাজটা বাফেলো বিলের, তখনও মেয়েটা জীবিত ছিলো। স্টার্লিংয়ের মনে আছে আজেবাজে গালগপ্পোর পত্রিকাগুলো প্রথম পৃষ্ঠায় কালো বর্ডারে কাউন্ট-ডাউন ছাপিয়ে দিয়েছিলো। মৃতদেহটা কোন নদীতে পাওয়ার আগে এটা আঠারো দিন পর্যন্ত চলেছিলো।

"তাহলে ক্যাথারিন বেকার মার্কিন বিলের গৃনরুমে অপেক্ষা করছে, বুঝেছেন, স্টার্লিং, আর আমাদের হাতে একটা সপ্তাহ আছে। অবশ্য ব্লুম মনে করেন বিলের সময় ক'মে আসছে।"

ক্রফোর্ডের জন্য এটা অনেক বেশি কথা বলাই মনে হচ্ছে। নাটকীয় 'গৃন রুম' শব্দটা এক ধরণের ঠাট্টা ছাড়া আর কি। স্টার্লিং তার কাছ থেকে আসল কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, তারপরই সে সেটা বললো।

"কিন্তু এবার, স্টার্লিং, এবার আমরা একটু বিরতি পাবো।"

সে তার দিকে চোখ তুলে তাকালো, আশাবাদী আর সতর্কভাবে।

"আমরা আরেকটা কীট পেয়েছি। আপনার পিলচার্ড এবং ঐ...অন্যজন।"

"রডেন।"

"তারা এটা নিয়ে কাজ করছে।"

"কোথায় সেটা– সিনসিনাত্তিতে?–ফ্রিজে রাখা মেয়েটা?"

"না। আসুন, আপনাকে দেখাচ্ছি। দেখি আপনি কি ভাবছেন এ বিষয়ে।"

"কীটতত্ত্ব হলো অন্য জিনিস, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"আমি জানি," সে বললো।

তারা নৃতত্ত্ববিভাগের দরজার দিকে ঘুরলো। ঘোলাটে কাঁচ ভেদ ক'রে আলো

আর কথাবার্তা ভেসে আসছে। সে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ল্যাবরেটরি এ্যাপ্রোন প'রে তিন জন লোক উজ্জ্বল আলোর নিচে একটা টেবিলে কাজ করছে। তারা কী করছে, সেটা স্টার্লিং দেখতে পেলো না। আচরণ বিজ্ঞানের জেরি বরো তাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখছে আর নোট প্যাডে কী যেনো লিখে নিচ্ছে। ঘরটাতে একটা পরিচিত গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর সাদা এ্যাপ্রোন পরা একজন কিছু একটা হাতে নিয়ে সিংকের দিকে গেলে সে দেখতে পেলো সেটা।

একটা স্টেইনলেস ট্রেতে 'ক্লস'-এর যে মাথাটা স্টার্লিং স্প্লিট সিটি থেকে পেয়েছিলো। সেটা রাখা আছে।

"ক্লসের মুখের ভেতর থেকেও একটা কীট পাওয়া গেছে," ক্রফোর্ড বললো। "একটু দাঁড়ান, স্টার্লিং। জেরি, তুমি কি ওয়্যাররুমে কথা বলছো?"

বরো তার নোটপ্যাড থেকে প'ড়ে টেলিফোনে শোনাচ্ছে। সে মাউথপিসে হাত চাপা দিলো। "হ্যা জ্যাক, তারা ক্লসের মুখের ছবি আঁকছে।"

ক্রফোর্ড তার কাছ থেকে ফোনটা তুলে নিলো। "ববি, ইন্টারপোলের জন্য অপেক্ষা করো না। ছবিটা তারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দাও, এক্ষুণি। সেইসাথে মেডিক্যাল তথ্যগুলোও। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে, পশ্চিম জার্মানি আর হল্যান্ডে। কিন্তু এটা অবশ্যই বোলো যে, ক্লস একজন মার্চেন্ট সেইলর হতে পারে, যে জাহাজ থেকে পালিয়েছিলো। এটা উল্লেখ কোরো যে তাদের ন্যাশনাল হেলথ তার হাড়গোড়ের নমুনাও পেতে পারে। শুধু মাথার খুলির হাঁড় নয়, দাঁতও পরীক্ষা করা হয় যেনো।" সে বরোকে ফোনটা দিয়ে দিলো। "আপনার যন্ত্রপাতি কোথায়, স্টার্লিং?"

"নিচে, গার্ড অফিসে।"

"জন হপকিন্স কীটটা খুঁজে পেয়েছে," লিফটের জন্য অপেক্ষা করার সময় ক্রফোর্ড বললো। "তারা বাল্টিমোর কাউন্টি পুলিশের হয়ে মাথাটা নিয়ে কাজ করেছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মেয়েটার মতোই এটাও মুখের ভেতরে পাওয়া গেছে।"

"একেবারে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মতোই।"

"মনে হয়। জনহপকিন্স এটা আজ রাত সাতটায় খুঁজে পেয়েছে। বাল্টিমোরের ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি আমাকে প্লেনে থাকা অবস্থায় বলেছে। তারা পুরো জিনিসটাই ওখানে পাঠিয়েছিলো। ক্লস এবং বাকি শরীরটা। যাতে ক'রে আমরা সিটু'তে সেটা দেখতে পারি। তারা ডক্টর এঞ্জেলোর কাছ থেকে ক্লসের বয়স সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো, তার থুতনীর হাঁড়টা কোন বয়সে ভেঙেছে সেটাও। তারা স্মিথসোনিয়ানের সাথেও এ নিয়ে আলোচনা করেছে, যেমনটি আমরা করেছি।"

"আমাকে এটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে। আপনি বলছেন, হয়তো

বাফেলো বিল ক্লসকে খুন করেছে? কয়েক বছর আগে?"

"এটা কি দূরকল্পনা ব'লে মনে হচ্ছে? খুব বেশি কাকতালীয়?"

"ঠিক, এটার বেলায়।"

"তাহলে খুলে বলুন একটু।"

"ডক্টর লেকটার আমাকে বলেছেন কোথায় ক্লসকে পাওয়া যাবে," স্টার্লিং বললো।

"হ্যা, সে বলেছে।"

"ডক্টর লেকটার তার রোগী সম্পর্কে বলেছেন, বেনজামিন রাসপেইল, দাবি করেছে যে সে ক্লসকে খুন করেছে। কিন্তু ডক্টর লেকটার বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন এটা সম্ভবত এরোটিক এসফিক্সিয়া দুর্ঘটনাজনিত।"

"এটাই সে বলেছে।"

"আপনি মনে করেন হয়তো ডক্টর লেকটার জানে ঠিক কিভাবে ক্লস মারা গেছে, আর সেটা রাসপেইল করেনি, কোন এরোটিক এসফিক্সিয়া'য় নয়?"

"ক্লসের মুখেও কীট পাওয়া গেছে, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মেয়েটার মুখেও। আমি এটা আর অন্য কোথাও দেখিনি। কখনও এরকম কিছুর কথা পড়িনি। শুনিওনি। আপনি কি বলেন?"

"আমার মনে হয় আপনি আমাকে বলেছেন দু'দিনের জন্য গোছগাছ করতে। আপনি চাচ্ছেন আমি ডক্টর লেকটারকে জিজ্ঞেস করি, তাই না?"

"আপনি হলেন সেই জন যার সাথে সে কথা বলে, স্টার্লিং।" কথাটা যখন বললো তখন ক্রফোর্ডকে খুব বিষন্ন দেখালো, "আমি বুঝতে পারছি আপনি হলেন খেলা'।"

সে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমরা মানসিক শিবিরে যাবার পথে এ নিয়ে কথা বলবো," সে বললো।

অধ্যায় ১৯

"ডক্টর লেকটার হত্যার জন্য ধরা পড়ার আগে দীর্ঘদিন ধ'রে সাইকিয়াট্রিক প্র্যাকটিস করেছে," ক্রফোর্ড বললো। "মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া আর পূর্ব তীরের আদালতে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা রয়েছে। সে অসংখ্য উন্মাদগ্রস্ত অপরাধীর কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে। কে জানে মজা করার জন্য কি করেছে? এটাই একমাত্র উপায় তাকে জানার। তাছাড়াও, সে রাসপেইলকে সামাজিকভাবে চিনতো, আর রাসপেইল তাকে থেরাপির সময় কথাগুলো বলেছিলো। হয়তো রাসপেইল তাকে বলেছিলো ক্লসকে কে সে হত্যা করেছে।" সার্ভিলেন্স ভ্যানের পেছনের চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে আছে ক্রফোর্ড আর স্টার্লিং, উত্তর দিকে যাচ্ছে সেটা, বাল্টিমোরে দিকে, সেটা এখান থেকে সাইত্রিশ মাইল দূরে এখনও। জেফ, ড্রাইভারের আসনে ব'সে আছে।

"লেকটার সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে, আর আমার সাথে তার কোন লেনদেন নেই। তার সাহায্য আগেও আমি পেয়েছি। সে আমাদেরকে কার্যকরী কিছুই দেয়নি বরং সে শেষবার উইল গ্রাহামের মুখটা চাকু দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে। এমনি, মজা করার জন্য।

"কিন্তু ক্লসের মুখে একটা কীট পাওয়া, ভার্জিনিয়ার মেয়েটার মুখ থেকেও সে রকমই জিনিস পাওয়াটা তো আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। এলান ব্লুম এ ধরণের আচরণের কথা এর আগে শোনেওনি। আমি ও শুনিনি। আপনি কি এরকম কিছু শুনেছেন কিংবা পড়েছেন, স্টার্লিং? আপনিতো লিটারেচরে পড়েছেন।"

"কখনও না। অন্য কিছু মুখে ঢোকানো, হ্যা, কিন্তু একটা কীট, কখনই না।"

"দুটো জিনিস দিয়ে শুরু করতে হবে। প্রথমত, আমরা ডক্টর লেকটারের জানা সবচাইতে গভীর এলাকাতে যাবো। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, সে কেবল মজা খোঁজে। মজার বিষয়টি কখনও ভুলবেন না। সে চাইবে ক্যাথারিন মার্টিন জীবিত থাকাকালেই যেনো বাফেলো বিল ধরা প'ড়ে যায়। সব মজা আর সুবিধা সেদিকেই নিহিত আছে। তাকে ভয় দেখানোর মতো কিছু আমাদের কাছে

নেই–তার কমোড আর বই পত্র ইতিমধ্যেই কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার কাছে আর কিছুই নেই যা কেড়ে নিয়ে তাকে ভয় দেখাবো।"

"তাকে যদি আমরা পরিস্থিতিটা বলি এবং কিছু একটা প্রস্তাব করি তবে–মানে দৃশ্য দেখা যায় এমন একটা সেল? সে যখন সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলো তখন এটার কথাই বলেছিলো।"

"সে সাহায্যের প্রস্তাব করেছিলো, স্টার্লিং। সে গুপ্তচরগিরি করার প্রস্তাব দেয়নি। অবশ্য গুপ্তচরগিরি করার মধ্য দিয়ে সে খুব বেশি কিছু দেখাতে পারতো না। আপনি সন্দেহগ্রস্ত। আপনি সত্যের পক্ষাবলম্বন করবেন। শুনুন, লেকটারের কোন তাড়া নেই। সে এটা এমনভাবে অনুসরণ করছে যেনো এটা বেসবল খেলা। আমরা তাকে গুপ্তচরগিরি করার প্রস্তাব দেবো, সে অপেক্ষা করবে। সে এটা ঠিকমতো করবে না।"

"পুরস্কারের জন্যও নয়? ক্যাথারিন মার্টিন মারা গেলে তো সে আর কিছু পাচ্ছে না, তাই না?"

"ধরুণ আমরা তাকে বললাম যে, আমরা জানি তার কাছে তথ্য রয়েছে এবং আমরা চাই সে গুপ্তচরগিরি করুক। সে এমন ভান করবে যে, সে মনে করার খুব চেষ্টা করছে, তার পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এটা ক'রে সে মজা পাবে। সিনেটর মার্টিনকে আশা দেখাবে আর ক্যাথারিনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। তারপর, আরেকজন মা'কে পীড়ন করবে, আরেক জনকে, সবাইকে আশা দেখাবে যে, সে মনে করছে, স্মরণ করার চেষ্টা করছে–এই মজাটা তার কাছে কোন দৃশ্য দেখার চেয়েও বেশি আনন্দ দায়ক হবে। এজন্যেই সে বেঁচে আছে। এটাই তার খাদ্য।

"আপনি যতো বুড়ো হবেন ততোই জ্ঞানী হবেন, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই স্টার্লিং, কিন্তু আপনি নির্দিষ্ট পরিমানের সমস্যাকে পাশ কাটানোটা শিখবেন। আমরাও কিছু পাশ কাটাতে পারি।"

"তাহলে ডক্টর লেকটার ভাবছেন আমরা তার কাছে আসছি, একেবারে তার ধারণা অনুযায়ীই," স্টার্লিং বললো।

"ঠিক।"

"আপনি আমাকে কেন বলছেন? আপনি কেন আমাকে পাঠিয়ে তাকে সেভাবে জিজ্ঞেস করতে দিচ্ছেন না?"

"আমি আপনার সাথে একই অবস্থানে আছি। আপনি যখন আদেশ পাবেন তখন আপনিও একই রকম করবেন। কোনকিছুই বেশিদিন কাজ করে না।

"তাহলে ক্লসের মুখে পাওয়া কীটের কথাটা উল্লেখ করা হবে না, ক্লস আর বাফেলো বিলের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই।"

"না। আপনি তার কাছে ফিরে যাচ্ছেন তার কারণ আপনি তার অনুমান করা কথাতে খুবই মুগ্ধ হয়েছেন, সে যে বলেছিলো বাফেলো বিল মাথার খুলি উঠানো

শুরু করবে সেটা। আমি আর এলান ব্লুম এটাকে গ্রাহ্যই করি না। কিন্তু আপনাকে এসব নিয়ে বোকামী করতে দিচ্ছি। আপনি একটা প্রস্তাব দেবেন-প্রতিষ্ঠিত করবেন যে, সিনেটর মার্টিনের মতো ক্ষমতাবান কেউই শুধু সেটা করতে পারবে তার জন্যে। তাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, তাকে খুব দ্রুত করতে হবে, কারণ ক্যাথারিন মারা গেলে প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে যাবে। সেটা ঘটলে সিনেটর তার ওপর একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর সে যদি ব্যর্থ হয় তবে তার কারণ এ কাজ করার জন্য আসলে সে অতোটা স্মার্ট বা জ্ঞানী নয়-এটা এজন্যে নয় যে, সে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

"সিনেটর কি আগ্রহ হারাবেন?"

"ভালো হয় আপনি যদি বলতে পারেন যে, প্রশ্নের উত্তরটা আপনি কখনও জানেন না।"

"আচ্ছা।" তাহলে সিনেটর মার্টিনকে বলা হয়নি। পরিষ্কারভাবেই, ক্রফোর্ড নাক গলানোর ব্যাপারে ভীত আছে। ভীত আছে এই ভেবে যে, তাহলে হয়তো সিনেটর ডক্টর লেকটারের কাছে আকুল আবেদন জানাবেন।

"আপনি বুঝেছেন?"

"হ্যা। কিভাবে সে তার বিশেষ জ্ঞান প্রদর্শন না ক'রে আমাদেরকে বাফেলো বিলের খোঁজ দেখাতে পারবে? কীভাবে সে এটা কেবল তত্ত্ব আর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে করতে পারবে?"

"আমি জানি না, স্টার্লিং। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘদিন ভেবেছে। সে ছয়'টা শিকার পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।"

ভ্যানের ফোনটা বাজতে শুরু করলো। ক্রফোর্ড যে এফবিআই'র কাছে ফোন করেছিলো, সেই ধারাবাহিক ফোনগুলোর প্রথম জবাব এটা।

বিশ মিনিট ধ'রে সে কোয়ান্টিকোতে অবস্থানরত ডাচ স্টেট পুলিশ আর রয়্যাল মারচোসেই'র অফিসারদের সাথে কথা বলতে লাগলো। এরপর সুইডিশ আর ডেনিশ কর্মকর্তাদের সাথেও। স্টার্লিং অবাক হলো যখন দেখলো বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষের সাথে ক্রফোর্ড ফরাসিতে কথা বলছে। সবার কাছেই সে ক্লসের এবং তার সহযোগীদের পরিচয় উদঘাটনের জন্য তাগাদা দিলো। সবগুলো কর্তৃপক্ষই ইন্টরপোলের মাধ্যমে এই অনুরোধটা আগেই পেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওল্ড-বয় নেটওয়ার্কে অনুরোধটা জানানোর পর সেটা আর ঘন্টার পর ঘণ্টা ধ'রে মেশিনে আঁটকে রইলো না।

স্টার্লিং দেখতে পেলো ক্রফোর্ড এই ভ্যানটা বেছে নিয়েছে যোগাযোগের কাজ করার জন্য-এটার আছে নতুন ভয়েস প্রাইভেসি সিস্টেম-কিন্তু এই কাজটা তার অফিসেই বেশি সহজ হোতো। এখানে তাকে ছোট্ট একটা ডেস্কে ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে মৃদু আলোতে নোটবুকে লিখতে হচ্ছে। আর রাস্তার কোন গর্ত বা

স্পিডব্রেকারে পড়তেই ঝাঁকি হচ্ছে দারুণ। স্টার্লিংয়ের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা খুবই অল্প কিন্তু সে এটা জানে এভাবে অদ্ভুত পরিবেশে একজন সেক্‌শন চিফের কাজ করাটা ব্যতিক্রমী ঘটনাই। সে স্টার্লিংকে রেডিও ফোনেই সব জানাতে পারতো। এটা যে সে করেনি তার জন্যে সে খুশিই হলো।

স্টার্লিংয়ের মনে হলো এই ভ্যানের নিরব-নিথর পরিবেশটা খুব চড়া দামেই অর্জন করা হয়েছে, এই মিশনের জন্য। ক্রফোর্ডকে ফোনে কথা বলতে শুনে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়েছে।

সে এখন নিজ দেশের ডিরেক্টরের সাথে কথা বলছে। "না, স্যার। তারা কি এটা গুটিয়ে নিয়েছে?...কতোক্ষণ ধরে? না, স্যার। না। কোন তার নেই। টমি, এটা আমার রেকমেন্ডেশন, আমি এটার পক্ষেই আছি। আমি চাই না সে কোন *ওয়্যার* পরুক। ডক্টর ব্লুম ও একই কথা বলেছে। তিনি ওয়েহারে কুয়াশার জন্য আঁটকা প'ড়ে গেছেন। সেটা পরিষ্কার হতেই তিনি চলে আসবেন। ঠিক আছে।"

তারপর, ক্রফোর্ড একটা ক্রিপটিক ফোনে তার বাড়িতে রাত্রিকালীন দায়িত্বে থাকা নার্সের সঙ্গে কথা বললো। সেটা শেষ ক'রে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো এক মিনিট, তার চশমাটা হাতে নিয়ে হাটুর ওপর তাল ঠুকতে লাগলো সে। অপর পাশ থেকে ছুটে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলোতে তার মুখটা একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এরপর চশমাটা রেখে স্টার্লিংয়ের দিকে ঘুরলো সে।

"আমরা লেকটারকে তিন দিনের জন্য পাচ্ছি। আমরা যদি তার কাছ থেকে কোন ফলপ্রসু কিছু না পাই তবে বাল্টিমোরের কর্তৃপক্ষ তাকে আচ্ছা ধোলাই দেবে, যতোক্ষণ না আদালত থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে।"

"শেষবার কিন্তু তাকে ধোলাই দিয়ে কোন লাভ হয়নি। ডক্টর লেকটার ওসবে খুব বেশি ভড়কে যান না।"

"সে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যা দিয়েছিলো সেটা হলো একটা কাগজের মুরগী?"

"একটা মুরগী, হ্যা।" দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজের একটা মুরগী এখনও স্টার্লিংয়ের ব্যাগে রয়েছে। সে এটা বের ক'রে ডেস্কের ওপর ঠিকঠাক ক'রে রাখলো।

"আমি বাল্টিমোরের পুলিশদেরকে দোষ দেই না। ক্যাথারিন যদি নদীতে ভাসে, তবে তারা সিনেটর মার্টিনকে বলতে পারবে যে, নিদেনপক্ষে তারা চেষ্টা করেছিলো।"

"সিনেটর মার্টিন কেমন আছেন?"

"হাল ছাড়েননি কিন্তু মুষড়ে পড়েছেন। তিনি খুব স্মার্ট, কঠিনও বটে, সেই সাথে কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন। স্টার্লিং, আপনি সম্ভবত তাকে পছন্দই করবেন।"

"জন হপকিন্স এবং বাল্টিমোরের কাউন্টি হোমিসাইড কি ক্লুসের মুখে কীট

পাওয়ার কথাটা গোপন রাখবে? আমরা কি এটা পত্র-পত্রিকা থেকে দূরে রাখতে পারবো?"

"কমপক্ষে তিন দিন।"

"এতে অবশ্য কিছু কাজ করা যাবে।"

"আমরা হাসপাতালের ফ্রেডারিক চিলটন এবং অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না," ক্রফোর্ড বললো। "চিলটন যদি জানে, তবে সারা দুনিয়া জেনে যাবে। চিলটন জানবেই যে, আপনি ওখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু এতে বোঝা যাবে যে, আপনি বাল্টিমোরের হোমিসাইডের হয়ে ক্লসের মামলাটা ক্লোজ করতে গেছেন–যার সাথে বাফেলো বিলের কোন সম্পর্ক নেই।"

"আর সেটা আমি করছি শেষ রাতে?"

"এটাই হলো একমাত্র সময় যা আমি আপনাকে দিতে পারি। আমি আপনাকে বলতে পারি, আগামীকাল সকালেই পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কীট পাওয়ার কথাটা পত্রিকায় আসছে। সিনাসিনাত্তির মর্গ এটা চাউড় ক'রে দিয়েছে। তাই, এটা আর গোপন কিছু নেই। এটা হলো একটা ইনসাইড ডিটেইল, যা লেকটার আপনার কাছ থেকে পেতে পারবে, আর আসলেই এতে কিছু যায় আসে না, যতোক্ষণ না সে জানতে পারছে যে, আমরা ক্লসের মুখের ভেতর থেকেও একটা কীট পেয়েছি।"

"তার সাথে আমরা কী নিয়ে দেন দরবার করবো?"

"আমি সেটা নিয়ে কাজ করছি," ক্রফোর্ড এই কথা বলেই আবার টেলিফোনের দিকে ফিরলো।

অধ্যায় ২০

একটা বিশাল বাথরুম, সবগুলো টাইল্‌সই সাদা, ছাদে স্কাই লাইট, তেলতেলে ইটালিয়ান ফিক্সচার পুরনো ইটের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। একটা বড়সড় আলমিরা, লম্বা আর কসমেটিকে পূর্ণ। আয়নাটা শাওয়ারের গরমপানির বাম্পে ঘোলাটে হয়ে আছে। শাওয়ার থেকেই অপার্থিব একটা কণ্ঠের গুণগুণ ধ্বনি ভেসে আসছে। গানটা ফ্যাট ওয়ালার ব্যান্ডের 'ক্যাশ ফর ইওর ট্র্যাশ', তাদের *এইন্ট মিসভিহেভিং* এ্যালামের। কখনও কখনও কণ্ঠটা থেকে কিছু শব্দ বের হয়ে আসছে:

"তোমার সব পুরনো সংবাদপত্র জমিয়ে রাখো।

জমিয়ে রাখো, স্তুপ ক'রে রাখো সেগুলো, আকাশ ছোঁয়া দালানের মতো।"

ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্ ডাহ্..."

যখনই কথা শোনা যাচ্ছে তখনই একটা ছোট্ট কুকুর বাথরুমের দরজায় খামচাতে শুরু করে।

শাওয়ারের রয়েছে জেম গাম্ব, শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, চৌত্রিশ বছর বয়স, ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, ২০৫ পাউন্ড, বাদামী চুল, নীল চোখ, বিশেষ কোন চিহ্ন শরীরে বা মুখে নেই। সে তার প্রথম নামটি উচ্চারণ *জেম্‌স* এর মতো ক'রে উচ্চারণ করে 'স' টা বাদ দিয়ে। এ ব্যাপারে সে খুবই সচেতন।

প্রথমবার পানি ঢালার পর সে ফ্রিকশন ডে ধোঁয়া ব্যবহার করলো, হাত দিয়ে সেটা বুকে আর পাছায় ঘষলো, আর তার শরীরের সবচাইতে অপছন্দের অংশটাতে যেটা সে স্পর্শ করতে চায় না, সেখানে একটা ডিশমপ ব্যবহার করলো।

গাম্ব তোয়ালে দিয়ে শরীরটা মুছে একটা ভালো স্কিন ক্রিম ব্যবহার করলো। তার ফুল লেন্সের আয়নাটার রয়েছে একটা আবরণের পর্দা।

গাম্ব ডিশমপগুটা ব্যবহার ক'রে তার লিঙ্গ আর বিচিটা দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে শাওয়ারের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। পাছা উঁচিয়ে পোজ দিলো সে, যদিও তাতে ক'রে তার গোপন অঙ্গে প্রচণ্ড চাপ লেগে ব্যথা হলো।

"হানি, আমার জন্য কিছু একটা করো। খুব তাড়াতাড়িই করো।" সে তার স্বাভাবিক গভীর গলাটা চড়া ক'রে, চিকন সুর তুলে বললো। সে বিশ্বাস করে এই স্বরটা সে দিনে দিনে ভালোই রপ্ত করেছে। সে যে হরমোনটা নিয়েছে–কিছুদিন প্রিমেরিন তারপর ডাইথিলিস্টিবেস্ট্রল, মুখ দিয়েই–সেটাতে তার গলার কোন পরিবর্তন আনেনি, হাল্কা স্ফীত হওয়া স্তনের চারপাশে লোমগুলো পাতলা করা ছাড়া। প্রচুর পরিমানে ইলেক্ট্রোলাইসিস ক'রে সে তার দাঁড়ি গোঁফ উপড়ে ফেলতে পেরেছে আর তার মাথার হেয়ারলাইন উইডো'র পিকের মতো করতে পেরেছে। কিন্তু তারপরেও তাকে মেয়েদের মতো লাগে না। বরং তাকে পুরুষের মতোই দেখায়। যে কিনা হাতের নখ, পা আর হাত নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

তার ব্যবহারের কারণে–চাবুক মারা অথবা ঘৃণাপূর্ণ ঠাট্টা যাই হোক না কেন–সে খুবই স্বল্প পরিচিত এক জন মানুষ। খুব কম লোকের সাথেই তার আলাপচারিতা রয়েছে, আর স্বল্পপরিচিতিই হলো একমাত্র জিনিস যা তার কাছে এখনও অটুটু রয়েছে।

"হায়, আমার জন্যে করবেটা কি-ই-ই-ই?"

তার কণ্ঠটা শুনে কুকুরটা দরজাতে আবার খাঁমচাতে শুরু করলো। গাম্ব তার আলখেল্লাটা রেখে কুকুরটাকে ভেতরে আসতে দিলো। সে ছোট্ট শ্যাম্পেন রঙের পুডল কুকুরটা তুলে নিয়ে চুমু খেলো।

"হ্যা-রে-এ-এ-এ। তুমি কি ক্ষুধার্ত, সোনা? আমিও।" সে কুকুরটাকে অন্য হাতে নিয়ে বেডরুমের দরজাটা খুললো। কুকুরটা নেমে যেতে চাইলো।

"একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মীসোনা।" সে তার খালি হাতটা দিয়ে বিছানার পাশে মাটি থেকে একটা মিনি-১৪ কারবাইন তুলে নিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিলো। "এখন। এখন আমরা আমাদের রাতের খাবার খাবো।" সে তার কুকুরটা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নাইট ড্রেসটা মাটি থেকে তুলে নিলো। কুকুরটা মরিয়া হয়ে তাকে নিচের রান্না ঘরের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

জেম গাম্ব তার মাইক্রোওভেন থেকে তিনটা ডিনার বের ক'রে নিলো। দু'টো তার জন্যে আর একটা কুকুরটার জন্য।

কুকুরটা ঘর্‌ঘর্‌ ক'রে তার দই খেয়ে ফেললো, রেখে দিলো কেবল শাকসব্জিগুলো। জেম গাম্ব তার ট্রে'তে কেবল হাড্ডিগুলোই অবশিষ্ট রাখলো।

সে কুকুরটাকে পেছনের দরজা দিয়ে বের ক'রে দিয়ে আলখেল্লাটা জড়িয়ে নিলো ঠাণ্ডার জন্য, সে দরজার দিকে সরু আলোর রেখাটার মধ্যে কুকুরটাকে দেখলো।

"তুমি নাম্বার টু এখনও করোনি। ঠিক আছে, আমি দেখবো না।" কিন্তু সে আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঠিকই দেখলো। "ওহ্‌, দারুণ, দুষ্টু কোথাকার, তুমি কি পূর্ণ যুবতী নও? আসো, বিছানায় আসো।"

মি: গাম্ব বিছানায় শুতে চাইছে। সে এটা রাতে কয়েকবার করেছে। সে উঠতেও পছন্দ করে। আর তার অনেক ঘরের মধ্যে কোন একটাতে বাতি না জ্বালিয়েই ব'সে থাকে, অথবা রাতে একটু সময় ধ'রে কাজ করে, কখনও কখনও কোন সৃষ্টিশীল কাজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সে।

রান্নাঘরের বাতিটা জ্বালাতে গিয়েও থেমে গেলো গাম্ব। সে তিনটা ট্রে হাতে নিয়ে টেবিলটা মুছে ফেললো।

সিঁড়ির মাথার ওপরে থাকা একটা সুইচ টিপতেই নিচের বেসমেন্টে একটা বাতি জ্বলে উঠলো। জেম গাম্ব ট্রেগুলো সাথে নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলো। ছোট্ট কুকুরটা রান্না ঘরে ঘেউ ঘেউ করছে আর গাম্বের পেছনের দরজার দিকে মুখ ক'রে আছে।

"ঠিক আছে, সিলিবিলি।" সে কুকুরটাকে তুলে নিলো। কুকুরটা তার অন্য হাতে ধরা ট্রে'র কাছে নাক ঘষতে লাগলো। "না, তুমি খাবে না, যথেষ্ট খেয়েছো।" সে কুকুরটা নামিয়ে রাখলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা তার এলেমেলোভাবে তৈরি বহুস্ত র বিশিষ্ট বেসমেন্টের দিকে এগোতে লাগলো।

রান্না ঘরের ঠিক নিচে, বেসমেন্টে একটা কুয়া আছে, একেবারেই শুক্‌নো। সেটার চারপাশের দেয়াল পাথরে তৈরি। তার ওপর আধুনিক সিমেন্টের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। আর কুয়ার চারপাশটা দু'ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে বাঁধানো আছে। কুয়ার ঢকনাটা কোন বাচ্চার জন্য খুব বেশি ভারি, সরাতে পারবে না, সেটা এখনও আছে। কুয়ার ভেতরে একটা বালতি ফেলা আছে। ঢাকনাটা খোলাই রয়েছে, জেম গাম্ব তার ট্রে'টা আর কুকুরটা ওখানে নামিয়ে রাখলো।

হাড্ডি আর শাকসব্জিগুলো কুয়ার অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। ছোট কুকুরটা আকুতি জানাতে লাগলো বার বার।

"না, না, সব দিয়ে দিয়েছি," গাম্ব বললো। "তুমি খুব বেশি মোটা হয়ে গেছো।"

সে বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো আর গুনগুন ক'রে বলতে লাগলো, "মোটা রুটি, মোটা রুটি," তার কুকুরটাকে উদ্দেশ্য ক'রে। সে যদি কোন কান্না শুনেও থাকে তবুও কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখালো না। খুবই তীব্র আর উন্মাদগ্রস্ত কান্না শোনা যাচ্ছে, যা কৃষ্ণ গহ্বর থেকে উঠে আসছে :

"প্লি-ই-ই-জ।"

অধ্যায় ২১

ক্লারিস স্টার্লিং বাল্টিমোরের উন্মাদগ্রস্ত অপরাধীদের স্টেট হাসপাতালে প্রবেশ করলো সকাল দশটার কাছাকাছি সময়ে। সে একাই গেলো। স্টার্লিং আশা করলো ডাক্তার ফ্রেডারিক চিলটন যাতে এ সময়ে না থাকে, কিন্তু সে তার জন্যে নিজের অফিসে ব'সে অপেক্ষা করছে।

চিলটন একটা ইংলিশ-কাট স্পোর্টসকোট পরেছে। এই অদ্ভুত পোশাকটা যেনো সে স্টার্লিংয়ের জন্যই পরে না থাকে সেজন্যে স্টার্লিং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো।

তার ডেস্কটার সামনে একটা চেয়ার প'ড়ে থাকা ছাড়া ঘরটা একেবারেই ফাঁকা। স্টার্লিং সেই চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ালো। মুখে কৃত্রিম হাসি।

ডাক্তার চিলটন ফ্রাংকলিন মিন্ট লোকোমোটিভ সংগ্রহের পরীক্ষা করা শেষ ক'রে তার দিকে ঘুরলো।

"আপনি কি এক কাপ ডিক্যাফ নেবেন?"

"না, ধন্যবাদ। আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম ব'লে আমি দুঃখিত।"

"আপনি এখনও ঐ মাথাটার ব্যাপার নিয়ে খোঁজাখুঁজি ক'রে বেড়াচ্ছেন?" ডাক্তার চিলটন বললো।

"হ্যা। বাল্টিমোরের ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিস আমাকে বলেছে তারা আপনার সাথে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে, ডাক্তার।"

"ওহ্, হ্যা। আমি ওখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই কাজ ক'রে যাচ্ছি, মিস স্টার্লিং। আপনি কি কোন থিসিস অথবা আর্টিকেল করছেন?"

"না।"

"কোন প্রফেশনাল জার্নালে কি আপনার কোন লেখা ছাপা হয়েছে, কখনও?"

"না, কখনও না। এটা নিছকই একটা বার্তা পাঠানোর কাজ, ইউএস এটর্নির অফিস আমাকে বাল্টিমোরের কাউন্টি হোমিসাইডের জন্য করতে বলেছে। আমরা তাদেরকে এই মামলায় একটু সাহায্য করছি কেবল।" স্টার্লিং বুঝতে পারলো চিলটনের প্রতি তার ঘেন্নার কারণে মিথ্যে বলাটা খুব সহজ হচ্ছে।

"আপনি কি ওয়্যার নিয়ে এসেছেন, মিস স্টার্লিং?"

"আমি–"

"আপনি কি কোন মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছেন পোশাকের নিচে, যাতে ক'রে ডক্টর লেকটারের কথাবার্তা রেকর্ড করা যায়? পুলিশরা এটাকে বলে 'ওয়্যার', আমি নিশ্চিত আপনি এটা শুনে থাকবেন।"

"না।"

ডক্টর চিলটন তার ডেস্কের ড্রয়ার থেকে ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার বের ক'রে সেটার ভেতরে একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিলো। "তাহলে এটা আপনার ব্যাগে রাখুন। আমি এটা থেকে কথা রেকর্ড করবো, আপনাকেও একটা কপি ক'রে দেবো। এটা আপনি আপনার নোট লেখার কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন।"

"না, আমি এটা করতে পারবো না, ডাক্তার চিলটন।"

"কেন নয়? বাল্টিমোরের কর্তৃপক্ষ আমাকে লেকটারের বলা ক্লুস সম্পর্কিত যেকোন কথাবার্তা বিশ্লেষণ করতে বলেছে।"

চিলটনকে পারলে এড়িয়ে যাবেন, ক্রফোর্ড তাকে বলেছিলো। *আমরা আদালতের আদেশ পেয়ে তাকে পাশ কাটাতে পারি, কিন্তু লেকটার সেটা টের পেয়ে যাবে। সে চিলটনের মধ্য দিয়ে দেখতে পায়, অনেকটা সিএটি স্ক্যানের মতো।*

"ইউএস এটর্নি মনে করে প্রথমে আমরা অনানুষ্ঠানিকভাবেই চেষ্টা করবো। আমি যদি ডক্টর লেকটারের অজ্ঞাতে তার কথাবার্তা রেকর্ড করি, আর সে যদি সেটা বুঝে যায়, সেঁফ সত্যিকার অর্থেই, তার সাথে কাজ করার পরিবেশের সমাপ্তি ঘটাবে। আমি নিশ্চিত আপনি আমার সাথে একমত হবেন।"

"কীভাবে সে এটা জানতে পারবে?"

সে এটা সংবাদপত্র থেকে জেনে নিতে পারবে। শালার বানচোত। সে কোন জবাব দিলো না। "এটা যদি ঠিকমতো কাজ করে, আর সে সাক্ষ্য দেয় বা প্রত্যয়ন করে, আপনিই তবে প্রথম সেটা দেখতে পাবেন বা জানতে পারবেন, আর আমি নিশ্চিত আপনাকে একজন অভিজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে আমন্ত্রণও জানানো হবে। আমরা তার কাছ থেকে কেবল একটু ইঙ্গিত চাচ্ছি এখন।"

"আপনি কি জানেন, কেন সে আপনার সাথে কথা বলে, মিস্ স্টার্লিং?"

"না, ডাক্তার চিলটন।"

সে তার ডেস্কের পেছনের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা তার সার্টিফিকেট আর ডিপ্লোমার সনদের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে নিলো একবার। এবার আস্তে আস্তে স্টার্লিংয়ের দিকে ফিরলো।

"আপনি কি আসলেই মনে করেন যে আপনি কি করছেন সেটা আপনি জানেন?"

"অবশ্যই।" *অনেক ভালো করেই জানি।* স্টার্লিংয়ের পা দুটো অতিরিক্ত ব্যয়াম করার জন্য কাঁপতে লাগলো। সে চিলটনের সাথে লড়তে চাইছে না।

"আপনি যা করছেন তা হলো, আমার হাসপাতালে এসে একটা ইন্টারভিউ করছেন আর আমার কাছ থেকেই সেই তথ্যটা লুকাচ্ছেন, বুঝলেন।"

"আমি নির্দেশ মোতাবেকেই কাজ করছি, ডাক্তার চিলটন। আমার কাছে ইউএস এটর্নির রাত্রিকালীন নাম্বারটা আছে। এখন, দয়া ক'রে হয় এটা তার সাথেই আলোচনা করুন, না হয় আমাকে আমার কাজ করতে দিন।"

"আমি এখানকার তালা খোলার দাড়োয়ান নই, মিস স্টার্লিং। আমি রাতে এখানে এসে লোকজনদের ভেতরে ঢোকা আর বের হতে দেয়ার কাজ করি না। *হলিডে অন আইস*-এর একটা টিকেট আছে আমার কাছে।" সে বুঝতে পারলো সে বলেছে *একটা* টিকেট।

ঠিক সেই মুহূর্তেই স্টার্লিং তাকে দেখে ফেললো।

স্টার্লিং তার নীরস আর ঠাণ্ডা রেফ্রিজিরেটরটা, ট্রে'তে রাখা খাবারের অবশিষ্ট, যেটাতে সে একা একা খাবার খায়, সেগুলো দেখতে পেলো, তার সব জিনিসপত্র স্তুপ ক'রে রাখা আছে কয়েকমাস ধরে, যতোক্ষণ সে নিজে ওটা না সরায়–লোকটার হলুদ রঙের হাসিতে তার খুব যন্ত্রণা অনুভুত হলো–আর খুব দ্রুত সে বুঝতে পারলো তাকে রেহাই দেয়া যাবে না। কথা বলা অথবা অন্যদিকে তাকানো নয়। সে তার মুখের দিকে তাকালো। মাথার একটু নড়ানোর মধ্য দিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানালো, জানে ডক্টর লেকটার কথাবার্তা বলতে চাইবে না।

তার সাথে একজন আরদালিকে পাঠিয়েছে, নাম আলোন্‌জো।

অধ্যায় ২২

আলোন্‌জোর সাথে আশ্রমের ভেতরে ঢুকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগোলো স্টার্লিং, কোন চিৎকার চেঁচামেচি না থাকা সত্ত্বেও তার মনে হলো বাতাস তার চামড়ার ওপর চেপে বসেছে। তার মধ্যে চাপ তৈরি হতে লাগলো যেনো সে পানিতে ডুবে গেছে, তলিয়ে যাচ্ছে নিচে, আরো গভীরে।

পাগলদের নৈকট্যে–ক্যাথারিন মার্টিনের ভাবনাটাই শুধু জেঁকে বসলো তার মধ্যে, তার দরকার দৃঢ় সঙ্কল্পের চেয়েও বেশি কিছু। তাকে ধীরস্থির হতে হবে, দৃঢ় হতে হবে, দক্ষ হতে হবে। এই তাড়াহুড়োর মধ্যেও তাকে খুব বেশি ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ডক্টর লেকটার যদি উত্তরটা জেনে থাকে, তবে তাকে তার মাথা থেকে সেটা বের ক'রে আনতে হবে।

খবরে দেখা ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের শৈশবের নৌকাতে খেলতে থাকা ছবিটা তার চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আলোনজো শেষ দরজাটার কাছে এসে বাজারটা চাপলো।

"পরোয়া করার শিক্ষা দাও, পরোয়া না করার শিক্ষা দাও, শিক্ষা দাও আমাদের ধীরস্থির হতে।"

"কি বললেন?" আলেনজো বললো, আর সঙ্গে সঙ্গে স্টার্লিং বুঝতে পারলো সে কথাটা জোরেই ব'লে ফেলেছে।

দরজাটা যে আরদার্লি খুললো তার সাথে তাকে রেখেই সে চলে গেলো। আলেনজো ঘুরে চলে যেতেই স্টার্লিং দেখলো সে ক্রুশ আঁকছে।

"আবারো স্বাগতম," আরদার্লি বললো, তারপর সে ঢোকার পরই দরজার বোল্ট লাগিয়ে দিলো।

"হ্যালো, বার্নি।"

বার্নি তার নিজের আসনে ফিরে গেলো। তার হাতে একটা পেপারব্যাক বই। এটা জেন অস্টেন-এর *সেন্স এ্যান্ড সেন্‌সিবিলিটি*; স্টার্লিং সবকিছুই লক্ষ্য করলো।

"আপনি কি বাতি জ্বালাতে চান?" সে বললো।

সেলের মধ্যে করিডোরটাতে মৃদু আলো জ্বলছে। স্টার্লিং দেখতে পেলো করিডোরের শেষ মাথায় সেল থেকে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

"ডক্টর লেকটার জেগে আছে।"

"রাতের বেলায়, সবসময়ই জেগে থাকে–বাতি নেভানো থাকলেও।"

"সেগুলো যেমন আছে তেমনি রাখেন।"

"খুব কাছে যাবেন না, বারগুলো স্পর্শ করবেন না, ঠিক আছে?"

"আমি চাই টিভিটা বন্ধ করা হোক।" টিভিটা সরানো হয়েছে। এটা এখন একটু দূরে রাখা হয়েছে, করিডোরটার মাঝ বরাবর মুখ ক'রে সেটা রাখা হয়েছে। কিছু কিছু কয়েদী বারের কাছে মাথা ঝুঁকে সেটা দেখছে।

"অবশ্যই, শব্দ বন্ধ ক'রে দিন, কিন্তু ছবিটা চলুক, আপনি যদি কিছু মনে না করেন। কেউ কেউ এটা দেখতে পছন্দ করে। ওখানে চেয়ারটা আছে, যদি চান বসতে পারেন।"

স্টার্লিং স্বল্প আলোর করিডোরটা দিয়ে একা একাই চলে গেলো। দু'পাশের কোন সেলের দিকেই সে তাকালো না। তার পায়ের শব্দ তার কাছে খুবই জোরে শোনা যাচ্ছে এছাড়া আর অন্য যে শব্দ আসছে, সেটা পাশের সেল থেকে, হয়তো এক বা একাধিক সেল থেকে, চাপা কথাবার্তা।

প্রয়াত মিগের সেলে নতুন অতিথি এসেছে। সে লম্বা লম্বা পা দুটো দেখতে পেলো। মাথাটা বারে ঠুকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অতিক্রম ক'রে যাবার সময় সে দেখতে পেলো তাকে। একটা লোক বড়সড় একটা কাগজের ওপর সেলের ফ্লোরে ব'সে আছে। তার চেহারাটা উদাস। তার চোখে টেলিভিশনের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। তার মুখের এক কোণে থুথু বের হয়ে কাঁধের ওপর পড়ছে।

সে ডক্টর লেকটারের সেলের দিকে তাকাতে চাইলো না যতোক্ষণ না সে নিশ্চিত হয় যে ডক্টর লেকটার তাকে দেখছে। সেলটা অতিক্রম ক'রে চলে গেলো সে, তার দু'কাঁধের মাঝখানে ব্যথা অনুভূত হলো। সে সোজা টেলিভিশনের কাছে গিয়ে সেটার শব্দ বন্ধ ক'রে দিলো।

ডক্টর লেকটার তার সাদা সেলে সাদা রঙের আশ্রমের পায়জামা পরে রয়েছে। সেলে অন্য যে রঙটা আছে সেটা হলো তার কালো চুল, চোখ আর লাল ঠোঁট, দীর্ঘদিন রোদে বা সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত ব'লে তার মুখটা খুব বেশি সাদা হয়ে গেছে। চারদিকের সাদার মধ্যে তার মুখটা যেনো শূন্যে ভাসছে। বারের পরে নাইলনের জালের ওপাশে সে তার টেবিলে ব'সে আছে। একটা বুচার কাগজের ওপর স্কেচ করছে সে। নিজের একটা হাতকে মডেল বানিয়ে নিয়েছে। স্টার্লিং তাকাতেই সে তার হাতের আঙুলগুলো শক্ত ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে তার কায় আঙুল দিয়ে কাগজে চারকোণের দাগের ওপর রেখা টানতে লাগলো।

সে বারের খুব কাছে এসে দাঁড়ালে লেকটার মুখ তুলে তার দিকে তাকালো।

স্টার্লিংয়ের মনে হলো সেলের সবগুলো ছায়া যেনো তার চোখে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

"শুভ সন্ধ্যা, ডক্টর লেকটার।"

ঠোঁটটা ভেতরের দিকে কামড়ে রেখেছিলো সে, এবার সেটা বের করলো, তার ঠোঁটটা একেবারেই লাল টক্‌টকে। নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটটাকে স্পর্শ ক'রে আবার ভেতরের দিকে চলে গেলো।

"ক্লারিস।"

সে তার কণ্ঠে একটু ধাতব, ফ্যাস্‌ফ্যাসে শব্দ শুনতে পেলো। অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগলো, না জানি কতোদিন সে কথা বলেনি। নিরবতার মুহূর্ত...

"রাতের স্কুলে আপনি দেরি ক'রে ফেলেছেন," সে বললো।

"এটাই আমার রাত্রিকালীন স্কুল," স্টার্লিং বললো, মনে মনে কামনা করলো তার কণ্ঠটা যেনো খুব শক্তিশালী শোনায়। "গতকাল আমি পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে ছিলাম–"

"আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন?"

"না, আমি–"

"ক্লারিস, আপনি একদম নতুন একটা ব্যান্ড-এইড লাগিয়েছেন।"

তখনি তার মনে পড়লো। "পুলে পাশে আমি পিছলে গিয়েছিলাম, আজ সাঁতার কাটার সময়।" ব্যান্ড-এইডটা দৃষ্টির গোচরে চলে এসেছে, ফুলপ্যান্টটার নিচে পায়ের গোড়ালীতে সেটা লাগানো।

সে অবশ্যই এটার গন্ধ পেয়েছে। "আমি গতকালকে পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে ছিলাম। তারা সেখানে একটা লাশ পেয়েছে, বাফেলো বিলের নতুন শিকার।"

"ঠিক নতুন নয়, ক্লারিস।"

"তার নতুন শিকারের আগেরটা।"

"হ্যা।"

"তার মাথার খুলি তোলা হয়েছে। ঠিক যেমনটি আপনি আমাকে বলেছিলেন।"

"আমরা কথা বলার সময় যদি আমি স্কেচ করি, আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

"না, অবশ্যই, করুন।"

"আপনি লাশটা দেখেছেন?"

"হ্যা।"

"আপনি কি বাফেলো বিলের প্রথম দিককার কাজগুলো দেখেছেন?"

"না, কেবল ছবিতে দেখেছি।"

"কেমন লেগেছে আপনার?"

"জঘন্য।"

"আর তার পরে?"

"ভড়কে গিয়েছিলাম।"

"আপনি কি ঠিক মতো কাজ করতে পেরেছেন?" ডক্টর লেকটার চারকোল দিয়ে কাগজের ওপর ঘষতে লাগলো।

"খুব ভালো মতোই। আমি খুব ভালো মতোই কাজ করেছি।"

"জ্যাক ক্রফোর্ডের জন্যে? অথবা সে কি বাড়িতে ব'সে ফোন করেছিলো?"

"সে ওখানেই ছিলো।"

"আমাকে একটু সাহায্য করুন, স্টার্লিং। আপনি কি আপনার মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝোঁকাবেন, এমনভাবে করবেন যেনো আপনি ঘুমাচ্ছেন। আরেকটু করুন। ধন্যবাদ আপনাকে। আমার হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে বসতে পারেন এখন। তারা লাশটা পাবার আগে আপনি কি জ্যাক ক্রফোর্ডকে বলেছিলেন আমি আপনাকে কী বলেছিলাম?"

"হ্যা। তিনি খুব ঘৃনার সাথেই সেটা প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

"পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে সে লাশটা দেখার পরও?"

"তিনি তার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের-"

"এলান ব্লুম।"

"একদম ঠিক। ডাক্তার ব্লুম বলেছেন বাফেলো বিল সংবাদপত্রের সৃষ্টি তার ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিকেই পূর্ণাঙ্গ রূপ দিচ্ছে। বাফেলো বিলের মাথার খুলি তোলাটা ট্যাবলয়েড পত্রিকার প্ররোচনার ফল। ডাক্তার ব্লুম বলেছেন, যে কেউ এটা খেয়াল করলেই দেখতে পারবে।"

"ডাক্তার ব্লুম সেটা দেখতে পেরেছেন?"

"তিনি বলেছেন, তিনি পেরেছেন।"

"তিনি দেখতে পেরেছেন এটা হতে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। বুঝেছি। আপনি কি মনে করেন, ক্লারিস?"

"আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই।"

"আপনি তো মনোবিজ্ঞান আর ফরেনসিক-এর ওপর একটু-আধটু পড়েছেন। এ দুটোকে একসাথেই জড়িয়ে রেখেছেন আপনি, তাই না? কিছু ধরতে পেরেছেন, ক্লারিস?"

"খুব ধীরে ধীরে এ পর্যন্ত এগোনো গেছে।"

"আপনার এ দুটি ক্ষেত্র আপনাকে বাফেলো বিল সম্পর্কে কী বলে?"

"বইয়ের হিসেবে, সে একজন স্যাডিস্ট বা মর্ষকামী।"

"বইতে জীবন খুব বেশি অনিশ্চিত, ক্লারিস; ক্রোধ আকাঙ্খা হিসেবে আবির্ভূত হয়, বাতরোগ চর্মরোগ হিসেবে উপস্থিত হয়।" ডক্টর লেকটার তার বাম হাতে ছবি আঁকা শেষ করলো ডান দিকের অংশে, এবার চারকোলটা ডান হাতে নিয়ে বাম

দিকের অংশ আঁকতে শুরু করলো। "আপনি কি ডাক্তার ব্লুমের বইয়ের কথা বলছেন?"

"হ্যা।"

"সেটাতে আপনি আমাকে খুঁজেছেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"সে আমাকে কিভাবে বিবৃত করেছে?"

"একজন বিশুদ্ধ সোসিওপ্যাথ হিসেবে।"

"আপনি কি বলবেন যে, ডাক্তার ব্লুম সবসময়ই ঠিক কথা বলেন?"

"আমি এখনও অপেক্ষা করছি আবেগের স্বরূপটা জানার জন্যে।"

ডক্টর লেকটার হাসলে তার ছোটছোট সাদা দাঁতগুলো দেখা গেলো। "আমাদের কাছে সব বিষয়ে, সবজায়গাতেই এক্সপার্ট রয়েছে, ক্লারিস। ডাক্তার চিলটন বলেছে স্যামি-সে ওখানেই আছে-একজন হেবেফ্রেনিক সিজয়েড এবং সেটা নিরাময়ের অযোগ্য। সে স্যামিকে মিগের পুরনো সেলে রেখেছে, কারণ সে মনে করে স্যামি বাই বাই বলেছে। আপনি কি জানেন হেবেফ্রেনিকরা সাধারণত কীরকম হয় ? ঘাবড়াবেন না, সে আপনার কথা শুনতে পাবে না।"

"তাদেরকে ট্রিট করাটা সবচাইতে কঠিন কাজ," স্টার্লিং বললো। "সাধারণত তারা টার্মিনাল উইথড্রয়াল এবং ব্যক্তিত্ব-বিশ্লিষ্ট অবস্থায় পতিত হয়।"

ডক্টর লেকটার তার কাগজের শিট থেকে কিছু একটা নিয়ে খাবারের ট্রে পাঠানোর স্লাইডিং দিয়ে স্টার্লিংয়ের কাছে সেটা পাঠালো। সে ওটা নিয়ে নিলো।

"এইতো গতকালই আমি রাতের খাবারে মধ্য দিয়ে এটা পাঠিয়েছে," সে বললো।

কাগজের ওপর ক্রেয়ন দিয়ে এলোমেলোভাবে, জড়িয়ে জড়িয়ে কিছু লিখেছে।

স্টার্লিং পড়লো :

আমি যিশুর কাছে যেতে চাই
আমি খৃস্টের কাছে যতে চাই
আমি যিশুর কাছে যেতে পারবো
যদি আমি সত্যি ভালো আচরণ করি
স্যামি

স্টার্লিং ডান পাশে ঘুরে পেছনের দিকে তাকালো। স্যামি তার সেলের দেয়ালে হেলান দিয়ে উদাসভাবে ব'সে আছে। তার মাথাটা বারের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

"আপনি কি জোরে জোরে এটা পড়বেন? সে আপনার কথা শুনতে পাবে না।"

স্টার্লিং পড়তে শুরু করলো। "আমি যিশুর কাছে যেতে চাই, আমি খৃস্টের

কাছে যেতে চাই, আমি যিশুর সঙ্গে যেতে পারবো, যদি আমি সত্যি ভালো আচরণ করি।"

"না, না। আরেকটু দৃঢ়ভাবে, কণ্ঠে একটু উত্তাপ নিয়ে। মিটারটা একেকরকম হলেও আবেগের তীব্রতা একই রকম থাকবে।" লেকটার একটা ছন্দে আল্‌তো ক'রে হাততালি দিলো। "দেখেছেন। 'আমি যিশুর কাছে যেতে চাই, আমি খৃস্টের কাছে যেতে চাই।"

"বুঝেছি," স্টার্লিং বললো, কাগজটা আবার স্লাইডিং ট্রে দিয়ে ফিরিয়ে দিলো।

"না, আপনি কিছুই বোঝেননি।" ডক্টর লেকটার তার পা দুটো ভাঁজ ক'রে ব'সে পড়লো, সে দুলতে লাগলো, সেই সাথে তালি দিতে দিতে যন্ত্রের মতো কণ্ঠে বললো, "আমি যিশুর কাছে যেতে চাই–"

স্যামির কণ্ঠটা আচম্‌কা গর্জন ক'রে উঠলো, যেনো কোন লিওপার্ড গর্জন করছে, সেটা আবার কোন চেঁচামেচি করা বানরের শব্দের চেয়েও জোড়ালো, স্যামি উঠে এসে বারের সাথে তার মুখটা ধাক্কা মারতে লাগলো। দু'পাশের দুটো শিক ধ'রে মাথাটা বের করার চেষ্টা করলো :

"আমি যিশুর কাছে যেতে চাই
আমি খৃষ্টের কাছে যেতে চাই
আমি যিশুর সাথে যেতে পারবো যদি সত্যি আমি ভালো আচরণ করি।"

নিরবতা নেমে এলো। স্টার্লিং বুঝতে পারলো সে দাঁড়িয়ে গেছে, আর তার চেয়ারটা মাটিতে পড়ে আছে। তার কোল থেকে কাগজগুলো মাটিতে পড়ে গেছে।

"প্লিজ," ডক্টর লেকটার বললো, ঋজু আর অভিজাত ভঙ্গীতে, একজন নর্তকের মতো। আবার তাকে বসতে বললো। সে তার হাতের ওপর থুতনীটা রেখে খুব সহজভাবে ব'সে পড়লো নিজের আসনে। "আপনি কিছুই বোঝেননি, সে কথাটা আবারো বললো। "স্যামি খুবই ধার্মিক। সে কেবল হতাশ হয়েছে, কারণ যিশু খুব দেরি করছে। আমি কি ক্লারিসকে বলবো তুমি এখানে কেন, স্যামি?"

স্যামি তার নিজের মুখের চোয়ালটা ধরে ওটার নড়াচড়া বন্ধ ক'রে দিলো।

"প্লিজ?" ডক্টর লেকটার বললো।

"আহ্," স্যামি তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে বললো।

"স্যামি তার মায়ের মাথাটা ক্রনের হাইওয়ের ব্যাপস্টিক চার্চের কালেকশন প্লেটে রেখে দিয়েছিলো। তারা গান গাইছিলো, "তোমার সেরাটাই প্রভুকে দাও' আর দেয়ার মতো তার কাছে চমৎকার জিনিসই ছিলো।" লেকটার স্টার্লিংয়ের কাঁধের পেছনের দিকে উদ্দেশ্য ক'রে বললো, "ধন্যবাদ, স্যামি তোমাকে। একেবারে ঠিক আছে। টেলিভিশনটা দেখো।"

লম্বা লোকটা মাটিতে শান্ত হয়ে ব'সে পড়লো, ঠিক আগের মতোই। টেলিভিশনের ছবি তার চোখে মণিতে প্রতিফলিত হলো। তার চোখে অশ্রু আর

মুখে থুথু গড়িয়ে পড়ছে।

"এবার। দেখেন আপনি যদি তার সমস্যাতে নিজেকে নিয়োজিত করেন, তবে সম্ভবত আমি আপনার বেলায় আমাকে নিয়োজিত করবো। টাকার বদলে টাকা। সে শুনছেন না।"

স্টার্লিংকে ব'সে যেতে হলো। "পংক্তিটাতে 'যিশুর কাছে যাবো' বদল ক'রে 'খৃস্টের সাথে যাবো' করা হয়েছে," সে বললো। "এটা হলো যৌক্তিক অনুক্রম: যাচ্ছি, পৌছাচ্ছি , সাথে যাচ্ছি।"

"হ্যা। এটা একটা একরৈখিক ধারাক্রম। আমি খুব খুশি যে সে জানে 'যিশু' আর 'খৃস্ট' হলো একই জিনিস। এটাই হলো তার উন্নতি। ঈশ্বরের মাতার ধারণাটি হলো ত্রিতত্ত্ববাদী, যা সমন্বয় করা খুব কঠিন। বিশেষ ক'রে স্যামির পক্ষে। সে আসলে ক'জন লোক সে নিজে সে ব্যাপারটা জানে না। এলড্রিচ ক্লিভার একের ভেতর তিন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আর আমরা সেটা খুব কার্যকরী হিসেবেই পেয়ে থাকি।"

"সে তার আচরণ আর লক্ষ্যের মধ্যে সাময়িক সম্পর্ক দেখে থাকে, এটাই চিন্তা ভাবনার গঠন করে," স্টার্লিং বললো। "এটা হলো কবিতার অন্তমিলের অবস্থা। সে স্থূল বুদ্ধির লোক নয়–সে কাঁদছে। আপনি বিশ্বাস করেন যে একজন ক্যাটাটোনিক সিজয়েড?"

"হ্যা। আপনি কি তার ঘামের গন্ধ পান? এই অদ্ভুত ছাগলজাতীয় গন্ধটা হলো ট্রান্স-৩-মিথাইল-২ হেক্সোনোয়িক এসিড। মনে করতে পেরেছেন, এটা এটা হলো সিজোফ্রেনিয়ার গন্ধ।"

"আপনি বিশ্বাস করেন তাকে সারিয়ে তোলা যাবে?"

"বিশেষ ক'রে এখন, যখন সে অচৈতন্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার গাল দুটো কী চক্‌চক্‌ই না করছে।"

"ডক্টর লেকটার, আপনি বাফেলো বিলকে একজন স্যাডিস্ট বা মর্ষকামী কেন বলছেন না?"

"কারণ সংবাদপত্রে রিপোর্ট করা হয়েছে লাশগুলোর হাতে বন্ধনীর দাগ আছে পায়ের এ্যাঙ্কেলে নেই। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কারো পায়ে কি আপনি দাগ দেখেছেন?"

"না।"

"ক্লারিস, বিনোদনের জন্য চামড়া ছড়াতে গেলে শিকারকে সবসময়ই উল্টো ক'রে ঝোলানো হয়, যাতে ক'রে মাথা আর বুকে প্রেসার বা চাপ দীর্ঘক্ষণ ধরে থাকে আর ব্যক্তিও যাতে অচেতন না হয়ে যায়। সেটা কি আপনি জানেন না?"

"না।"

"আপনি ওয়াশিংটনে ফিরে গেলে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে যাবেন

এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে পাঠাবার আগেই তিতিয়ানের *ফ্লেইং অব মারসিয়াস* পেইন্টিংটা দেখবেন। ডিটেইলের জন্য তিতিয়ান চমৎকার।"

"ডক্টর লেকটার, আমাদের এখানে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে আর কিছু আকস্মিক সুযোগেরও সৃষ্টি হয়েছে।"

"কার জন্যে?"

"আপনার জন্যে, অবশ্য আমরা যদি এই মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারি। আপনি কি সিনেটর মার্টিনকে টিভিতে দেখেছেন?"

"হ্যা, খবরটা আমি দেখেছি।"

"বক্তব্যটা সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?"

"বিভ্রান্তিকর কিন্তু ক্ষতিকর নয়।"

"তিনি খুব শক্তিশালী সিনেটর, আর খুব দৃঢ়চেতাও।"

"আচ্ছা।"

"আমার ধারণা আপনার অর্ন্তদৃষ্টি খুব অসাধারণ। সিনেটর মার্টিন ইঙ্গিত করেছেন আপনি যদি ক্যাথারিন বেকার মার্টিনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে সাহায্য করেন তবে তিনি আপনাকে কোন ফেডারেল ইনস্টিটিউশনের বদলি করিয়ে দেবেন, আর সেখানে আপনি দৃশ্য দেখারও সুযোগ পাবেন। আপনাকে আগত রোগীর মনোঃসমীক্ষা এবং মূল্যায়নের ওপর লিখতেও দেয়া হবে–এক ধরণের কাজ বলতে পারেন। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থাতে কোন ছাড় দেয়া হবে না।"

"আমি এটা বিশ্বাস করি না, ক্লারিস।"

"আপনার বিশ্বাস করা উচিত।"

"ওহ্, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষের আচরণের অনেক বিষয়ই আছে যা আপনি জানেন না, যতোটা জানেন চামড়া ছোলানোর ব্যাপারে। আপনি কি বলছেন যে ইউনাইটেড স্টেটের একজন সিনেটরের আপনি একজন অদ্ভুত পছন্দের দূত?"

"আমি আপনার পছন্দের, ডক্টর লেকটার। আপনি আমার সাথে কথা বলেন। এখন কি আপনি অন্য কাউকে পছন্দ করছেন? অথবা আপনি হয়তো মনে করেন না যে আপনি সাহায্য করতে পারবেন।"

"এটা একই সাথে ধৃষ্টতা এবং মিথ্যা, ক্লারিস। আমি বিশ্বাস করি না জ্যাক ক্রফোর্ড আমাকে কোন ধরণের ছাড় অথবা সান্ত্বনা দেবে...সম্ভাব্য আমি আপনাকে একটা বিষয় বলতে পারি যা আপনি সিনেটরকে বলতে পারেন, কিন্তু আমি খুব শক্তভাবে সিওডি পরিচালনা ক'রে থাকি। হয়তো আমি আপনার সম্পর্কে একটা তথ্য নিয়ে দেন দরবার করতে পারি। হ্যা অথবা না?"

"প্রশ্নটা আগে শোনা যাক।"

"হ্যা অথবা না? ক্যাথারিন অপেক্ষা করছে, তাই না? অনুপ্রেরণার কথা শুনছে?

সে আপনাকে কি জিজ্ঞেস করবে ব'লে আপনার ধারণা?"

"প্রশ্নটা শোনা যাক।"

"আপনার শৈশবের সবচাইতে বাজে স্মৃতি কোন্‌টা?"

স্টার্লিং গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো।

"এটার চেয়ে আরেকটু দ্রুত নিন," ডক্টর লেকটার বললো। "আমি আপনার সবচাইতে বাজে *আবিষ্কারের* কথা শোনার ব্যাপারে আগ্রহী নই।"

"আমার বাবার মৃত্যু," স্টার্লিং বললো।

"আমাকে বলুন।"

"তিনি টাউন মার্শাল ছিলেন। এক রাতে তিনি একটা ড্রাগস্টোর থেকে দু'জন নেশাখোর ছিচ্‌কে চোরকে বের হতে দেখে অবাক হলেন। তিনি তার গাড়ি থেকে শর্ট সাক্‌ড পাম্প শট গানটা নেবার জন্য যেতে থাকলে তারা তাকে গুলি করে।"

"শর্ট সাক্‌ড?"

"তিনি স্লাইডওয়ালাটা দিয়ে ভালোভাবে কাজ করতে পারতেন না। সেটা ছিলো পুরাতন পাম্প-বন্দুক, একটা রেমিংটন ৮৭০, গুলিটা চেম্বারেই আঁটকে থাকে। যখন এটা ঘটে তখন গুলি করা যায় না। আপনাকে সেটা নামিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আমার মনে হয় বের হবার জন্য তিনি স্লাইডটা দিয়ে দরজায় আঘাত করেছিলেন।"

"তিনি কি সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছিলেন?"

"না। তিনি খুব শক্তিশালী ছিলেন। তিনি আরো একমাস বেঁচে ছিলেন।

"আপনি কি তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন?"

"ডক্টর লেকটার–হ্যা।"

"হাসপাতালের কথা আমাকে বিস্তারিত বলুন।"

স্টার্লিং চোখ দুটো বন্ধ করলো। "একজন প্রতিবেশী এসেছিলো, বৃদ্ধ এক মহিলা, চিরকুমারী, সে তাঁর শেষকালে "থানাটপসিস' প'ড়ে শুনিয়েছিলো। মনে হয় এটাই সে বলেছিলো। এই।"

"হ্যা। আপনি খুব খোলামেলাভাবেই বলেছেন, ক্লারিস। আমি সবসময়ই জানি। আমার মনে হয় আপনাকে একটু, মানে আপনার ব্যক্তি জীবনটা সম্পর্কে একটু জানি।"

"টাকার বদলে টাকা।"

"বেঁচে থাকতে, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মেয়েটা কি শারিরীকভাবে খুব আকর্ষণীয় ছিলো, আপনি কি মনে করেন?"

"সে খুব বাড়ন্ত শরীরের ছিলো।"

"আনুগত্য দিয়ে আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

"সে খুব মোটাসোটা ছিলো।"

"বিশাল?"

"হ্যা।"

"বুকে গুলি লেগেছিলো।"

"হ্যা।"

"বুকটা সমতল ছিলো, আমার ধারণা।"

"তার আকারের সঙ্গে তুলনা করলে, হ্যা।"

"নিতম্বের দিকে বেশি ভারি।"

"হ্যা, তাই।"

"আর কি?"

"তার মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা কীট ঢোকানো ছিলো–এটা পাবলিককে জানানো হয়নি।"

"ক্লারিস, আমি আপনাকে বলবো বাফেলো বিল ক্যাথারিন মার্টিন বেকার-এর জন্য কি চায়, তারপর বিদায়। বর্তমান মেয়াদে এটা আমার শেষ কথা। আপনি সিনেটরকে বলতে পারেন, বিল ক্যাথারিনের কী করতে চায়, সিনেটর আরো মজার প্রস্তাব দেবে তবে, আমাকে...অথবা সে তার মেয়ের ভেসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। আর সে দেখবে আমি ঠিকই বলেছি।"

"সে তাকে কি করতে চায়, ডক্টর লেকটার?"

"সে একটা স্তনবৃন্তসহ বক্ষ চায়," ডক্টর লেকটার বললো।

অধ্যায় ২৩

ক্যাথারিন বেকার মার্টিন মাটির নিচের ঘরটার সতেরো ফুট নিচে শুয়ে আছে। অন্ধকারটা তার নিঃশ্বাসের শব্দে, হৃদযন্ত্রের স্পন্দনে সরব হয়ে উঠেছে। তার বুকের মধ্যে কখনও কখনও এই ভয়টা জেঁকে বসেছে যেনো কোন ফাঁদপাতা লোক শেয়ালকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করবে। কখনও কখনও সে ভাবছে : সে জানে সে অপহৃত হয়েছে, কিন্তু সে জানে না কে তাকে অপহরণ করেছে। সে জানে সে ঘন অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছে না, সে তার চোখের পাতা ফেলার শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে। প্রচণ্ড মাথা ঝিম্‌ঝিমানিটা চলে গেছে এখন, সে জানে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস রয়েছে। আঁচ করতে পারছে তার শরীরের অবস্থানটি।

যেখানে সে প'ড়ে আছে সেই সিমেন্টের ফ্লোরে আছড়ে পড়ার জন্য তার কাঁধ, নিতম্ব এবং হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে। তার বাম হাতের অনামিকার ব্যথাটা বেশি তীব্র হচ্ছে। সে জানে সেটা ভেঙে গেছে।

তার পরনে রয়েছে তোষকের মতো মোটা জম্প সুট যা তার কাছে অচেনা ব'লে মনে হচ্ছে। এটা থেকে পরিস্কার আর নতুন কাপড়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফ্লোরটাও পরিস্কার, কেবল তার অপহরণকারীর ফেলে দেয়া কিছু মুরগীর মাংসের হাড়গোড় আর শাকসব্জির অবশিষ্ট প'ড়ে আছে সেখানে, এই গর্তেই ওগুলো ফেলে দেয়া হয়েছে। সেখানে এছাড়া আর যে জিনিসটা রয়েছে তা হলো প্লাস্টিকের একটা বালতি, যার হাতল একটা পাতলা দড়ি দিয়ে বাঁধা, আর দড়িটা কুয়ার উপরে চলে গেছে, যেখানের নাগাল তার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ক্যাথারিন মার্টিন নড়াচড়া করার জন্য মুক্তই আছে, কিন্তু যাওয়ার মতো কোন জায়গা তার নেই। যে ফ্লোরে সে প'ড়ে আছে সেটা ডিম্বাকৃতির, প্রায় আট বাই দশ ফুটের মতো হবে, মাঝখানে একটা ছোট ড্রেন রয়েছে। মসৃণ সিমেন্টের দেয়াল ঢালু হয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে।

উপর থেকে শব্দ আসছে নাকি সেটা তার হৃদস্পন্দন? উপর থেকেই আসছে। পরিস্কার শব্দ আসছে তার মাথার ওপর থেকে। যেখানে সে বন্দী হয়ে আছে, সেই

জায়গাটা বাড়ির রান্না ঘরের ঠিক নিচে। রান্না ঘরের ফ্লোর থেকে পায়ের শব্দ, পানি গড়িয়ে যাবার শব্দ আসছে। কুকুরের খামচানোর শব্দও আসছে। বেসমেন্টে বাতি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে কুয়ার খোলা মুখটা দিয়ে হলুদ আলো এসে পড়লো। তারপর তীব্র আলো কুয়ার গর্তের মধ্যে নিক্ষেপিত হলো। এবার সে উঠে ব'সে চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, চোখ কচ্‌লে উপরের দিকে তাকালো। কুয়ার ঠিক উপরে একটা ফ্লাড লাইট জ্বলছে। সেটা বেসমেন্টের ছাদ থেকে তার দিয়ে ঝোলানো আছে।

হঠাৎ করেই বালতিটা নড়তে শুরু করলো। উপর থেকে সেটার সাথে বাঁধা দঁড়িটা টেনে বালতিটা তুলতে শুরু করেছে কেউ। সে তার ভয়টা দূর করার জন্য বেশি করে বুক ভ'রে বাতাস নিয়ে নিলো। কথা বলতে সক্ষম হলো সে।

"আমার পরিবার টাকা দেবে," সে বললা। "নগদ। আমার মা এটা এক্ষুণি দিতে পারবে, কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। এটা তার ব্যক্তিগত–ওহ!" তার মুখের ওপর একটা ছায়া নেমে এলো, একটা তোয়ালে সেটা। "এটা তার ব্যক্তিগত ফোন নাম্বার। ২০২–"

"ধোয়ামোছা ক'রে নাও।"

ঠিক একই রকম অপার্থিব কণ্ঠ সেটা যেমনটি সে শুনেছিলো কুকুরটার সাথে কথা বলতে।

আরেকটা বালতি দঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দেয়া হলো। সে গন্ধ পেলো উষ্ণ, ফেনিল পানির।

"এটা নিয়ে গোসল ক'রে নাও, সারা শরীর, তানা হলে হোস পাইপ দিয়ে গোসলের পানি এই গর্তে ফেলা হবে।" কণ্ঠটা একটু মিইয়ে গেলো, পাশে থাকা কুকুরটার উদ্দেশ্যে কথা বলতে লাগলো এখন। "হ্যা, হোস পাইপই দেবো, তাই না, ডার্লিং, হ্যা, সেটাই দেবো।"

ক্যাথারিন মার্টিন বেসমেন্টের ওপর পায়ের আওয়াজ আর কুকুরের আঁচর শুনতে পেলো। বাতিটা জ্বলে ওঠার পর তার চোখে যে ডাবল-ভিশন তৈরি হয়েছিলো সেটা এখন কেটে গেছে। সে দেখতে পাচ্ছে। ওপরের ছাদ থেকে ঝোলানো ফ্লাডলাইটটা এখান থেকে কতো উঁচুতে আছে? সে কি তার জাম্পসুট দিয়ে সেটা ছুঁতে পারবে, তোয়ালে দিয়ে আঁটকাতে পারবে বাতির কর্ডটা? কিছু একটা করো। দেয়ালগুলো খুবই মসৃন, যেনো একটা বিশাল মসৃণ টিউব সেটা।

তার থেকে এক ফুট উঁচুতে সিমেন্টের মধ্যে একটা ফাঁটল দেখতে পেলো সে, সেটার মধ্যে পা আঁটকে দিয়ে উপরে ওঠা যেতে পারে। সে বালতির দড়িটাতে তোয়ালেটা বেঁধে নিলো, দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফাঁটলটা পর্যন্ত পৌছানোর চেষ্টা করলো। তার হাতের নখ দিয়ে ফাঁটলটা খামচে ধরে ওপরের জ্বলে থাকা বাতিটার দিকে তাকালো। তীব্র আলোতে চোখ কুচ্‌কে গেলো। এটা একটা শেডসহ

ফ্লাডলাইট, কুয়ার মুখ থেকে মাত্র এক ফুট উঁচুতে ঝুলে রয়েছে। তার মানে তার তুলে ধরা হাত থেকেও দশ ফুট উঁচুতে সেটা। ঠিক সেই সময়েই সে আসতে লাগলো, এটা বুঝতে পেরে সে সাবধানে নেমে গেলো। কিছু একটা তার মুখের পাশ দিয়ে ওপর থেকে পড়লো।

হোস পাইপ দিয়ে ঠাণ্ডা বরফের পানি একটু ছিটিয়ে দেয়া হলো তার ওপর, এটা একটা হুমকী।

"গোসল ক'রে নাও। সারা শরীর।"

বালতির পানির মধ্যে গোসলের কাপড় ভাসছে, সেই সাথে খুব দামি বিদেশী স্কিন ক্রিম।

সে গোসল করলো, হাত-পা মুখ ধুয়ে নিলো, স্তনের বৃন্তও। উষ্ণ পানির বালতির পাশে বসেই গোসল কর্মটি সেরে নিলো। যতোটা সম্ভব দেয়ালের পাশ ঘেষে সে বসলো।

"পানি মুছবে না, ক্রিমটা সারা শরীরে মাখো। সারা শরীরে।"

গোসলের পানিতে থাকার কারণে ক্রিমটা একটু উষ্ণ হয়ে গেছে। এটার মায়েশ্চারের কারণে জাম্পসুটটাকে শরীরের সাথে সেঁটে থাকলো।

"এবার লিটারটা নিয়ে ফ্লোরটা ধুয়ে ফেলো।"

সে কথামতো তাই করলো। মুরগীর হাড়গোড় জড়ো ক'রে সেগুলো সে বালতিতে রেখে দিলো। কুয়ার দেয়ালে তেলতেলে একটা ছোট্ট জায়গায় ঘষলো। দেয়ালে অন্য কিছু আছে দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা দেয়ালের ফাঁটলে আঁটকে রয়েছে। এটা মানুষের আঙুলের নখ, পলিশ করা একটা ভাঙা নখ।

বালতিটা টেনে উপরে তোলা হলো।

"আমার মা টাকা দেবে," ক্যাথারিন মার্টিন বললো। "কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে না। সে আপনাকে যথেষ্ট পরিমানে দিতে পারবে, আপনি তা দিয়ে বেশ ধনী হতে পারবেন। এটা যদি ইরান অথবা ফিলিস্তিন কিংবা ব্ল্যাক লিবারেশনের কারণেও হয়ে থাকে, সে টাকা দেবে। আপনাকে যা করতে হবে-"

বাতিটা নিভে গেলো। আচমকা। একেবারে নিখুঁত অন্ধকার আবার।

সে তীব্র আর্ত চিৎকার দিলো, "আহ্-হ-হ হ!" বালতিটা কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়া হলো আবার। সে ব'সে পড়লো, তার মাথায় চিন্তা-ভাবনাসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করতে শুরু করলো। এখন সে বুঝতে পারছে তার অপহরণকারী একা, একজন শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। সে মনে করার চেষ্টা করলো লোকটা কী রকম হতে পারে, কি রঙের, অথবা তারা সংখ্যায় কয়জন। মাথায় আঘাতটা পড়ার আগে গাড়ি পার্কিং-লটের স্মৃতিটা মারাত্মক আঘাতের কারণে একেবারেই মুছে গিয়েছিলো।

সে আশা করলো লোকটা বিশ্বাস করে সে তাকে নিরাপদে যেতে দেবে। তার মাথাটা কাজ করছে, কাজ করছে। আর শেষ পর্যন্ত খুব ভালো মতোই কাজ করতে

শুরু করলো :

ভাঙা নখটা, তার মানে এখানে অন্য কেউ ছিলো। একজন মহিলা অথবা তরুণী এখানে ছিলো। সে এখন কোথায়? মেয়েটাকে সে কি করেছে?

প্রচণ্ডভাবে ভড়কে যাওয়া এবং ঘোরের মধ্যে থাকলেও সে কিছুটা বুঝতে পারলো। স্কিন ক্রিমটাই তাকে বুঝতে সাহায্য করলো। চামড়া। সে জানে কে তাকে ধ'রে এনেছে এখানে। কথাটা বুঝতে পেরেই সে ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো, বিরামহীনভাবে। দেয়াল খাম্‌চে উপরে উঠতে চাইলো। আর মুখে, হাতে আর চেহারায় উষ্ণ আর নোনা কিছু টের পাবার আগ পর্যন্ত সে চিৎকার করেই গেলো। তার হাতে শুকনো কিছু লেগেছে। শরীরটা কুয়ার মাটিতে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেলো। দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরলো সে।

অধ্যায় ২৪

ক্লারিস স্টার্লিং আরদার্লির আধো আলোর লাউঞ্জের ফোন থেকে ভ্যানে ফোন করলো।

"ক্রফোর্ড।"

"ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি ওয়ার্ডের বাইরে পে-ফোন থেকে ফোন করছি আমি," স্টার্লিং বললো। "ডক্টর লেকটার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় পাওয়া কীটটা প্রজাপতি কিনা। তিনি বিস্তারিত বলবেন না। তিনি বলেছেন বাফেলো বিলের ক্যাথারিন মার্টিনের দরকার রয়েছে কারণ, আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 'সে স্তনবৃন্তসহ একটা বক্ষ চায়'। ডক্টর লেকটার বিনিময় করতে চায়। তিনি সিনেটরের কাছ থেকে 'আরো বেশি কৌতুহলোদ্দীপক' প্রস্তাব চাচ্ছেন।"

"সে কি বুঝে গেছে?"

"হ্যা।"

"আপনি কি মনে করেন, কতো জলদি সে আবার কথা বলবে?"

"আমার মনে হয়, তিনি সেটা আগামী কিছুদিনের মধ্যেই করতে চান, কিন্তু আমি সেটা আজই চাচ্ছি, এক্ষুণি, যদি সিনেটরের কাছ থেকে আমি জরুরি ভিত্তিতে কোন প্রস্তাব পাই।"

"জরুরি ঠিকই আছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার মেয়েটার একটা আইডি আমরা পেয়েছি, স্টার্লিং। এক নিখোঁজ ব্যক্তির আঙুলের ছাপ কার্ড থেকে, ডেট্রয়েট রেঞ্জের আইডি সেক্শনে। আধঘন্টা আগে। কিম্বার্লি জেইন এমবার্গ, বাইশ বছর বয়স, ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ থেকে নিখোঁজ, ডেট্রয়েট থেকেই। আমরা তার প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলছি কেউ ঘটনাটা দেখেছে কিনা, কিংবা শেষবার তার সাথে কেউ ছিলো কিনা। চার্লটস্‌ভিলের মেডিক্যাল এক্সামিনার বলেছে মেয়েটা ফেব্রুয়ারির এগারো তারিখের আগে মারা যায়নি, সম্ভবত দশ তারিখের আগের দিন মারা গেছে।"

"সে মেয়েটাকে মাত্র তিন দিন জীবিত রেখেছিলো," স্টার্লিং বললো।

"সে সময় কমিয়ে ফেলছে ক্রমাগত। আমার মনে হয় না এতে কেউ অবাক হবে।" ক্রফোর্ডের কণ্ঠটা নির্লিপ্ত শোনালো। "সে ক্যাথারিন মার্টিনকে ছাব্বিশ ঘণ্টা আগে ধরেছে। আমার মনে হয় লেকটার যদি সাহায্য করে তবে সেটা আপনার সাথে তার একটু পরেই কথা বলতে হবে। সেটাই ভালো হয়। আমি বাল্টিমোর ফিল্ড অফিসে যাচ্ছি, ভ্যান আপনার সঙ্গে যোগাযোগে রাখবে। হাসপাতাল থেকে দুই ব্লক দূরে হোজো'তে আমার একটা রুম আছে, যদি পরবর্তীতে আপনার একটু বিশ্রামের দরকার হয় সেটা ব্যবহার করতে পারবেন।"

"তিনি খুব ধূর্ত, মি: ক্রফোর্ড, সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আপনি তার কোন ভালো কিছু হতে দেবেন। বাফেলো বিলের সম্পর্কে সে আমাকে যা বলেছে, সেটা আমার ব্যক্তিগত তথ্যের বিনিময়েই বলেছে। আমার মনে হয় না তার প্রশ্নের সাথে আমাদের কেসের কোন সম্পর্ক রয়েছে...আপনি কি প্রশ্নগুলো শুনতে চান?"

"না।"

"এজন্যেই আপনি আমার শরীরে টেপরেকর্ডার কিংবা ওয়্যার লাগিয়ে দেননি, তাইনা? আপনি ভেবেছেন, আমার জন্যে এটা খুব সহজই হবে। কেউ যদি কিছু শুনতে না পায় তবে আমি তার সাথে খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারবো, তাকে খুশি করতে পারবে।"

"আরেকটা সম্ভাবনাও রয়েছে আপনার জন্যে: আপনার বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে যদি আমার আস্থা থাকে তবে কি হবে, স্টার্লিং? আমি যদি ভেবে থাকি আপনি আমার সেরা অস্ত্র, তবে? তবে কি আমি আপনার সঙ্গে ওয়্যার লাগিয়ে দিতাম?"

"না, স্যার।" *আপনি এজেন্টদের সামলানোর ব্যাপারে বিখ্যাত, মি: ক্রফিশ?* "ডক্টর লেকটারকে আমরা কি প্রস্তাব করবো?"

"কিছু জিনিস আমি আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে। যদি না আপনি একটু বিশ্রাম নিতে না চান।"

"আমি বরং সেটা এক্ষুণিই করবো," স্টার্লিং বললো। "তাদেরকে বলুন আলেনজোকে লাগবে। আলেনজোকে বলুন সেকশন ৮-এর বাইরে করিডোরে তার সাথে আমি দেখা করবো।"

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে," ক্রফোর্ড বললো।

স্টার্লিং আধো অন্ধকার লাউঞ্জটা পেরিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডের দিকে চলে গেলো। ঘরে সেই একমাত্র ঔজ্জ্বল্য।

স্টার্লিং পায়চারী করতে লাগলো। সে শূন্যে হাত ছুড়লো। "আস্তে বাবা, আস্তে," একটু জোরেই বললো। সে এই কথাটা ক্যাথারিন মার্টিনের উদ্দেশ্য বললো, সেই সাথে নিজেকেও। "আমরা এই ঘরের চেয়েও ভালো। আমরা এই শালার আজব জায়গা থেকেও ভালো," সে জোরেই বললো। "সে তোমাকে যেখানে রেখেছে তার চেয়েও আমরা ভালো। আমাকে সাহায্য করো। সাহায্য করো।"

কয়েক মুহূর্ত সে তার প্রয়াত বাবা-মা'র কথা ভাবলো। সে ভাবতে লাগলো তাঁরা তাকে এখন দেখলে লজ্জিত হবে কিনা। উত্তরটা হলো না, তাঁরা তার জন্য লজ্জিত হতেন না।

সে তার মুখটা পানি দিয়ে ধুয়ে হলের ভেতর চলে গেলো।

আরদার্লি আলেনজো করিডোরে ক্রফোর্ডের দেয়া একটা সিল করা প্যাকেজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটার মধ্যে একটা মানচিত্র আর নির্দেশনা রয়েছে। সে করিডোরের বাতিতেই সেটা খুব দ্রুত প'ড়ে নিয়ে একটা বোতাম চাপলো বার্নিকে ডাকার জন্যে, যাতে ক'রে সে আবার ভেতরে যেতে পারে।

অধ্যায় ২৫

ডক্টর লেকটার তার টেবিলে ব'সে একটা চিঠি পড়ছে। স্টার্লিং বুঝতে পারলো তার দিকে না তাকালে সে তার খাঁচার দিকে খুব সহজেই এগিয়ে যেতে পারে।

"ডক্টর।"

সে একটা আঙুল তুলে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলো। পড়াটা শেষ ক'রে সে খুব আমুদে ভঙ্গীতে বসলো, তার ছয় নাম্বার আঙুলটা তার থুতনীর নিচে আর তর্জনীটা নাকের পাশে রাখা। "এ থেকে আপনি কি বুঝবেন?" সে বললো, কাজগুলো খাবার ট্রে দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

এটা ইউএস প্যাটেন্ট অফিসের একটা চিঠি।

"এটা আমার ক্রুশিফিক্সন ঘড়ি," ডক্টর লেকটার বললো, "তারা আমাকে প্যাটেন্ট দেয় নি, কিন্তু চেহারাটার কপিরাইট করার উপদেশ দিয়েছে। এটা দেখুন।" সে খাবার ট্রে-তে ড্রইং আঁকা একটা রুমাল আকারের কাগজ পাঠিয়ে দিলে স্টার্লিংয়ের ওটা হাতে তুলে নিলো। "আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, বেশির ভাগ ক্রুশিফিক্সনে হাতগুলো নির্দেশ করে, ধরুন, সোয়া তিনটা বাজে অথবা দশটা থেকে দুটোর দিকে পা-টা থাকে ছ'টার ঘরে। এই ঘড়ির মুখটা, যিশু ক্রশ অবস্থায় আছে, আপনি দেখেন হাত দুটো ঘুরে ঘুরে সময়ের নির্দেশ করে, ঠিক জনপ্রিয় ডিজনি ঘড়িগুলোর মতো। পা-টা ছ'টার ঘরে এবং ওপরে দ্বিতীয় ছোট্ট একটা হাত ঘুরে মাথার ওপরের বৃত্তটার মধ্যে। আপনি কি মনে করেন?"

এনাটোমিক্যাল স্কেচটার মান খুবই ভালো। মুখটা স্টার্লিংয়ের।

"এটা ঘড়ির আকারে ছোট ক'রে ফেললে ডিটেইলগুলো হারিয়ে যাবে," স্টার্লিং বললো।

"দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি, কিন্তু ঘড়ির কথাটা ভাবুন। আপনি কি মনে করেন প্যাটেন্ট ছাড়া এটা নিরাপদ?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার মনে হয় প্যাটেন্ট কেবলমাত্র অনন্যসাধারণ মেকানিক্যাল যন্ত্রের বেলায় আর আর কপিরাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য।"

"কিন্তু আপনি তো কোন উকিল নন, তাই না? এফবিআই' তে তাদের দরকারও হয় না।"

"আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব রয়েছে," বৃফকেসটা খুলতে খুলতে স্টার্লিং বললো ।

কিন্তু বার্নি আসতে থাকলে সে বৃফকেসটা আবার বন্ধ ক'রে দিলো। সে বার্নির অসাধারণ ধীরস্থিরতাকে ঈর্ষা করলো। তার চোখ সবই পড়তে পারে। সেই দু চোখের পেছনে রয়েছে গ্রহনযোগ্য বুদ্ধিমত্তা।

"একটু দেখি," বার্নি বললো। "আপনার কাছে যদি খুব বেশি কাগজপত্র থাকে তবে এখানে একটা এক হাতাওয়ালা স্কুল ডেস্ক রয়েছে, আপনি কি সেটা ব্যবহার করতে চান?"

স্কুলের দৃশ্যকল্প। হ্যা অথবা না?

"আমরা কি এখন কথা বলবো, ডক্টর লেকটার?"

ডক্টর একটা হাত তুলে তালুটা তার সামনে তুলে ধরলো।

"হ্যা, বার্নি। তোমাকে ধন্যবাদ।"

বেশ নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বার্নি ব'সে পড়লো।

"ডক্টর লেকটার, সিনেটর একটা অভূতপূর্ব প্রস্তাব দিয়েছেন।"

"অভূতপূর্ব কিনা সেটা আমি ঠিক করবো। আপনি কি তার সাথে খুব শীঘ্রই কথা বলবেন?"

"হ্যা। তিনি যেকোন সময়েই কথা বলতে পারবেন, সবকিছুই উজাড় ক'রে দিচ্ছেন তিনি। তাই এটা কোন দামাদামির ব্যাপার নয়। এটাই সবকিছু, দারুণ একটা প্রস্তাব।" সে তার বৃফকেসটার দিকে তাকালো।

নয়টি খুনের আসামী ডক্টর লেকটার তার নাকের নিচে আঙুল দিয়ে একটু চুলকাতে চুলকাতে তাকে দেখলো। তার চোখের পেছনে পরিসমাপ্তিহীন রাতের অন্ধকার।

"আপনি যদি ক্যাথারিন মার্টিনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের জন্যে বাফেলো বিলকে খুঁজে পেতে আমাদেরকে সাহায্য করেন, তবে আপনি এসব জিনিস পাবেন: এই হাসপাতাল থেকে আপনাকে নিউইয়র্কের অনিদা পার্কে স্থানান্তরিত করা হবে। সেখানে আপনি দৃশ্য দেখতে পাবেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবশ্য বর্তমানের মতোই বহাল থাকবে। আপনি সেখানে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক সমীক্ষাও করতে পারবেন। আপনি সেটা একেবারে নিজেই ইচ্ছে মতোই করতে পারবেন। কোন পরিচয় জানানো হবে না। আপনি প্রয়োজনীয় যেকোন বই পাবেন।" স্টার্লিং মুখ তুলে তাকালো।

নিরবতাও এক ধরণের ঠাট্টা হতে পারে।

“সবচাইতে ভালো জিনিসটা হলো, অভূতপূর্ব জিনিসই বলা যায়: বছরে এক সপ্তাহ আপনি হাসপাতাল ছেড়ে এখানে যেতে পারবেন।” সে তাকে দেখাবার জন্য একটা মানচিত্র ফুড ক্যারিয়ারে ঢুকিয়ে দিলো কিন্তু ডক্টর লেকটার সেটা তুলে নিলো না।

“প্লাম আইল্যান্ড,” সে আবার বলতে লাগলো। “সেই এক সপ্তাহে প্রত্যেক বিকেলে আপনি একা একা সাগরতীরে হাটতে অথবা সাঁতরাতে পারবেন, নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবে পচাত্তর গজ দূরে, ধারে কাছে নয়। কিন্তু সেটা হবে SWAT বাহিনী কর্তৃক। এই।”

“আমি যদি প্রত্যাখ্যান করি?”

“হয়তো আপনি সেখানকার কোন ক্যাফেতেও সময় কাটাতে পারবেন। আপনাকে ভড়কে দেবার মতো কিছু আমাদের কাছে নেই, ডক্টর লেকটার। আমার কাছে যা আছে, তা হলো দিনের আলো দেখার জন্য আপনার একটা সুযোগ।”

সে তার দিকে তাকালো না। তার চোখে চোখ রাখতে চাইছে না। এটা কোন সম্মুখ সমর নয়।

“ক্যাথারিন মার্টিন কি আমার কাছে এসে কথা বলবে–কেবলমাত্র তার অপহরণকারী সম্পর্কে–আমি যদি সেটা প্রকাশিত করতে চাই? আমাকে এক্সক্লুসিভ কাহিনীটা বলবে?”

“হ্যা। আপনি সেটাও পাবেন।”

“আপনি সেটা কিভাবে জানলেন? কে দেবে অনুমতি?”

“আমিই তাকে নিয়ে আসবো।”

“যদি সে আসে।”

“আমরা আগে তাকে জিজ্ঞেস করবো, তাই না?”

লেকটার ট্রে-টা টেনে নিলো। “প্লাম আইল্যান্ড।”

“লং আইল্যান্ডের ওপরের দিকে দেখুন, উত্তরে।”

“প্লাস আইল্যান্ড। ‘প্লাস আইল্যান্ড প্রাণী রোগ কেন্দ্র। (ফেডারেল খুরা রোগ এবং গলার রোগ গবেষণাকেন্দ্র)’ এতে বলা আছে। মনে হচ্ছে দারুণ ব্যাপার হবে।”

“এটা কেবল আইল্যান্ডের একটা অংশ মাত্র। ওখানে চমৎকার একটা সৈকত আর কোয়ার্টার রয়েছে। বসন্তকালে সেখানে শঙ্খচিল বাসা বাঁধে।”

“শঙ্খচিল।” ডক্টর লেকটার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে মাথাটা একটু দোলালো, তারপর জিভ দিয়ে তার লাল দু'ঠোঁটের মাঝখানটা স্পর্শ করলো। “আমরা যদি এটা নিয়ে কথা বলি তো আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে। কুইড প্রো কুয়ো। আমি আপনাকে কিছু বলবো, আপনি আমাকে কিছু বলবেন।”

“বলুন,” স্টার্লিং বললো।

সে কিছু বলার আগে তাকে পুরো এক মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। "একটা শুঁয়োপোকা গুটির মধ্যে শূককীট হয়ে ওঠে। তারপর সেটা আবির্ভূত হয়, গুপ্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে সুন্দর একটা পূর্ণ বয়স্ক ইমাগো বা শূককীটে। আপনি কি জানেন পূর্ণবয়স্ক শূককীট বা ইমাগো কি, স্টার্লিং?"

"একটা পূর্ণ বয়স্ক পাখাওয়ালা কীট।"

"কিন্তু, আর কি?"

সে মাথা ঝাঁকালো।

"এটা মনোবিশ্লেষণের মৃত বিদ্যার একটি পদবাচ্য। ইমাগো হলো শৈশবাবস্থায় থেকে বাবা-মায়ের অচেতনে ডুবে যাওয়ার একটি ইমেজ বা ছবি আর চারপাশে শিশুসুলভ আবেগ। শব্দটি এসেছে শেষকৃত্য বহন করা প্রাচীন রোমের উত্তরাধীকারীদের মোমগালা আবক্ষ ছবি থেকে...এমনকি ধীরস্থির ক্রফোর্ডও কীটের গুটির মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু দেখতে পাবে।"

"কীটতত্ত্বের জার্নালের গ্রাহক-তালিকা চেক্ করা ছাড়া কোন কিছুতে পৌছানো যাবে না, ঐ তালিকায় যারা যৌন অপরাধের জন্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বিশেষ ক'রে তাদেরকে আগে চেক্ করতে হবে।"

"প্রথমে, বাফেলো বিলকে বাদ দেয়া যাক। এটা একটা বিভ্রান্তিকর শব্দ, আর আপনি যে ব্যক্তিকে চাচ্ছেন তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সুবিধার্থে আমরা তাকে বিলি ব'লে ডাকবো। আমি ভাবছি আপনাকে সেটার সারমর্ম বলবো। প্রস্তুত আছেন তো?"

"প্রস্তুত আছি।"

"গুটির বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তন। কীট থেকে প্রজাপতি অথবা মথে রূপান্তরিত হওয়া। বিলি মনে করে সে বদলাতে চায়। সে নিজেকে একজন চমৎকার নারীতে বদলে ফেলতে চায়। সে সত্যিকারের মেয়েদের থেকে একটা পোশাক তৈরি করতে চায়। তাই সে বিশালদেহীর শিকার ধরে-তার শরীরের আকারের সাথে যাতে ওটা খাপ খায়। শিকারের সংখ্যাটা ব'লে দেয় সে হয়তো এর মধ্য দিয়ে খোসা ত্যাগ করার ব্যাপারটি দেখতে পায়। সে এটা করে একটা দোতলা বাড়িতে, আপনি কি বুঝতে পারছেন, দোতলা বাড়ি কেন?"

"সে তার শিকারদেরকে কিছুক্ষণের জন্য সিঁড়িতে ঝুলিয়ে রাখে।"

"একদম ঠিক।"

"ডক্টর লেকটার, আমি কখনও লিঙ্গ বদল হওয়া আর হিংস্রতার মধ্যে কোন সম্পর্ক দেখিনি-ট্র্যানসেক্সুয়ালরা অক্রিয় ধরণের হয়, সাধারণত।"

"সত্যি কথা, ক্লারিস। কখনও কখনও আপনি দেখবেন সার্জিক্যাল এডিক্শনের প্রবণতা-কসমেটিক্যালি। ট্র্যানসেক্সুয়ালরা খুব সহজে তৃপ্ত হয় না-কিন্তু সেটা সবার বেলায় প্রযোজ্য। বিলি সত্যিকার অর্থে ট্র্যানসেক্সুয়াল নয়। তাকে ধরার পথে

আপনি খুব কাছাকাছি এসে গেছেন, ক্লারিস, সেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?"

"না, ডক্টর লেকটার।"

"ভালো। তাহলে আপনি আপনার বাবা মারা যাবার পর কী হয়েছিলো সেটা বলতে নিশ্চয় কোন কিছু মনে করবেন না।"

স্টার্লিং স্কুল ডেস্কটার দিকে তাকালো। "আমি আপনার পেপারের প্রশ্নগুলো কল্পনাও করিনি, ক্লারিস।"

"আমার মা আমাদেরকে দু'বছরেরও বেশি সময় আগলে রেখেছিলেন।"

"কি কাজ করতেন তিনি?"

"দিনের বেলায় একটা মোটেলে আয়ার কাজ করতেন, রাতে একটা ক্যাফেতে রান্নার কাজ।"

"তারপর?"

"আমি আমার মা'র চাচাতো ভাই আর তার বৌয়ের কাছে চলে যাই, মন্টানাতে।"

"শুধু আপনি।"

"আমিই সবার বড়।"

"আপনার পরিবারের জন্য আপনার শহর কিছুই করেনি?"

"পাঁচ হাজার ডলারের একটা চেক দিয়েছিলো।"

"মজার তো, কোন ইন্সুরেন্স ছিলো না। ক্লারিস, আপনি বলেছেন আপনার বাবা তাঁর পিক-আপ ভ্যানের দরজাতে শট গানের স্লাইডটা দিয়ে আঘাত করেছিলেন।"

"হ্যা।"

"তাঁর কাছে কি কোন পিস্তল ছিলো না?"

"না।"

"ক্লারিস, তিনি রাতে কাজ করতেন, একটা পিক-আপ ট্রাকে, শুধুমাত্র একটা শটগান সঙ্গে নিয়ে...আমাকে বলুন, তিনি কি তাঁর বেল্টে কোন ঘড়ি রাখতেন? বলুন, তিনি কি সে রকম কিছু রাখতেন, ক্লারিস?"

"হ্যা।"

"তিনি একজন নৈশ প্রহরী ছিলেন, তাই না, ক্লারিস। তিনি কোন মার্শাল ছিলেন না মোটেও। আপনি মিথ্যে বললে আমি জেনে যাবো, বুঝলেন।"

"চাকরীর বিবরণে ছিলো নৈশকালীন মার্শাল।"

"সেটার কি হয়েছিলো?"

"সেটা কোন্‌টা?"

"ঘড়িটা। আপনার বাবা গুলিবিদ্ধ হবার পর সেটার কি হয়েছিলো?"

"আমার সেটা মনে নেই।"

"মনে পড়লে কি আপনি আমাকে সেটা বলবেন?"

"হ্যা। দাঁড়ান, মনে পড়েছে–মেয়র সাহেব হাসপাতালে এসে আমার মাকে ঘড়িটা আর ব্যাজটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।" সে জানতো না যে সে এটা জানে। মেয়র লেইজার সুট এবং নেভি জুতা পরেছিলেন ককসাকার জুতা। "কুইড প্রো কুয়ো ডক্টর লেকটার।"

"আপনি কয়েক সেকেন্ড ভেবে সেটা বানিয়ে বললেন? না, আপনি যদি সেটা বানিয়ে বলতেন তবে সেটা তীক্ষ্ণ হোতো না। আমরা ট্র্যানসেক্সুয়াল নিয়ে কথা বলছি। আপনি বলেছেন হিংস্রতা আর ধ্বংসাত্মক আচরণের সাথে ট্র্যানসেক্সুয়ালের কোন সম্পর্ক পরিসংখ্যানগত দিক থেকে দেখতে পাননি। সত্য। আপনার কি মনে আছে আমরা বলেছিলাম যে ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে প্রকাশিত হয়। বিলি কোন ট্র্যানসেক্সুয়াল নয়, ক্লারিস, কিন্তু সে মনে করে সে তাই, সে এটা হতে চায়। সে অনেক কিছুই হবার চেষ্টা করে, আমার ধারণা।"

"আপনি বলেছিলেন তাকে ধরার আমাদের সবচাইতে কাছাকাছি একটা পথ হলো সেটাই।"

"ট্র্যানসেক্সুয়াল সার্জারির প্রধান তিনটি কেন্দ্র আছে: জন হপকিন্স, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলম্বাস মেডিক্যাল সেন্টার। তাকে যদি তারা ফিরিয়ে দিয়ে থাকে তবে অবাক হবার কিছু থাকবে না।"

"কিসের ভিত্তিতে তারা তাকে ফিরিয়ে দেবে, কিসের জন্যে?"

"আপনি খুব তাড়াহুড়ো করছেন, ক্লারিস। প্রথম কারণ হতে পারে অপরাধের রেকর্ড। এতে ক'রে একজন আবেদনকারী অযোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়, যদি না অপরাধটি অপেক্ষাকৃত নিরীহ, এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত না হয়ে থাকে। যেমন জনসম্মুখে ক্রশড্রেস পরা, মানে মেয়ে হলে ছেলের এবং ছেলে হলে মেয়ের জামা পরা, এরকম কিছু। সে যদি গুরুতর অপরাধ সম্পর্কে সফলভাবে মিথ্যা বলতে পারে, তবে পারসোনালিটি ইনভেনটোরিরা তাকে নিয়ে নেবে।"

"কিভাবে?"

"আপনাকে জানতে হবে তারা কিভাবে জেঁকে ধরে, তাই নয় কি?"

"হ্যা।"

"আপনি ডাক্তার ব্লুমকে কেন জিজ্ঞেস করছেন না?"

"আমি বরং আপনাকেই জিজ্ঞেস করবো।"

"এ থেকে আপনি কি পাবেন, ক্লারিস, একটা প্রোমোশন, একটু উন্নতি? আপনি কি, একজন জি-৯? আজকাল জি-৯'রা কি পেয়ে থাকে?"

"সামনের দরজার একটা চাবি, সেটা একটা দারুণ জিনিস। ডায়াগনস্টিকে সে কিভাবে পার পাবে?"

"মন্টানা শহরটা কেমন লেগেছে আপনার, ক্লারিস?"

"মন্টানা চমৎকার।"

"আপনার মায়ের চাচাতো বোনের স্বামীকে আপনার কেমন লেগেছিলো?"

"আমরা ভিন্ন ধরণের মানুষ ছিলাম।"
"তারা কি রকম ছিলো?"
"কাজ ক'রে ক'রে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো।"
"বাচ্চাকাচ্চা ছিলো?"
"না।"
"আপনি কোথায় থাকতেন?"
"খামারে।"
"ভেড়ার খামারে?"
"ভেড়া এবং ঘোড়ার।"
"কতোদিন ছিলেন সেখানে?"
"সাত মাস।"
"তখন বয়স কতো ছিলো আপনার?"
"দশ।"
"সেখান থেকে কোথায় গিয়েছিলেন?"
"বোজমেনের মার্টিন লুথারের একটি আশ্রমে।"
"সত্যটা বলুন আমাকে।"
"আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলছি।"

"আপনি সত্যের কাছাকাছি আছেন। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন, আমরা এই সপ্তাহটার শেষের দিকে কথা বলতে পারি আবার। আমার নিজে খুব একঘেয়ে লাগছে। নাকি আপনি এখনই কথা বলতে চান?"

"এখনই, ডক্টর লেকটার।"

"ঠিক আছে। একটা বাচ্চামেয়েকে তার মার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মন্টানার খামারে নিয়ে যাওয়া হলো। ভেড়া আর ঘোড়ার খামার। মাকে হারিয়ে জীবজন্তু নিয়ে মেতে উঠলো সে..." ডক্টর লেকটার নিজের হাত মেলে দিয়ে এবার স্টার্লিংকে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

"সেটা খুব দারুণ ছিলো। আমার নিজের একটা ঘর ছিলো, সেটার ফ্লোরে ইনডিয়ান একটা কম্বলও ছিলো। তারা আমাকে ঘোড়ায় চড়তে দিতো-তারা আমাকে ঘোড়াটা রাখতেও দিয়েছিলো-ঘোড়াটা চোখে ভালোমতো দেখতে পেতো না। সবগুলো ঘোড়ারই কী যেনো একটা সমস্যা ছিলো। খোড়া অথবা অসুস্থ। কোন কোনগুলিকে বাচ্চাকাচ্চাদের সাথে লালন পালন করা হতো।"

"তারপর?"

"গোলাঘরে আমি অদ্ভুত কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম সেটা পুরনো কোন হেলমেটের মতো জিনিস হবে। সেটার কাছে গিয়ে দেখি তাতে লেখা আছে 'ডব্লিউ ডব্লিউ গ্রিনারের 'হর্স কিলার'। সেটা এক ধরণের লোহার টুপির মতো, তার ওপরে গুলির চেম্বার ছিলো। দেখে মনে হলো পয়েন্ট ৩২ গুলির।"

"হত্যা করা ঘোড়াগুলোকে কি তারা খামারে ভক্ষণ করতো?"

"হ্যা, তা' তারা করতো।"

"তারা কি খামারেই সেগুলোকে হত্যা করতো।"

"আঠা আর সারের জন্য যেগুলো ব্যবহার করা হোতো সেগুলো খামারেই হত্যা করা হতো। মরে যাবার পর আপনি সেগুলোর ছয়টাকে একটা ট্রাকে স্তুপ ক'রে রাখতে পারবেন। কুকুরের খাবারের জন্য যেটা বাছাই করা হোতো সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা হোতো।"

"যেটার ওপর আপনি চড়তেন?"

"আমরা একসাথেই পালিয়েছিলাম।

"কতো দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন?"

"আমি ততোদূর পর্যন্ত যাচ্ছি যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনি আমার জন্য ডায়াগনস্টিকটার কথা খুলে বলছেন।"

"আপনি কি পুরুষ আবেদনকারীর ট্র্যানসেক্সুয়াল সার্জারির নিয়মকানুনগুলো জানেন?"

"না।"

"যেকোন সেন্টার থেকে আপনি আমার জন্য একটা নিয়ম-প্রণালীর কপি নিয়ে আসলে সাহায্যে আসতো। কিন্তু শুরুর করার জন্য বলি : টেস্টের মধ্যে সাধারণত ওয়েচস্লার এডাল্ট ইন্টেলিজেন্স স্কেল, হাউস-ট্রি-পারসন, রসচার্চ, সেল্‌ফ কনসেপ্টের ড্রইং, থেমাটিক এপারসেপশন, এমএমপিআই, এবং আরো অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকে–আমার মনে হয়, জেনফিন্‌স, সেই এনওয়াইইউ'টা উন্নত করেছে। আপনার দরকার এমন কিছু যাতে খুব দ্রুত দেখতে পারেন, তাই না? তাই না, ক্লারিস?"

"সেটা হলে ভালোই হয়, দ্রুত কোন কিছু।"

"চলুন দেখা যাক...আমাদের হাইপোথিসিস হলো আমরা এক জন পুরুষকে খুঁজছি যে সত্যিকার ট্র্যানসেক্সুয়াল হবার প্রক্রিয়ায় ভিন্নভিন্নভাবে পরীক্ষা করবে। ঠিক আছে–হাউস-ট্রি-পারসনে, দেখা হয় এমন কাউকে যে প্রথমে কোন নারীমূর্তি আঁকতে পারে না। পুরুষ ট্র্যানসেক্সুয়ালরা প্রায় সবসময়ই প্রথমে নারী এঁকে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের আঁকা নারী চিত্রের প্রতি অনুরক্ত ভাব প্রদর্শন করে। তাদের পুরুষ ফিগারগুলো একেবারেই সচরাচর হয়ে থাকে বা স্টেরিওটাইপ ধরণের হয়। এখানে কিছু ব্যতিক্রম আছে, যেখানে কেউ কেউ মিঃ আমেরিকাকে এঁকে থাকে–কিন্তু এর মাঝখানে খুব বেশি নেই।

"একটা বাড়ির ড্রইং দেখুন বাইরে কোন শিশুর দোলনা নেই, কোন পর্দা নেই, আঙিনায় কোন ফুলও নেই।

"সত্যিকারের ট্র্যানসেক্সুয়াল পাবেন দু'ধরণের গাছের মধ্যে–কোপিয়াস উইলোস এবং কাস্ট্রেশন থিম। যে গাছটার কোনা বা কাগজের কোনা অথবা

ড্রইংয়ের কোনা কাটা, নপুংশক ইমেজ, এগুলো হলো সত্যিকারের ট্র্যানসেক্সুয়াল ড্রইংয়ে থাকে। ফুলেল এবং ফলবতী বৃক্ষমূল, এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এসব জিনিস আপনার দেখা মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকের আঁকা ভীতিকর, মৃত, কাটাছেঁড়া গাছের মতো নয়। বিলির গাছগুলো ভীতিকর হবে। আমি কি খুব দ্রুত এগোচ্ছি?"

"না, ডক্টর লেকটার।"

"তার নিজের আঁকা কিছুতে, একজন ট্র্যানসেক্সুয়াল প্রায় কখনই নিজেকে নগ্ন ক'রে আঁকবেন না। প্যারানয়েডের কল্পনায় বিভ্রান্ত হবেন না–ট্র্যানসেক্সুয়াল ব্যক্তির বেলায় ক্রশ ড্রেস পরাটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের বাজে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। আমি কি সারসংক্ষেপ করবো?"

"হ্যা, আমি এটার সারসংক্ষেপ চাই।"

"আপনার উচিত জেন্ডার-রিএসাইনমেন্ট-এর তিনটি সেন্টারের সবগুলোতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীর তালিকা যোগাড় করা। প্রথমে খোঁজ করবেন অপরাধ কর্মকাণ্ডের রেকর্ডের জন্য বাদ পড়াদের তালিকা। যারা অপরাধমূলক কমূকাণ্ডের রেকর্ড লুকাতে চেয়েছে, শৈশবে মারাত্মকভাবে হিংস্রতার শিকার হওয়া মানসিক বিকারগ্রস্ত এবং সম্ভবত শৈশবে অন্তরীণ রয়েছে যারা তাদেরকেও। তারপর টেস্ট-এ যাবেন। আপনি একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে খুঁজছেন, সম্ভবত পয়ত্রিশের নিচে, যুতসই শারীরিক আকৃতির। সে কোন ট্র্যানসেক্সুয়াল নয়, ক্লারিস। সে কেবল মনে করে সে তা-ই, সে খুব বিভ্রান্ত আর ক্রোধান্বিত, কারণ তারা তাকে সাহায্য করেনি। এটাই কেবল আমি বলতে চাই, সেটা না পড়ার আগ পর্যন্ত। সেটা কি আপনি আমার কাছে রেখে যাবেন?"

"হ্যা।"

"আর ছবিগুলো?"

"সেগুলোও থাকবে।"

"তাহলে আপনার কাছে যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে যান, ক্লারিস। আর আমরা দেখবো আপনি কি করেন।"

"আমার জানা দরকার আপনি কিভাবে–"

"না। বেশি চাইবেন না, তা না হলে এটা নিয়ে আমরা পরের সপ্তাহে কথা বলবো। কিছু এগোবার পরে আসবেন, তা না হলে আসবেন না। ক্লারিস?"

"হ্যা।"

"পরের বার আপনি আমাকে দুটো জিনিস বলবেন। একটা হলো ঘোড়াটার কী হয়েছিলো। অন্যটা হলো, আমি ভাবছি...আপনি আপনার রাগ কিভাবে সামলান?"

এলোনজো তার কাছে এলো। সে তার নোটগুলো বুকে চেপে ধরে, মাথাটা নিচু ক'রে হেটে গেলো। বাইরের বাতাসের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে, হাসপাতাল থেকে বের হবার সময় এমনকি চিলটনের অফিসের দিকেও তাকালো না সে।

ডাক্তার চিলটনের ঘরে বাতি জ্বলছিলো। দরজার নিচে তাকালেই সেটা দেখতে পাবেন আপনি।

অধ্যায় ২৬

বাল্টিমোরের বিবর্ণ ভোরের অনেক নিচে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ওয়ার্ডে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। যেখানে কখনও অন্ধকার হয় না। স্রষ্টার সৃষ্টিরা যারা ঘুমানোর জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করছে, নিজেদের গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছে তারা।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার করিডোরের শেষ মাথায় আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দেয়াল থেকে এক ফুট দূরে। মোটা দঁড়ি দিয়ে তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে যেনো সে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। বন্ধনীর নিচে সে পরে আছে একটা স্ট্রেইট জ্যাকেট আর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি। একটা হকি খেলার গোলকিপারের মুখোশ তার মুখে লাগানো হয়েছে যাতে ক'রে সে কাউকে কামড়াতে পারে। এটা একটা মাউথপিসের মতোও কার্যকরী। আরদার্লির পক্ষে এভাবে তাকে সামলানোটা খুব কষ্টের কিছু না।

লেকটারের পেছনে, ছোট্ট গোল কাঁধের একজন আরদার্লি লেকটারের খাঁচাটা ঝাড়ামোছা করছে। বার্নি সব কিছু চেক্ ক'রে দেখলো, কোন কিছুই বাদ দিলো না সে।

কেবলমাত্র বার্নিই ডক্টর লেকটারকে ওঠানো নামানোর কাজটা তদারকি করছে। কারণ বার্নি কখনও ভুলে যায় না সে কি নিয়ে কাজ করছে। তার দু'জন সহকারী টিভিতে রেকর্ডকৃত হকি খেলার হাইলাইট দেখছে।

ডক্টর লেকটার খুবই মজা পাচ্ছে-তার রয়েছে বিশাল আভ্যন্তরীণ উৎস যা থেকে নিজেকে বছরের পর বছর বিনোদিত করতে পারে সে। তার চিন্তাভাবনাসমূহ ভয় অথবা মায়া-দয়ার কারণে বাধা প'ড়ে না। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে অর্থাৎ মাথার দিক থেকে সে মুক্ত আর স্বাধীন।

তার অর্ন্তজগতে রয়েছে অসংখ্য রঙ আর গন্ধ, কিন্তু খুব বেশি শব্দ নয়। সত্যি বলতে কি, সে জোড় ক'রে প্রয়াত বেনজামিন রাসপেইলের কণ্ঠস্বরটা একটু শুনতে চাইছে। ডক্টর লেকটার খুব আমুদে আছে জেম গাম্বকে কিভাবে স্টার্লিংয়ের কাছে তুলে ধরবে সেটা নিয়ে, আর সেক্ষেত্রে রাসপেইলকে মনে করাটা বেশ কার্যকরী

হবে। এইতো মোটাসেটা বংশী বাদকের জীবনের শেষ দিনটা। লেকটারের থেরাপি কোচে শুয়ে আছে। তাকে জেম গাম্ব সম্পর্কে বলছে :

"সানফ্রান্সিসকোর ফ্লপহাউসে জেম গাম্বের রয়েছে সবচাইতে নৃশংস একটি ঘর, এক ধরণের বেগুনী রঙের দেয়াল, এখানে সেখানে সাইকেডেলিক দিনের আলোর ঘোলাটে রেখা, সবকিছুই সেখানে মারাত্মকভাবেই দোমড়ানোমোচড়ানো।

"জেম–তুমি তো জানোই, আসলে উচ্চারণ করতে হয়, 'স' বাদ দিয়ে আমরা যেভাবে জেম্স উচ্চারণ করি সেভাবে। তা না হলে সে প্রচণ্ড রেগে যায়, সেটা এমনকি কোন হাসপাতালে ভুলবশত করা হলেও–তারা তো কোন কালেই সঠিকভাবে নাম উচ্চারণ করতে পারে না, আজকাল তো অবস্থা তার চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে। যাহোক, সেখানে জেম তার বিছানায় মাথার পেছনে হাত রেখে সেই ভীতিকর ঘরে শোয়, সে দূলর্ভ ও কোতুহলী জিনিসের স্টোর থেকে বরখাস্ত হয়েছে, আর সে ঐ খারাপ কাজটা আবারো করেছে।

"আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, আমি তার ব্যবহারটা একেবারেই মেনে নিতে পারি না, আর ক্লস কেবলমাত্র আমার জীবনে এসেছে। জেম আসলে সমকামী নয়। তুমি জানো। এটা এমন কিছু যা সে জেলে থাকার সময় অর্জন করেছে। সে কোন কিছুর মতোই নয়, আসলেই, এমন কিছু কমতি বা খামতি তার আছে যা সে পূরণ করতে চায়। আর সে এ নিয়ে খুব রেগেও আছে। সে যখন ঘরে ঢুকবে তোমার সবসময়ই মনে হবে ঘরটা আরো বেশি ফাঁকা হয়ে গেলো। মানে, তার বয়স যখন মাত্র বারো, সে তার দাদা-দাদীকে হত্যা করেছে। আর তুমি ভাবো যে ব্যক্তি পলায়নপর তার কিছু উপস্থিতি থাকবে, তাই না?

"তার অবস্থার কথা কী বলবো, কোন কাজ নেই, কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তির সঙ্গে আবারো বাজে কাজটা করেছে। আমি চলে এসেছি। সে পোস্ট অফিসে গিয়ে তার সাবেক মালিকের চিঠিপত্রগুলো তুলে নিয়ে আসতো, এই আশায় যে ওসবে এমন কিছু থাকবে যা সে বিক্রি করতে পারবে। মালয়েশিয়া থেকে একটা প্যাকেট এসেছিলো তার কাছে, মালয়েশিয়া না হয়ে অন্য জায়গাও হতে পারে সেটা। সে আগ্রহভরে খুলে দেখে একটা সুটকেস আর মৃত প্রজাপতিতে পূর্ণ সেটা।

"তার বস পোস্টমাস্টারদের কাছে টাকা পাঠায় সে সব দেশে আর তারা বাক্স ভরতি মৃত প্রজাপতি পাঠায় তার কাছে। জেমের কাছে প্রজাপতিগুলো অপ্রয়োজনীয় তাই সে ওগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে তলানির দিকে খুঁজে দেখেছে, তার ধারণা নিচে অলঙ্কার রয়েছে– বালি দ্বীপ থেকে এক রকমের ব্রেসলেট তারা পেয়েছিলো–সে হাতরে পেলো প্রজাপতির পাউডার। কিছুই না। হাতে প্রজাপতির পাউডার লাগা অবস্থায় সে তার বিছানায় ব'সে ব'সে কাঁদলো। তখনই সে একটা শব্দ শুনতে পেলো, আর সেটা ছিলো একটা প্রজাপতির, ঐ খোলা সুটকেসটার মধ্যেই। সেটা গুটি থেকে বের হবার চেষ্টা করছিলো। ওটা ছেড়ে প্রজাপতিটা বের

হয়ে এলো। প্রজাপতিগুলো থেকে বাতাসে ধুলো ছড়াতে লাগলো, আর জানালা থেকে আসা রোদের মধ্যে ধূলোগুলো দেখা যাচ্ছিলো– তুমি জানো, কেউ যখন এসব তোমার কাছে বর্ণনা করে তখন কতোটা বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে বলে। সে ডানা ঝাপটানোর দৃশ্য দেখলো। সেটা ছিলো বড় একটা প্রজাপতির, সে বলেছে। সবুজ রঙের। সে জানালা খুলে দিলে ওটা বাইরে উড়ে চলে গেলো, তাতে তার নিজেকে খুব হাল্‌কা মনে হয়েছিলো, সে বলেছে, তকন নাকি সে বুঝতে পারলো এগুলো দিয়ে কি করতে হবে।

"আমি আর ক্লস যে ছোট বিচ-হাউজে থাকতাম সে ওটা খুঁজে বের করলো, আমি রিহার্সেল থেকে ফিরে যখন আসলাম দেখি সে ব'সে আছে। কিন্তু আমি ক্লসকে তখন দেখিনি। ক্লস সেখানে ছিলো না। আমি বললাম ক্লস কোথায় সে বললো সাঁতার কাটছে। আমি জানতাম সে মিথ্যা বলছে। আমি জানতাম কথাটা মিথ্যে। প্রশান্ত মহাসাগর খুব বেশি খস্‌খসে আর রুক্ষ্ম, শব্দও হয় বেশি। আর যেই আমি রেফ্রিজেরেটরটা খুললাম, তো, জানো কি দেখতে পেলাম। কমলার জুসের বোতলের পেছন থেকে ক্লসের মাথাটা উঁকি মারছে। ক্লসের এপ্রোনটা পরে ছিলো জেম, সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো এখন তাকে আমার কেমন লাগছে। আমি জানি তুমি আতঙ্কিত হবে যে, আমি বুঝি জেম-এর সাথে অন্য কিছু করেছি– তার সাথে তুমি যখন দেখা করেছিলো তখন সে আরো বেশি উদভ্রান্ত ছিলো। আমার মনে হয় সে খুব অবাক হয়েছিলো যে তুমি তাকে ভয় পাও না।"

আর তারপরই, রাসপেইল শেষ যে কথাটা বলেছিলো: "আমি অবাক হয়ে ভাবি আমার মা-বাবা আমাকে কেন তাদেরকে বোকা বানাবার বয়সে পৌছাবার আগেই হত্যা করেনি।" একটা ছোরা একপাশে আন্দোলিত হয়ে রাসপেইলের বুকে আঘাত করতে থাকলো, আর ডক্টর লেকটার বললো, "দেখে মনে হয় ডুডলবাগ গর্তে কোন খড়কুটো, তাই না?" কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রাসপেইলের খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

ডক্টর লেকটার সবকিছুই মনে করতে পারলো, তার চেয়েও বেশি যেনো। যখন তারা সেলটা পরিস্কার করতে লাগলো সেই সময়টাতে সুখকর চিন্তাভাবনায় তার সময়টা কেঁটে গেলো।

ক্লারিস স্টার্লিং খুব বিচক্ষণ, ডক্টর বেশ খোশ মেজাজে ভাবলো। সে যা তাকে বলেছে তা দিয়ে স্টার্লিং হয়তো জেম গাম্বকে ধরতে পারবে। কিন্তু সেটা হবে খুবই কঠিন কাজ। সময় মতো তাকে খুঁজে বের করতে গেলে তার আরো নির্দিষ্ট কিছু তথ্য লাগবে। ডক্টর লেকটার নিশ্চয় সেটা ভাবছে, যখন সে অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ পড়ছিলো, তখন সে নির্দেশ করলো কিছু–সম্ভবত গাম্বের কিশোর অপরাধী সংশোধনী কেন্দ্রের কাজের ট্রেনিং দেয়ার জায়গা থেকে শুরু করতে হবে, নিজের দাদা-দাদীকে হত্যা করার পর তাকে ওখানে পাঠানো হয়েছিলো। সে স্টার্লিংকে

আগামীকাল জেম গাম্ব'কে তুলে দেবে, আর এটা নিশ্চিত করবে, যাতে জ্যাক ক্রফোর্ড সেটা থেকে বঞ্চিত না হয়।

ডক্টর লেকটার তার পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো, তারপরই টিভিটা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। তার মনে হলো যে হ্যান্ড-ট্রাকটার ওপর তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটা একটু পেছনের দিকে হেলে গেলো। তারপর লম্বা হয়ে যেতে শুরু করলো সেটা, সেলের ভেতরে তাকে বন্ধনহীন করার ক্লান্তিকর একটি পদ্ধতি। সবসময়ই এটা ঠিক এভাবে করা হয়। প্রথমে বার্নি এবং তার সাহায্যকারীরা তাকে তার খাটে শুইয়ে দেয়, আস্তে আস্তে, উপুড় ক'রে। তারপর বার্নি তার পায়ের গোড়ালীটা খাটের পায়ার সাথে তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিয়ে পায়ের ডাণ্ডাবেরীটা খুলে দেয়। এরপর তার সহকারীর ব্যাটন দিয়ে হাতটা চেপে ধ'রে স্ট্রেটজ্যাকেটটার বাঁধন খুলে দেবে। এবার সেল থেকে বের হয়ে সেলের দরজাটা তালাবন্ধ ক'রে দেয়া হবে। ডক্টর লেকটারকে নিজের হাতে বাকি বাঁধনগুলো খুলে দেয়ার সুযোগ ক'রে দেবার জন্যই এমন ব্যবস্থা। তারপর সেলের ভেতরে থাকা জিনিসগুলোর বিনিময়ে তাকে তার সকালের নাস্তা দিয়ে দেয়া হয়। এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা হচ্ছে একজন নার্সকে নৃশংসভাবে কামড়ানোর পর থেকেই। এই পদ্ধতিটা এখন সবাইকে নিরাপদে রেখেছে।

কিন্তু আজ এই প্রক্রিয়াটা বাধাগ্রস্ত হলো।

অধ্যায় ২৭

ডক্টর লেকটারকে বহন করার হ্যান্ড-ট্রাকটা খাঁচার ভেতর থেকে গড়িয়ে বের করতেই একটু ঝাঁকি খেলো। ডাক্তার চিলটন খাটে ব'সে আছে, ডক্টর লেকটারের লেখাগুলো দেখছে। চিলটন তার টাই আর কোটটা খুলে রেখেছে। ডক্টর লেকটার দেখতে পেলো তার গলায় মেডেল জাতীয় কিছু একটা ঝুলছে।

"টয়লেটের পাশে তাকে দাঁড় করাও, বার্নি," ডক্টর চিলটন না তাকিয়েই বললো। "তুমি এবং বাকিরা স্টেশনে অপেক্ষা করবে।"

ডাক্তার চিলটন সাইকিয়াট্রিক আর্কাইভের অতি সাম্প্রতিক কিছু চিঠি পড়া শেষ করলো। সে চিঠিগুলো খাটের ওপর রেখে সেলের বাইরে চলে এলো। হকি মুখোশের আড়ালে কিছু একটা চক্‌চক্‌ ক'রে উঠলো, ডক্টর লেকটারের চোখ তাকে অনুসরণ করছে, কিন্তু লেকটারের মাথা নড়ছে না।

চিলটন হলে রাখা স্কুল ডেস্কের কাছে গেলো, আস্তে ক'রে হাটু গেঁড়ে ব'সে ডেস্কের নিচ থেকে ছোট্ট শ্রবন যন্ত্রটি বের ক'রে নিলো।

সে খাটের ওপর ব'সে ওটা ডক্টর লেকটারের মুখোশের চোখের ফুটোর সামনে মেলে ধরলো।

"আমি ভেবেছিলাম স্টার্লিং হয়তো মিগের মৃত্যুতে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের কিছু খুঁজছে। তাই আমি শুনেছি," চিলটন বললো। "আমি অনেক বছর ধরে তোমার কথা শুনিনি–আমার ধারণা শেষবার যখন তুমি কথা বলছিলে তখন আমাকে বিভ্রান্তিমূলক কিছু উত্তর দিয়েছিলে আর তারপর জার্নালে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ক'রে একটা আর্টিকেল লিখেছিলে। প্রফেশনাল কমিউনিটিতে কেউ কোন বন্দীর কথা বিশ্বাস করবে সেটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত, তাই না? কিন্তু তারপরও আমি এখানে আছি। যেমনটি আছো তুমি।"

ডক্টর লেকটার কিছুই বললো না।

"কয়েক বছর নিরব থাকার পর, জ্যাক ক্রফোর্ড তার এক মেয়েকে তোমার কাছে পাঠালো আর তুমিও মজে গেলে, তাই না? তার মধ্যে তুমি কি পেয়েছো,

হ্যানিবাল? শক্ত পায়ের গোড়ালী? তার চুলের চক্‌চক্‌ করাটা? সে খুবই চমৎকার, তাই না? দূরের এবং চমৎকার। একটা বালিকার শীতের সূর্যাস্ত, এইভাবে আমি তাকে ভাবি। আমি জানি অনেকদিন হলো তুমি শীতকালের সূর্যাস্ত দেখো না, কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখো।

"তুমি আর মাত্র একটা দিনই পাবে স্টার্লিংয়ের সাথে দেখা করার। তারপর বাল্টিমোরের হোমিসাইড তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদের ভারটা নেবে। তারা তোমাকে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসিয়ে ইলেক্ট্রিক শক দেবে। চেয়ারটাতে তোমার সুবিধার্থে একটা কমোড সিটও রাখা থাকবে। আমি কোন কিছুই জানবো না।

"তারপরও কি বলবে না? তারা জানে, হ্যানিবাল। তার জানে তুমি ঠিক ঠিকই জানো বাফেলো বিল আসলে কে। তারা মনে করে তুমি হয়তো তাকে চিকিৎসাও দিয়েছো। যখন আমি শুনলাম মিস স্টার্লিং তোমাকে বাফেলো বিলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে, আমি কিং বর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বাল্টিমোরের হোমিসাইডের আমার এক বন্ধুকে ফোন করলাম। তারা ক্লসের মুখের ভেতর থেকে একটা কীট খুঁজে পেয়েছে, হ্যানিবাল। তারা জানে বাফেলো বিলই তাকে হত্যা করেছে। ক্রফোর্ড তোমাকে স্মার্ট ভাবতে সুযোগ ক'রে দিয়েছে। আমার মনে হয় না তুমি জানো ক্রফোর্ড তোমাকে তার লোককে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য কতোটা ঘৃণা করে। সে এখন তোমাকে পেয়ে বসেছে। এখন কি তুমি নিজেকে স্মার্ট ভাবছো?"

ডক্টর লেকটার দেখলো চিলটনের চোখ বারবার মুখোশের মুখবন্ধীটার দিকে যাচ্ছে। পরিস্কারভাবেই, চিলটন চাচ্ছে এটা খুলে ফেলতে যাতে ক'রে সে লেকটারের চেহারাটা দেখতে পারে। লেকটার ভাবলো চিলটন সেটা নিরাপদভাবে পেছন দিক থেকে করবে কিনা। সামনের দিক থেকে এটা করতে হলে তাকে লেকটারের মাথার খুব কাছে আসতে হবে। আসো, ডাক্তার, কাছে আসো। না, সে তা না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"তুমি কি এখনও ভাবো তুমি এমন কোন জায়গাতে যাচ্ছো যেখানে জানালা আছে? তুমি কি মনে করো তুমি সাগর সৈকতে হাটবে, পাখি দেখবে? আমার তা মনে হয় না। আমি সিনেটর রুথ মার্টিনকে ফোন করেছিলাম, তিনি তোমার সঙ্গে এরকম কোন চুক্তির কথা শোনেননি। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছি তুমি কোন্ চিজ। তিনি ক্লারিস স্টার্লিংয়ের নামও শোনেননি। এটা একটা টোপ। আমরা নারীর মধ্যে ছোটখাটো অসততা মেনে নেই, কিন্তু এটাতো খুবই মারাত্মক অসততা। তুমি কি বলো?

"তারা তোমার কাছ থেকে যখনই দুধটুকু বের ক'রে নেবে, হ্যানিবাল, ক্রফোর্ড তোমার বিরুদ্ধে জেলের মধ্যে নরহত্যার অভিযোগ আনবে। তুমি ছয়টি হত্যার জন্য ছয়বার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার জন্যে অপেক্ষায় আছো। বিচারকরা তোমার কল্যাণ

হবে এমন কিছুতে আগ্রহ দেখাবে না। কোনভাবেই না।

"কোন জানালা পাবে না, হ্যানিবাল। তুমি কোন স্টেটের ইনস্টিটিউটের সেলে ব'সে বাকি জীবনটা পার করবে, কিছুই দেখতে পারবে না, কেবল গু-মূত ফেলার ভ্যান আসছে যাচ্ছে দেখবে। তোমার শক্তি আর দাঁত ক্ষয়ে যাবে, তখন কেউই আর তোমাকে ভয় পাবে না, তোমাকে তখন এমন কোন জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে অল্পবয়সীরা তোমাকে ধাক্কাবে, আর তাদের যখন মনে হবে তখন তারা তোমাকে যৌন কাজের জন্য ব্যবহার করবে। তুমি কেবল সেটাই পড়তে পারবে, যেটা তুমি দেয়ালে লিখে রাখবে। তোমার ধারণা আদালত তোমার ব্যাপারে পরোয়া করবে?

"জ্যাক ক্রফোর্ড এবং ঐ মেয়েটা তার বউ মারা যাবার পর তারা প্রকাশ্যে একসঙ্গে থাকতে শুরু করবে। সে তরুণদের মতো পোশাক পড়বে, আর এক সঙ্গে মজা পাবার জন্য তারা খেলাধুলাও করবে। বেলা ক্রফোর্ড অসুস্থ হবার পরই তারা ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। তারা অবশ্য এ ব্যাপারে কাউকে বোকা বানাতে পারবে না। তারা প্রমোশন পাবে, আর তোমার কথা বছরে একবারও মনে করবে না। ক্রফোর্ড হয়তো একান্তে এসে একদিন বলবে, তুমি কি পেতে যাচ্ছো। আমি নিশ্চিত সে কি বলবে সেটা আগেভাবেই ঠিক ক'রে রেখেছে।

"হ্যানিবাল, সে তোমাকে আমার চেয়ে বেশি চেনে না। সে ভাবে, সে যদি তোমার কাছে তথ্য জানতে চায় তবে তুমি ভিকটিমের মাকে তা দিয়ে পীড়ন করবে।"

একেবারে ঠিক, ডক্টর লেকটারের আচরণে প্রতিফলিত হলো। *কী চালাক রে বাবা, ঐ জ্যাক–ঐ স্থূলবুদ্ধির আইরিশ-স্কটিশ লোকটা বিভ্রান্তিতে আছে।*

"আমি জানি তুমি কিসের ভয় পাচ্ছো। এটা কোন যন্ত্রণা নয়, কোন একাকীত্বও নয়। এটা অপমানজনক, হ্যানিবাল, তুমি এটা সহ্য করতে পারো না। তোমাকে তো বেড়ালের মতো দেখাচ্ছে। তোমাকে দেখাশোনা করতে পেরে আমি সম্মানিত, আর আমি সেটা করবোই। আমাদের দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে কোন ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক, তা আমি চাই না। আমি এখন তোমার দেখাশোনা করছি।

"তোমার সাথে কখনও সিনেটর মার্টিনের কোন চুক্তি হয়নি, কিন্তু এখন সেই কথাই বলা হচ্ছে। অথবা সে রকম কিছু হতে পারে। আমি তোমার হয়ে, আর ঐ মেয়েটার ভালোর জন্য কয়েক ঘণ্টা ধ'রে ফোনে ছিলাম। আমি তোমাকে প্রথম শর্তটার কথা বলছি : তুমি কেবল আমার মাধ্যমেই কথা বলবে। আমি সেটা ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করবো আমার নামে, তোমার সাথে আমার একটি সফল সাক্ষাৎকার হিসেবে। তুমি কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। ক্যাথারিন মার্টিন যদি বেঁচে আসতে পারে তবে মার্টিনের কাছ থেকে আমি এক্সক্লুসিভ তথ্য যোগাড় করতে পারবো।

"এই শর্তটা নিয়ে কোন দরদাম করা যাবে না। তুমি তখনই আমাকে তোমার উত্তর দেবে। তুমি কি এই শর্তটা মেনে নিয়েছো?"

ডক্টর লেকটার মনে মনে হাসলো।

"তুমি এখনই আমার সাথে কথা বলবে, তা না হলে তোমাকে বাল্টিমোরের হেমিসাইডের সাথে কথা বলতে হবে। এটাই তুমি পাবেঃ তুমি যদি বাফেলো বিলকে আর যে মেয়েটাকে কয়েক দিন আগে পাওয়া গেছে তার পরিচয়টা জেনে থাকো তো বলো। সিনেটর মার্টিন-টেলিফোনে তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন-সিনেটর মার্টিন তোমাকে অরণ্য আর পাহাড় ঘেরা টেনিসির স্টেট জেলখানায় স্থানান্তর করবেন, মেরিল্যান্ড কর্তৃপক্ষের নাগালের একেবারেই বাইরে। তুমি তাঁর জামিনের জিম্মায় থাকবে, জ্যাক ক্রফোর্ড থেকে অনেক দূরে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার মধ্যেও তুমি অরণ্যের দৃশ্য দেখতে পাবে। বইপত্রও পাবে। একটু আধটু বাইরেও যেতে পারবে। উনি এ ব্যাপারে খুব উদার। শুধু নামটা বলবে আর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। টেনিসি স্টেট পুলিশ তোমাকে তাদের কাস্টডিতে নিয়ে নেবে এয়ারপোর্ট থেকেই। গভর্নর একমত হয়েছেন এ ব্যাপারে।"

অবশেষে ডাক্তার চিলটন কৌতুলোদ্দীপক কিছু বললো, আর সে নিজেও জানে না সেটা কি। ডক্টর লেকটার মুখোশের পেছনে তার ঠোঁট দুটো ফাঁক করলো। *পুলিশের কাস্টডিতে। পুলিশেরা বার্নির মতো অতোটা বিজ্ঞ নয়! পুলিশ অপরাধীদের সামলাতে অভ্যস্ত। তারা হাতে পায়ে ডাণ্ডা-বেরী লাগাতেই বেশি আগ্রহী। হ্যান্ডকাফ আর পায়ের ডাণ্ডাবেরী দুটো হ্যান্ডকাফের চাবি দিয়েই খোলা যায়, আমারটার মতোই।*

"তার নামের প্রথম অংশটি হলো বিলি, "ডক্টর লেকটার বললো। "বাকিটা আমি সিনেটরকে বলবো। টেনিসিতে গিয়ে।"

অধ্যায় ২৮

জ্যাক ক্রফোর্ড ডাক্তার ড্যানিয়েলসনের কফিটা নিয়ে সিঙ্কের কাছে গিয়ে কফিগুলো ঢেলে অলকা-সেলত্জার মিশিয়ে নিলো। সবকিছুই স্টেনলেইস স্টিলের, কাপ, ডিসপেন্সার, কাউন্টার, ময়লা ফেলার ঝুড়ি, ডাক্তার ড্যানিয়েলসনের চশমার ফ্রেম, সবকিছু।

সে আর ডাক্তার ছোট্ট গ্যালারিতে একা।

"কোর্ট আদেশ ছাড়া নয়," ডাক্তার ড্যানিয়েলসন আবারো বললো। এবার সে জোর দিয়ে বললো কথাটা, আর কফি দিয়ে আতিথেয়তাও দেখালো সেই সঙ্গে।

ড্যানিয়েলসন জন হপকিন্স-এর জেন্ডার আইডেনটিটি ক্লিনিকের প্রধান। সকালের অনেক আগেই সে ক্রফোর্ডের সাথে প্রথম ফ্লাইটে দেখা করার ব্যাপারে রাজি হয়েছে। "আপনাকে প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা কোর্টের আদেশ দেখাতে হবে। কলম্বাস এবং মিনেসোটা আপনাকে কি বলেছে–একই কথা, তাই না, আমি কি ঠিক বলেছি?"

"জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এক্ষুণি সেগুলো চেয়েছে। আমাদেরকে সেটা খুব দ্রুত করতে হবে, ডাক্তার। মেয়েটা যদি ইতিমধ্যে মারা না গিয়ে থাকে, তবে সে তাকে খুব জলদিই হত্যা করবে–আজ রাতে অথবা আগামী কাল। তারপর সে পরের শিকার ধরবে," ক্রফোর্ড বললো।

"এমনকি বাফেলো বিলের নামটা উল্লেখ করলেও আমাদের হাসপাতালটা বিপজ্জনকভাবেই অবহেলা আর অবিবেচনার শিকার হবে, মিঃ ক্রফোর্ড। এটা আমার চুল সব খাড়া ক'রে ফেলবে। জনগণকে এটা বোঝাতে কয়েক বছর লেগে যাবে যে, ট্র্যানসেক্সুয়ালরা উন্মাদ, বিকৃত যৌনচারী আর হিজরা নয়।"

"আমি আপনার সাথে একমত–"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। সাধারণ মানুষের তুলনায় ট্র্যানসেক্সুয়ালদের মধ্যে হিংস্রতার হার কিন্তু কমই। তারা খুবই ভদ্রলোক। তাদের সাহায্যের দরকার রয়েছে, আমরা সেটা দিতে পারি। আমি এখানে ডাইনী শিকার করতে আসি নি। আমরা কখনও

রুগির গোপনীয়তা ফাঁস করিনি, আর আমরা সেটা কখনই করবো না। এখান থেকেই সেটা শুরু করা ভালো, মিঃ ক্রফোর্ড।"

ব্যক্তি জীবনে কয়েক মাস ধরেই ক্রফোর্ডকে তার বৌয়ের চিকিৎসা সেবার জন্য ডাক্তার-নার্সদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সে ডাক্তারদের ব্যাপারে যারপরনাই ত্যক্ত-বিরক্ত। কিন্তু এটাতো তার ব্যক্তি জীবন নয়। এটা বাল্টিমোর, আর কাজের জন্যই এখানে আসা। এবার একটু ভদ্র হও।

"তাহলে আমি বোধহয় পরিস্কার ক'রে বলতে পারিনি বা বোঝাতে পারিনি আপনাকে ডাক্তার। আমার দোষটা হলো–খুব আগেভাগে এসে পড়েছি, খুব সকালেই। পুরো ব্যাপারটা হলো, আমরা যে লোকটিকে খুঁজছি সে আপনাদের কোন রুগি নয়। এটা এমন একজন যাকে আপনারা এই ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, সে আসলে ট্র্যানসেক্সুয়াল নয়। আমরা এখানে অন্ধের মতো উড়ে আসিনি–আপনাকে আমি একটা লিস্ট দেখাবো যাতে আপনাদের নির্দিষ্ট কিছু টেস্টের ব্যর্থতার তালিকা রয়েছে। এই যে, এই তালিকাগুলো দেখুন, আপনার স্টাফরা খুঁজে দেখতে পারে কাকে আপনারা প্রত্যাখান করেছিলেন।"

ডাক্তার ড্যানিয়েলসন তালিকাটা প'ড়ে এক হাতে নাক ঘষতে লাগলো। সে কাগজটা ফিরিয়ে দিলো। "এটাতো অরিজিনালই, মিঃ ক্রফোর্ড। সত্যি বলতে কী, এটা একেবারেই বিদঘুটে, আর এই শব্দটা আমি সচরাচর ব্যবহারও করি না। আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কে আপনাকে এইসব...অনুমান নির্ভর তালিকা দিয়েছে?"

আমার মনে হয় না সেটা আপনার জানার দরকার রয়েছে, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন। "আচরণ বিজ্ঞানের কর্মকর্তারা," ক্রফোর্ড বললো, "শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার এলান ব্লুমের সঙ্গে শলাপরামর্শ ক'রে এটা নেয়া হয়েছে।"

"এলান ব্লুম এটা অনুমোদন দিয়েছেন?"

"আমরা কেবলমাত্র টেস্টের ওপরই নির্ভর করি না। আরো অন্য কোন ভাবেও বাফেলো বিল আপনাদের রেকর্ডে থাকবে–সে সম্ভবত তার অপরাধমূলক কাজ কর্মের রেকর্ডের কথা লুকানোর চেষ্টা করেছিলো। অথবা ভূয়া কাগজপত্র দাখিল করেছে। এরকম একটা আমাকে দেখান যা আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ডাক্তার।"

ড্যানিয়েলসন মাথা নাড়তে লাগলো। "পরীক্ষা আর সাক্ষাতকারের বিষয়বস্তু গোপনীয় জিনিস।"

"ডাক্তার ড্যানিয়েলসন, ভূয়া আর জাল কাগজপত্র কিভাবে গোপনীয় ব্যাপার হয়? একজন অপরাধী তার নাম লুকিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে আর সেই ডাক্তার ডাক্তার-রোগী সম্পর্কে দোহাই দিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অসহযোগীতা করবে, সেটা কি ঠিক? আমি জানি জন হপকিন্সে কিভাবে কাজ হয়। আপনারা এরকম কেস পেয়েছেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এরকম সব জায়গাতেই

আবেদন করা হয়, এটাতে সেই ইনস্টিটিউশনের কোন হাত নেই, অথবা বৈধ রোগীরও কোন কিছু করার থাকে না এতে। আপনি কি মনে করেন, এফবিআই'র কাছে কেউ এ ব্যাপারে আবেদন করে না? আমরা তাদের সব সময়ই পেয়ে থাকি। মোয়ে হেয়ার পিস-এর এক লোক সেন্ট লুইয়ে গত সপ্তাহে আবেদন করেছে। তার গল্‌ফ ব্যাগে একটা বাজুকা বন্দুক আর দুটো রকেট পাওয়া গেছে।"

"তাকে কি আপনি ভাড়া করেছিলেন?"

"আমাকে সাহায্য করুন, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সেই সময় হয়তো বাফেলো বিল, ক্যাথারিন মার্টিনকে এ রকম ক'রে ফেলছে।" ক্রফোর্ড কাউন্টারের ওপর একটা ছবি রাখলো।

"এটা করবেন না," ডাক্তার ড্যানিয়েলসন বললো। "এটা খুবই ছেলেমানুষীর কাজ হচ্ছে। আমি একজন ব্যাটেল সার্জন, মিঃ ক্রফোর্ড। ছবিটা আপনার পকেটে রেখে দিন।"

"অবশ্যই, একজন সার্জন ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে," ক্রফোর্ড কথাটা ব'লে কাগজের কাপটা দুমড়েমুচড়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাস্কেটে ফেলে দিলো। "কিন্তু আমার মনে হয় না, একজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা জীবনের অপচয় দেখতে পারে।"

সে বাস্তবেই কাপটা ফেলে তৃপ্তি মুখে ফিরে এলো। "আমার সেরা প্রস্তাবটা আপনাকে দিচ্ছি : আমি আপনার কাছে রোগীর কোন তথ্য জানতে চাচ্ছি না, কেবলমাত্র আপনাদের কর্তৃক বাছাইকৃত আবেদন-পত্রগুলো চাচ্ছি। আপনি এবং আপনার সাইকিয়াট্রিক রিভিউ বোর্ড আমাদের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত তদারকি করতে পারেন। আমরা যদি আপনাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাফেলো বিলকে খুঁজে পাই তবে সেই কথাটা আমরা গোপন রাখবো। অন্যভাবে আমরা সেটা প্রকাশ করবো, কেউই বুঝতে পারবে না।"

"জন হপকিন্স কি প্রটেক্টেড উইটনেস হতে পারে, মিঃ ক্রফোর্ড? আমরা কি নতুন কোন পরিচয় পেতে পারি? আমাদেরকে বব জোনস্ কলেজে সরিয়ে দিন, অ্যা? আমি সন্দেহ করি, খুবই গভীরভাবেই করি যে, এফবিআই কিংবা অন্য সরকারী এজেন্সি কোন কিছু বেশি দিন গোপন রাখতে পারে।"

"আপনি অবাক হবেন।"

"সন্দেহ আছে আমার। কোন কূটনৈতিক মিথ্যে বলার চেয়ে বরং সত্য বলার চেষ্টা ক'রে দেখুন। এভাবে আমাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা কখনও করবেন না, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

"আপনাকেও ধন্যবাদ, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন, আপনার হাস্যরসের মন্তব্যের জন্য, এটা আমার জন্যে খুবই সাহায্যকরী হয়েছে–এক মিনিটের মধ্যেই আমি

আপনাকে সেটা দেখাবো কিভাবে হলো। আপনি সত্য পছন্দ করেন–এটা চেষ্টা ক'রে দেখুন। সে তরুণীদের অপহরণ ক'রে তাদের গায়ের চামড়া তুলে ফেলে। সে এসব চামড়া তুলে মনের আনন্দে নেচে বেড়ায়। আমরা তাকে আর এই কাজটি করতে দিতে চাচ্ছি না। আপনি যদি যতো দ্রুত সম্ভব আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমি আপনাকে কি করবো তা বলছি: আজ সকালে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট প্রকাশ্যে একটা কোর্ট অর্ডার চাইবে, এই ব'লে যে আপনি সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। আমরা দিনে দু'বার আবেদন করেছি, আর এটা আজকের টিভি সংবাদের জন্য যথেষ্ট। এই কেসের ব্যাপারে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট যে প্রতিটি প্রেসরিলিজ দেবে, তাতে বলা হবে, জন হপকিন্সের ডাক্তার ড্যানিয়েলসন আমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার করেছে, আর সেই সঙ্গে বব জোন্স কলেজ সম্পর্কে বলা আপনার হাস্যরসের মন্তব্যটিও জুড়ে দেয়া হবে। আরেকটা বিষয়, ডাক্তার। আপনি জানেন, স্বাস্থ্য আর মানবিক সার্ভিস এই বাল্টিমোরে রয়েছে। আমি আপনার কথা শুনেছি। সিনেটর মার্টিন তাঁর মেয়ের শেষকৃত্যের ঠিক পরপরই যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রশ্ন করে, তবে কি হবে: আপনাদের এখানে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য যে অপারেশন করা হয় সেটা কি কসমেটিক সার্জারি হিসেবে বিবেচনা করা হবে? হয়তো তারা মাথা চুলকে বলবে, 'কেন', আপনি জানেন, সিনেটর মার্টিন ঠিকই বলেছেন। হ্যা। আমরা মনে করি এটা কসমেটিক সার্জারিই," তাহলে এই প্রোগ্রামটা নাক-কাটাকাটি কাজের ক্লিনিকের চেয়ে ফেডারেল সহযোগীতার জন্য বেশি যোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে না।"

"এটাতো অপমানজনক।"

"না, এটা সত্য।"

"আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না, আপনি আমাকে ভয় দেখাবেন না–"

"ভালো। আমিও সেটা করতে চাই না। ডাক্তার। আমি কেবল আপনাকে জানাতে চাই আমি খুবই সিরিয়াস। আমাকে সাহায্য করুন, ডাক্তার। প্লিজ।"

"আপনি বলেছেন, আপনি এলান ব্লুমের সঙ্গে কাজ করছেন?"

"হ্যা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের–"

"আমি এলান ব্লুমকে চিনি। আমি এটা বরং প্রফেশনাল লেবেলেই আলোচনা করবো। তাকে বলবেন, আজ সকালেই আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। বিকেলের আগেই আমি আপনাকে জানাবো আমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমিও তরুণীটার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন আছি, মি: ক্রফোর্ড। এবং বাকিদের ব্যাপারেও। কিন্তু এখানে অনেক বিপদ রয়েছে, আর আমি মনে করি না এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ যতোটা আপনি মনে করছেন...মি: ক্রফোর্ড, সম্প্রতি কি আপনি আপনার রক্তচাপ মেপেছেন?"

"আমি নিজেই সেটা করি।"

"আপনি কি নিজেই নিজের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন?"

"এটা আইনবিরুদ্ধ, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন।"

"কিন্তু আপনার কাছে তো একজন ডাক্তার আছে?"

"হ্যা।"

"তার সঙ্গে আপনার ফাইন্ডিংসগুলো নিয়ে আলোচনা করুন, মিঃ ক্রফোর্ড। আপনি যদি মারা যান তবে আমাদের জন্য সেটা কতো বড় ক্ষতিই না হবে। আপনি পরে আমার সঙ্গে আজ সকালে কথা বলতে পারবেন।"

"কতো পরে, ডাক্তার? একঘন্টা পরে?"

"এক ঘণ্টা পরেই।"

ক্রফোর্ড লিফটে উঠতেই তার বিপারটা শব্দ করলো। তার ড্রাইভার জেফকে ভ্যানে রেখে এসেছে। *মেয়েটা মরে গেছে, লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে,* ফোনটা ধরতেই ক্রফোর্ড এ কথাটা ভাবলো। ডিরেক্টর ফোন করেছেন। খবরটা যতোটা খারাপ ভাবা হয়েছিলো ততোটা খারাপ নয়। তবে খারাপই বলা যায়ঃ চিলটন কেসটাতে অযাচিতভাবে ঢুকে পড়েছে আর এখন সিনেটর মার্টিনও এগিয়ে এসেছেন। মেরিল্যান্ডের এটর্নি জেনারেল গভর্নরের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে, ডক্টর হ্যানিবালকে টেনিসিতে স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছেন। এটা রোধ করার জন্য অথবা সময়ক্ষেপনের জন্য মেরিল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট-এর ফেডারেল কোর্টের সর্ব শক্তি নিয়োগ করতে হবে। ডিরেক্টর এ ব্যাপারে ক্রফোর্ডের মতামত জানতে চান, আর সেটা এক্ষুণি।

"একটু দাঁড়ান," ক্রফোর্ড বললো। সে রিসিভারটা বগলে নিয়ে জানালা দিয়ে ভ্যানটা দেখলো। ফেব্রুয়ারিতে প্রকৃতিতে খুব বেশি রঙ থাকে না। সবই ধূসর। তাই বর্নহীন।

জেফ তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু ক্রফোর্ড হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলো।

লেকটারের দানবাকৃতির অহংবোধ। চিলটনের উচ্চাকাঙ্খা। সিনেটর মার্টিনের নিজের সন্তানের জন্য ভয়-উদ্বিগ্নতা। ক্যাথারিন মার্টিনের জীবন। এভাবেই এটাকে দেখা যায়।

"তাদেরকে যেতে দিন," সে ফোনে কথাটা বললো।

অধ্যায় ২৯

ডাক্তার চিলটন এবং অস্ত্রসজ্জিত টেনিসির তিনজন স্টেট ট্রুপার সূর্যোদয়ের মধ্যে প্রবল ঝড়ো বাতাসের টার্মাকে একটা এম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসের শব্দের জন্যে তাদেরকে গলা চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছে।

দায়িত্বে থাকা ট্রুপার ক্যাপ্টেন চিলটনের দিকে একটা কলম বাড়িয়ে দিলো। ক্লিপবোর্ডে আটকানো কাগজটা উড়ে যেতে চাইছে, পুলিশের এক লোক সেটা চেপে ধ'রে রেখেছে।

"প্লেনের মধ্যে কি এটা আমরা করতে পারি না?" চিলন জানতে চাইলো।

"স্যার, এই মুহূর্তে আমাদের বন্দীপরিবহন-এর ডকুমেন্ট তৈরি করতে হচ্ছে। এটাই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

কো-পাইলট এয়ারপ্লেনে ঠিকমতো ব'সে বললো, "ঠিক আছে, তবে।"

এম্বুলেন্সটার পেছনে ট্রুপাররা ডাক্তার চিলটনের কাছে জড়ো হলো। সে যখন পেছনের দরজাটা খুললো তারা খুবই উদ্বিগ্ন আর তটস্থভাবে এগিয়ে এলো এই ভেবে যে কোন কিছু বুঝি ভেতর থেকে লাফিয়ে নামবে।

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার হ্যান্ড-ট্রাকে বাঁধা অবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে আছে। মুখে হকি খেলার গোলকিপারের মুখোশ। হাত-পা-শরীর সব তার বাধা। বার্নি ইউরিনালটা তুলে ধরলে সে তার প্রস্রাবের কাজটা সেরে নিলো।

ট্রুপারদের একজন রাগে গজগজ ক'রে উঠলো। বাকি দু'জন অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

"দুঃখিত," বার্নি ডক্টর লেকটারকে বললো, দরজাটা সে আবার বন্ধ ক'রে দিলো।

"ঠিক আছে বার্নি," ডক্টর লেকটার বললো। "আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, তোমাকে ধন্যবাদ।"

বার্নি লেকটারের কাপড় চোপড় আবার ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে হ্যান্ড-ট্রাকটা শুইয়ে দিলো।

"বার্নি?"

"হ্যা, ডক্টর লেকটার?"

"তুমি দীর্ঘদিন ধ'রে আমার সাথে বেশ ভালো ব্যবহার ক'রে আসছো। তোমাকে ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে, ডক্টর।"

"স্যামিকে আমার হয়ে বিদায় জানিয়ে দেবে কি?"

"অবশ্যই।"

"বিদায় বার্নি।"

বড়সড় আরদার্লি দরজাটা খুলে ট্রুপারদেরকে ডাকলো। "আপনারা নিচের দিকটা ধরতে চান? দু'দিকেই ধরুন। আমরা তাকে মাটিতে শোয়াবো। সাবধানে, আস্তে আস্তে।"

প্লেনের ডান দিকের জানালার পাশে তিনটা সিট সরিয়ে সেখানে লেকটারকে রাখা হলো।

"তাকে শোয়া অবস্থায় রাখা হবে, প্লেন চলার সময়ে?" একজন ট্রুপার জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি কেবল তোমার পানিটা মেমফিস পর্যন্ত আঁটকে রাখো, বাপধন," অন্য এক ট্রুপার বললো।

"ডাক্তার চিলটন, আপনার সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি?" বার্নি বললো।

তারা প্লেনের বাইরে ঝড়ো বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

"এইসব ছোকরা ট্রুপাররা কিছুই জানে না," বার্নি বললো।

"ওদিকে আমার সাহায্যের জন্য কিছু অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিক আরদার্লি রয়েছে। সে এখন তাদের দায়িত্বে আছে।"

"আপনি মনে করেন তারা তার সাথে ঠিক মতো ব্যবহার করবে? আপনি তো জানেন সে কি রকম–আপনি তাকে এক ঘেয়েমী আর বিরক্তিকর পরিস্থিতির হুমকী দিয়ে থাকেন আর এটাই একমাত্র জিনিস যা সে ভয় পায়। চড়থাপড় কিংবা মারধোরে কোন কাজ হবে না।"

"আমি সেটা কখনই অনুমোদন করবো না, বার্নি।"

"তাকে যখন তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন আপনি ওখানে থাকবেন?"

"হ্যা।" *কিন্তু তুমি থাকবে না,* চিলটন মনে মনে বললো কথাটা।

"ওখানে তাকে রেখেই আমি আমার জায়গায় ফিরে আসবো," বার্নি বললো।

"সে আর তোমার অধীনে নয় বার্নি। তার কথা তোমার চিন্তা না করলেও হবে। আমি ওখানে থাকবো। আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেবো কি ক'রে তাকে বাগে আনা যায়।"

"তারা সজাগ থাকলেই ভালো," বার্নি বললো। "সে কিন্তু সজাগই থাকবে।"

অধ্যায় ৩০

ক্লারিস স্টার্লিং তার মোটেলের বিছানার পাশে ব'সে আছে, ক্রফোর্ড ফোনটা রেখে দেবার পর প্রায় পুরো এক মিনিট ধ'রে কালো রঙের ফোনটার দিকে সে তাকিয়ে আছে। তার চুল উস্‌কোখুসকো হয়ে আছে, আর তার এফবিআই'র একাডেমি নাইটগাউনটা ছোট্ট একটা ঘুমের কারণে এলোমেলো হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে তার পেটে লাথি মারা হয়েছে।

মাত্র তিন ঘণ্টা আগে সে লেকটারের কাছ থেকে ফিরে এসেছে। আর মাত্র দু'ঘণ্টা আগে সে এবং ক্রফোর্ড মেডিক্যাল সেন্টারগুলোর আবেদন-পত্রগুলো চেক্ করার কাজ শেষ ক'রে এসেছে। এই স্বল্প সময়েই, যখন সে ঘুমিয়ে ছিলো, ডাক্তার ফ্রেডারিক চিলটন পুরো ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

ক্রফোর্ড তার কাছে আসছে। তার দরকার তৈরি হয়ে নেবার।

ধ্যাত্‌তারিকা। শালার বানচোত।

ডাক্তার চিলটন, তুমি মেয়েটাকে হত্যা ক'রে ফেলেছো। হত্যা ক'রে ফেলেছো তাকে, বানচোত। লেকটার আরো কিছু জানতো, আর আমি সেটা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারতাম। সবশেষ হয়ে গেছে, এখন। সব শেষ। কিছুই নেই। ক্যাথারিন মার্টিনের লাশটা ভেসে উঠলে আমি তোমাকে সেটা দেখাতে বাধ্য করবো, কসম খেয়ে বলছি, সেটা আমি করবোই। তুমি এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো। কার্যকরী কিছু করার মতো সত্যি কিছু করতে পারতাম আমি। এখন। এখন আমি কী করবো, এখন আমি করবোটা কি? গোসল ক'রে নেই।

বাথরুমে, একটা কাগজে পেঁচানো সাবান আছে, শ্যাম্পুর বোতল আর সেই সাথে বডি লোশন। শেভ করার সামগ্রীও, ভালো মোটেলে যা সচরাচর থাকে।

শাওয়ারে ঢুকেই স্টার্লিং চোখের সামনে এক ঝলক তার আট বছর বয়সের স্মৃতিটা দেখতে পেলো, তার মা যখন মোটেল রুম পরিস্কার করছে তখন তোয়ালে আর কাগজে মোড়া সাবান নিয়ে আসছে সে। তার বয়স তখন আট। একটা কাক ছিলো, সেই একঘেয়ে শহরে, আর ঐ কাকটা মোটেলের পরিষ্কার করার সামগ্রী চুরি

করতো। কাকটা তার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। সবার অলক্ষ্যে নিজের লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতো সে। পরিষ্কার কাজে নিয়োজিত মেয়েদের একজন ব্লিচ ছুড়ে মারতো, কিন্তু তাকে কিছুই হোতো না, কেবল কাকটার শরীর একটু সাদা হওয়া ছাড়া। সাদা-কালো কাকটা সবসময়ই ক্লারিস কখন দু'চাকার গাড়িটা রেখে যায় সেই অপেক্ষায় থাকতো। গাড়িটা রেখে বাথরুম পরিস্কার করতে থাকা ক্লারিসের মা'র কাছে যেতেই কাকটা সুযোগ পেয়ে যেতো। তার মা তার কাছ থেকে তোয়ালে নিয়ে তাকে মোটেলের বিছানার পাশে বসিয়ে দিতো। স্টার্লিং এখনও স্বপ্নে কাকটা দেখে থাকে। কিন্তু এখন সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠলে সে বুঝতে পারলো না, তার কারণ কি।

সে খুব দ্রুত কাপড়চোপড় প'রে নিলো। ফুলপ্যান্ট, শার্ট এবং পাতলা একটা সোয়েটার। নাক বোচা রিভলবারটা বগলের নিচে হোলস্টারে ভরে নিয়ে তার ওপর ব্লেজারটা প'রে নিলো। ঠিক সে সময়েই শব্দটা তার কানে এলো।

দরজায় ক্রফোর্ড নক্ করছে।

অ ধ্যা য় ৩১

ক্রফোর্ডের অভিজ্ঞতা বলে রাগলে নারীরা আদ্র দেখায়। রাগের কারণে তাদের চুল পেছনের দিকে লেগে থাকে আর তারা সেটা বাঁধতে ভুলে যায়। কোন অনাকর্ষণীয় চেহারা বড় প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু স্টার্লিং যখন মোটেলের দরজাটা খুললো তখন তাকে একেবারেই ঠিক দেখালো।

ক্রফোর্ড বুঝতে পারলো তাকে এখন স্টার্লিংয়ের সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখতে হচ্ছে।

দরজায় সামনে যখন সে দাড়িয়ে রইলো তখন তার শরীর থেকে সাবানের সুবাস ভেসে এলো। তার পেছনের বিছানার বালিশের কভারটা বালিশ থেকে খুলে সেটার ওপরেই রেখে দেয়া হয়েছে।

"আপনি কি বলেন, স্টার্লিং?"

"আমি বলি জঘন্য, মিঃ ক্রফোর্ড, আপনি কি বলেন?"

সে এক দিকে তার মাথাটা ঝাঁকালো। "রাস্তার ওপাশের ড্রাগস্টোরটা ইতিমধ্যেই খুলে গেছে। আমরা কিছু কফি খেয়ে নিই, চলুন।"

ফেব্রুয়ারির এক নরম সকাল আজ। সূর্যটা এখনও পূর্বদিকের নিচে রয়েছে। আশ্রমের সামনের অংশটা লাল আলোতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তারা যখন হেটে যাচ্ছে জেফ তখন ভ্যানটা আস্তে আস্তে তাদের সাথে সাথে চালিয়ে নিলো। গাড়ির রেডিওটা ঘর্‌ঘর্‌ করছে। একবার সে গাড়ির জানালা দিয়ে ক্রফোর্ডের কাছে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো। ক্রফোর্ড সংক্ষেপে কিছু ব'লে সেটা ফিরিয়ে দিলো।

"আমি কি চিলটনের বিরুদ্ধে বিচার কাজে বাধা দেবার জন্য একটা মামলা করবো?"

স্টার্লিং একটু সামনে এগিয়ে হাটছে। ক্রফোর্ড দেখতে পেলো কথাটা বলার পর তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো।

"না, সেটাতে কাজ হবে না।"

"সে যদি মেয়েটাকে বিপদে ঠেলে দেয় তাহলে কি হবে, কি হবে যদি

ক্যাথারিন তার কারণে মারা যায়? আমি আসলেই চাই তার...আমাকে এ কাজে থাকতে দিন, মি: ক্রফোর্ড। আমাকে স্কুলে ফেরত পাঠাবেন না।"

"দুটো জিনিস। আমি যদি আপনাকে রেখে দেই, তাহলে চিলটনের পেছনে সময় ব্যয় করা যাবে না, সেটা পরে দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি আপনাকে বেশি দিন এ কাজে রাখি তবে আপনার নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ করা সম্ভব হবে না, মানে আপনাকে রিসাইকেল করতে হবে। আপনার কয়েকটা মাস নষ্ট হবে। আমি আপনাকে ফিরে যাবার নিশ্চয়তা দিতে পারি, কিন্তু এই পর্যন্তই-আপনার একটা স্থান হবে ব্যুরো'তে, সেটা আমি আপনাকে বলতে পারি।"

সে তার মাথাটা পেছনের দিকে ফিরে আবার হাটতে শুরু করলো। "হয়তো এ প্রশ্নটা কোন বস্‌কে জিজ্ঞেস করার জন্য খুব বেশি ভদ্র নয়, তবুও বলছি, আপনি কি খুব চাপের মধ্যে আছেন? সিনেটর মার্টিন কি আপনাকে কিছু করতে পারেন?"

"স্টার্লিং, দুই বছরের মধ্যেই আমি অবসরে যাচ্ছি। আমি যদি জিমি হোফা এবং টাইলেনো'র খুনিকে খুঁজে বের করতে পারি তবে আমি সেটা এখনও ধ'রে রাখতে পারবো। এটা কোন ছাড় নয়।"

ক্রফোর্ড, কতো তীব্রভাবেই না জানে, কিভাবে সে বিজ্ঞ হতে চায়। সে জানে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ প্রজ্ঞার জন্য কতোটা মরিয়া হতে পারে। আর একজন তরুণ বা তরুণীর জন্য, যারা তাকে বিশ্বাস করে, তাদের পক্ষে সেটা কতোটা মারাত্মক হতে পারে। তাই সে খুব সতর্কভাবে কথা বললো। আর কেবল সেগুলোই বললো যেগুলো সে জানে।

ক্রফোর্ড এই রাস্তার ওপর তাকে যে কথাটা বললো সেটা সে শিখেছিলো হিমশীতল এক ভোরে, কোরিয়াতে, এমন একটা যুদ্ধের সময়, যখন স্টার্লিংয়ের জন্মই হয়নি।

"সময়টা খুব কঠিন, স্টার্লিং। এই সময়টা ব্যবহার করুন, এটা আপনাকে পরিপক্ক করবে। এখনকার পরীক্ষাটা হলো সবচাইতে কঠিন-আপনার ক্রোধ আর হতাশা যেনো আপনার চিন্তাভাবনা থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে না দিতে পারে। আপনি কমান্ড করতে পারবেন কিনা এটাই হলো তার আসল কথা। সময় নষ্ট করা এবং বোকামী করা আপনাকে আরো বাজে অবস্থায় ফেলে দেবে। চিলটন হলো একেবারে নির্বোধ বোকা। সে হয়তো ক্যাথারিন মার্টিনের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। আমরাই হলাম তার সুযোগ। স্টার্লিং, তরল নাইট্রোজেন ল্যাবে কতোটা ঠাণ্ডা?"

"কি? তরল নাইট্রোজেন...মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, প্রায়।"

"আপনি কি কখনও কোন কিছু সেটা দিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন?"

"অবশ্যই।"

"এখন আমি চাই আপনি একটা জিনিস ঠাণ্ডা করেন। চিলটনের ব্যাপারটা ঠাণ্ডা

ক'রে ফেলুন। লেকটারের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছেন সেটা রেখে অনুভূতিগুলো ঠাণ্ডা ক'রে ফেলুন। আমি চাই আসল জিনিসটার ওপর আপনি আপনার চোখ রাখুন, স্টার্লিং। এই হলো ব্যাপার। আপনার কাছে কিছু তথ্য আছে, সেটা নিয়ে এগিয়ে যান। এখন আমরা সেটা ব্যবহার করবো। এটা চিলটনের তালগোল পাকানোর আগে যেরকম মূল্যবান অথবা মূল্যহীন ছিলো, তেমনি আছে এখনও। আমরা কেবল লেকটারকে আর পাচ্ছি না, এই যা। বাকি সব ফ্রিজে রেখে দিন। সময় নষ্ট, আপনার রাগ-ক্ষোভ, চিলটন। সব ফ্রিজে রেখে দিন। আমরা যখন সময় পাবো তখন চিলটনের পাছায় লাথি মারতে পারবো। এসব এখন ফ্রিজে রেখে দিন। ক্যাথারিন মার্টিনের জীবনটা নিয়ে ভাবুন। বাফেলো বিল হয়তো কোন গোলা ঘরের দরজার পেছনে লুকিয়ে আছে। আপনার চোখ সেখানেই রাখুন। সেটা যদি আপনি করতে পারেন, আপনাকে তবে আমার দরকার রয়েছে।"

"মেডিক্যাল রেকর্ড নিয়ে কাজ করা?"

তারা এখন ড্রাগস্টোরের দরজার কাছে চলে এসেছে।

"যতোক্ষণ না ক্লিনিকের দেয়াল আমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখে। আমাদেরকে রেকর্ডগুলো নিতেই হবে। আমি চাই আপনি মেমফিসে যান। আমরা আশা করছি লেকটার সিনেটর মার্টিনকে মূল্যবান কিছু বলবে। কিন্তু আমি চাই আপনি সেখানে লেগে থাকুন, ঘটনাক্রমে যদি–লেকটার যদি সিনেটরের সঙ্গে ছেলে খেলা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, হয়তো তখন সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। এই ফাঁকে আমি চাই আপনি এটা খুঁজে বের করেন, কিভাবে বিল ক্যাথারিনের অবস্থান চিহ্নিত করেছে। আপনি ক্যাথারিনের চেয়ে খুব বেশি বড় হবেন না, আর তার বন্ধুবান্ধব আপনাকে হয়তো এমন কিছু বলবে, যা তারা পুলিশের মতো দেখতে কারো কাছে বলতে চাইবে না।

"আমাদেরকে অন্য কিছুও করতে হচ্ছে। ইন্টারপোল ক্লসের পরিচয় বের করার কাজ ক'রে যাচ্ছে। ক্লসের পরিচয় পেলে, সেটা দিয়ে আমরা ইউরোপে এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে তার সহকর্মী বা সহযোগীদের খুঁজে বের করতে পারবো, জানতে পারবো কোথায় সে বেনজামিন রাসপেইলের সাথে রোমান্স করতো। আমি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি– সেখানে আমরা কিছু ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিলাম–আর আজ রাতেই আমি ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি। এখন আমি আমার কফি খাবো। জেফ এবং ভ্যানটাকে ডাক দিন। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আপনি প্লেনে উঠছেন।"

লাল সূর্যটা এখন একটু ওপরে উঠে গেছে। ফুটপাতগুলো এখনও বেগুনী রঙের রোদে ছেয়ে আছে। স্টার্লিং জেফকে হাত নেড়ে ডাকলো।

এখন তার নিজেকে একটু হাল্‌কা আর ভালো বোধ হচ্ছে। ক্রফোর্ড সত্যি খুব ভালো। সে জানে নাইট্রোজেনর প্রসঙ্গটা সে এনেছে তার ফরেনসিক ব্যাকগ্রাউন্ডের

কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিলো তাকে খুশি করা, এবং শৃঙ্খলাভাবে চিন্তা করার স্বভাবটাকে চাগিয়ে দেবার।

রাস্তার ওপর পাশে, বাল্টিমোরের অপরাধমুলক উন্মাদ হাসপাতাল থেকে একটা অবয়ব বের হয়ে এলো। এটা হলো বার্নি। তার ফোলাফোলা জ্যাকেটে তাকে আরো বেশি বিশাল দেহী দেখাচ্ছে। সে তার লাঞ্চবক্সটা বহন করছে।

স্টার্লিং জেফের উদ্দেশ্যে ভ্যানে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য বললো, "পাঁচ মিনিট"। সে বার্নিকে তার পুরনো স্টুডবেকার গাড়ির দরজা খুলতে দেখলো।

"বার্নি।"

তার দিকে নিস্পৃহভাবে তাকালো বার্নি। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় তার চোখ হয়তো একটু বড় হয়ে থাকবে। সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

"ডাক্তার চিলটন কি আপনাকে বলেছে এটাতে আপনি ঠিকই থাকবেন?"

"এছাড়া আর কি বলবে সে?"

"আপনি সেটা বিশ্বাস করেছেন?" তার মুখের এক কোন একটু বেঁকে গেলো। সে হ্যা অথবা না, কিছুই বললো না।

"আমি চাই আপনি আমার জন্য কিছু একটা করেন। আর সেটা এখনই। কোন প্রশ্ন করবেন না। আমি আপনাকে খালি জিজ্ঞেস করবো যে লেকটারের সেলে কি পাওয়া গেছে?"

"কয়েকটা বইপুস্তক–*জয় ফর কুকিং* মেডিক্যাল জার্নাল। তারা তার কোর্টের কাগজপত্র নিয়ে গেছে।"

"দেয়ালের লেখাগুলো, ড্রইংগুলো?"

"সেটা ওখানে এখনও আছে।"

"আমি সেগুলোর সবটাই চাই, আর আমি খুব দৌড়ের ওপর আছি। ভীষণ।"

সে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলো। "দাঁড়ান," একটু পিছিয়ে গিয়ে সে বললো।

বার্নি যখন রোল করা ড্রইং, কাগজপত্র আর বইপুস্তকগুলো একটা শপিংব্যাগে ক'রে নিয়ে ফিরে আসলো তখন ক্রফোর্ড ভ্যানে ব'সে স্টার্লিংয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

"আপনি কি নিশ্চিত, ডেস্কে যে আড়িপাতা যন্ত্রটা আছে সেটা আপনার কাছে এনেছি?" বার্নি জিনিসগুলো স্টার্লিংকে দেবার সময় কথাটা বললো।

"আমি কিছু ধারণা দিতে চাই। এই যে কলমটা নিন, ব্যাগের ওপরে আপনার ফোন নাম্বারটা লিখে দিন। বার্নি, আপনি কি মনে করেন তারা ডক্টর লেকটারকে সামলাতে পারবে?"

"তাতে আমার সন্দেহ আছে, আর একথাটা আমি ডাক্তার চিলটনকেও বলেছি। আপনি কি ঠিক আছেন, অফিসার স্টার্লিং। শুনুন, বাফেলো বিলকে কবে ধরতে পারবেন?"

"কি?"

"তাকে আমরা কাছে নিয়ে আসবেন না, কারণ আমি ছুটিতে আছি। ঠিক আছে?" সে হাসলো। বার্নির দাঁতগুলো ছোট্ট বাচ্চাদের মতো।

স্টার্লিংও উদাসভাবে তার দিকে চেয়ে হাসলো। সে ভ্যানের দিকে যাবার সময় পেছন ফিরে তার দিকে হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

ক্রফোর্ড খুব খুশি হলো।

অধ্যায় ৩২

গ্রুম্যান গালফস্ট্রিম বিমানটা ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারকে মেমফিসে বহন ক'রে নিয়ে গেলো। টাওয়ার থেকে নির্দেশ পেয়ে এটা এয়ার ন্যাশনাল গার্ড হ্যাঙ্গারের কাছে গিয়ে পার্ক করলো। ঐ জায়গাটা প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল থেকে বেশ দূরে। হ্যাঙ্গারে একটা ইমার্জেন্সি এম্বুলেন্স আর একটা লিমোজিন অপেক্ষা করছে।

স্টেট ট্রুপাররা ডক্টর লেকটারকে বিমান থেকে যে নামাচ্ছে সে দৃশ্যটা সিনেটর মার্টিন লিমোজিনের ধোঁয়াটে কাঁচ দিয়ে দেখতে পেলেন। তিনি চাচ্ছেন দৌড়ে গিয়ে লেকটারের মুখোশটা খুলে তার কাছ থেকে তথ্যটা চিঁড়ে ফুঁড়ে বের ক'রে নিতে। কিন্তু তিনি এতোটা বোকা নন।

সিনেটর মার্টিনের টেলিফোনটা বিপ্ করলো। তাঁর সহকারী ব্রায়ান গসেজ সামনের সিট থেকে সেটা তাঁর হাতে দিলো।

"এফবিআই'র-জ্যাক ক্রফোর্ড," গসেজ বললো।

সিনেটর ডক্টর লেকটারের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ফোনটা হাতে তুলে নিলেন।

"মিঃ ক্রফোর্ড আপনি কেন ডক্টর লেকটারের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেননি?"

" সিনেটর, আমি শংকিত ছিলাম এখন আপনি যা করছেন তাই করতেন ব'লে।"

"আমি আপনার সাথে লড়াই করছিনা মিঃ ক্রফোর্ড। আপনি যদি লড়াই করতে চান, তবে আপনি পস্তাবেন।"

"লেকটার এখন কোথায়?"

"আমি তার দিকেই তাকিয়ে আছি এখন।"

"সে কি আপনার কথা শুনতে পারছে?

"না।"

"সিনেটর মার্টিন, আমার কথাটা শুনুন। আপনি ব্যক্তিগতভাবে একটা নিশ্চয়তা দিতে চাচ্ছেন-ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু আমার জন্য এটা করুন। ডক্টর

লেকটারের সাথে কথা বলার আগে ডাক্তার এলান ব্লুমকে আপনাকে বৃফ করতে দিন। ব্লুম আপনাকে সাহায্য করতে পারবে, বিশ্বাস করুন আমাকে।"

"প্রফেশনাল এডভাইস আমার আছে।"

"আশা করি সেটা চিলটনের চেয়ে ভালো।"

ডাক্তার চিলটন লিমোজিনের জানালার কাছে এসে পড়েছে। সিনেটর মার্টিন গসেজকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন চিলটনকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য।

"সময় নষ্ট করছেন, মিঃ ক্রফোর্ড। আপনি একজন নবীশকে পাঠিয়েছেন লেকটারের কাছে একটা ভূয়া প্রস্তাব দিয়ে। আমি তার চেয়ে ভালো করতে পারবো। ডাক্তার চিলটন বলেছেন, ডক্টর লেকটার সরাসরি প্রস্তাবই সাড়া দিচ্ছেন আর আমি সেটাই তাকে দিচ্ছি– কোন লোকজন নেই, বিশ্বাসযোগ্যতারও কোন প্রশ্ন নেই। আমরা যদি ক্যাথারিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারি, সবাই তখন ফুলের মতো গন্ধ নেবে, আপনিও তাই করবেন। আর সে যদি মারা যায়...আমি কাউকেই ছাড়বো না।"

"তাহলে, এ কাজে আমাদেরকে ব্যবহার করুন, সিনেটর মার্টিন।"

সিনেটর ফোনে ক্রফোর্ডের রাগের কোন বর্হিপ্রকাশ টের পেলো না। কেবল প্রফেশনাল মনোভঙ্গী। তিনি এ কথাতে সাড়া দিলেন। "বলুন।"

"আপনি যদি কিছু পান, সেটার ওপর আমাদেরকে কাজ করতে দেবেন। আমাদের কাছে সব কিছুই আছে। স্থানীয় পুলিশকেও সঙ্গে রাখা হবে। তাদেরকে এটা ভাবতে দেবেন না যে আমাদেরকে বাদ দিলে আপনি খুশি হবেন।"

"জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পল ক্রেন্ডলার আসছে। সে এটা দেখবে।"

"ওখানে আপনার র‍্যাংকিং অফিসার কে এখন?"

"টেনিসির ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের মেজর বাখম্যান।"

"ভালো। যদি খুব বেশি দেরি হয়ে না থাকে, তবে মিডিয়াকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করুন। আপনি চিলটনকে এ ব্যাপারে একটু শাসিয়ে দেবেন–সে মিডিয়াতে নিজের মুখ দেখাতে পছন্দ করে। আমরা চাই না, বাফেলো বিল কিছু জানুক। তাকে যখন খুঁজে পাবো তখন আমরা জিম্মি উদ্ধার দলকে ব্যবহার করবো। আপনি নিজেই লেকটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাচ্ছেন?"

"হ্যা।"

"আপনি কি ক্লারিস স্টার্লিংয়ের সঙ্গে প্রথমে কথা বলবেন? সে আসার পথেই আছে।"

"কিসের জন্য? ডাক্তার চিলটন আমাকে বিস্তারিত বলেছেন তো। আমরা ইতিমধ্যেই অনেক বোকা লোকের মধ্যে পড়ে গেছি।"

চিলটন গাড়ির জানালার কাঁচের কাছে এসে উঁকি মেরে কিছু বলার চেষ্টা করলে ব্রায়ান গসেজ মাথা নেড়ে ইশারা ক'রে তাকে নিবৃত্ত করলো।

"আপনি তার সাথে কথা বলার পর লেকটারের কাছে যাবার সুযোগ আমি চাই।" ক্রফোর্ড বললো।

"মিঃ ক্রফোর্ড, সে কথা দিয়েছে কিছু সুযোগের বিনিময়ে, মানে একটু আরাম আয়েশ আর কি, সে বাফেলো বিলের নাম আমাদেরকে বলবে। সে যদি সেটা না করে, তবে তাকে আপনি চিরতরের জন্যই পাবেন।"

"সিনেটর, আমি জানি এটা খুবই স্পর্শকাতর ব্যাপার, কিন্তু কথাটা আপনাকে আমার বলতেই হবেঃ আপনি যা-ই করেন না কেন, তার কাছে অনুনয় বিনয় করবেন না।"

"ঠিক আছে, মিঃ ক্রফোর্ড। আমি এখন আসলেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।" তিনি ফোনটা রেখে দিলেন। "আমি যদি ভুল ক'রে থাকি, তবে সে আপনাদের শেষ ছয়টা মেয়ের চেয়েও তার অবস্থা বেশি করুণ হবে," কথাটা তিনি নিজে নিজেই বললেন, গসেজকে ইশারা করলেন চিলটনকে গাড়িতে ওঠাতে।

ডাক্তার চিলটন অনুরোধ করলেন মেমফিসে একটা অফিস স্থাপন করতে যাতে ক'রে সিনেটর লেকটারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সময় বাঁচানোর জন্য হ্যাঙ্গারে এয়ার ন্যাশনাল গার্ড বৃফিং-রুমের একটা ঘরে তড়িঘড়ি ক'রে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হলো।

চিলটন যখন ডক্টর লেকটারকে অফিসে নিয়ে রেখে আসতে ব্যস্ত তখন সেই সময়টা সিনেটর মার্টিন হ্যাঙ্গারে অপেক্ষা করলেন। গাড়িতে ব'সে থাকতে পারলেন না তিনি। হ্যাঙ্গারের পায়চারী ক'রে সময়টা পার করলেন। অবশেষে, হ্যাঙ্গারের এক কোনে রাখা একটি পুরনো এফ-৪ ফ্যান্টম বিমানের শীতল শরীরে মাথাটা ঠুকে উদাসভাবে ভাবতে লাগলেন। সেটার গায়ে লেখা আছে বিমানে চড়বেন না। *এই বিমানটার বয়স ক্যাথারিনের চেয়ে বেশিই হবে। হায় যিশু, দয়া করো।*

"সিনেটর মার্টিন।" মেজর বাখম্যান তাঁকে ডাকলো। চিলটনও দরজা দিয়ে উঁকি মারছে।

ঘরে চিলটনের জন্য একটা ডেস্ক রাখা আছে, আর সিনেটরের জন্য একটা চেয়ার। মেজর বাখম্যান আর সিনেটরের সহকারীর জন্যও চেয়ার আছে একপাশে। পুরো সাক্ষাতকারটি রেকর্ড করার জন্য একজন ভিডিও ক্যামেরা ম্যানও রয়েছে ওখানে। চিলটনের দাবি এটা ডক্টর লেকটারের চাহিদা মোতাবেক করা হয়েছে।

সিনেটর মার্টিন যখন এগিয়ে গেলেন তাঁকে দেখে বেশ স্বাচ্ছন্দই দেখালো। তাঁর নেভি সুটটা ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে যেনো। তিনি তাঁর সহকারী গসেজের মধ্যেও কিছুটা দৃঢ়তা তৈরি করত পেরেছেন।

ডক্টর লেকটার ঘরের মাঝখানে মাটির সাথে সংযুক্ত একটা আর্ম চেয়ারে ব'সে আছে। একটা কম্বল দিয়ে তার শরীরটা ঢেকে দেয়া হয়েছে, যাতে তার হাত-পায়ে ডাণ্ডাবেরী আর যেসব শেকল লাগানো আছে তা চোখের আড়ালে থাকে। চেয়ারের

সাথেও তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু হকি মুখোশটা ঠিকই পরানো আছে, কামড়ানোর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

কেন? সিনেটর ভাবলেন–ডক্টরকে কিছুটা সম্মান দেখানোর জন্যই তো একটা অফিস ঘরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিনেটর ডাক্তার চিলটনের দিকে একবার তাকিয়ে গসেজের দিকে তাকালেন, কাগজগুলোর জন্য।

চিলটন লেকটারের পেছনে গিয়ে ক্যামেরার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে এক ঝটকায় মুখোশটা খুলে ফেললো।

"সিনেটর মার্টিন, ডক্টর লেকটারের সাথে পরিচিত হোন।"

ডাক্তার চিলটনের এই শোম্যানশিপে সিনেটর মার্টিন যা দেখতে পেলেন, তাতে ক'রে তার মেয়ে অপহৃত হবার পর এই প্রথম ভড়কে গেলেন। তাঁর যতো আত্মবিশ্বাস ছিলো সব যেনো উবে গেলো। চিলটনের প্রতি তাঁর যে আস্থা ছিলো সেটা হিমশীতল এক ভয়ে রূপান্তরিত হলো। মনে হলো চিলটন লোকটা আস্ত একটা বোকার হদ্দ।

তাঁকেই পুরো ব্যাপারটা সামাল দিতে হবে এখন।

ডক্টর লেকটারের মাথার সামনের দিকে এক গোছা চুল তার মেরুন রঙের চোখের ওপর আছড়ে পড়লো। মুখোশটার মতোই তার মুখটাও পাণ্ডুর। সিনেটর মার্টিন আর হ্যানিবাল লেকটার একে অন্যকে বিবেচনা করলো, একজন প্রচণ্ড রকমেরই উজ্জ্বল আর অন্য জন মানুষের জানা কোন পদ্ধতিতেই মাপা অসম্ভব একজন মানুষ।

ডাক্তার চিলটন তার নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো:

" সিনেটর, ডক্টর লেকটার আমার কাছে ইঙ্গিত করেছেন যে তিনি তদন্ত কাজে সাহায্য সহযোগীতা করতে চান, তার বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে। তার বিনিময়ে একটু সুযোগ সুবিধা তিনি চাচ্ছেন।"

সিনেটর মার্টিন একটা ডকুমেন্ট তুলে ধরলেন। "ডক্টর লেকটার এটা একটা এফিডেভিট, যেটাতে আমি এখন স্বাক্ষর করবো। এতে বলা আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করবো। পড়তে চান এটা?"

তিনি যখন ভাবলেন যে লেকটার বোধহয় কোন জবাব দেবে না, আর এই ভেবে যখনই কাগজটাতে স্বাক্ষর করতে যাবেন, তখনই সে বললো :

"আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না আর ক্যাথারিনের সময়ও খুব বেশি নেই। ক্যাথারিনের ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্খারিরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সময় নষ্ট ক'রে ফেলেছে। এখন আমাকে সাহায্য করতে দিন আপনাকে, আর এটা শেষ হয়ে যাবার পর আপনি আমাকে সাহায্য করবেন ব'লে আপনাকে আমি বিশ্বাস করলাম।"

"আপনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। ব্রায়ান?"

গসেজ তার প্যাডটা তুলে ধরলো।

"বাফেলো বিলের নাম উইলিয়াম রুবিন। লোকে তাকে বিলি রুবিন নামে চেনে। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল অথবা মে মাসে তাকে আমার কাছে রেফার করা হয়েছিলো। আমার এক পেশেন্ট বেনজামিন রাসপেইল তাকে পাঠিয়েছিলো। সে বলেছে, সে ফিলাডেলফিয়াতে থাকে। আমি ঠিকানাটা মনে করতে পারছি না, কিন্তু সে রাসপেইলের সাথে বাল্টিমোরে থাকতো।"

"আপনার রেকর্ডগুলো কোথায়?" মেজর বাখম্যান কথার মাঝখানে বললো।

"আমার সব রেকর্ড কোর্টের আদেশে ধ্বংস ক'রে ফেলা হয় ঠিক ঐ ঘটনার–"

"সে দেখতে কেমন?" মেজর বাখম্যান বললো।

"মেজর, আপনি কি মনে কিছু করেছেন? সিনেটর মার্টিন, একমাত্র–"

"আমাকে তার বয়স এবং শারিরীক বর্ণনা দিন এবং সেই সাথে আপনার আর যা কিছু মনে আছে," বাখম্যান বললো।

ডক্টর লেকটার তাকে পাত্তাই দিলো না। সে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে লাগলো– গেরিকাল্টের এনাইসিক্যাল স্টাডি, *দ্য র‍্যাফট অব দি মেডুসা*'র আর পরের প্রশ্নটা যদিও সে শুনেছে কিন্তু সেটা সে বুঝতে দিলো না।

সিনেটর মার্টিন যখন তার মনোযোগটা আবার ফিরে পেলেন, তখন ঘরে তারা কেবল দু'জনই রইলো। তাঁর কাছে গসেজের প্যাডটা রাখা আছে।

ডক্টর লেকটারে চোখ সিনেটরকে নিরীক্ষণ করছে। "আপনি কি ক্যাথারিনের পরিচর্যা করেছিলেন?"

"কি বললেন? আমি কি..."

"আপনি কি তাকে বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন?"

"হ্যা।"

"শক্ত কাজ, তাই না..."

তাঁর চোখের মণি গাঢ় অন্ধকার হতেই, ডক্টর লেকটার তাঁর যন্ত্রণাটা এক ঢোক পান ক'রে নিলো যেনো। আর তার কাছে সেটা নিদারুণ হিসেবেই অনুভুত হলো। আজকের দিনের জন্য সেটাই যথেষ্ট। সে আবার বলতে শুরু করলো : "উইলিয়াম রুবিন, ছয় ফুট এক ইঞ্চির মতো লম্বা, আর এখন তার বয়স হবে পয়ত্রিশের মতো। তার শরীর খুবই মজবুত–যখন তাকে আমি দেখেছিলাম তখন একশত নব্বই পাউন্ডের ছিলো, এখন হয়তো আরো বেড়ে থাকবে। তার চুলের রঙ ধূসর বাদামী আর চোখের রঙ বিবর্ণ নীল। ওদেরকে এটা দিয়ে দেন, তারপর আমরা আরো বলবো।"

"হ্যা, আমি সেটা করবো," সিনেটর মার্টিন বললেন। তিনি দরজার বাইরে প্যাডের লেখাগুলো দিয়ে দিলেন।

"আমি তাকে কেবল একবারই দেখেছি। সে আরেকবার দেখা করার জন্য

এপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলো, কিন্তু আর আসেনি।"

"আপনি কেন ভাবছেন সে-ই বাফেলো বিল?"

"সে তখনও লোকজনকে হত্যা করেছিলো, আর তাদের সাথেও একই রকম কাজ করেছিলো, শরীর কাঁটা ছেঁড়া আর কি। সে বলেছিলো এসব থামানোর জন্য তার সাহায্যের দরকার রয়েছে। কিন্তু আসলে সে ব্যাপারটা বলে মজা পেতে চাইছিলো।

"কিন্তু আপনি তা করতে দেননি–সে নিশ্চিত ছিলো আপনি তাকে সেটা করতে দেবেন না।"

"সে ভাবেনি আমি তা করবো, সে সুযোগ নিতে চাইছিলো। আমি তার বন্ধু রাসপেইলের আস্থাকে সম্মান করতাম।"

"রাসপেইলে জানতো সে এসব ক'রে বেড়াচ্ছে?"

"রাসপেইলের রুচি কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলো–সে ক্ষত চিহ্নের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো।

"বিলি রুবিন আমাকে বলেছিলো পুলিশের কাছে তার অপরাধী কর্মকাণ্ডের রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বলেনি। আমি সংক্ষিপ্ত মেডিক্যাল হিস্টোরি নিয়েছিলাম। সেটা তো একেবারেই সাধারণ একটি ব্যাপার। কেবলমাত্র একটা জিনিস বাদে; রুবিন আমাকে বলেছিলো একবার নাকি সে আইভরি-এনথ্রাক্স রোগে ভুগেছিলো। এটাই কেবল আমার মনে আছে, সিনেটর। আশা করছি, আপনি যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। আমার মনে যদি অন্য কিছু আসে, আপনাকে সেটা লিখে পাঠাবো।"

"গাড়িতে যে ব্যক্তির মাথাটা পাওয়া গেছে তাকে কি বিলি রুবিন হত্যা করেছে?"

"আমি তাই বিশ্বাস করি।"

"আপনি কি জানেন লোকটা কে ছিলো?"

"না। রাসপেইল তাকে ক্লস ব'লে ডাকতো।"

"এফবিআই'কে বলা আপনার অন্য কথাগুলো কি সত্য?"

"নিদেনপক্ষে, এফবিআই আমাকে যেরকম সত্য বলেছে সেরকম সত্য, সিনেটর মার্টিন।"

"এই মেমফিসে, আপনার জন্যে আমি কিছু সাময়িক ব্যবস্থা করেছি। আমরা আপনার অবস্থা নিয়ে কথা বলবো, যখন এটা শেষ হবে তখন আপনি অরণ্যঘেরা সেলে যাবেন...আমরা সেটার ব্যবস্থাই করবো।"

"আপনাকে ধন্যবাদ। আমি একটা টেলিফোন চাই, যদি আমার কিছু মনে আসে..."

"আপনি সেটা পাবেন।"

"আর সঙ্গীত। গ্লেন গুল্‌ডের, *গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশন?* খুব কি বেশি চেয়ে ফেললাম?"

"না, ঠিক আছে।"

"সিনেটর মার্টিন, এফবিআই'র কোন তদন্ত কাজে আস্থা রাখবেন না। জ্যাক ক্রফোর্ড কখনই অন্য এজেন্সির সাথে ভালো আচরণ করে না। ঐসব লোকের কাছে এটা হলো একটা খেলা। সে নিজে গ্রেফতার করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ। তারা এটাকে বলে 'পাকরাও করা'।"

"ধন্যবাদ, আপনাকে, ডক্টর লেকটার।"

"আপনার ঘরটা আমার পছন্দ হয়েছে," সিনেটর চলে যাার সময় সে বললো।

অ ধ্যা য় ৩৩

ঘরের ভেতরে ঘর, জেম গাম্বের বেসমেন্টটা আমাদের স্বপ্নের মতো ঘোলাটে আর
আলো আঁধারির এক জগৎ। সে যখন লাজুক ছিলো, সেটা অবশ্য অনেক আগের কথা, মিঃ গাম্ব ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকেই আনন্দ পেতো। সিঁড়ি থেকে অনেক দূর ছিলো সেই ঘরটা। এই বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে আরো ঘর রয়েছে। অন্যদের ঘর, যা গাম্ব কয়েক বছর ধরেই খোলেনি। সেই ঘরের বাসিন্দারা এখনও সেখানেই আছে। সেসব ঘরের দরজার ওপাশটা অনেকদিন আগে থেকেই নিরব-নিথর হয়ে গেছে।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরের লেভেল এক সমান নয়, এক ফুটের মতো উঁচুতে অথবা নিচুতে সেগুলো অবস্থিত। ওখানে জায়গায় জায়গায় গর্ত আছে, যা ডিঙিয়ে যেতে হয়। লাফিয়ে পেরোতে হয়। মালপত্র গড়িয়ে নেয়া বা টেনে নেয়া খুবই ঝামেলার কাজ। জায়গাটাতে হেটে বেড়ানো খুবই কঠিন, এমনকি বিপজ্জনকও বটে।

তার প্রজ্ঞা আর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ার কারণে, মিঃ গাম্ব বেসমেন্টে লুকিয়ে থাকার কোন প্রয়োজন আর একন দেখে না। এখন সে বেসমেন্টের সিঁড়ি সংলগ্ন ঘরগুলো ব্যবহার করছে, বিশাল বিশাল ঘর, পানি আর বিদ্যুতের সুবিধা আছে সেখানে।

বেসমেন্টটা এখন একেবারেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে।

বেসমেন্টের বালির ফ্লোরের কুয়ার নিচে ক্যাথারিন মার্টিন নিঃশব্দে প'ড়ে আছে।

মিঃ গাম্ব বেসমেন্টই আছে, কিন্তু সে এই কক্ষে নেই।

সিঁড়ির ওপাশের ঘরটার মানুষের দৃষ্টিতে কালো। কিন্তু সেখানে ছোটখাটো শব্দে ভরা। পানি পড়ার শব্দ আর ছোট্ট একটা পাম্পের ঘরঘর আওয়াজ। ঘরে প্রতিধ্বনির সৃষ্টির হয়। ঘরের বাতাস স্যাঁতস্যাঁতে আর ঠাণ্ডা। ডানা ঝাপটানোর

শব্দ, আর বাতাসে খুটখাট আওয়াজ পাওয়া যায়। নাকি সুরে আনন্দের শব্দ, খুব মৃদু, শোনা যাচ্ছে। শব্দটা মানুষের।

ঘরের আলো এতোটা বেশি নয় যে মানুষের চোখে সেটা দেখা যাবে। কিন্তু মিঃ গাম্ব অনায়াসেই এখানে সেখানে চলাফেরা করতে পারে, খুব ভালো করেই সব দেখতে পারে। যদি সে সব কিছু দেখে একটু অস্পষ্ট আর তীব্র সবুজ রঙের দৃশ্যের মাধ্যমে। সে প'রে আছে এক জোড়া চমৎকার ইনফারেড গগল্‌স (ইসরায়েলি মিলিটারির উদ্বৃত্ত, চারশত ডলারেরও কম দাম) আর সেই গগল্‌স-এর মাঝখানে সে একটা ইনফারেড ফ্লাশলাইট ব্যবহার করে। একটা স্ট্রেইট চেয়ারের প্রান্তে আবিষ্ট হয়ে সে ব'সে আছে, একটা কীটকে স্ক্রিন খাঁচার ভেতরে রাখা গাছে বেয়ে উঠতে দেখছে। সদ্যজাত একটা ইমাগো খাঁচার স্যাঁতস্যাঁতে ফ্লোরে রাখা গুটি থেকে এইমাত্র বের হয়ে এসেছে। সেটা সাবধানে আরোহন করছে, তার আদ্র ডানা দুটো মেলবার জন্য জায়গা খুঁজছে, ডানা জোড়া এখনও তার দু'পাশে সেঁটে আছে। কীটটা একটা আনুভূমিক ডাল খুঁজে পেলো।

ডমঃ গাম্বকে সেটা দেখার জন্যে মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝোঁকাতে হলো। আস্তে আস্তে ডানার জোড়া ছড়াতে চেষ্ট করতে লাগলো সেটা।

দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেলো, কিন্তু মিঃ গাম্ব খুব একটা নড়লো না। সে তার গগল্‌স'র ইনফারেড ফ্লাশলাইট ওটার ওপর নিক্ষেপ করলো, কীটটার কতোটুকু উন্নতি হয়েছে সেটা দেখার জন্যে। সময় কাটানোর জন্য সে আলোটা ঘরের এখানে সেখানে ফেলে দেখতে লাগলো–বিশেষ ক'রে তার বিশার একুরিয়ামটার ওপর। যেটাতে শাকসব্জি তাজা করার সলুশন রাখা আছে। আলোটা তার বিশাল গ্যালভেনাইজিং টেবিলের ওপর পড়লো। দেয়ালের সাথে লাগোয়া তার বিশাল দৈর্ঘ্যের ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সিঙ্কটা রয়েছে। সবগুলো দৃশ্যই সবুজ রঙের আভায় দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারে ইনফারেড গগল্‌স-এ এরকমটি দেখায়। ডানা ঝাপটার ফলে তার কাছে দৃশ্যটা ফসফরোসেন্স আলোর মতো মনে হলো, মথগুলোর ছুটে চলা কোন ছোট ধূমকেতুর মতো দেখা যাচ্ছে।

সে আবার খাঁচার কাছে চলে এলো। বড় কীটটার ডানা এবার পুরোপুরি মেলা আছে। এবার সে তার ডানা ঝাপটাতে পারবে, আর তার ডানার বিখ্যাত নক্সাটা খুব সহজেই দৃষ্টির গোচরে পড়বে। একটা নরমুণ্ড, খুব নিখুঁতভাবেই মথটার শ্রোণীদেশের পেছনে সেটা। সেই নরমুণ্ডুর কালো দুটো চোখ।

মথের শ্রোণীদেশের উল্টো পিঠে এরকম একটা নরমুণ্ডুর নক্সা হওয়াটা প্রকৃতির একটি দুর্ঘটনামাত্র।

মিঃ গাম্বের খুব ভালো লাগছে, আর ভেতরে ভেতরে নিজেকে খুব হালকাও বোধ হচ্ছে তার। সে একটু ঝুঁকে একটু আলতে ক'রে ফুঁ দিলো। কীটটা রেগেমেগে তার শুঁড় দুটো নাড়াতে লাগলো।

সে নিঃশব্দে তার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষের দিকে চলে গেলো। মুখ দিয়ে গভীরভাবে নিঃশ্বাস নিলো। কুয়া থেকে আসা চিৎকার আর আর্তনাদ শুনে সে তার ভালো মেজাজটা নষ্ট করতে চাইলো না। তার গগলস্'র লেন্স দুটো দেখলে মনে হবে কাঁকড়ার চোখের মতো। কেউবা ভাববে একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে রেখেছে। মিঃ গাম্ব জানে এই গগলস্টা মোটেই আকর্ষণীয় কিছু না। কিন্তু অন্ধকার বেসমেন্টে এটা দিয়ে সে বেশ ভালো সময় অতিবাহিত করেছে। বেসমেন্টের খেলা খেলেছে।

সামনের দিকে ঝুঁকে তার অদৃশ্য আলোটা কুয়ার দিকে নামিয়ে দিলো সে।

মেয়েটার পাশে যে জিনিসটা প'ড়ে রয়েছে সেটা শামুকের মতো বেঁকে আছে। মনে হয় সে ঘুমিয়েই আছে। তার ময়লা ফেলার বালতিটা তার পাশেই প'ড়ে রয়েছে। দেয়াল বেঁয়ে ওঠার চেষ্টা ক'রে বোকার মতো দঁড়িটা আবারো ছিঁড়ে ফেলেনি সে। ঘুমের মধ্যে, সে তার বুড়ো আঙুলটা মুখে পুড়ে রেখেছে।

ক্যাথারিনকে দেখে, ইনফারেড ফ্লাশলাইটটার আলো তার ওপরে ফেলে, মিঃ গাম্ব নিজেকে আসন্ন বড় সমস্যাটার জন্য প্রস্তুত ক'রে নিলো।

মানুষের গায়ের চামড়া ছোলাটা খুবই কঠিন কাজ, যদি আপনার দক্ষতা মিঃ গাম্বের মতো উঁচুমানের না হয়ে থাকে। এখন তাকে পোশাকটার মৌলিক কাঠামো কি রকম হবে সেই সিদ্ধান্তটি নিতে হবে, আর প্রথম কাজ হলো কোথায় জিপারটা রাখবে।

সে ক্যাথারিনের পিঠের ওপর আলোর রেখাটা ফেললো। সাধারণত, সে পেছন থেকে চিঁড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু একা একা সে কিভাবে এটা সমাধা করবে? এটা এমন একটা জিনিস যে সে কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতেও পারে না। সে কিছু জায়গা চেনে, পরিচিত একটা সার্কেল আছে তার, যেখানে তার এই কাজটা প্রসংশিত হবে। তাকে কাজটা একাই করতে হবে। সামনের মাঝখানে থেকে কাটলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে–সে এই চিন্তাটা তার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলো।

ইনফারেড গগল্স দিয়ে মিঃ গাম্ব ক্যাথারিনের গায়ের চামড়ার রঙটা কি রকম সেটা বুঝতে পারলো না। কিন্তু তার চামড়াটা পাতলা দেখাচ্ছে। সে বিশ্বাস ক'রে ক্যাথারিনকে যখন সে তুলে নিয়েছিলো তখন সে ডায়েট করছিলো।

অভিজ্ঞতা থেকে সে শিখেছে কুক্ষিগত করার পরে চার থেকে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলে ভালো ফল দেয়। চামড়াটা ভালো থাকে। আচমকা ওজন হারালে চামড়াগুলো ঢিলে হয়ে যায়, আর সেজন্যে চামড়া তোলাও সহজসাধ্য হয়। তাছাড়া, না খেয়ে রাখলে তার শিকাররা দুর্বল হয়ে যায়, তাতে ক'রে তাদেরকে খুব সহজেই সামলানো যায়। সহজে বশ মেনে নেয় তারা। তাদের কারো কারোর মধ্যে এক ধরণের হাল ছেড়ে দেয়ার নিস্তেজভাব দেখা যায়। একই সাথে কোনরকম ধস্তাধস্তি এড়াতে পারলে চামড়ার ক্ষতি হওয়াটা রোধ করা যায়।

অবশ্যই ওজন হারাতে হয়। এটাই হলো বিশেষত্ব, সে যা করে তার জন্যে এটা খুবই জরুরি। সে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারে না, আর সেটা করা তার দরকারও নেই। আগামীকাল বিকেলেই সে এটা করতে পারবে। পরের দিন নতুন আরেকটা। খুব জলদি।

অধ্যায় ৩৪

ক্লারিস স্টার্লিং পাথরের ভিলাটার সাইন দেখে চিনতে পারলো। টিভি সংবাদে সেটা সে দেখেছে। পূর্ব মেমফিসের হাউজিং কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট এবং শহরে বাড়িঘরের মিশ্রনে তৈরি এলাকাটি। বিশাল একটা ইউ আকৃতির পার্কিং এলাকা রয়েছে সেখানে।

স্টার্লিং তার শেভরোলেট গাড়িটা পার্কিং এলাকাতে পার্ক করলো। ভালো মাইনে আর নিল কলারের কর্মচারী এবং এক্সিকিউটিভেরা সেখানে থাকে–ট্র্যান্স আমস এবং আইআরওসি-জেড কামারোজ তাকে এটা বলেছিলো। সপ্তাহান্তের ছুটির জন্য মোটর-হোম গাড়ি, আর স্কি-বোটের চক্চকে রঙগুলো সহজেই চোখে পড়ে। সেগুলোও পার্কিং এলাকাতে রয়েছে।

স্টোনহাইঞ্জ ভিলা–এটার বানান সবসময়ই স্টার্লিংয়ের কাছে খট্কা লাগে। সম্ভবত এপার্টমেন্টগুলোর ভেতরের দেয়াল অর্কিডে পরিপূর্ণ। কফি টেবিলের নিচে ছবি রাখা থাকে। স্টার্লিং, যার একমাত্র আবাস হলো এফবিআই'র একাডেমি ডরমিটরির একটা ঘর, সে এসব জিনিসের তীব্র এক সমালোচক।

তার দরকার ক্যাথারিন বেকার মার্টিনকে জানার, আর এই জায়গাটা মনে হয় সিনেটরের মেয়ের আবাস হিসেবে অদ্ভুত জায়গা। স্টার্লিং এফবিআই'র দেয়া সংক্ষিপ্ত জীবনীটা পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ক্যাথারিন মার্টিন একজন অমনোযোগী ছাত্রী। সে ফরমিংটনে পড়াশোনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আর মিডলবারি'তে দুদুটো অসুখী বছর কাটিয়েছে। এখন সে সাউথ ওয়েস্টার্ন-এর একজন ছাত্রী এবং শিক্ষকতার প্র্যাকটিস করছে।

স্টার্লিং তার ছবিটা খুব সহজেই মনের পর্দায় আঁকতে পারলো, উদাসীন আর সাহসী বোর্ডিংস্কুলের ছাত্রী, যে খুব একটা কথা শোনে না। স্টার্লিং জানে তাকে এখানে একটু সতর্ক থাকতে হবে কারণ তার সংস্কার আর বাজে ধারণার জন্য। স্টার্লিং নিজেও বোর্ডিং স্কুলে পড়েছে, বৃত্তির টাকায় চলেছে। তার জামা কাপড়ের চেয়ে তার গ্রেড অনেক ভালো ছিলো। বড়লোকের সন্তানদের সে অনেক দেখেছে,

সমস্যায় নিপতিত পরিবারের সন্তানদেরও।

তার মতো ক্যাথারিনও ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে, এদিক থেকে এই মেয়েটার সাথে খুব নৈকট্য অনুভব করলো সে।

স্টার্লিং বুঝতে পারলো ক্যাথারিন মার্টিনকে পছন্দ করাটা খুবই জরুরি, কারণ এতে ক'রে তার কাজের কিছু সাহায্য হবে।

স্টার্লিং দেখতে পেলো ক্যাথারিনের এপার্টমেন্টটা কোথায় অবস্থিত–বাড়িটার সামনে টেনিসির দুটো টহল ক্রুইজার গাড়ি থামানো আছে। পার্কিংলটে সাদা পাউডারের স্পটগুলো সে দেখতে পেলো। কোন নমুনা কিংবা অপহরণকারীর কিছু রাসায়নিক নমুনা খুঁজে পাবার জন্যে এটা করা হয়েছে। টেনিসি ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন কাজটা করেছে। ক্রফোর্ড তাকে আগেই বলেছিলো টিবিআই বেশ দক্ষ।

স্টার্লিং বাড়িটার সামনের পার্কিংলটের দিকে এগিয়ে গেলো, এখান থেকেই বাফেলো বিল ক্যাথারিনকে অপহরণ করেছে। তার দরজার খুব কাছেই, তাই দরজা বন্ধ না করেই সে বাইরে গিয়েছিলো। বাইরের কোন কিছু তাকে প্রলুব্ধ ক'রে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো।

স্টার্লিং জানে মেমফিসের পুলিশ আশেপাশের প্রায় সব বাড়িতে গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কিন্তু কেউই কোন কিছু দেখেনি, তাই, হতে পারে, ঘটনাটা ঘটেছে সুউচ্চ মোটর হোমগুলোর দিকেই। সে মেয়েটাকে অবশ্যই ওখান থেকেই নজরদারী করেছিলো। নিশ্চয় কোন গাড়ির ভেতর থেকে ব'সে ব'সে। কিন্তু বাফেলো বিল জানতো ক্যাথারিন এখানে আছে। সে তার অবস্থান চিহ্নিত ক'রে তাকে অপহরণ করেছে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো সে। ক্যাথারিনের মতো শারিরীক আকৃতির মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। সে কেবল ব'সে থেকে দৈবক্রমে সঠিক আকারের একজন মেয়েকে পেয়ে গেছে, তা মনে হয় না। কয়েকদিন ব'সে থেকে কাউকেও না দেখতে পারার সম্ভাবনাও তো থেকে যায়।

তার সব শিকারই দৈহিক আকৃতিতে বড়সড়। সবাই বড়সড়, তাদের কেউ কেউ আবার মোটাসোটাও, কিন্তু সবাই বেশ বড়সড়। "যাতে ক'রে তার চাহিদার সাথে খাপ খায়।" ডক্টর লেকটারের কথাটা মনে করতেই স্টার্লিং কেঁপে উঠলো। ডক্টর লেকটার, বর্তমানে মেমফিসের নতুন বাসিন্দা।

স্টার্লিং গভীর ক'রে দম নিয়ে, মাথাটা একটু উঁচু ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়লো। *দেখা যাক ক্যাথারিন সম্পর্কে আমরা কি বলতে পারি।*

ক্যাথারিন মার্টিনের এপার্টমেন্টের দরজাটা খুলে দিলো টেনিসির একজন স্টেট ট্রুপার। স্টার্লিং তার পরিচয়পত্র দেখালে সে তাকে ভেতরে যাবার ইশারা করলো।

"অফিসার, আমাকে এই প্রাঙ্গণটা একটু দেখতে হবে।" যে লোক ঘরের মধ্যেও টুপি পরে থাকে তাকে 'প্রাঙ্গণ' শব্দটা বলাটা ঠিকই আছে।

লোকটা মাথা নাড়লো। "ফোন যদি বাজে, আপনি ধরবেন না। আমি ধরবো সেটা।"

খোলা দরজা দিয়ে রান্নাঘরের কাউন্টারের ওপর টেলিফোনের সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডার লাগালো অবস্থায় দেখতে পেলো সে। সেটার ঠিক পাশেই দুটো নতুন টেলিফোন রাখা আছে। একটার ফোনের ডায়াল নেই–সাউদার্ন বেল সিকিউরিটির সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে সেটার।

"আপনাকে কি আমি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?" এক তরুণ অফিসার তাকে বললো।

"এখান থেকে কি পুলিশ চলে গিয়েছে?"

"হ্যা, পুলিশ চলে গেছে। এপার্টমেন্টটা পরিবারের লোকজনদের জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি কেবল টেলিফোনের জন্য এখানে আছি। আপনি প্রয়োজনে জিনিসপত্র স্পর্শও করতে পারেন।"

"ভালো, তাহলে, আমি একটু ঘুরেফিরে দেখি।"

"ঠিক আছে।" তরুণ পুলিশ অফিসারটি নিজের সিটে ব'সে আবার সংবাদপত্র পড়তে লাগলো।

স্টার্লিং মনোসংযোগ করতে চাইছে। তার ইচ্ছে করছিলো, সে যদি একা এই এপার্টমেন্ট থাকতে পারতো। কিন্তু সে জানে সে ভাগ্যবানই, কারণ জায়গাটা আর এখন পুলিশে পরিপূর্ণ নয়।

সে রান্নাঘর থেকে শুরু করলো। ঘরটাতে রান্নাবান্না করার জন্য খুব বেশি যন্ত্রপাতি বসানো নেই। ক্যাথারিন এখানে পপকর্নের জন্য এসেছিলো, তার ছেলে বন্ধু এটা পুলিশকে বলেছে। স্টার্লিং ফ্রিজটা খুললো। দু'বাক্স পপকর্ন রয়েছে সেখানে। রান্নাঘর থেকে পার্কিং লটটা দেখা যায় না।

"কোত্থেকে আপনি এলেন?"

স্টার্লিং প্রথমবার প্রশ্নটা খেয়াল করলো না।

"কোত্থেকে আপনি এসেছেন?"

ট্রুপার সংবাদপত্রের ওপর দিয়ে তাকে দেখছিলো।

"ওয়াশিংটন থেকে," সে বললো।

সিঙ্কের নিচে–পাইপের জয়েন্টটা থেবড়ানো, তারা ট্র্যাপটা পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গেছে। টিবিআই'র জন্য সেটাই ভালো। চাকুটা খুব ধারালো ছিলো না। ডিশ ওয়াশারটা এখনও চালু আছে, তবে সেটা একেবারে খালি নেই। রেফ্রিজিরেটরের মধ্যে পনির আর সালাদ রয়েছে। ক্যাথারিন মার্টিন ফাস্টফুড দোকান থেকে কেনাকাটা করতো, হয়তো নির্দিষ্ট একটা দোকান থেকেই। আশেপাশের কাছাকাছি কোথাও সেটা হবে।

"আপনি এটর্নি জেনারেলের লোক?"

"না, এফবিআই'র।"

"এটর্নি জেনারেল আসছেন। একটু আগেই আমি খবরটা শুনেছি। এফবিআই'তে আপনি কতোদিন ধ'রে আছেন?"

স্টার্লিং পুলিশের ছোকরাটার দিকে তাকালো।

"অফিসার, আপনাকে বলছি। এখানের কাজ শেষ করার পর, আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার দরকার রয়েছে আমার। হয়তো, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"অবশ্যই। যদি বলেন তো–"

"ভালো, ঠিক আছে। একটু অপেক্ষা করা যাক, তারপর কথা হবে। এখন আমাকে একটু কাজ করতে হবে।"

"কোন সমস্যা নেই।"

শোবার ঘরটা খুবই উজ্জ্বল। স্টার্লিং সেটা পছন্দ করলো। এটাতে যে কাপড় আর আসবাব রয়েছে সেটা বেশিরভাগ তরুণীর পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। বিছানা দুটো। কভারলেটের প্রান্তটা তুলে ধরলো স্টার্লিং। বামপাশের বিছানাটার রোলার লক্ করা।

কিন্তু ডান দিকেরটা নয়। *ক্যাথারিন প্রয়োজন হলে এটা এই বিছানাটার সাথে লাগিয়ে নিতো। হয়তো তার একজন প্রেমিক আছে যা তার ছেলে বন্ধু জানে না। অথবা, হতে পারে তারা এখানে মাঝে মাঝে থাকে। এনসারিং মেশিনে কোন বিপার নেই। তার মা যখন ফোন করে তখন সেটার জবাব দেবার জন্য এটা এখানে রাখা হয়েছে।*

এনসারিং মেশিনটা তার মতোই। বেসিক ফোনমেট। সে ওপরের প্যানেলটা খুলে রেখেছে। ইনকামিং এবং আউট গোয়িং কলের কোন টেপই ওখানে নেই। সে জায়গায় একটা নোট রাখা।

টেপটিবিআই প্রোপার্টি নাম্বার ৬

ঘরটা সংগত কারণেই পরিস্কার আর ছিমছাম রয়েছে। তবে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে একটু এলোমেলো। সেটা হয়েছে পুলিশের লোকের তল্লাশীর জন্য। তল্লাশীর পর তারা জিনিসগুলা আগের জায়গাতে রেখে দিলেও, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেছে।

স্টার্লিং বিশ্বাস কওে না এই অপরাধটি কোনক্রমেই শোবার ঘরে সংঘটিত হয়েছে। ক্রফোর্ড সম্ভবত ঠিকই বলেছে : ক্যাথারিনকে পার্কিংলট থেকেই পাকড়াও করা হয়েছে। কিন্তু স্টার্লিং মেয়েটাকে জানতে চায়; আর এটা হলো সেই জায়গা, যেখানে সে থাকতো। *থাকে*, স্টার্লিং শুধ্রে নিলো। সে এখানে থাকে।

নাইটস্ট্যান্ডের কেবিনে একটা টেলিফোন বই, ক্লিনেক্স, পরিচর্যার সামগ্রী আর বক্সের পেছনে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা, সেটার তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প'ড়ে

আছে, পাশেই একটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড ভাঁজ করা অবস্থায় রাখা আছে। আচ্ছা। আগ্রহভরে স্টার্লিং ক্যামেরায় চোখ রাখলো। কিন্তু সেটা স্পর্শ করলো না।

ক্লোসেটটাই স্টার্লিংকে বেশি আগ্রহী করলো। ক্যাথারিন বেকার মার্টিন, লন্ড্রি মার্ক সি-বি-এম, তার অনেক কাপড় চোপড়, আর কিছু কিছু বেশ ভালো। কিছু কিছুর ব্র্যান্ড খুব নামী। *মা'র কাছ থেকে পাওয়া উপহার,* স্টার্লিং মনে মনে বললো। ক্যাথারিনের রয়েছে চমৎকার দুই সাইজের কামাকাপড়। জুতোর র‍্যাকে তেইশ জোড়া জুতা রয়েছে। কিছু রিবোক জুতাও আছে, জগিং করার জন্য। টেনিস খেলার র‍্যাকেটও আছে উপরের র‍্যাকে। জিনিসগুলো কোন ধনীর দুলালির। একজন ছাত্রী, যেকিনা শিক্ষক হবার প্র্যাকটিস করছে, তার জন্যে এগুলো ঢের দামি আর বেশি।

সেক্রেটারিতে অনেকগুলো চিঠি। গিফট দেবার র‍্যাপিং পেপার রয়েছে, মাঝখানের ড্রয়ারে। অনেক রঙের হাতের ব্যান্ড। স্টার্লিংয়ের আঙুল সেগুলো হাত্‌রে বেড়ালো। একটা কাগজ তার আঙুলের স্পর্শে আসলে সে ওটা টেনে বের ক'রে দেখলো। কাগজটা নিল রঙের, ঠিক পাতলা ব্লটার-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটা এলএসডি নামক মাদকদ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজটার ওপরে কার্টুন চরিত্র প্লুটো নামের একটি কুকুরের ছবি ছাপ দেয়া আছে।

"ক্যাথারিন, ক্যাথারিন," স্টার্লিং বললো। সে তার ব্যাগ থেকে একটা আঙটা বের ক'রে কাগজটা থেকে কয়েক টুকরো কাগজ নিয়ে প্লাস্টিকের এনভেলোপের ভেতর ভ'রে নিলো। এনভেলোপটা সে কিছুক্ষণের জন্য বিছানার পাশে রেখে দিলো।

জুয়েলারি বক্সটা পুরু চামড়ার তৈরি। এধরণের জিনিস ডরমিটরিতে মেয়েদের ঘরে দেখা যায়। সামনের দুটো ড্রয়ারে জুয়েলারিতে ভরা, কোন দামি জিনিস নেই। স্টার্লিংয়ের মনে হলো সেরা জিনিসটা ফ্রিজের রাবার ক্যাবাজে রয়েছে কিনা, আর তাই যদি হয়ে থাকে, তবে কে সেগুলো নিয়েছে।

সে তার আঙুলগুলো দিয়ে ঢাকনার পাশে রেখে জুয়েলারি বক্সের পেছনে গোপন ড্রয়ারটা খুললো। সেই ড্রয়ারটা খালি। স্টার্লিং ভাবলো কার কাছ থেকে এটা গোপন রাখা হোতো–নিশ্চয় কোন সিঁদেল চোরের কাছ থেকে নয়। সে জুয়েলারি বক্সের পেছনে পৌছাতে পারলো, ড্রয়ারটা পেছনের দিকে একটু ঠেলা দিলো। তার হাতটা গোপন ড্রয়ারের নিচের দিকে একটা এনভেলোপ টেপ স্পর্শ করলো।

একজোড়া হাতমোজা পরে জুয়েলারি বক্সের চারপাশে হাত্‌রালো সে। সে খালি ড্রয়ারটা বের ক'রে উল্টে রাখলো। ড্রয়ারের তলানিতে একটা বাদামী রঙের এনভেলপ টেপ দিয়ে আটকানো। এনভেলোপের মুখটা আঠা দিয়ে লাগানো নয়। সে কাগজটা তার নাকের কাছে নিয়ে নিলো। আঙুলের ছাপের জন্য এনভেলাপটা সাবধানে আঙটা দিয়ে ধরলো স্টার্লিং। সেটা খুলে ভেতরের জিনিসটা বের করলো।

সেটার ভেতর থেকে পাঁচটা পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা ছবি। সে এক এক ক'রে দেখতে লাগলো। এক জোড়া নারী-পুরুষের যুগল ছবি, মাথা আর মুখ দেখা যাচ্ছে না। দুটো ছবি মেয়েটা তুলেছে, একটা ছবি দেখে মনে হচ্ছে ক্যামেরা স্ট্যান্ড-দিয়ে তোলা হয়েছে।

মুখ না দেখে ছবিটা কার সেটা বোঝা মুশকিল, কিন্তু ১৪৫ পাউন্ডের ক্যাথারিন মার্টিনই যে ছবিটার মেয়ে সেটা বোঝা যাচ্ছে। পুরুষটা তার লিঙ্গে হাতির দাঁতের তৈরি একটা রিং পরেছে। ছবির মান এতো ভালো নয় যে ডিটেইল বোঝা যাবে। স্টার্লিং ছবিগুলো ব্যাগে ভ'রে নিলো।

ড্রয়ার আর জুয়েলারি বক্সটা জায়গা মতো রেখে দিলো সে।

"আমার পকেট বুকে এর চেয়ে ভালো জিনিস আছে," তার পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বললো। "কোনকিছু নেয়া হয়নি, আশা করি।"

স্টার্লিং আয়নার দিকে তাকালো। সিনেটর রুথ মার্টিন শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে।

স্টার্লিং ঘুরে দাঁড়ালো। "হ্যালো, সিনেটর মার্টিন। আপনি কি শুতে চাচ্ছেন? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায়ও সিনেটর মার্টিনের উপস্থিতিটা প্রকট হয়ে আবির্ভুত হয়েছে।

"আপনি কে, দয়া ক'রে বলবেন কি?" আমার ধারণা পুলিশ এখান থেকে চলে গেছে।"

"আমি এফবিআই'র ক্লারিস স্টার্লিং। আপনি কি ডক্টর লেকটারের সঙ্গে কথা বলেছেন, সিনেটর?"

"সে আমাকে একটা নাম দিয়েছে।"

সিনেটর মার্টিন একটা সিগারেট ধরিয়ে স্টার্লিংকে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। "আমরা সেটা দেখবো। আপনি জুয়েলারি বক্সে কি খুঁজে পেয়েছেন, অফিসার স্টার্লিং?"

"কিছু ডকুমেন্ট আমাদেরকে কয়েক মিনিটের মধ্যে চেক্ ক'রে নিতে হবে," এটাই কেবল স্টার্লিং বলতে পারলো।

"জুয়েলারি বক্সে, আমার মেয়ের? দেখিতো সেটা?"

পাশের ঘর থেকে স্টার্লিং একটা কণ্ঠ শুনতে পেলো, সে আশা করলো কেউ এসে বিঘ্ন ঘটাক। "মেমফিসের স্পেশাল এজেন্ট, মিঃ কপলে কি আপনার সঙ্গে আছেন?"

"না, নেই, এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না। কোন চালাকি নয় অফিসার। আমি দেখতে চাচ্ছি আপনি আমার মেয়ের জুয়েলারি বক্স থেকে কি নিয়েছেন?" তিনি পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলেন। "পল। পল। তুমি কি একটু

আসবে? অফিসার স্টার্লিং, আপনি হয়তো জানেন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের মিঃ ক্রেন্ডলারকে। পল, এই মেয়েটাকেই জ্যাক ক্রফোর্ড লেকটারের কাছে পাঠিয়েছিলো।"

ক্রেন্ডলারের টেকো অংশটি রোদেপুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চল্লিশেও দারুণ ফিট সে।

"মিঃ ক্রেন্ডলার, আমি জানি আপনি কে। হ্যালো," স্টার্লিং বললো, যিশু, *হায় ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও!*"

"অফিসার স্টার্লিং আমার মেয়ের জুয়েলারি বক্স থেকে কিছু পেয়েছেন, আর সেটা উনি উনার ব্যাগে ভ'রে রেখেছেন। আমার মনে হয়, সেটা আমাদের দেখা দরকার, তাই না?"

"অফিসার," ক্রেন্ডলার বললো।

"আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি, মিঃ ক্রেন্ডলার?"

"অবশ্যই পারেন, তবে সেটা পরে।" সে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিলো।

স্টার্লিংয়ের মুখটা গরম হয়ে গেলো।

"ঠিক আছে," স্টার্লিং এই ব'লে এনভেলপটা দিয়ে দিলো।

ক্রেন্ডলার প্রথম ছবিটা দেখার পরই সেটা আবার এনভেলপের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সিনেটর তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিলো।

ছবিটা তাঁর জন্যে দেখাটা খুবই বেদনাদায়কই বটে। দেখা শেষ হলে তিনি সোজা জানালার কাছে গিয়ে উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখলেন কিছুক্ষণ। দিনের আলোতে তাঁকে বেশি বয়স্ক দেখাচ্ছে। তাঁর সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপতে লাগলো। তিনি সিগারেট টানার চেষ্টা করলেন।

"সিনেটর, আমি–" ক্রেন্ডলার বলতে শুরু করলো।

"পুলিশ এই ঘরটা তল্লাশী করেছে," সিনেটর মার্টিন বললেন। "আমি নিশ্চিত তারা এসব ছবি খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো জায়গামতো রেখে দেয়ার কাণ্ডজ্ঞান তাদের ছিলো। আর এ ব্যাপারে চুপ থাকার মতো জ্ঞানও তাদের আছে।"

"না, তারা এটা খুঁজে পায়নি," স্টার্লিং বললো। সিনেটর মার্টিন আহত বাঘিনী এখন। "মিসেস মার্টিন, আমাদের জানার দরকার রয়েছে ছবির লোকটা কে, আপনিও সেটা বোঝেন। এটা যদি তার ছেলে বন্ধুর হয়ে থাকে, তবে ঠিক আছে। আমি এটা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খুঁজে বের করতে পারবো। কাউকে এটা দেখানোর দরকার হবে না, আর ক্যাথারিনও কখনও সেটা জানবে না।"

"এটা আমার কাছেই থাক।" সিনেটর মার্টিন এনভেলপটা তাঁর পার্সে রেখে দিলেন। ক্রেন্ডলার তাকে রাখতে সাহায্য করলো।

"সিনেটর, রান্নাঘরের রাবার ক্যাবাজ থেকে আপনি কি জুয়েলারি বের ক'রে

রেখেছেন?" স্টার্লিং জিজ্ঞেস করলো।

সিনেটর মার্টিনের সাহায্যকারী, ব্রায়ান গসেজ দরজার কাছে উঁকি মারলো। "ক্ষমা করবেন, সিনেটর, তারা টার্মিনালটা সেট-আপ ক'রে ফেলেছে। আমরা এফবিআই কর্তৃক উইলিয়াম রুবিন নামটি খোঁজাখুঁজি প্রত্যক্ষ করতে পারবো।"

"আপনি যান, সিনেটর," ক্রেন্ডলার বললো। "আমি আসছি।"

রুথ মার্টিন স্টার্লিংয়ের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই ঘর থেকে চলে গেলেন।

ক্রেন্ডলার যখন শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলো স্টার্লিং তখন ভালো ক'রে দেখে নিলো তার সুটটা। ওটার নিচে কোন অস্ত্র নেই।

সে দরজার হাতলে হাত রেখে কিছুক্ষণ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তল্লাশীটা দারুণ করেছেন," সে ঘুরে বললো।

স্টার্লিং এটা এতো সহজে করতে পারেনি। সে তার দিকে ফিরে তাকালো।

"কোয়ান্টিকোতে বেশ ভালো অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে," ক্রেন্ডলার বললো।

"এটাই তো তাদের কাজ।"

"সেটা আমি জানি," সে বললো।

"এ ব্যাপারে তারা সেরা।"

"বাদ দিন এসব কথা।"

"আমরা ছবিগুলো এবং রাবার ক্যাবাজ নিয়ে এগোবো, ঠিক?" সে বললো।

"হ্যা।"

"উইলিয়াম রুবিন নামটা কিসের জন্য, মিঃ ক্রেন্ডলার?"

"লেকটার বলেছে এটাই বাফেলো বিলের নাম। এখানে তার বিস্তারিত আছে।" সে তাকে লেকটারের সাথে সিনেটরের সাক্ষাতকারের লিখিত কপিটা দিলো।

"কিছু বুঝলেন?" স্টার্লিং পড়া শেষ করলে সে বললো।

"এখানে এমন কিছু নেই যা সে খেতে পারে," স্টার্লিং বললো। "সে বলেছে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের নাম, বিলি রুবিন, যার হাতীর দাঁত থেকে এনথ্রাক্স হয়েছিলো। এই মিথ্যে দিয়ে আপনারা তাকে ধরতে পারবেন না। যাই ঘটুক না কেন। আমি আশা করি এটা সত্যি হোক। কিন্তু সে সিনেটরের সঙ্গে মজাও করতে পারে। মিঃ ক্রেন্ডলার সে এ ব্যাপারে বেশ দক্ষ। আপনি কি কখনও...তার সাথে দেখা করেছেন?"

ক্রেন্ডলার মাথা দুলিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লো।

"ডক্টর লেকটার, আমাদের জানা মতে নয় জনকে হত্যা করেছে। সে জেল থেকে কখনও বের হতে পারবে না, তাই তার জন্যে কেবল বাকি যা আছে, তা হলো মজা করা। এজন্যেই আমরা তার সাথে খেলছি–"

"আমি জানি আপনারা কিভাবে তার সাথে খেলছেন। আমি চিলটনের টেপটা

শুনেছি। আমি বলছি না এটা ভুল–আমি বলছি, এটা শেষ হয়ে গেছে। আপনার কাছে যা আছে সেটা নিয়ে আচরণ বিজ্ঞান ফলো-আপ করতে পারে–ট্র্যানসেক্সুয়াল দৃষ্টিকোন থেকে–সেটার একটা মূল্য নিশ্চয় রয়েছে। আর আগামীকালই আপনি কোয়ান্টিকোর স্কুলে ফিরে যাবেন।"

হায় ইশ্বর। "আমি অন্য কিছু খুঁজে পেয়েছি।"

বিছানার ওপর রাখা রঙ্গীন কাগজের টুকরোটা ক্রেন্ডলার লক্ষ্য করেনি। স্টার্লিং সেটা তাকে দিলো।

"এটা কি?"

"দেখে মনে হচ্ছে প্লুটোর কাগজের একটা টুকরো।" সে চাচ্ছে ক্রেন্ডলার বাকিটা জানার জন্য প্রশ্ন করুক।

সে কথাটার সাথে একমত হলো, মাথা নাড়লো।

"আমি বেশ নিশ্চিত এটা ব্লটার এসিড। এলএসডি। সত্তর দশকের মধ্য ভাগ অথবা তার আগের। এটা এখন কৌতুহলের বিষয়। সে এটা কোত্থেকে যোগাড় করেছে সেটা খোঁজা মূল্যবান। নিশ্চিত হবার জন্য এটা স্টেট করতে হবে।"

"আপনি এটা ওয়াশিংটনে নিয়ে যেতে পারেন, ল্যাবে দিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন। আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছেন।"

"আপনি যদি অপেক্ষা করতে না চান, আমরা এটা এখনই ফিল্ড-কিটের সাহায্যে করতে পারি। পুলিশের কাছে যদি স্টান্ডার্ড নারকেটিক্স আইডেন্টিফিকেশন থাকে তবে সেটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা বের করতে পারবো–"

"ওয়াশিংটনে ফিরে যান," দরজাটা খুলে দিয়ে সে বললো।

"মিঃ ক্রফোর্ড আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন–"

"আমি আপনাকে যা বলছি সেটাই আপনার নির্দেশ। এখন আর আপনি জ্যাক ক্রফোর্ডের অধীনে নন। আপনি এখন কেবল প্রশিক্ষণার্থী, আর আপনার কাজ কোয়ান্টিকোতে, এখানে নয়, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? দুটো দশে একটা প্লেন আছে। সেটাতে উঠে পড়ুন।"

"মিঃ ক্রেন্ডলার, বাল্টিমোরের পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানানোর পর লেকটার আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি হয়তো সেটা আবারো করবেন। মিঃ ক্রফোর্ড মনে করেন–"

ক্রেন্ডলার সজোরে আবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। "অফিসার স্টার্লিং," আপনার কাছে আমার ব্যাখ্যা দেবার দরকার নেই, তবুও শুনুন। আচরণ বিজ্ঞানের বৃফটা সবসময়ই উপদেষ্টামূলক, সবসময়ই। জ্যাক ক্রফোর্ড বধ্যতামূলক ছুটি পাচ্ছে। সে এ ব্যাপারে বোকার মতোই সুযোগ খুঁজেছে। সিনেটর মার্টিনের কাছ থেকে ব্যাপারটা আড়াল ক'রে রেখেছিলো। তার যে রেকর্ড তাতে অবসর হয়ে যাবে

শীঘ্রই, এমনকি সিনেটর কিছু না করলেও। তাই আমি তার পেনশন নিয়ে চিন্তিত নই। আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম তবে চিন্তিত হতাম।"

"আপনারা কি অন্য কাউকে পেয়ে গেছেন যে তিন তিন জন সিরিয়াল খুনিকে ধরেছে? আপনি কি এমন একজনকে জানেন যে তাদের একজনকে ধরতে পেরেছে? সিনেটরকে এটা নিয়ে এগিয়ে যেতে দেয়া আপনার উচিত হবে না, মিঃ ক্রেন্ডলার।"

"আপনি অবশ্যই মেধাবী ছাত্রী, তা না হলে ক্রফোর্ড আপনাকে একাজে নামাতো না, তাই আপনাকে আরেকবার বলছিঃ সেই মুখটা নিয়ে কিছু একটা করুন, তা না হলে এটা আপনাকে টাইপিংপুলে নিয়ে যাবে। আপনি বুঝতে পারছেন না–আপনাকে ডক্টর লেকটারের কাছে পাঠাবার একমাত্র কারণটা ছিলো আপনার ডিরেক্টরের জন্য কিছু খবর যোগাড় ক'রে দেয়া, যেটা সে ক্যাপিটল হিলে ব্যবহার করতে পারবে। বড়বড় অপরাধের ওপর নিরীহ কিছু জিনিস। ডক্টর লেকটারের 'অভ্যন্তরের চটকদার খবর', সে এই জিনিসটা বাজেট পাশের সময় ব্যবহার করবে। কংগ্রেসের সদস্যরা এটা গোগ্রাসে গিলে ফেলবে, তারা এতে পটে যাবে। আপনি আপনার কাজ করেছেন। এখন আপনি এই কেস থেকে মুক্ত, মানে এই কেসে আর আপনি নেই। আমি জানি আপনার কাছে একটা সাময়িক আইডি কার্ড আছে। সেটা দিন তো।"

"আইডি কার্ডটা আমার দরকার রয়েছে পিস্তলসহ প্লেনে ক'রে যাবার জন্যে। পিস্তলটা কোয়ান্টিকোর।"

"পিস্তল। *হায় ঈশ্বর।* ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আইডি'টা ফিরিয়ে দেবেন।"

সিনেটর মার্টিন, গসেজ, একজন টেকনিশিয়ান এবং কয়েকজন পুলিশের লোক টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত করা একটা ভিডিও মনিটরের সামনে জড়ো হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টারের হটলাইন দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে ডক্টর লেকটারের বলা তথ্যটার তল্লাশী কর্মকাণ্ড পর্দায় ভেসে উঠছে। এবার আটলান্টাতে অবস্থিত ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল-এর খবর দেখা যাচ্ছে। হাতির দাঁত থেকে এনথ্রাক্স হয়ে থাকে হাতির দাঁতের গুঁড়ো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে গেলে। আমেরিকাতে এটা ছুরি প্রস্তুতকারদের রোগ হিসেবে পরিচিত।

'ছুরি, প্রস্তুতকারক' শব্দটা বলার সময় সিনেটর চোখ বন্ধ ক'রে ফেললেন। চোখ দুটো উষ্ণ আর শুষ্ক। তিনি তাঁর হাতে ধরা ক্লিনেক্সটা মোচড়ালেন।

যে তরুণ ট্রুপার ছেলেটা স্টার্লিংকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছিলো সে সিনেটরের জন্য এক কাপ কফি এনে দিলো। সে এখনও তার টুপিটা পরে আছে।

স্টার্লিং যদি চুপিসারে বের হয়ে যেতো পারতো, মনে মনে সে সেটাই চাইছে। সে চলে যাবার সময় সিনেটরের সামনে থেমে বললো, "গুডলাক সিনেটর। আশা করি ক্যাথারিনের কোন অমঙ্গল হবে না।"

সিনেটর মার্টিন তার দিকে না তাকিয়েই মাথা দোলালেন। ক্রেন্ডলার স্টার্লিংকে

তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবার জন্য তাড়া দিলো।

"আমি জানতাম না এখানে আসার অনুমতি তার নেই," সে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর তরুণ ট্রুপার বললো।

ক্রেন্ডলার স্টার্লিংয়ের সাথেই বের হলো। "জ্যাক ক্রফোর্ডের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নেই," সে বললো। "তাকে বলবেন, আমরা তার জন্যে কতোটা দুঃখিত... বেলার অসুখটা আরকি। এবার স্কুলে ফিরে যান, ওখানে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন, ঠিক আছে?"

"বিদায়, মিঃ ক্রেন্ডলার।"

সে পার্কিংলটে একেবারে একা দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনে হতে লাগলো এই পৃথিবীতে আর বুঝি কিছুই রইলো না।

স্টার্লিংয়ের ইচ্ছে করলো সে যদি ক্রফোর্ডের সাথে কথা বলতে পারতো। *সময় নষ্ট আর বোকামী আপনাকে বাজে পরিস্থিতিতে ফেলে দেবে,* এটাই সে বলেছিলো। *এবার এটা ব্যবহার করুন, এটা আপনাকে পরিপক্ক করবে। এখনকার পরীক্ষাটা হলো কঠিনতম পরীক্ষা-নিজের রাগ আর হতাশাকে আপনার চিন্তাভাবনাসমূহকে বাধাগ্রস্ত করতে দেবেন না। আপনি আদেশ করতে পারবেন কিনা এটা হলো তার মূল চাবিকাঠি।*

সে মোটেও কোন আদেশ করতে চায় না। তার মনে হলো স্পেশাল এজেন্ট স্টার্লিং হবার ব্যাপারটি ব্যাপারটা তার কাছে কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে। পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পটারের ফিউনারেল হোমে দেখা বেচারী, মোটাসোটা, বিষন্ন মৃত মেয়েটার কথা সে ভাবতে লাগলো। *নখে নেইল পলিশের রঙ লাগিয়েছিলো।*

তার নামটা কি ছিলো? কিম্বার্লি?

উফ্, সেইসব হারামজাদাগুলো যদি দেখতো যে আমি কাঁদছি।

হায় যিশু, তার ক্লাশেই চার জনের নাম হলো কিম্বার্লি। তিন জন ছেলের নাম শন। এক কিম্বার্লি তার কানে অসংখ্য ছিদ্র ক'রে সেজেগুজে ঘুরে বেড়ায়। সে দেখতে সুন্দরই। বাফেলো বিল তার বিষন্ন স্তনবৃন্তের দিকে তাকিয়ে বুকের মাঝখানে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি চালাচ্ছে।

কিম্বার্লি, তার বিষণ্ন, মোটা বোন যে পায়ের লোম চেঁছে ফেলে। অবাক করার কিছু নেই যে সে তার নিজের হাত-পা-মুখের চামড়াকে সেরা মনে করে। *কিম্বার্লি তুমি কি রেগে আছো?* কোন সিনেটর তার জন্যে খোঁজাখুঁজি করছে না। কোন জেট প্লেনে ক'রে উন্মাদ লোকদের বহন করছে না। উন্মাদ শব্দটি তার ব্যবহার করার কথা নয়। অনেক কিছুই তার করার নয়। *উন্মাদ লোক।*

স্টার্লিং তার ঘড়িটা দেখলো। প্লেনে ওঠার আগে তার হাতে এখনও দেড় ঘণ্টা বাকি আছে। আরেকটা ছোট্ট কাজ সে করতে পারে। ডক্টর লেকটার যখন বলেছিলো, 'বিলি রুবিন,' তখন তার মুখটা সে দেখতে চাইলো। সে যদি তার

নিঃসঙ্গ, রহস্যময় চোখ দুটো দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে পেতো, সে যদি গভীরভাবে সেই ঘন গাঢ় অন্ধকার চোখের মণিতে কোন স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেতো, তাহলে হয়তো সে কোন কার্যকরী কিছু খুঁজে পেতো। সে ভাবলো, সে হয়তো আনন্দ উল্লাসই দেখতো।

ধন্যবাদ ঈশ্বর, আইডি কার্ডটা এখনও আমার কাছে আছে।

সে পার্কিংলটের বারো ফুট গভীর রাবারে আঁটকে আছে, সেখান থেকে নিজেকে টেনে বের ক'রে নিলো।

অধ্যায় ৩৫

ক্লারিস স্টার্লিং মেমফিসের যানজটের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে চলছে। প্রচণ্ড অপমানে তার দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়ছে। তার এখন অদ্ভুতভাবেই মুক্ত-স্বাধীন মনে হচ্ছে নিজেকে। এক অপ্রাকৃত স্বচ্ছতায় তার দৃষ্টি তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে যে সে এখনও যুদ্ধ করার জন্য উদগ্রীব। তাই সে একটু সাবধান আর সতর্ক হয়ে উঠলো।

এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় আজকে সে কোর্টহাউজটা অতিক্রম ক'রে এসেছে, তাই সেটা খুঁজে পেতে তার তেমন বেগ পেতে হলো না।

টেনিসি কর্তৃপক্ষ ডক্টর হ্যানিবাল লেকটারের ব্যাপারে কোন ফাঁকই রাখেনি। কোন রকম জানাজানি না ক'রে তারা তাকে নিরাপত্তার মধ্যেই রেখেছে।

সাবেক কোর্ট হাউজ এবং জেল হলো বর্তমানে তার ঠিকানা। এটা বিশাল এক গথিক স্থাপত্যশৈলীর ভবন। পুরনো দিনে তৈরি করা, যখন শ্রম পাওয়া যেতো বিনামূল্যে। এটা এখন সিটি অফিস ভবন। কিছুটা ঠিকঠাক ক'রে নেয়া হয়েছে।

আজ এটাকে দেখে মনে হচ্ছে পুলিশ কর্তৃক ঘিরে থাকা মধ্যযুগীয় এক দূর্গ। বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক জনে পরিপূর্ণ–হাইওয়ে পেট্রল, শেলবি কাউন্টি শেরিফের ডিপার্টমেন্ট, টিআইবি এবং কারেকশন ডিপার্টমেন্ট পার্কিংলটে জটলা ক'রে আছে। স্টার্লিংকে তার ভাড়া করা গাড়িটা পার্ক করতেও একটা পুলিশ পোস্ট অতিক্রম করতে হলো।

বাইরে ডক্টর লেকটার নিরাপত্তার সমস্যা তৈরি করেছে। তার বর্তমান অবস্থান জানাজানি হবার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে হুমকী-ধামকী দিয়ে টেলিফোন কল আসছে। তার হাতে যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। যারা লেকটারকে মৃত দেখতে চায়।

স্টার্লিং আশা করলো রেসিডেন্ট এফবিআই এজেন্ট কপলে যেনো এখানে না থাকে। সে তাকে সমস্যায় ফেলতে চায় না।

প্রধান ফটকের সামনে, ঘাসের ওপরে চারপাশে রিপোর্টার কর্তৃক ঘিরে থাকা

অবস্থায় সে চিলটনকে দেখতে পেলো। ভীড়ের মধ্যে দুটো টিভি ক্যামেরাও আছে। স্টার্লিংয়ের ইচ্ছে করলো তার মাথাটা যদি ঢাকা থাকতো। টাওয়ারের প্রবেশ করার সময় সে তার মুখটা একটু সরিয়ে রাখলো।

ফয়ারে ঢোকার আগে একজন স্টেট ট্রুপার তার আইডি কার্ডটা পরীক্ষা করলো। টাওয়ারের ফয়ারটা এখন দেখে মনে হচ্ছে একটা গার্ডরুমের মতো। একমাত্র লিফটটার সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আরেকজন আছে সিঁড়ির কাছে।

লিফটের বিপরীতে একটা ডেস্কে ব'সে আছে একজন সার্জেন্ট। ট্যাগে তার নাম লেখা আছে ট্যাট, সিএল

"কোন সাংবাদিক নয়," স্টার্লিংকে দেখে সার্জেন্ট ট্যাট বললো।

"আমি সাংবাদিক নই," সে বললো।

"আপনি এটর্নি জেনারেলের লোক?" লোকটা তার কার্ড দেখে বললো।

"ডেপুটি এ্যাসিসটেন্ট এটর্নি জেনারেল ক্রেন্ডলার," সে বললো, "এইতো আমি তাঁর ওখান থেকেই এসেছি এখন।"

সে মাথা নাড়লো। "পশ্চিম টেনিসির প্রায় সব ধরণের পুলিশই আমাদের এখানে এসেছে, তারা সবাই ডক্টর লেকটারকে দেখতে চায়। এরকম জিনিসতো আর আমরা হরহামেশা দেখতে পাই না। ঈশ্বরকে সেজন্যে ধন্যবাদ। উপরে যাবার আগে আপনাকে ডাক্তার চিলটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"আমি তাকে বাইরে দেখেছি," স্টার্লিং বললো। "আজ সকালে আমরা বাল্টিমোরে এ নিয়ে একসাথে কাজ করেছি। এই জায়গা দিয়েই কি আমি যাবো, সার্জেন্ট ট্যাট?"

সার্জেন্ট তার জিভ দিয়ে পেষক দাঁতটি একটু স্পর্শ ক'রে নিলো। "ওখানে," সে বললো। "ডিটেনশন নিয়ম, মিস্। ভিজিটরদের অস্ত্র চেক করা হয়, পুলিশ নাকি অন্য কেউ সেটা দেখার জন্য।"

স্টার্লিং মাথা নাড়লো। সে তার অস্ত্রটা থেকে গুলিগুলো বের ক'রে নিলো। তার হাতের নড়াচড়া দেখে সার্জেন্ট খুশি হলো। তারপর রিভলবারটার বাট তার দিকে বাড়িয়ে দিলো। সার্জেন্ট সেটা তার ড্রয়ারে তালা মেরে রাখলো।

"ভার্নন, উনাকে ওপরে নিয়ে যাও।" সে তিনটা ডিজিট ডায়াল ক'রে ফোনে স্টার্লিংয়ের নামটা ব'লে দিলো।

১৯২০ দশকের একটা লিফট, ঘটঘট আওয়াজ করতে করতে টপ-ফ্লোরে এসে একটা ছোট্ট করিডোরের সামনে এসে থামলো।

"সোজা চলে যান, ম্যাম," ট্রুপার লোকটা বললো। দরজার ঘোলাটে কাঁচের ওপরে প্রিন্ট করা আছে শেলবি কাউন্টি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি। টাওয়ারের একেবারে টপ-ফ্লোরের ঘরটা আটকোনা আর পুরোপুরি সাদা রঙ করা। ফ্লোরটা

পালিশ করা ওক্ কাঠের। ঘরটাতে অল্প কয়েকটা ফার্নিচার রয়েছে তাই এটাকে ফাঁকা আর সভাকক্ষ ব'লে মনে হচ্ছে। আগের চেয়ে এটা দেখতে এখন অনেক ভালো লাগছে।

টেনিসির ডিপার্টমেন্ট অব কারেক্শনের দু'জন পোশাক পরা অফিসার ডিউটিতে রয়েছে। ছোটখাটো যে জন, সে স্টার্লিংকে আসতে দেখে তার ডেস্কে দাঁড়িয়ে গেলো। বড়সড় লোকটা ঘরটার অন্যপ্রান্তে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে। তার মুখ সেলের দিকে। সে হলো আত্মহত্যা প্রতিরোধের পাহাড়াদার, যাদেরকে বলা হয় সুইসাইড-ওয়াচ।

"আপনি কি বন্দীর সাথে কথা বলার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত, ম্যাম?" ডেস্কের অফিসার বললো। তার নাম ফলকে লেখা আছে পেমবৃ, টিডব্লিউ। ডেস্কে একটা টেলিফোন এবং দুটো রায়ট ব্যাটন রয়েছে। তার পেছনের এক কোণে একটা দাঁতওয়ালা চাকা দেখা যাচ্ছে।

"হ্যা, আমার তা, আছে," স্টার্লিং বললো। "আমি তাকে আগেও প্রশ্ন করেছি।"

"নিয়ম কানুনগুলো জানেন? ব্যারিয়ারটা অতিক্রম করবেন না।"

"অবশ্যই।"

ঘরের একমাত্র রঙ হলো পুলিশের ট্রাফিক ব্যারিয়ারটা। উৎকট হলুদ-কমলা স্ট্রাইপের ফিতা। সেলের দরজার সামনে সেটা মাটি থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে রয়েছে।

এটা কোট ঝোলানোর স্ট্যান্ডে ডক্টরের জিনিসগুলো ঝোলানো আছে–হকি মুখোশটা, যা স্টার্লিং এর আগে কখনও দেখেনি, আরেকটা ক্যানসাস গ্যালোস ভেস্ট। মোটা চামড়ার তৈরি। ডাবল লকিং হ্যান্ডকাফ আর শেকল। মুখোশটা এবং কালো রঙের ভেস্টটা কোট স্ট্যান্ডে ঝুলছে, সেটার পেছনে সাদা রঙের দেয়ালের সঙ্গে বেখাপ্পা লাগছে।

সেলের দিকে এগোতেই স্টার্লিং দেখতে পেলো ডক্টর লেকটারকে। সে একটা টেবিলে ব'সে পড়ছে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে আছে। তার রয়েছে অসংখ্য বই-পুস্তক, আর বাফেলো বিল সম্পর্কে বাল্টিমোরের স্টার্লিংয়ের দেয়া কতোগুলো কাগজ-পত্র। একটা ছোট টেপরেকর্ডার টেবিলের পায়ের সাথে বেঁধে রাখা আছে। আশ্রমের বাইরে তাকে কতো অদ্ভুতই না দেখায়।

এরকম সেল স্টার্লিং এর আগেও দেখেছে, শৈশবে। সেন্ট লুইতে। কোন জানালা নেই। পুরো সেলটা সাদা রঙের। উজ্জ্বল ছিলো সেই সেলটি।

এইসব সাদা বার দেয়ালের সাথে আঁটকানো। ডক্টর লেকটারের মাথাটা চক্চকে এবং ঘন কালো।

সে হলো গোরস্থানের নেউল। সে থাকে হৃদয়ের শুকনো পাতার নিচে।

অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে উঠলো স্টার্লিং।

"শুভ সকাল, ক্লারিস," সে কথাটা বললো একদম না ঘুরেই। পড়া শেষ ক'রে কাগজগুলো রেখে তার মুখোমুখি হলো। তার একটা বাহু চেয়ারের ওপর রাখা, সেটার ওপর নিজের থুথনীটা। "দুমা আমাদেরকে বলে, বুলোয়াঁতে একটা কাক বেশি মোটা হবার জন্য প'ড়ে গিয়েছিলো। বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর তার শরীরে চমৎকার সুগন্ধ এবং রঙ হয়েছিলো। ওটাকে সুপ ক'রে খেতে আপনার কেমন লাগবে, স্টার্লিং?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো দৃশ্য দেখার পরপরই আপনার ড্রইংগুলো চাইবেন।"

"কি চিন্তাশীল। ডাক্তার চিলটনের অতি আগ্রহ আর আশাবাদীতাই আপনি এবং জ্যাক ক্রফোর্ডকে এই মামলা থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। সে আপনাকে শেষবারেই মতো একটা ঢিল মারতে পাঠিয়েছে নাকি?"

সুইসাইড-ওয়াচ অফিসারটি ডেস্কে বসা অফিসার পেমব্'র সাথে কথা বলতে চলে গেলো। স্টার্লিং আশা করলো তারা এ কথাটা শুনতে পায়নি।

"তারা আমাকে পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি।"

"তবে তো লোকে বলবে আমরা দু'জন প্রেমে পড়ে গেছি। আপনি কি বিলি রুবিন সম্পর্কে কিছু বলবেন না, ক্লারিস?"

"ডক্টর লেকটার, আপনি সিনেটর মার্টিনকে যা বলেছেন সেটা অসত্য। আপনি কি চাচ্ছেন সেটা নিয়েই আমি এগিয়ে যাই?"

"আমি আপনাকে কিছুই বলতে চাচ্ছি না, কোন উপদেশ দিতে চাচ্ছি না। আপনি আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছিলেন। ক্লারিস। আপনি কি মনে করেন আমি সেইসব লোকের সাথে খেলছি?"

"আমার মনে হয়েছিলো আপনি আমাকে সত্যি কথাটাই বলেছেন।"

"আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করার জন্য আপনাকে আমি করুনা করছি, বুঝলেন?" ডক্টর লেকটার দু'হাতে তার মুখটা ঢেকে ফেললো। কেবল দুটো চোখই দেখা যাচ্ছে। "দুঃখ হচ্ছে ক্যাথারিন মার্টিন আর কখনও সূর্যের মুখ দেখতে পাবে না।"

"দুঃখ হচ্ছে আপনার জন্যে, আপনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করছেন ব'লে, পারলে কিছু চোখের জল চেটে নেবেন," স্টার্লিং বললো। "দুঃখ হচ্ছে, আমরা যা নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা শেষ করতে পারছি না। ইমাগো সম্পর্কে আপনার আইডিয়া, সেটার নির্মাণ, এক ধরণের...আত্মম্ভরি, সেটা খুব সহজেই বোঝা যায়। এখন এটা ধ্বংসস্তূপের মতোই দেখাচ্ছে। যেনো কোন আর্ধক খিলান দাঁড়িয়ে আছে।"

"অর্ধেক খিলান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। খিলান সম্পর্কে কথা বলছেন, তারা

কি এখনও আপনাকে আঘাত করছে, একটু আধটু, ক্লারিস? তারা কি আপনার কাজটা কেড়ে নিয়েছে?"

"না।"

"আপনার জ্যাকেটের নিচে কি, পাহাড়াদারের ঘড়ি, আপনার বাবার মতো?"

"না, এটা একটা স্পিডলোডার।"

"তাহলে আপনি অস্ত্র বহন করেন?"

"হ্যা।"

"তাহলে আপনি আপনার জ্যাকেটটা খোলা রাখতে পারেন। আপনি কি সেলাই করেন?"

"হ্যা।"

"এই জামাটা কি আপনি বানিয়েছেন?"

"না, ডক্টর লেকটার, আপনি সবই দেখতে পাবেন। আপনি এই 'বিলি রুবিন'-এর সঙ্গে কখনই অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেননি আর তার সম্পর্কে খুব কমই জানেন।"

"আপনি ভাবছেন তার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি?"

"তার সাথে যদি আপনার দেখা হোতো আপনি তবে সবই জানতেন। কিন্তু আজকে, আপনি কেবল স্মরণ করতে পারছেন, তাও কেবল দু'একটি কথা। তার এলিফ্যান্ট আইভরি এনথ্রাক্স হয়েছিলো। আটলান্টা থেকে যখন বলা হলো এটা চাকু প্রস্তুতকারকদের রোগ তখন আপনি তাদেরকে লাফাতে দেখেছেন। তারা এই কথাটা গিলেছে। ঠিক যেমনটি আপনি জানতেন যে তারা এরকম করবে। এজন্যে আপনি পিবডি'তে একটা কক্ষ পেতে পারেন। ডক্টর লেকটার, আপনি যদি তার সাথে পরিচিত হয়ে থাকতেন, তবে আপনি তার সম্বন্ধে জানতেন। আমার মনে হয়, আপনি হয়তো তাকে দেখেননি, কেবল রাসপেইলের কাছ থেকে তার কথা শুনেছেন। সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিস বিকোবে না, সিনেটর মার্টিনের কাছেও, তাই না?"

স্টার্লিং পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো একজন অফিসার আরেকজন অফিসারকে *গান্‌স অ্যান্ড এমো* ম্যাগাজিনে কি যেনো দেখাচ্ছে। "বাল্টিমোরে আপনার আমাকে আরো কিছু বলার ছিলো, ডক্টর লেকটার। আমি বিশ্বাস করি সেটা এখনও বজায় আছে। বাকিটা আমাকে বলুন।"

"আমি এইসব কেসগুলোর কাগজ পড়েছি, ক্লারিস, আপনি পড়েছেন কি? তাকে খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে আছে। যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তো। এমনকি চাকরি থেকে বিদায় হওয়া ইন্সপেক্টর ক্রফোর্ডও এটা বের করতে পারবে। ঘটনাক্রমে, আপনি কি গত বছর ক্রফোর্ডের দেয়া ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে হতবুদ্ধিকর ভাষণটি পড়েছেন? উচ্চ কণ্ঠে মার্কাস অরেলিয়াস-এর দায়িত্ব, সম্মান আর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়া– যখন বেলা মরে যাবে আমরা দেখবো ক্রফোর্ড কী ধরণের স্টোয়িক। সে *বারলেটস্*

ফ্যামিলিয়া'র থেকে তার দর্শন নকল করেছে, আমার ধারণা। সে যদি মার্কাস অরেলিয়াসকে বুঝতো, তবে সে এই কেসটা সমাধান করতে পারতো।"

"আমাকে বলুন কীভাবে?"

"আপনি যখন ইন্টেলিজেন্সের লিখিত বিবরণটা দেখালেন তখন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনাদের জেনারেশন পড়াশোনা করে না, ক্লারিস। এটা তো জলবৎ তরল। মূল নিয়মটার কথা বলছি। প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট ক'রে জিজ্ঞেস করুন : এটার গঠনটা কি? এটার সাধারণ প্রকৃতিটা কি?"

"সেটা আমার কাছে কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।"

"যে লোকটাকে আপনি খুঁজছেন, সে কি করে?"

"সে হত্যা করে–"

"আহ্–" খুব তীক্ষ্ণভাবে বললো সে। স্টার্লিং ভুল বললো ব'লে কিছুক্ষণের জন্য মুখটা সরিয়ে নিলো। "এটা তো ঘটনাচক্রে করে সে। মূলত এবং প্রধাণত সে কি করে, হত্যা করার মাধ্যমে সে তার কোন্ প্রয়োজনটা মেটায়?"

"ক্রোধ, সামাজিক অবস্থা, যৌন হতাশা–"

"না।"

"তাহলে কি?"

"সে লালসা মেটায়। সত্যি বলতে কী, তার লালসা হচ্ছে সে নিজে কি সেই জিনিসটা। লালসা করাই তার স্বভাব। আমরা কীভাবে লালসা করতে শুরু করি, ক্লারিস? আমরা কি লালসা করার জন্য কোনো কিছু খুঁজে বেড়াই? এটার জবাব দেবার চেষ্টা করুন।"

"না। আমরা কেবল–"

"না। একেবারেই না। আমরা প্রতিদিন যা দেখি তা দিয়েই লালসা করা শুরু করি। চোখের নড়াচড়া, প্রতিদিনকার নড়াচড়াটা কি আপনি দেখেন না, ক্লারিস, অন্যের মুখোমুখি হলে? আমি অবশ্য আপনাকে সেটা করতে খুব একটা দেখি নি। আপনি কি কোনো জিনিসের ওপর তাকান না?"

"ঠিক আছে, তাহলে এবার আমাকে বলুন কিভাবে–"

"এবার আপনার পালা, ক্লারিস। এখন আপনি বলবেন। আপনি সাগর তীরে *হুফ অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ স্টেশনে* বেড়াতে আসেন নি। *কুইড প্রো কুয়ো*। এবার আপনার পালা। আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি খুব সতর্ক থাকি। বলুন, ক্লারিস।"

"কী বলবো আপনাকে।"

"এর আগে আপনি আমাকে দুটো জিনিস বলার প্রতীজ্ঞা করেছিলেন। আপনার এবং আপনার ঘোড়াটার কি হয়েছিলো, আর আপনি আপনার ক্রোধকে কি করেন?"

"ডক্টর লেকটার, যখন সময় পাবো তখন আমি–"

"আমরা সময়কে একভাবে গণনা করি না, ক্লারিস। এই সময়টাই আপনি পাচ্ছেন, আর পাবেন না।"

"পরে, শুনুন, আমি–"

"আমি এখনই শুনবো। আপনার বাবার মৃত্যুর দু'বছর পর, আপনার মা আপনাকে তার খালাতো বোন আর তার স্বামীর কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, মন্টানার একটি খামারে। আপনার বয়স তখন ছিলো দশ বছর। আপনি আবিষ্কার করলেন যে তারা মেরে ফেলা ঘোড়াগুলো খাবারের জন্য ব্যবহার করে। এবং?

"–সময়টা ছিলো গ্রীষ্মকাল, আর আমরা ঘরের বাইরে ঘুমাতাম।"

"ঘোড়াটার কি কোন নাম ছিলো?"

"হয়তো, কিন্তু তাদের–মানে, আপনি যখন মেরে ফেলা ঘোড়াগুলো খাচ্ছেন তখন সেটা বুঝতে পারবেন না। আমি সেই ঘোড়াটাকে হানাহ্ নামে ডাকতাম, মনে হয় নামটা ভালোই ছিলো।"

"আপনি কি তার ওপর চড়তেন, না চড়াতেন?"

"দুটোই। আমি ঘেরের মধ্যে তাকে চড়াতাম, আবার চড়তামও।"

"আপনি ঘোড়ায় চ'ড়ে বোজম্যান-এর পথে ছুটতেন।"

"শহরের বাইরে বেশ ভালো রকমের শহুরে খামার, রাইডিং একাডেমি বা এরকম কিছু জায়গা ছিলো। আমি চেষ্টা করেছিলাম ঘোড়াটাকে ওখানে রাখতে। সপ্তাহে বিশ ডলার লাগতো সেই খোয়াড়ে রাখতে। সেটা স্টলের ভাড়ার চেয়ে খুব বেশি। তারা জানতে যে ঘোড়াটা চোখে দেখে না। আমি বলেছিলাম ঠিক আছে। আমি নিজেই তাকে চড়াবো। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ঘোড়ায় চড়িয়ে আমি তাদের সাথে থাকবো। তাদের বাবা-মা'দের উপস্থিতিতেই। আমি ওখানেই থাকতে পারবো, স্টলগুলো থেকে বিষ্ঠা পরিস্কার করতে পারবো। তাদের একজন লোক, আমার সাথে একমত হলেও, তখনই তার বৌ শেরিফকে ফোন ক'রে দিয়েছিলো।"

"শেরিফ লোকটা পুলিশের লোক ছিলো, আপনার বাবা'র মতোই।"

"প্রথমে আমি অবশ্য তাকে ভয় পাইনি। লোকটার ছিলো বড় আর লাল একটা মুখ। শেরিফ সবকিছু বোঝার পর বিশ ডলার প্রতি সপ্তাহের ফি'টা তুলে নিলেন। তিনি বলেছিলেন গরম আবহাওয়ায় স্টলটা ব্যবহার করা হয় না। কাগজে সেটা উল্লেখ ছিলো। সেটা নিয়ে হৈচৈ হয়েছিলো। আমার মা'র খালাতো বোন আমাকে যেতে যেতে দিলো। প্রচণ্ড কষ্টে আমি বোজমেনের লুথারিয়ান হোমে চলে গেলাম।

"ওটাতো একটা এতিমখানা?"

"হ্যা।"

"আর হানাহ্?"

"সেও গেলো। লুথারিয়ান খামারের এক বড়সড় খামারি তাকে নিলো।

এতিমখানায় একটা গোলাঘর ছিলো। আমরা তাকে দিয়ে বাগানের মাটি কর্ষণ করতাম। যদিও সেটা কোথায় যায় তাই সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখতে হোতো। সে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে চলে যেতো। ছোটছোট শাকসব্জির ক্ষেত মাড়িয়ে ফেলতো। বাচ্চাদের একটা ঠ্যালা গাড়ি লাগিয়ে তাকে দিয়ে টানাতাম আমরা।"

"তারপরে সে মারা গেলো।"

"হ্যা।"

"সে সম্পর্কে আমাকে বলুন।"

"পরের বছরই, আমাকে তারা স্কুলে চিঠি লিখলো। তারা মনে করলো যে ওটার বয়স বাইশ বছর। বেঁচে থাকার আগের দিন বাচ্চা কাচ্চা ভরা একটা গাড়ি টেনেছিলো, তারপর ঘুমের মধ্যেই মার গিয়েছে।"

মনে হলো ডক্টর লেকটার হতাশ হলো। "কী হৃদয় বিদারক," সে বললো। আপনার মন্টানার পালিত বাবা কি আপনাকে ওটা করেছে ক্লারিস?"

"না।"

"করার চেষ্টা করেছে কখনও?"

"না।"

"তাহলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেলেন কেন?"

"তারা তাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলো।"

"আপনি কি জানতেন, কখন?"

"ঠিক জানতাম না। আমি সবসময় এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতাম। সে খুব নাদুসনুদুস হয়ে যাচ্ছিলো।"

"তাহলে ঠিক কিসের তাড়নায় পালালেন? সেই নির্দিষ্ট দিনে আপনার তবে কি মনে হয়েছিলো?"

"আমি জানি না।"

"আমার মনে হয়, আপনি জানেন।"

"আমি সব সময় এটা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকতাম।"

"আপনার মনে কিসের উদয় হয়েছিলো, ক্লারিস? কখন থেকে পালাতে শুরু করলেন?"

"খুব ভোরে। তখনও অন্ধকার ছিলো।"

"তারপর কিছু একটার কারণে আপনি জেগে উঠলেন। কি ছিলো সেটা? আপনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন? সেটা কি ছিলো?"

"আমি উঠে শুনতে পেলাম খামারের ভেড়াগুলো চিৎকার করছে। আমি অন্ধকারের মধ্যেই উঠে গেলাম, ভেড়াগুলোর চিৎকার শুনতে পেলাম।"

"তারা ছোট ছোট ভেড়াগুলো জবাবই করছিলো?"

"হ্যা।"

"আপনি কি করলেন?"

"আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারিনি। আমি তখন কেবল একজন–"

"ঘোড়াটা নিয়ে কি করলেন?"

"আমি বাতি না জ্বালিয়েই জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ওখানকার সবগুলো ঘোড়াই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। আমি তার নাকের কাছে গিয়ে শিষ বাজালে সে বুঝতে পেরেছিলো যে ওটা আমি। অবশেষে সে শান্ত হলো। গোলাঘরে আর ভেড়ার খোয়াড়ের শেষে বাতি জ্বালানো ছিলো। খালি বাতি, বিশাল ছায়া পড়েছিলো। রেফ্রিজেরেটর ট্রাকটা এসে থেমে ছিলো ওখানে, সেটার ইনজিন তখনও বন্ধ করা হয়নি। আমি ঘোড়াটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।"

"ওটার ওপর কি স্যাড্‌ল চাপিয়েছিলেন?

"না। আমি তাদের স্যাডল নেইনি। কেবল দঁড়ি লাগানো ছিলো।"

"অন্ধকারে বেরিয়ে যাবার সময় কি পেছনে ভেড়াগুলোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন?"

"বেশিক্ষণ না। মাত্র বারোটা ভেড়া ছিলো।"

"এখনও আপনি মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে যান, তাই না? অন্ধকারে ভেড়ার চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে যান?"

"কখনও কখনও।"

"আপনি কি মনে করেন, বাফেলো বিলকে যদি ধরতে পারেন এবং ক্যাথারিনকে যদি জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারেন, তবে ভেড়ার চিৎকারটা থামাতে পারবেন। আপনি কি মনে করেন তারাও ঠিক হয়ে যাবে, আর আপনি কখনও আর অন্ধকারে ভেড়ার চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে উঠে যাবেন না? ক্লারিস?"

"হ্যা। আমি জানি না, তবে মনে হয়, হতে পারে।"

"ধন্যবাদ আপনাকে, ক্লারিস।" অদ্ভুতভাবেই মনে হলো ডক্টর লেকটার একটু শান্তি পেলো।

"তার নামটা আমাকে বলুন, ডক্টর লেকটার," স্টার্লিং বললো।

"ডাক্তার চিলটন," লেকটার বললো, "আমি বিশ্বাস করি আপনারা একে অন্যকে চেনেন।"

কয়েকমুহূর্ত পর্যন্ত স্টার্লিং বুঝতে পারেনি যে ডাক্তার চিলটন তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই সে স্টার্লিংয়ের বাহুটাতে হাত রাখলো।

ঝটকা মেরে সে বাহুটা সরিয়ে নিলো। চিলটনের সঙ্গে অফিসার পেমবৃর আর তার বিশাল আকৃতির সঙ্গীও রয়েছে।

"লিফটে আসুন," চিলটন বললো। তার চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে।

"আপনি কি জানেন ডাক্তার চিলটনের কোন মেডিক্যাল ডিগ্রি নেই?" ডক্টর লেকটার বললো। "দয়া ক'রে কথাটা মনে রাখবেন, পরে কাজে দেবে।"

"আসুন, বলছি," চিলটন বললো।

"আপনি এখানকার দায়িত্বে নেই ডাক্তার চিলটন," স্টার্লিং বললো।

অফিসার পেমব্রি চিলটনের পাশে এসে দাঁড়ালো। "না, ম্যাম, আমি আছি দায়িত্বে। উনি আপনার এবং আমার বস্, দু'জনকেই ফোন করেছেন। আমি দুঃখিত, আমাকে অর্ডার দেয়া হয়েছে আপনাকে বের ক'রে দেবার। এক্ষুণি আমার সঙ্গে আসুন।"

"বিদায়, ক্লারিস। ভেড়াগুলো যদি কখনও চিৎকার করা থামায়, আপনি কি আমাকে সেটা জানাবেন?"

"হ্যা।"

পেমব্রি তার হাত ধরে টান দিলো।

"হ্যা," সে বললো, "আমি আপনাকে বলবো।"

"কথা দিচ্ছেন তাহলে?"

"হ্যা।"

"তাহলে দুষ্টুমিটা শেষ করছিনা কেন? আপনার সঙ্গে এই কেসের কাগজপত্রগুলো নিয়ে যান, ক্লারিস। এগুলো আর আমার কোন দরকার নেই।" সে বারের ফাঁক দিয়ে কাগজগুলো বাড়িয়ে দিলো। স্টার্লিং একটু সামনে এগিয়ে এসে সেটা নিয়ে নিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার তর্জনী ডক্টর লেকটারের আঙুলের সাথে স্পর্শ করলো। স্পর্শটার ফলে ডক্টর লেকটারের চোখে ছোট্ট একটা কাঁপুনি হলো।

"ধন্যবাদ আপনাকে, ক্লারিস।"

"আপনাকেও ধন্যবাদ, ডক্টর লেকটার।"

এভাবেই সে স্টার্লিংয়ের মনে রয়ে গেলো। সে কোন ঠাট্টা করছে না, এমন একটা মুহূর্তের ছবি আঁটকে রইলো তার মনে। তার সাদা সেলে দাঁড়িয়ে আছে। কোন নর্তকের মতো সোজা হয়ে, তার হাত দুটো সামনের দিকে ভাঁজ করা আর মাথাটা একটু হেলে রয়েছে।

সে দ্রুত গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে গেলো। রাস্তার একটা গর্তে পড়াতে গাড়ির ছাদের সাথে তার মাথাটা টোকা খেলো। ক্রেন্ডলার তাকে বিমান ধরার আদেশ দিয়েছে। সে ওখানেই যাচ্ছে এখন।

অ ধ্যা য় ৩৬

অফিসার পেমব্ এবং বয়েল ডক্টর লেকটারের জন্যন অরণ্য ঘেরা পাহাড়ী স্টেট প্রিজন থেকে আনা রক্ষীদের ব্যাপারে বেশ ভালোই অভিজ্ঞ। তারা ধীরস্থির আর সতর্ক এবং তারা মনে করে না তাদের কাজটা সম্পর্কে ডাক্তার চিলটনের কাছ থেকে কোন ব্যাখ্যা শোনার দরকার রয়েছে।

তারা লেকটারের আগেই মেমফিসে এসে পৌছেছে, লেকটারের সেলটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছে। লেকটারকে পুরনো কোর্ট হাউজে নিয়ে আসার পর তারা তাকেও তল্লাশী করেছে। একজন পুরুষ-নার্স তার শরীরটা তল্লাশী করেছে। সে সময়েও তার হাত-পা-মুখ বাধা ছিলো। তার কাপড়-চোপড়ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

বয়েল আর পেমব্ তার সঙ্গে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় এসে গেছে। তারা তার সাথে নিচু গলায় কথায় বলেছে, কানের কাছে মুখ এনে ভদ্রভাবে তাকে তল্লাশীর সময় বলেছে।

"ডক্টর লেকটার, আমরা ভালোভাবেই আচরণ করতে পারি। আপনি আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবেন আমরাও আপনার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করবো। ভদ্রলোকের মতো আচরণ করুন, তবে আপনি এসকিমো-পাই পাবেন। আমরা কিন্তু পুষি বেড়াল নই। কামড়ানোর চেষ্টা করবেন তো আমরা আপনার মুখটা একেবারে মসৃন ক'রে দেবো। মনে হচ্ছে এখানে আপনি ভালো কিছুই পাবেন। সেটার পোঙ মারবেন না। বুঝলেন?"

ডক্টর লেকটার তাদের দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভভাবে চোখ টিপলো। মুখে জবাব দিলে তাকে তার মুখ থেকে উডেন পেগটা সরাতে হোতো। সেটা নার্স তার মুখ পরীক্ষা করার জন্য ঢুকিয়েছে। নার্স তার মুখের মধ্যে ছোট একটা টর্চলাইট দিয়ে আলো ফেলে দেখতে লাগলো।

তার গালের কাছে মেটাল ডিটেক্টরটা ধরতেই বিপ্ ক'রে উঠলো।

"এটা আবার কি?" নার্স জিজ্ঞেস করলো।

"দাঁতের ফিলিং," পেমব্ বললো। ডক্টর লেকটারের পরীক্ষা সম্পন্ন হলে তাকে নিরাপদে সেলে ঢোকানো হলো।

সেলটা নিরাপদ আর শক্তিশালী হলেও রোর্লিং ফুড ক্যারিয়ার নেই তাতে। স্টার্লিংয়ের চলে যাবার পর লাঞ্চের সময়ে অস্বস্তিতে পড়লো তারা। ডাক্তার চিলটন সবাইকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। পেমব্ আর বয়েলকে দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। স্ট্রেইট জ্যাকেট পড়া অবস্থায়ও ডক্টর লেকটারকে পায়ের বাধন রেখে বারের সাথে পিঠমোড়া হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলে সেটা হ্যান্ডকাফ আটকানো হলো। চিলটন হাতে ডাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা দরজাটা খোলার আগে। তারপরই দরজা খুলে খাবারের ট্রে'টা দেয়া হলো।

চিলটন পেমব্ আর বয়েলের নাম বলতে অস্বীকার করলো। যদিও তাদের বুকে নামফলকে নাম লেখা রয়েছে। সে তাদেরকে "আপনি" এবং "এইযে" ব'লে সম্বোধন করলো। রক্ষীরা যখন শুনতে পেলো যে চিলটন আসলে মেডিক্যাল ডাক্তার নয়, তখন তারা তাকে "শালা এক ধরনের স্কুল শিক্ষক" ব'লে মন্তব্য করলো।

পেমব্ একবার চিলটনের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছে যে স্টার্লিংকে সে আসার জন্য অনুমতি দেয় নি, নিচ তলা থেকে তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। চিলটনের রাগকে সে পাত্তাই দেয় নি।

ডাক্তার চিলটন রাতের খাবারের সময় অনুপস্থিত ছিলো আর তখন ডক্টর লেকটারের সহযোগীতায় তারা দারুণ অবাক হয়েছে। বয়েল এবং পেমব্ খাবারের ট্রে-টা নিয়ে যাবার জন্যে নিজেদের পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। সেটা খুব ভালো কাজই করেছে।

"ডক্টর লেকটার, আজ রাতে আপনার ডিনার জ্যাকেটের দরকার হচ্ছে না," পেমব্ বললো। "আমি আপনাকে বলেছি ফ্লোরে ব'সে পড়ুন, বারের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে হাত দুটো শিক গ'লে বাইরে নিয়ে আসুন। এইতো, হ্যা, ঠিক আছে।" পেমব্ ডক্টর লেকটারে শিক দিয়ে বের হওয়া দুটো হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিলো। "একটু ব্যথা লাগছে, তাই না? আমি জানি ব্যথা লাগছে, তবে এক মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আমাদের দু'পক্ষকেই সমস্যা থেকে বাঁচিয়ে দিন, ডক্টর।"

ডক্টর লেকটার নড়লো না, ফ্লোরে সোজা ক'রে রাখা দুটো পা দিয়ে লাথিও মারলো না।

পেমব্ ডেস্কের কাছে চলে গেলো সেলের চাবিটা আনতে। একটা ব্যাটনসহ সে সেলে ফিরে এলো। বয়েল ট্রে'টা নেবার পর দরজা খুলে দিলো। ট্রে-টা থেকে খাবার রাখার পর দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। তারপর ডক্টর লেকটারের হ্যান্ডকাফটা খুলে দিলো তারা। এবার ডক্টও লেকটার সেলের ভেতরে আবারো মুক্ত হলো।

"কি, খুব সহজ, না?" পেমব্ বললো।

"খুবই সুবিধাজনক আর সহজ ছিলো, আপনাকে ধন্যবাদ, অফিসার," ডক্টর লেকটার বললো। "আপনি জানেন, আমিও চেষ্টা করেছি।"

"আমরা সবাই করেছি ব্রাদার," পেমব্ বললো।

ডক্টর লেকটার খাবারটা হেলাফেলা ক'রে তার প্যাডে ফেল্ট-টিপ্ড কলম দিয়ে কিছু লিখলো এবং হিজিবিজি কী সব আঁকলো। সে টেবিলের পায়ের সাথে শেকল দিয়ে আটকানো টেপরেকর্ডারে একটা ক্যাসেট ঢুকিয়ে সেটা ছেড়ে দিলো। গ্লেন গুল্ড বাখের *গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশনটা* পিয়ানোতে বাজাচ্ছে। সঙ্গীতটা এই বাজে অবস্থা আর সময়েও সুন্দর, পুরো ঘরটা পূর্ণ ক'রে ফেলেছে সেটা, যেখানে রক্ষীরা ব'সে আছে সে জায়গাটাও।

ডক্টর লেকটার ধীরস্থিরভাবে টেবিলের ওপর ব'সে আছে। তার কাছে সঙ্গীতটার স্বরগুলো আলাদা আলাদাভাবে ধরা দিচ্ছে। কোন তাল না হারিয়েই। ডক্টর লেকটার এক সময় উঠে দাঁড়ালো। তার প্রকাশভঙ্গী বিমূর্ত। ফ্লোরে প'ড়ে থাকা কাগজের রুমালটার দিকে তাকালো। রুমালটা শূন্যের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে রইলো। টেবিলের পায়ের কাছে ঘেষে ফ্লোরে প'ড়ে গড়াগড়ি খেলো কিন্তু সে ওটা তুললো না। বরং সেলের মধ্যে হাটাহাটি করলো। তার হাইপ্যানের ঢাকনার ওপর ব'সে পড়লো সে। এটা তার একমাত্র গোপন জায়গা। গানটা শুনতে শুনতে মাথাটা পাশের সিঙ্কের দিকে কাত ক'রে হাতের ওপর থুতনীটা রাখলো। তার অদ্ভুত রহস্যময় মেরুন রঙের চোখ দুটো অর্ধ নির্লিপ্ত। সঙ্গীতের গঠনগত দিক থেকে *গোল্ডবার্গ ভ্যারিয়েশন* তাকে আগ্রহী ক'রে তুলেছে। এইতো এটা আবার এলো। বেজ-এর প্রগ্রেশনটা বারবার আসতে লাগলো। সেও তার সাথে মাথা দোলালো। তার জিভ তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের হচ্ছে, নড়াচড়া করছে। একবার ওপরের পাঁটির দাঁতে, আরেকবার নিচের দিককার দাঁতে মৃদু টোকা দিচ্ছে জিভ দিয়ে। এটা তার জিভের জন্য দীর্ঘ একটা কৌতুহলী ভ্রমণ, যেনো আলপ্সে ভ্রমন করার মতো।

এবার জিভ দিয়ে মাড়ীটা স্পর্শ করতে শুরু করলো সে। জিভটা মুখের ভেতরের মাড়ীতে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। তার জিভটা যখন ছোট্ট ধাতব টিউবটা স্পর্শ করলো, তখন সে থামলো।

গানটার শব্দ ছাপিয়ে সে শুনতে পেলো লিফটটা থামার শব্দ। সঙ্গীতের অনেক নোটই হারিয়ে গেলো, লিফটের দরজাটা খুললে সে চেনে না এমন একটা লোককে বলতে শুনলো, "আমি ট্রে'টা নিয়ে আসছি।"

ডক্টর লেকটার শুনতে পেলো পেমব্ নামের ছোটখাটো লোকটা আসছে। লোহার বারের ওপর যে চাদরটা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে সেটার একটা ফুটো দিয়ে সে দেখতে পেলো। পেমব্ বারের কাছে এসে পড়েছে।

"ডক্টর লেকটার, মাটিতে ব'সে বারের শিক গলিয়ে হাত দুটো পিঠমোড়া ক'রে

বের করুন। ঠিক যেমনটি আগে করেছেন।"

"অফিসার পেমবৃ, আমি যদি খাওয়া শেষ করি, আপনি কি কিছু মনে করবেন?" অনেক সময় লাগলো এতে।

"ঠিক আছে।" পেমবৃ ঘরের মধ্যে ডাক দিলো। "আমরা সেটা নিলে জানাবো।"

"আমি কি তাকে একটু দেখতে পারি?"

"আমরা আপনাকে ডাকবো।"

লিফট আবারো চলতে শুরু করলো, তারপর কেবলই গানটা শোনা গেলো।

ডক্টর লেকটার মুখের ভেতর থেকে টিউবটা বের ক'রে একটা টিসু পেপার দিয়ে সেটা মুছে নিলো। তার হাত বেশ দৃঢ় আছে, আর হাতের তালু একেবারেই শুকনো।

তার ডিটেনশনে থাকা বছরগুলোতে, তার অশেষ কৌতুহলের সাহায্যে, ডক্টর লেকটার বন্দীশালার ব্যাপারস্যাপারগুলো শিখেছে। বাল্টিমোরের আশ্রমে একজন নার্সকে বীভৎসভাবে ক্ষতবিক্ষত করার পর থেকে কেবলমাত্র দু'বারই তার চারপাশের নিরাপত্তাতে ছেদ পড়েছিলো। দুটোই ঘটেছিলো বার্নির ডিউটিতে না থাকার সময়। একবার এক মনোবৈজ্ঞানিক গবেষক তাকে একটা বলপেন দিয়ে সেটা নিতে ভুলে গিয়েছিলো। লোকটা ওয়ার্ড থেকে বের হবার আগেই ডক্টর লেকটার কলমটার প্লাস্টিকের খাপ ভেঙে টয়লেটের কমোডে ফেলে ফ্লাশ ক'রে দিয়েছিলো আর কালির ধাতব টিউবটা তার ম্যাট্রেসের বুননের ফাঁকে রেখে দিয়েছিলো।

আশ্রমে তার সেলের সবচাইতে ধারালো যে জিনিসটি ছিলো সেটা হলো তার খাটের সাথে দেয়ালের সংযোগ করার বোল্টের মাথা। সেটাই যথেষ্ট ছিলো। দুই মাসের ঘষাঘষিতে, ডক্টর লেকটার তার প্রয়োজনীয় সমান্তরাল এবং কোয়ার্টার ইঞ্চির মতো দুটো দৈর্ঘে খোদাই করতে সক্ষম হয়েছিলো। সেটার ভেতরে টিউবটার খোলা অংশ ঢোকানো সম্ভব। তারপর সে টিউবটা মাঝখান থেকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে ফেলেছিলো। খোলা মাথাটার দিকে এক ইঞ্চির একটা টুকরো, আর পয়েন্টের বাকি অংশ, যেটা সবচাইতে বেশি লম্বা, সেটা টয়লেটের মধ্যে ফেলে ফ্লাশ ক'রে দিয়েছিলো। বার্নি তার হাতে রাতের বেলায় ঘষাঘষির ফলে যে দাগ পড়েছিলো সেটা খেয়াল করতে পারেনি।

ছয় মাস পরে, একজন আরদার্লি তার এটর্নির পাঠানো কিছু কাগজপত্র, যার সাথে মোটা একটা পেপার-ক্লিপ লাগানো ছিলো, সেটা লেকটারকে দিয়ে গিয়েছিলো। ক্লিপের এক ইঞ্চি স্টিলের তার কলমের টিউবের ভেতরে রেখে বাকিটা টয়লেটে ফ্লাশ ক'রে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। টিউবটা মসৃণ আর ছোট ব'লে খুব সহজেই মাড়ী এবং গালের মাঝখানে, কাপড়ের সেলাইয়ের মধ্যে এবং মলদ্বারের

ভেতরে লুকিয়ে রাখা গিয়েছিলো।

এখন, তার কাগজের পর্দার আড়ালে, ডক্টর লেকটার ছোট্ট ধাতব টিউবটা তার বুড়ো আঙুলের নখের নিচে টোকা মারলো, যতোক্ষণ না ভেতরের তারটা বেড়িয়ে আসলো। তারটা হলো তার হাতিয়ার আর এই অংশটাই সবচাইতে কঠিন কাজ। ছোট্ট টিউবটা থেকে তারটা অর্ধেক বের ক'রে অশেষ যত্ন সহকারের সে ওটাকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করলো, লোহার তারটা দুটো ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। কখনও কখনও এরকম করতে গেলে এগুলো ভেঙে যায়। সাবধানে, তার শক্তিশালী হাত দিয়ে সে ধাতব জিনিসটাকে বেঁকে ফেললো। এখন। ধাতব জিনিসটা হয়ে গেলো তার হ্যান্ডকাফের চাবি।

ডক্টর লেকটার হাত দুটো পেছনে নিয়ে পনেরো বার সেই চাবিটা এ হাত থেকে সেই হাতে নিলো। সে চাবিটা আবার মুখের ভেতর রেখে, হাত আর মুখটা ধুয়ে নিয়ে সেগুলো একেবারে শুকিয়ে ফেললো। তারপর, সে তার জিভ দিয়ে তার ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে চাবিটা লুকিয়ে ফেললো। জানতো পেমবৃ তার অদ্ভুত ডান হাতটা যখন পেছন মোড়া করবে তখন সেটার দিকে তাকাবে।

"আমি রেডি, অফিসার পেমবৃ," ডক্টর লেকটার বললো। সে ফ্লোরে ব'সে হাত দুটো পেছনে দিয়ে, দুটো হাতের কব্জি শিকের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলো হ্যান্ডকাফ লাগানোর জন্য।

"অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে।"

সে শুনতে পেলো পেমবৃ তার পেছনে এখন। পেমবৃ তার হাত দুটো দেখে মনে করলো সে সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছে কিনা। পেমবৃ হ্যান্ডকাফটা শক্ত ক'রে লাগিয়ে দিলো। তারপর ডেস্কের কাছে ফিরে গিয়ে সেলের চাবিটা আনতে গেলো। গানের পিয়ানোর আওয়াজের মধ্যেও লেকটার শুনতে পেলো ড্রয়ার থেকে চাবি নেবার টুংটাং শব্দটা। এবার সে ফিরে আসছে, সঙ্গীতের নোটে নোটে হেঁটে আসছে। এবার বয়েলও তার সাথে এলো। সেলের তালার ছিদ্রে চাবি ঢোকানোর শব্দটাও সে শুনতে পেলো গানের ফাঁকে।

পেমবৃ হ্যান্ডকাফটা আবারো চেক্ ক'রে দেখলো। পেছন থেকেই ডক্টর লেকটার পেমবৃর নিঃশ্বাসের গন্ধ টের পেলো। এবার পেমবৃ সেলের দরজাটা খুলে দিলে বয়েল ভেতরে ঢুকলো। ডক্টর লেকটার তার মাথাটা ঘোরালো। সেলের চারপাশটা দেখে নিলো একবার। সব কিছুই খুব তীক্ষ্ণ আর চমৎকার–বয়েল টেবিলের ওপর থেকে খাবারের উচ্ছিষ্ট যোগার ক'রে ট্রে'তে রাখছে। টেপ রেডর্কারটার রিল ঘুরছে, রুমালটা টেবিলের পায়ার পাশে প'ড়ে রয়েছে। শেকলের ফাঁক দিয়ে ডক্টর লেকটার তার চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলো পেমবৃর হাটুর পেছনটা। ব্যাটনটা তার বেল্টে ঝুলছে। সে সেলের দরজাটা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে।

ডক্টর লেকটার তার বাম হাতের হ্যান্ডকাফের চাবির ফুটোটা খুঁজে পেলে চাবিটা

ঢুকিয়ে ঘুরালো। সে টের পেলো হ্যান্ডকাফটা তার কব্জি থেকে আলগা হয়ে গেছে। এবার সে চাবিটা বাম হাতে চালান ক'রে দিলো, চাবির ফুটোটা খুঁজে পেলো, চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরালো।

বয়েল রুমালটা নেবার জন্যে হাটু মুড়লো। এক মুহূর্তের ঝটকায় হ্যান্ডকাফটা বয়েলের কব্জিতে আঁটকে দিলো সে, লেকটারের দিকে সে চোখ গোল গোল ক'রে তাকাতেই হ্যান্ডকাফের অন্য প্রান্তটি টেবিলের ফিক্সড পায়ার সঙ্গে লাগিয়ে ফেললো লেকটার। ডক্টর লেকটারের পা তার নিচে এখন, দরজা থেকে পেমবৃ আসতে চেষ্টা করলো। লেকটারের কাঁধ লোহার দরজাতে সজোরে আঘাত করলো, পেমবৃ তার বেল্টের অস্ত্রের দিকে হাত দিলো, তার হাত দরজার চাপে আঁটকে আছে। লেকটার ব্যাটনটার শেষ মাথা ধরে তুলে নিলো। সে তার হাতের কনুই দিয়ে পেমবৃর গলায় একটা সজোরে আঘাত হানলো। দাঁত দিয়ে পেমবৃর মুখে কামড় বসালো।

পেমবৃ লেকটারে দিকে তার হাতের থাবা বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা। করলো। তার নাক আর উপরের ঠোঁট সে কামড়ে ধ'রে আছে। লেকটার তার মাথাটা সজোরে ঝাঁকালো, এপাশ ওপাশ, রায়ট ব্যাটনটা পেমবৃর বেল্ট থেকে ছিনিয়ে নিলো সে। সেলে বয়েল এখন পড়ে আছে হাটু মুড়ে। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে পকেট থেকে হ্যান্ডকাফের চাবিটা বের করার জন্য। হাত থেকে সেটা ফস্কে প'ড়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে তুলেও নিলো সেটা। লেকটার ব্যাটন দিয়ে পেমবৃর পেটে, গলায় এবং হাটুতে সজোরে আঘাত করলো। বয়েল উপুড় হয়ে হ্যান্ডকাফটা চাবি দিয়ে খুলতে লাগছে। লেকটার এবার তার দিকে এগোলো। লেকটার ব্যাটন দিয়ে তার খোলা হাতটাতে এমনভাবে আঘাত করলো যে সেটা ভেঙে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। বয়েল টেবিলের নিচে লুকাতে চাইলো। কিন্তু তাকে মারাটা এখন সহজ হয়ে গেছে। পরপর পাঁচটা তীব্র আঘাতে তাকে মেরে ফেলা হলো।

পেমবৃ কোনভাবে উঠে বসে কাঁদতে লাগলো। ডক্টর লেকটার তার দিকে রক্ত লাল ঠোঁটে তাকালো। "আমি প্রস্তুত, অফিসার পেমবৃ," সে বললো।

ব্যাটনটা দিয়ে পেমবৃর পেছন থেকে গলাটা চেপে ধ'রে সজোরে মোচড়ালো।

ডক্টর লেকটারের নাড়ি স্পন্দন কেবল কিছুক্ষণের জন্য একশোতে উঠেছিলো, কিন্তু খুব দ্রুতই সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেলো। সে গানটা বন্ধ ক'রে শুনতে লাগলো। সিঁড়ির দিকে গিয়ে আবারও কান পাতলো। পেমবৃর পকেট থেকে ডেস্কের চাবিটা নিয়ে সবগুলো ড্রয়ার খুলে ফেললো সে। নিচের ড্রয়ারে পেমবৃ আর বয়েলের ডিউটিতে ব্যবহার করা অস্ত্রটা রাখা আছে, পয়েন্ট ৩৮-এর এক জোড়া রিভলবার। তার চেয়ে ভালো যে জিনিসটা সে পেলো সেটা হলো বয়েলের পকেটে পাওয়া একটা পকেট চাকু।

অধ্যায় ৩৭

লবিটা পুলিশে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট। বাইরের পুলিশের গার্ড পোস্টে দায়িত্বে থাকা পুলিশেরা দুই ঘণ্টা বিরতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিছু কিছু লোক লবিতে ইলেক্ট্রিক হিটার নিয়ে এসেছে। তাদের কারোর কারো টাকা আছে, তারা মেমফিস স্টেট বাস্কেট বলের যে খেলা হচ্ছে, সেটা নিয়ে বাজি ধরছে।

সার্জেন্ট ট্যাট রেডিওতে জোরে জোরে খেলা শোনার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু অফিসারদের একজন কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনছে। সে প্রায়ই খেলার স্কোরটা ব'লে দিচ্ছে। লবিতে মোট সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা পনেরো, সেই সাথে রয়েছে কারেক্শন অফিসার দু'জন। সার্জেন্ট ট্যাট তার ডিউটি থেকে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ৭টা বাজে তার ছুটি।

সবগুলো পোস্টই শান্ত-নিথর। কেউই টের পায়নি যে লেকটার হুমকী হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

৬টা ৪৫ মিনিটে, ট্যাট লিফটের শব্দটা শুনতে পেলো। সে লিফটের ওপর ব্রোঞ্জের তীরটার দিকে তাকিয়ে দেখলো, সেটা পাঁচে গিয়ে থামলো।

ট্যাট লবির দিকে তাকালো। "সুইনি কি খাবার ট্রে'টা নিয়ে উপরে গেছে?"

"না, আমি তো এখানে, সার্জ। দেখে আসবো? আমাকে তো উপরে যেতে হবে।"

সার্জেন্ট ট্যাট তিন নম্বর ডিজিট ডায়াল ক'রে শুনলো। "ফোনটা ব্যস্ত আছে," সে বললো। "যাও, উপরে গিয়ে দেখে আসো।" লগ বইটার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে, এগারোটা থেকে সাতটা পর্যন্ত তার ডিউটিটা শেষ হয়ে গেছে।

পেট্রল্যান সুইনি লিফটের বোতাম চাপলো। কিন্তু কাজ হলো না। লিফটা নিচে নেমে গেলো।

"আজ রাতে তুমি শালা ভেড়ার চপ পাবে, বিরল জিনিস," সুইনি বললো। "আরে কি ভাবছো, সে তার নাস্তা চাইবে, চিড়িয়ার দল গেলো কোথায়? আরে হচ্ছেটা কি? আমি সুইনি।"

লিফটার দরজার ওপরের ব্রোঞ্জ তীরটা পাঁচটার ঘরেই আঁটকে আছে।

সুইনি আরো এক মিনিট অপেক্ষা করলো। "উফ্, হচ্ছেটা কি?" সে আবারো বললো।

পয়েন্ট ৩৮ পিস্তলটা উপরের কোথাও গর্জে উঠলো। শব্দটা নিচের পাথরের সিঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হলো। পরপর দুটো তারপর একটু বিরতি দিয়ে তৃতীয় গুলিটা হলো।

তৃতীয় গুলিটা শুনেই সার্জেন্ট ট্যাট দাঁড়িয়ে গেলো। তার হাতে মাইক্রোফোন। "সিপি, টাওয়ারের উপরে গুলির শব্দ হয়েছে। বাইরের পোস্টদের বলছি, সতর্ক থাকো। আমরা উপরে যাচ্ছি।"

চিৎকাঁর চেঁচামেচি আর দৌড়াদৌড়ির হিড়িক প'ড়ে গেলো লবিতে।

তখনই ট্যাট দেখতে পেলো ব্রোঞ্জের তীরটা আবার নড়তে শুরু করেছে। চার-এ নেমে এসেছে সেটা। ট্যাট চিৎকার ক'রে কোলাহলের মধ্যে বললো, "রাখো। গার্ড, এদিকে আসো, বাইরের পোস্টে লোক দ্বিগুণ করো, প্রথম স্কোয়াড আমার সাথেই থাকো। ব্যারি এবং হাওয়ার্ড, এই শালার লিফটা এখানে এসে পড়লে তোমরা সামলাবে–" তীরটা তিন-এ থেমে গেলো।

"প্রথম স্কোয়াড, আমার চলো সাথে। চেক্ করা ছাড়া কোন দরজা অতিক্রম করবে না। ববি, বাইরে যাও–একটা শটগান আর ভেস্টগার্ড নিয়ে আসো।"

উপরের অফিসারদের জন্যে ট্যাট'র দুশ্চিন্তা হচ্ছে। *ঈশ্বর, সে যেনো বাইরে বের হতে না পারে। কেউই ভেস্ট পরেনি। ধ্যাত্। শালার কারেক্শন অফিসারগুলো। ভোদাই রাম।*

দুই, তিন আর চার তলার অফিসগুলো ফাঁকা আর তালা মারা থাকার কথা। সেইসব ফ্লোর দিয়েই টাওয়ারে যাওয়া যায়। অফিসের ভেতর দিয়ে। কিন্তু পাঁচ তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না।

ট্যাট টেনিসির SWAT স্কুলে ছিলো। সে জানে কিভাবে এই পরিস্থিতিটা সামলাতে হবে। সে আগে গেলো, তরুণ একজনকে সঙ্গে নিয়ে এগেলো। খুব সতর্ক আর দ্রুত তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলো। প্রতিটা ল্যান্ডিং-এ তারা একে অন্যকে কভার করলো।

"দরজার দিকে পেছন ফিরে রাখো, সেটা চেক্ করার আগে, আমি তোমাকে কভার দিচ্ছি।"

তৃতীয় তলার ল্যান্ডিং-এর দরজাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর লক্ করা।

ছোট্ট করিডোরটাতে মৃদু আলো। লিফটের খোলা দরজা দিয়ে একটা বাতির আলো করিডোরের ফ্লোরে পড়েছে। লিফটের ওপর পাশের দেয়াল ধ'রে ট্যাট এগোতে লাগলো। নয় পাউন্ড টৃগারের উপর দুই পাউন্ড চাপ দিয়ে সে লিফটের ভেতরটা উঁকি মারলো। ফাঁকা।

ট্যাট সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য ক'রে চিৎকার করলো, "*বয়েল! পেমব্!* ধ্যাত্।" সে চতুর্থ তলায় এক জনকে যেতে বললো।

উপরের তলা থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর বাজনায় পাঁচ তলাটাতে শোনা যাচ্ছে। এক ধাক্কায় সেটার দরজা খুলে ফেলা হলো। পুরো কক্ষটা ফাঁকা।

"*বয়েল! পেমব্!*" সে দু'জনকে ল্যান্ডিং-এ রেখে উপরে চলে গেলো। "দরজাটা কভার দাও। ভেস্ট-গার্ড এসে গেছে। দরজার দিকে আবার নিজেদের পাছা দিয়ে রেখো না।"

গানটা বেজেই চলছে, তারই মধ্যে ট্যাট পাথরের সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। টাওয়ারের শীর্ষটা, ছয়তলার ল্যান্ডিং-এ, একটা ছোট্ট অন্ধকার করিডোর আছে। আর ছয় তলার ঢোকার দরজার ঘোলাটে কাঁচের ওপরে লেখা আছেঃ

শেলবি কাউন্টি হিস্টোরিকাল সোসাইটি

ট্যাট নিচু হয়ে দরজার কাছে ব'সে পড়লো। সে জ্যাককে অন্য প্রান্তে থাকার ইঙ্গিত করলো। দরজার হাতলটা ধরে এক ঝটকায় সেটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। বিশাল ঘরটা কভার করার জন্য ঢুকেই হাতের পিস্তলটা তাক্ করলো।

ট্যাট জীবনে অনেক জিনিস দেখেছে। সে অসংখ্য দুর্ঘটনা দেখেছে, মারামারি, হত্যা-খুন, সবই। তার সময়ে সে ছয় জন পুলিশের লোককে খুন হতেও দেখেছে। কিন্তু এখন তার পায়ের কাছে যে পুলিশ অফিসারটি প'ড়ে আছে সেটা তার জীবনে দেখা সবচাইতে বীভৎস দৃশ্য। শার্টের কলারের উপরে যে মাংস পিণ্ডটি দলা পাকিয়ে আছে, সেটাকে আর যাই হোক মুখমণ্ডল বলা যাবে না। মাথার সামনের অংশটাতে মাংস পিণ্ড খুবলে রক্ত আর রক্ত বইছে কেবল, আর একটা মাত্র চোখ কোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে নাকের ছিদ্রের কাছে কোনরকম ঝুলে আছে। চক্ষু কোটর দুটো রক্তে পরিপূর্ণ।

ট্যাটকে অতিক্রম ক'রে জ্যাকব সেলের ভেতরে যাবার সময় পিচ্ছিল রক্তে পিছ্লে পড়েই যাচ্ছিলো। ফ্লোরে প'ড়ে আছে বয়েলের দেহটা, এখনও টেবিলের পায়ার সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে তার একটা হাত আঁটকানো। বয়েলের নাড়িভূড়ির কিছু অংশ বের ক'রে ফেলা হয়েছে। তার মুখটা চাকু দিয়ে ফালা-ফালা ক'রে কাটা, তার রক্তে সেলটার ফ্লোর ভেসে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে। দেয়াল আর খাটের মধ্যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

জ্যাকব তার হাতটা বয়েলের ঘাড়ে রাখলো। "এতো মরে গেছে," সঙ্গীতটার মাঝেই সে চিৎকার ক'রে বললো। "সার্জ?"

ট্যাট ধাতস্থ হয়ে রেডিওতে কথা বলছে। "কমান্ডপোস্ট, দু'জন অফিসার কাবু হয়ে গেছে।" আবারো বলছি, দু'জন অফিসার কাবু হয়েছে। বন্দীকে পাওয়া যাচ্ছে না। লেকটার নিখোঁজ। বাইরের পোস্ট, জানালাগুলো নজরে রেখো। বন্দী তার বিছানাটার চাদর নিয়ে গেছে, মনে হয় সে ওটা দড়ি হিসেবে ব্যবহার করবে।

একটা এম্বুলেন্সকে তাড়াতাড়ি এখানে আসতে বলো।"

"পেমব্ কি মারা গেছে, সার্জ?" জ্যাকব টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ ক'রে বললো।

ট্যাট হাটু মুড়ে পরীক্ষা করতে যেতেই একটা আর্তনাদ আর রক্তের বুদবুদ্ উঠলো।

"পেমব্ বেঁচে আছে।" ট্যাট তার মুখটা এই রক্তাক্ত মুখের কাছে নিতে চাইলো না। সে জানে সেটা করলে পেমব্'র শ্বাস নিতে সাহায্য করা হতো। সে এও জানে একজন পেট্রলম্যানকে দিয়ে এটা করানো যাবে। ভালো হয় পেমব্ যদি মারা যায়। কিন্তু সে এটা বুঝতে পারলো যে তার হৃদস্পন্দন হচ্ছে। নিঃশ্বাসও নিচ্ছে। ঘোৎঘোৎ শব্দ হচ্ছে, মনে হয় গার্গল করছে, কিন্তু, আসলে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এই ধ্বংসাবশেষটি নিজেই নিঃশ্বাস নিতে পারছে।

ট্যাটের রেডিওটা বেজে উঠলো। একজন পেট্রল লেফটেন্যান্ট বাইরের কমান্ডের দায়িত্ব নিয়েছে, সে ভেতরের খবর জানতে চায়। ট্যাটকে কথা বলতে হলো।

"এখানে আসুন মুরে," ট্যাট তরুণ পেট্রলকে বললো, "পেমবৃর এখানে এসে তার সাথে কথা বলুন।"

"তার নাম কি, সার্জ?" মুরে ফ্যাকাশে গলায় বললো।

"পেমব্, এখন তার সাথে কথা বলুন।" ট্যাট রেডিওতে বললো। "দু'জন অফিসার ঘায়েল, বয়েল মরে গেছে, আর পেমবৃর অবস্থা শোচনীয়। লেকটারকে পাওয়া যাচ্ছে না, সে সশস্ত্র–সে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে। বেল্ট আর হোলস্টার ডেস্কে প'ড়ে আছে।"

লেফটেনান্টের কণ্ঠটা শোনা গেলো, "আপনি কি নিশ্চিত সিঁড়িটা স্ট্রেচার-এর জন্য নিরাপদ?"

"হ্যা, স্যার। উপরে আসতে বলুন। প্রতিটি ল্যান্ডিং-এ আমার লোক রয়েছে।"

"রজার, সার্জেন্ট। এখানকার পোস্ট-আট মনে করে সে মেইন বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলার একটা জানালার কাছে কিছু নড়তে দেখেছে। আমরা বের হবার পথ সিল ক'রে দিয়েছি। সে বাইরে যেতে পারবে না। আপনারা ল্যান্ডিং-এ অবস্থান নিয়ে থাকুন। SWAT-টিম আসছে। আমরা SWAT দিয়ে তাকে খুঁজে বের করবো। ঠিক আছে।"

"বুঝেছি। SWAT অভিযান চালাবে।"

"তার সাথে কি আছে?"

"দুটো পিস্তল আর একটা চাকু, লেফটেন্যান্ট–জ্যাকব, দেখো তো বেল্টে কোন গুলি আছে কিনা।"

"বেল্টে গুলি আছে," পেট্রলম্যান বললো। "পেমবৃরটা সবগুলোই আছে, বয়েলেরটাও। শালা বাড়তি গুলি নেয় নি।"

"ওগুলো কি?"

"পয়েন্ট ৩৮ প্লাস পিস জেএইচপি।" ট্যাট আবার রেডিওতে কথা বললো। "লেফটেন্যান্ট, দেখে মনে হচ্ছে সে পয়েন্ট ৩৮ দিয়ে তিনটি গুলি করেছে, আমরাও নিচ থেকে তিনটি শুনেছি। আর বেল্ট থেকে যেহেতু কোন গুলি নেয়নি, তার মানে তার কাছে নয়টা গুলি আছে এখন। SWAT -কে বলুন রিভলবারটা হলো পয়েন্ট ৩৮-এর। আর এই লোকটা মুখে গুলি করতে পছন্দ করে।"

প্লাস পিএস ভালো মানের হলেও সেটা SWAT টিমের শরীরের বর্ম ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু মুখে করলে মারাত্মক ব্যাপার হবে। আর পায়ে করলে, নির্ঘাত খোঁড়া হয়ে যাবে।

"স্ট্রেচার আসছে, ট্যাট।"

এম্বুলেন্সটা বিস্ময়করভাবেই দ্রুত এসে পড়লো। কিন্তু ট্যাটের কাছে সেটাও যথেষ্ট মনে হলো না। তার পায়ের কাছে যে প'ড়ে আছে সে করুণভাবে আকুতি জানাচ্ছে। তরুণ মুরে খিচুনি দেয়া শরীরটা ধ'রে রেখেছে। চেষ্টা করছে তাকে আশ্বস্ত করতে, তার মুখের দিকে না তাকিয়েই। সে বলছে, "আপনি ঠিক আছেন, পেমবৃ, ভালো অবস্থায় আছেন," বার বার এই একই অসুস্থ সংলাপ।

এম্বুলেন্সের এটেন্ডান্টদের দেখেই ট্যাট চিৎকার ক'রে ডাকলো, "কর্পসম্যান!" যেনো সে যুদ্ধের ময়দানে আছে।

এম্বুলেন্সের কর্মীরা খুবই দ্রুতই কাজে নেমে গেলো। তারা মুখে কিছু ব্যান্ডেজ চেপে ধরলো যাতে রক্তপাত বন্ধ হয়। রক্তচাপ আর পাল্সও মেপে দেখলো তারা। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "নিচে নিয়ে যান।"

এবার রেডিওতে আদেশ এলো। "ট্যাট, আমি চাই আপনি অফিসটা ক্লিয়ার ক'রে সেটা সিল ক'রে দিন। মেইন বিল্ডিংয়ের দরজাটা নিরাপদ করুন। তারপর ল্যান্ডিং-এ কভার নেন। আমি উপরে ভেস্ট আর শটগান পাঠাচ্ছি। সে যদি বেরিয়ে আসে তাকে আমরা জীবিত অবস্থায়ই ধরবো। কিন্তু তার জীবন রক্ষা করার জন্য আমরা কোন ঝুঁকি নেবো না। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?"

"বুঝেছি, লেফটেনান্ট।"

"আমি কেবল মেইন বিল্ডিংয়ে SWAT-কে চাচ্ছি, কেবল SWAT-কে।"

ট্যাট আদেশটা বার বার বলতে লাগলো।

ট্যাট যে খুব ভালো সার্জেন্ট সেটা এখন বোঝা গেলো। সে এবং জ্যাকব ভেস্ট-গার্ডটা পরে নিলো। এম্বুলেন্সের লোকজন স্ট্রেচারে ক'রে ক্ষতবিক্ষত পেমবৃকে নিচে নিয়ে গেলো। দ্বিতীয় দলটি এসে বয়েলের মৃতদেহটা সরিয়ে ফেললো। ল্যান্ডিংয়ে থাকা লোকগুলো এসব দেখে রেগেমেগে আগুন হয়ে আছে। ট্যাট তাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞের মতো বললো: "নিজেদের রাগকে দমন করো, এখান থেকে সবাই চলে যাও।"

বাইরে সাইরেন বাজতে থাকলে ট্যাট অফিসটা খালি ক'রে টাওয়ারটা সিল ক'রে দিলো।

পঞ্চম তলার হল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আসলো। আর মেইন বিল্ডিং থেকে, বিশাল অন্ধকার ঘরটা থেকে, অনেকগুলো টেলিফোন বাজতে লাগলো। ভবনটার অসংখ্য ঘর। সেখানকার অসংখ্য টেলিফোন একসাথে বাজতে লাগলো। বার বার।

বাইরে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে ডক্টর লেকটারকে ভবনের ভেতরে আঁটকে ফেলা হয়েছে। রেডিও-টেলিভিশন রিপোর্টাররা দ্রুত ফোন নাম্বার ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ভবনের ভেতরে আঁটকে থাকা দানবটার সাথে সরাসরি টেলিফোন সংলাপ সম্প্রচার করার জন্য। এটা থেকে মুক্ত হবার জন্য SWAT টিম সাধারণত টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, কেবল একটা লাইন রাখে দরকষাকষির জন্য। এই ভবনটা খুবই বড়, আর অফিসও রয়েছে অনেক।

যেসব ঘরে ফোন বাজছে ট্যাট সেইসব ঘরের দরজায় তালা মেরে দিলো। তার বুক আর পিঠ রক্তে ভিজে গেছে।

সে বেল্ট থেকে তার রেডিওটা হাতে নিলো। "সিপি, আমি ট্যাট বলছি, টাওয়ার ক্লিয়ার করা হয়েছে, ওভার।"

"রজার, ট্যাট। ক্যাপ্টেন আপনাকে সিপি-তে চাচ্ছেন।"

"দশ-চার। টাওয়ারের লবি, আপনি ওখানে আছেন?"

"হ্যা, সার্জ।"

"আমি লিফটে আছি, সেটা নিয়ে নিচে নেমে আসছি।"

"ঠিক আছে। সার্জ।"

জ্যাকব আর ট্যাট লিফট দিয়ে নিচে নামতে থাকলে ট্যাটের কাঁধে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়লো। আরেক ফোঁটা পড়লো জুতার ওপর।

সে লিফটের ছাদে তাকিয়ে জ্যাকবকে খোঁচা মেরে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলো।

লিফটের ছাদের ঢাকনার ফুটো দিয়ে রক্ত পড়ছে। ট্যাট আর জ্যাকব দু'জন দু'পাশে সরে গিয়ে অস্ত্র দুটো ছাদের দিকে তাক্ করলো। ট্যাট একটু সরে গিয়ে লিফটটা থামিয়ে দিলো।

"শিস্স্স্," ট্যাট লবিতে এসে আস্তে ক'রে বললো। "ব্যারি, হাওয়ার্ড, সে লিফটের ছাদে আছে। এটা কভার দিতে থাকো।"

ট্যাট বাইরে বেরিয়ে গেলো। পার্কিং লটে SWAT-এর কালো ভ্যানটা এসে পৌছেছে। SWAT-এর কাছে সবসময়ই বিভিন্ন রকমের লিফটের চাবি থাকে।

দু'জন SWAT অফিসার কালো রঙের বুলেট প্রুফ জ্যাকেট আর হেলমেট পরে চার তলার দিকে চলে গেলো। লবিতে ট্যাটের সাথে থাকলো আরো দু'জন। তাদের এসল্ট রাইফেল লিফটের ছাদ তাক্ ক'রে রাখা আছে।

SWAT কমান্ডার হেডসেটের সাহায্যে কথা বলছে। "ঠিক আছে, জনি।"

চতুর্থ তলায়, লিফটের অনেক ওপরে, অফিসার জনি পিটারসন লিফটের দরজাটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললো। লিফটের শ্যাফট বা প্রকোষ্ঠটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। করিডোরের মাটিতে শুয়ে সে একটা স্টান গ্রেনেড নিয়ে তার পাশে রাখলো। "ঠিক আছে, আমি এবার দেখবো।"

সে লম্বা হাতাওয়ালা আয়নাটা নিয়ে শ্যাফটের মধ্যে মাথাটা ঢোকালো, আর তার সহকর্মী একজন শ্যাফটের নিচে তীব্র আলো ফেললো।

"আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। সে লিফটের ছাদের ওপর প'ড়ে আছে। তার পাশে অস্ত্রটাও প'ড়ে আছে। দেখতে পাচ্ছি। সে নড়ছে না।"

পিটারসনের হেডফোনে প্রশ্ন এলো, "আপনি কি তার হাতটা দেখতে পাচ্ছেন?"

"আমি একটা হাত দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা হাত তার শরীরের নিচে আছে। তার পাশে অস্ত্রটাও আছে।"

"তাকে বলুন।"

"আপনার মাথার ওপর দু'হাত তুলে ধরুন আর একটুও নড়বেন না," পিটারসন চিৎকার ক'রে শ্যাফটে বললো "সে নড়ছে না, লেফটেন্যান্ট...বুঝলেন।

"আপনি যদি আপনার হাত দুটো মাথার ওপর না তোলেন তো আমি একটা স্টান গ্রেনেড ফেলবো আপনার ওপর। আপনাকে তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি," পিটারসন চিৎকার ক'রে বললো।

"ঠিক আছে, তোমরা নিচের দিকে লক্ষ্য রাখো–এই যে গ্রেনেডটা ফেললাম।" সে গ্রেনেডটা ফেললে দেখতে পেলো সেটা তার পাশে গিয়ে পড়লো। "সে নড়ছে না, লেফটেন্যান্ট।"

"ঠিক আছে জনি, আমরা ঢাকনাটা খুলছি। আপনি অস্ত্র তাক্ ক'রে রাখুন।"

পিটারসন তার দশ মিলিমিটার কোল্ট পিস্তলটার লক খুলে ওপর থেকে তাক্ করলো লিফটের ছাদের ওপর। "তাক্ করেছি," সে বললো। সে দেখতে পেলো লিফটের ভেতর থেকে ঢাকনাটা খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢাকনাটার ধাক্কায় প'ড়ে থাকা লোকটার হাতটা ন'ড়ে উঠলো।

পিটারসন বললো, "তার হাত নড়ছে, লেফটেন্যান্ট, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেটা ঢাকনাটা নড়ার কারণে হচ্ছে।"

"রজার। টেনে নামাও।"

ঢাকানাটা খুলে গেলো। পিটারসন নিচের দিকে তাকালো আবার।

"সে নড়েনি, লেফটেন্যান্ট। তার হাতটা অস্ত্রের ওপর নেই।"

শীতল কণ্ঠটা তার কানে শোনা গেলো। "ঠিক আছে, জনি, দেখতে থাকো। আমরা লিফটের ভেতরে যাচ্ছি। আপনি নজর রাখুন, নড়ছে কিনা।"

"ঠিক আছে।"

ট্যাট লবিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো তারা লিফটের ভেতরে যাচ্ছে। একজন রাইফেল নিয়ে লিফটের ছাদের দিকে তাক্ করলো। দ্বিতীয় অফিসার একটা মই নিয়ে এলো। তার হাতে অটোমেটিক অস্ত্র। সেটার নিচে একটা টর্চলাইট। অফিসার মই বেঁয়ে উঠে মাথা আর কাঁধটা ঢাকনা খুলে ভেতরে তাকালো। সে মাথা নামিয়ে পয়েন্ট ৩৮ রিভলবারটা নিচে দিয়ে দিলো। "সে মারা গেছে," অফিসার নিচের দিকে চেয়ে বললো।

ট্যাট ভাবলো ডক্টর লেকটারের মৃতু মানে ক্যাথারিন মার্টিনেরও মৃত্যু কিনা। তার কাছে যেসব তথ্য ছিলো সবই তার মৃত্যুর সাথে সাথে হারিয়ে যাবে। দানবটার মাথা থেকে আর কথাগুলো বের করা যাবে না।

অফিসাররা এবার তাকে নিচে নামিয়ে আনলো। লবিটাতে পুলিশের লোকেরা ভীড় ক'রে দেখতে আসলো।

একজন কারেক্শন অফিসার ভীড়টা ঠেলে সামনে এগিয়ে আসলো। মৃতদেহের হাতের টাট্টুটার দিকে সে তাকালো।

"এটাতো পেমবৃ," সে বললো।

অ ধ্যা য় ৩৮

সাইরেন বাজিয়ে ছুটতে থাকা এম্বুলেন্সের পেছনে, তরুণ এটেন্ডান্ট তার রেডিওটা ছেড়ে দিয়ে তার ইমার্জেন্সি রুম সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করতে লাগলো। সাইরেনের শব্দের কারণে তাকে খুব উচ্চস্বরে কথা বলতে হলো।

"সে কোমায় আছে, কিন্তু তার ভাইটাল সাইনগুলো ভালো। তার প্রেসার ভালো আছে। একশো ত্রিশ থেকে নব্বই পর্যন্ত। হ্যা, নব্বই। নাড়িস্পন্দন পঁচাশি। তার মুখমণ্ডল মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। মুখের মাংস জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে, একটা চোখ বাইরে বের হয়ে গেছে। সম্ভবত মাথায় গুলি লেগেছে, আমি বলতে পারছি না।"

তার পেছনে, স্ট্রেচারের ওপরে, রক্তাক্ত হাতের কব্জি দুটো কোমরের বন্ধনীর সাথে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। ডান হাতটা বুকের কাছে রাখা।

"তার মাথায় বেশি প্রেসার দিতে আমি ভয় পাচ্ছি–তাকে স্ট্রেচারে নেবার সময় সে একটু আধটু নড়াচড়া করেছিলো। হ্যা, তাকে একেবারে নাজুক অবস্থায় আমরা পেয়েছি।"

তরুণ লোকটার পেছনে, একটা হাত সার্জিকাল ব্যান্ডেজটা মুঠো ক'রে ধরে চোখটা উপড়ে ফেললো।

এটেন্ডান্ট বাতাস নির্গমনের হিস্‌হিস্‌ শব্দটা শুনতে পেলো। ঘুরে দেখে রক্তাক্ত মুখটা, পিস্তলটা দেখতে পায়নি সে, সেটা তার কানের কাছে ঠেকানো।

এম্বুলেন্সটা একটা ছয় লেনের রাস্তার কাছে আসলে যানবাহনের ভীড়ের কারণে একটু থামলো। ড্রাইভার অস্থির হয়ে গেলো বলে মনে হচ্ছে। কোথায় যাবে সে ব্যাপারে যেনো সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। এম্বুলেন্সটা একটা ওয়ান ওয়ে রাস্তায় তুলে সোজা ছুটতে লাগলো সে।

বিমানবন্দরের বর্হিনির্গমনটা সামনেই। এম্বুলেন্সটা ডান দিকের একটা লেন ধরে ছুটতে লাগলো। বাইরে সেটার বিভিন্ন রকম বাতি জ্বলতে নিভতে লাগলো। ওয়াইপারটা চলে আবার থেমে গেলো। তারপর সাইরেনটার গর্জন থেমে গেলো,

সেই সাথে ফ্লাশিং লাইটগুলোও নিভে গেলো। এম্বুলেন্সটা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো এবার। মেমফিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের এক্সিট পথটাতে ঢুকে পড়লো সেটা। শীতের সন্ধ্যায় ফ্লাডলাইটের আলোতে ভবনগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গাড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংলটে প্রবেশ করলো। টিকেটটা নেবার জন্য একটা রক্তাক্ত হাত বের হয়ে আসলো। এরপর এম্বুলেন্সটা ট্যানেলটা দিয়ে মাটির নিচের পার্কিং লটের দিকে চলে গেলো। গাড়িটা উধাও হয়ে গেলো।

অধ্যায় ৩৯

সাধারণত ক্লারিস স্টার্লিং আরলিংটনে ক্রফোর্ডের বাড়িটা দেখার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠে। কিন্তু গাড়ির রেডিওতে ডক্টর লেকটারের পালিয়ে যাবার বুলেটিনটা তার সব কৌতুহল তিরোহিত ক'রে ফেলেছে।

ঠোঁট দুটো অসার, আর মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগলো তার। সে যন্ত্রের মতো গাড়িটা চালাচ্ছে, ১৯৫০'র খামার বাড়িটা দেখতে পেলো সেদিকে না তাকিয়েই কেবল ভাবলো বাম দিকের পর্দা ঝোলানো জানালাটার ঘরটাই বেলার, যেখানে সে শুয়ে আছে। দরজার বেলটা মনে হলো জোরে বাজছে।

দ্বিতীয় রিং হবার পরই ক্রফোর্ড নিজেই দরজাটা খুললো। সে একটা ব্যাগি কার্ডিগান পরে আছে, ওয়্যারলেসে ফোনে কার সাথে যেনো কথা বলছে।

"মেমফিসের কপলে," সে বললো। তাকে ভেতরে আসার জন্য ইশারা করলো। সে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো। যেতে যেতে ফোনে কথা ব'লে যাচ্ছিলো।

রান্নাঘরে, একজন নার্স ফ্রিজ থেকে ছোট্ট একটা বোতল বের ক'রে আলোর দিকে তুলে ধরলো। ক্রফোর্ড যখন নার্সের দিকে চেয়ে ভুরু তুললো, সে মাথা ঝাঁকালো। এ কাজটি করতে ক্রফোর্ডকে তার দরকার হবে না।

সে স্টার্লিংকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেলো। তিনটা সিড়ির ধাপ নিচে সেটা অবস্থিত। এটা পরিস্কার যে ডাবল গ্যারাজটাকে পড়ার ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জায়গাটার আয়তন বেশ বড়। একটা সোফা, কতোগুলো চেয়ার আর একটা কম্পিউটার ডেস্ক, মনিটরটা থেকে আলো জ্বলজ্বল করছে। তার পাশে একটা জ্যোর্তিবিজ্ঞানের এ্যান্টিক যন্ত্র রয়েছে। ক্রফোর্ড তাকে বসার জন্য ইশারা করলো।

রিসিভারে হাত চাপা দিলো। "স্টার্লিং, বেলোনি কথা বলছে। আপনি কি মেমফিসে লেকটারকে কিছু দিয়েছিলেন। কোন কিছু?"

"না।"

"কোন জিনিস?"

"কোন কিছু না।"

"আপনি তার সেল থেকে ড্রইং আর অন্যান্য কাগজগুলো নিয়েছেন।"

"আমি সেটা তাকে কখনই দেইনি। জিনিসগুলো এখনও আমার ব্যাগে রয়েছে। সে আমাকে ফাইলটা দিয়েছিলো। এটাই একমাত্র জিনিস, যা সে আমাকে দিয়েছে।"

ক্রফোর্ড রিসিভারটা তার চোয়ালের নিচে টোকা মেরে বললো, "কপলে, এটা একেবারে ফালতু কথা। আমি চাই সেই হারামজাদার পেছনে লাগো, এক্ষুণি সেটা করো। সোজা চিফের কাছে যাও, টিবিআই'র কাছে। হটলাইন বসাও। হ্যা।" সে ফোনটা বন্ধ ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো।

"একটু কফি খাবেন, স্টার্লিং?" কোক?"

"ডক্টর লেকটারকে কিছু দেয়ার ব্যাপারটা যে বললেন, সেটা কি?"

"চিলটন বলছে, আপনি অবশ্যই লেকটারকে এমন কিছু দিয়েছিলেন যা দিয়ে সে হ্যান্ডকাফটা খুলতে সক্ষম হয়েছিলো। আপনি সেটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেননি, সে বলছে– এটা বেখেয়ালে হয়েছে।" কখনও কখনও ক্রফোর্ডের চোখ দুটো রেগে গেলে পিটপিট করে। সে দেখতে লাগলো কথাটা স্টার্লিং কিভাবে নিলো। "চিলটন কি আপনার মোজা বাধার ফিতাটা কেড়ে নিতে চেয়েছিলো, স্টার্লিং? এটার জন্যে কি সে এমন বলছে?"

"হতে পারে। আমি ব্লাক কফি নেবো, চিনিসহ, প্লিজ।"

সে যখন কিচেনে গেলো স্টার্লিং গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলে চারপাশটায় তাকালো। আপনি যদি ডরমিটরি অথবা ব্যারাকে বাস ক'রে থাকেন, তবে এ ঘরের মধ্যে বেশ আরাম বোধ করবেন। এমনকি এ রকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতেও, সে আঁচ করলো ক্রফোর্ড আজ বাড়িতে আছে তাকে সাহায্য করার জন্যেই।

ক্রফোর্ড বাইফোকাল চশমা পড়েছে ব'লে সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে আসতে লাগলো। তার হাতে কাপ। তার পায়ে মোকাসিন জুতা থাকার কারণে তাকে আধ ইঞ্চি খাটো ব'লে মনে হচ্ছে। স্টার্লিং যখন কফির কাপটা নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালো তখন তাদের চোখ প্রায় একই রেখায় মুখোমুখি হলো। তার শরীর থেকে সাবানের গন্ধ আসছে, তার চুলগুলো তুলার মতো নরম মনে হচ্ছে, আর সেগুলো ধূসর হয়ে গেছে।

"কপলে বলছে তারা এম্বুলেন্সটা এখনও খুঁজে পায়নি। পুলিশ পুরো শহরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজছে।"

সে মাথা ঝাঁকালো। "আমি বিস্তারিত কিছুই জানি না। রেডিও'র বুলেটিনে কেবল বলেছে–ডক্টর লেকটার দু'জন পুলিশকে খুন ক'রে পালিয়ে গেছে।"

"দু'জন কারেকশন অফিসার।" ক্রফোর্ড তার কম্পিউটার পর্দায় লেখাটার দিকে তাকালো। "তাদের নাম হলো বয়েল এবং পেমবৃ। তাদের সাথে আপনার দেখা হয়েছে?"

সে মাথা নাড়লো। "তারা...আমাকে লক-আপের ওখান থেকে বের ক'রে দিয়েছিলো। সেটা তাদের জন্যে ঠিকই ছিলো।" *পেমব্ চিলটনের পাশে এসে দাঁড়ালো অস্বস্তি নিয়ে কিন্তু সেই সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আর গ্রাম্য সৌজন্যতার সাথেই। আমার সঙ্গে আসুন, এখনই, সে বলেছিলো। তার হাতে উল্কি বা টাট্টু আঁকা ছিলো। এখন মৃত, বিবর্ণ হয়ে গেছে সেই টাট্টুর নিচের সবটুকু প্রাণ।*

আচম্‌কা স্টার্লিং তার কফির কাপটা নামিয়ে রাখলো। তার বুকটা চেপে আসছে। ছাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। "সে কিভাবে পালালো?"

"একটা এম্বুলেন্সে ক'রে, কপলে বলেছে। আমরা এটা দেখছি। ব্লটার এসিডের ব্যাপারটা কি করলেন?"

ক্রেন্ডলারের আদেশে স্টার্লিং পুরো বিকেল আর সন্ধ্যার কিছু সময় প্লুটোস কাগজের টুকরো নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যয় করেছে। "কিছুই পাওয়া যায়নি। তারা ডিউএ ফাইল ঘেটেছে ম্যাচ করার জন্য। জিনিসগুলো দশ বছরের পুরনো।"

"কিন্তু সেটাতো ব্লটার এসিডই?"

"হ্যা। সে কিভাবে পালাতে পারলো, মিঃ ক্রফোর্ড?"

"জানতে চান?"

সে মাথা নেড়ে দিলো।

"তাহলে বলছি। তারা ভুল ক'রে লেকটারকে এম্বুলেন্সে তুলে নেয়। তারা ভেবেছিলো পেমব্। খুবই বাজেভাবে আহত আর ক্ষতবিক্ষত ছিলো বলে ভুল করেছিলো।"

"সে কি পেমব্'র ইউনিফর্ম পরেছিলো? তাদের দু'জনের সাইজ কিন্তু একই।"

"সে পেমবৃর ইউনিফর্ম পরেছে সেই সাথে পেমবৃর মুখের কিছু অংশও তুলে ফেলে নিজের মুখের ওপর লাগিয়ে নিয়েছে। বয়েলের নাড়িভূড়ির থেকেও কয়েক পাউন্ড নিয়েছে। সে পেমবৃর দেহটা ওয়াটারপ্রুফ ম্যাট্রেস দিয়ে পেঁচিয়ে লিফটের ছাদে ফেলে রেখেছিলো। তারপর ইউনিফর্ম পরে মাটিতে আহত হয়ে প'ড়ে থাকার ভান করেছে। সবাইকে জানানোর জন্য সে কয়েক রাউন্ড গুলিও করেছে। সবগুলোই করেছে ঘরের ছাদে। আমি জানি না অস্ত্রটা সে কী করেছিলো। হয়তো প্যান্টের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলো। এম্বুলেন্সটা এসে পড়লে পুলিশের সবাই অস্ত্র হাতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে আর স্বাভাবিকভাবেই আহত ব্যক্তিকে যেরকম দ্রুততার সাথে হাসপাতালে নেয়া হয়, তাকেও পেমব্ মনে ক'রে খুব দ্রুত এম্বুলেন্সে তুলে নেয়া হয়। তারা তাদের কাজ করেছে। এম্বুলেন্সটা আর হাসপাতালে কখনই পৌছাতে পারেনি। পুলিশ এখনও সেটা খুঁজছে। এম্বুলেন্সের কর্মীদের ভাগ্য নিয়ে আমি খুব বেশি আশাবাদী নই। তারা মনে করে লেকটার নিজেই এম্বুলেন্সটা ফোন ক'রে ডেকেছে গুলি ছোড়ার আগে, যাতে তাকে বেশিক্ষণ প'ড়ে থাকতে না হয়।

ডক্টর লেকটার মজা করতে খুব পছন্দ করে।

স্টার্লিং আজকের আগে আর কখনই ক্রফোর্ডের মুখে এমন তিক্তভাব দেখেনি। এটা তাকে একটু ভীত ক'রে তুললো।

"লেকটার পালিয়েছে ব'লে এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, সে মিথ্যা বলেছে," স্টার্লিং বললো। "এটা নিশ্চিত, আমাদের অথবা সিনেটর মার্টিন, যে কোনো একজনের কাছে মিথ্যে বলেছে। কিন্তু, সে হয়তো আমাদের দু'জনের সঙ্গে মিথ্যে বলেনি। সে সিনেটরকে বলেছে এটা বিল রুবিনের কাজ, এবং সেই সঙ্গে দাবি করেছে যে, সে তাকে চেনে, সব জানে। আমাকে সে বলেছে, কাজটা করেছে এমন একজন যে ট্র্যানসেক্সুয়াল হবার জন্য মোহগ্রস্ত। সে আমাকে সেক্স চেঞ্জ-এর ব্যাপারটা নিয়ে অগ্রসর হতে বলেছে–"

"আমি জানি, আপনার রিপোর্টে সেটা দেখেছি। কিন্তু কোন নাম না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ক্লিনিকে গিয়ে তো আর কিছু খুঁজতে পারবো না। এলান ব্লুম ব্যক্তিগতভাবে ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছে গিয়েছিলো। তারা বলেছে তারা দেখছে। আমাকে সেটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে।"

"মি: ক্রফোর্ড আপনি কি খুব চাপের মধ্যে আছেন?"

"আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছে," ক্রফোর্ড বললো। "এফবিআই'র জন্য নতুন টাস্ক ফোর্স খোলা হয়েছে, ডিইএ, এবং এটর্নি জেনারেলের অফিসের 'বাড়তি অঙ্গ' হিসেবে–মানে ক্রেন্ডলারের বাড়িতে।"

"বস্ কে?"

"অফিশিয়ালি, এফবিআই এসিসটেন্ট ডিরেক্টর জন গলবি। বলা চলে সে এবং আমি এক সঙ্গে কাজ করবো। জন খুব ভালো লোক। আপনার ব্যাপারটা কি? আপনিও কি চাপে আছেন?"

"ক্রেন্ডলার আমাকে আমার আইডি-কার্ডটা জমা দিয়ে স্কুলে গিয়ে রিপোর্ট করতে বলেছে।"

"আপনি লেকটারের ওখানে যাবার আগে এই কথাই সে আপনাকে বলেছে। স্টার্লিং, পেশাগত দায়িত্ব সম্পর্কে সে আজ বিকেলে একটা জবাবদিহি জানতে চেয়েছে। সে অনুরোধ করেছে একাডেমিতে আপনার ফিটনেসটা পুণ:মূল্যায়ন যেনো করা হয়। খুবই বাজে ব্যাপার। প্রধান অস্ত্র নির্দেশক, জন বৃগহ্যাম এটা একটু আগে একটা মিটিংয়ে দেখেছে। সে তাদেরকে সমুচিত জবাব দিয়েছে।"

"এটা কতোটা বাজে হতে পারে?"

"আপনাকে একটা হিয়ারিং-এর মুখোমুখি হতে হবে। তবে আমি আপনার ফিটনেসের ব্যাপারে জোড়ালো সমর্থন দেবো, সেটাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি আর এই কেসটা নিয়ে কোনরকম সময় ব্যয় করেন, তবে আপনাকে নিশ্চিতভাবে রিসাইকেল করতে হবে। হিয়ারিং এ কিছু দোষ খুঁজে না পাওয়া গেলেও। আপনি

কি জানেন, রিসাইকেল হলে আপনার কি হবে?"

"অবশ্যই। আমাকে আবার আঞ্চলিক রিক্রুটিং অফিসে ফেরত পাঠানো হবে, যেখান থেকে আমাকে রিক্রুট করা হয়েছিলো। ক্লাশে একটা সিট পাবার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে।"

"আমি আপনাকে পরের ক্লাশে একটা সিট দিতে পারবো ব'লে কথা দিতে পারি, কিন্তু সময়টা পা হয়ে গেলে আপনাকে রিসাইকেল থেকে ফেরানো যাবে না।"

"তাহলে আমাকে এই কাজটা ছেড়ে দিয়ে স্কুলে ফিরে যেতে হবে, নইলে..."

"হ্যা।"

"আপনি কি চান, মানে, আমি করবোটা কি?"

"আপনার কাজ ছিলো লেকটারকে নিয়ে। সেটা আপনি করেছেন। আমি আপনাকে রিসাইকেল নিতে বলছি না। এটা হলে আপাকে বেশ পস্তাতে হবে, হয়তো ছয় মাস অথবা তার চেয়েও বেশি।"

"ক্যাথারিন মার্টিনের কী হবে?"

"সে মেয়েটাকে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে আঁটকে রেখেছে–মধ্যরাতে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা হবে। আমরা যদি তাকে ধরতে না পারি, সে হয়তো আগামীকাল অথবা আগামী পরশু তাকে শেষ ক'রে ফেলবে।"

"লেকটারই তো আমাদের একমাত্র সূত্র নয়।"

"তারা এ পর্যন্ত ছয় জন উইলিয়াম রুবিন পেয়েছে। তাদের কেউই দেখতে তার মতো নয়। কীট জার্নালের গ্রাহক হিসেবে কোন বিলি রুবিন নেই। চাকু প্রস্তুতকারকদের গিল্ড গত দশ বছরে এ পর্যন্ত পাঁচটি আইভরি এনথ্রাক্স কেসের খবর জানে। আরো কিছু আমাদেরকে চেক্ ক'রে দেখতে হবে। আর কি? ক্লসের পরিচয় এখনও উদঘাটন করা হয়নি। ইন্টারপোল জানতে পেরেছে যে মার্সেই থেকে 'ক্লস বিয়েটেল্যান্ড' নামের নাবিক একজন নরওয়ের নাবিক পলাতক আসামী হিসেবে পালিয়েছে। নরওয়ে তার ডেন্টাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা যদি ক্লিনিক থেকে কিছু পাই, আর আপনার যদি সময় হয়, আপনি কি তাতে সাহায্য করবেন, স্টার্লিং?"

"হ্যা, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"তা হলে এখন স্কুলে ফিরে যান।"

"আমি তাকে খুঁজে বেড়াই সেটা যদি আপনি না চান, তাহলে আমাকে পটারের ফিউনারেল হোমে নিয়ে যাওয়া আপনার উচিত হয়নি, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"হ্যা, ক্রফোর্ড বললো। "আমারও মনে হয় উচিত হয়নি। কিন্তুআপনাকে ওখানে না নিয়ে গেলে তো আমরা কীটটাও খুঁজে পেতাম না। যাহোক, কোয়ান্টিকো বেশ নিরাপদ জায়গাই। কোয়ান্টিকোর বেস থেকে কাজ শেষ হলে ইচ্ছে করলে

আপনি অস্ত্র রাখতে পারেন, যতোক্ষণ না লেকটার ধৃত হয় অথবা মারা যায়।"

"আপনার কি হবে? সে তো আপনাকে ঘৃণা করে। মানে, সে এরকম ইঙ্গিতই করেছিলো আমার কাছে।"

"অনেকেই আমাকে ঘৃণা করে। স্টার্লিং, জেলের মধ্যে থাকা অনেকেই। একদিন হয়তো সে আমাকেও ধরতে চাইবে, তবে এখন সে বেশ ব্যস্ত আছে। বাইরে থাকাটা তার জন্যে অনেক সুখকর, এই ব্যাপারটা সে নষ্ট করতে চাইবে না। আর এই জায়গাটা দেখতে যতোটা নিরাপদ মনে হয়, তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি নিরাপদ।"

ক্রফোর্ডের পকেটের ফোনটা আবারো বেজে উঠলো। সে কিছুক্ষণ শোনার পর বললো, "ঠিক আছে," এই ব'লে রেখে দিলো।

"তারা এম্বুলেন্সটা খুঁজে পেয়েছে, মেমফিসের এয়ারপোর্টের আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে।" সে মাথাটা ঝাঁকালো। "ভালো খবর নেই। ক্রুদেরকে পেছনে পাওয়া গেছে। দুজনেই মৃত।" ক্রফোর্ড চশমাটা খুলে হাতের রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ ঘষলো।

"স্টার্লিং, পিলচার স্মিথসোনিয়ান থেকে বরো'র কাছে ফোন ক'রে আপনাকে চেয়েছে। তারা মনে হয় কীটটার ব্যাপারে কিছু খুঁজে পেয়েছে। এ সবের জন্য আপনি একটা স্থায়ী ফাইল ক'রে সেটাতে যাবতীয় ফলো-আপ তৈরি ক'রে রাখবেন। আপনার স্বাক্ষর থাকবে সেটাতে, যাতে রেকর্ডে আপনার কথাটা উল্লেখ থাকে। আপনি যাচ্ছেন সেখানে?"

স্টার্লিং খুবই ক্লান্ত ছিলো। "অবশ্যই," সে বললো।

"আপনার গাড়িটা গ্যারাজে রেখে যান, কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার ড্রাইভার জেফ আপনাকে কোয়ান্টিকোতে নামিয়ে দেবে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে পর্দা দেয়া জানালাটার দিকে তাকালো। একজন নার্স আছে সেখানে। তারপর সে ক্রফোর্ডের দিকে তাকালো।

"আমি আপনাদের দু'জনের কথা ভাবছি, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"ধন্যবাদ আপনাকে, স্টার্লিং," সে বললো।

অধ্যায় ৪০

"অফিসার স্টার্লিং, ডাক্তার পিলচার বলেছেন তিনি আপনার সাথে পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানায় সাক্ষাত করবেন। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি," গার্ড বললো।

স্টার্লিং আর গার্ড সংকীর্ণ একটা প্যাসেজ দিয়ে চলতে লাগলো। জায়গাটার আলো মৃদু।

"আপনি কি উইলহেম ফন এলেনবগেনকে কখনও দেখেছেন?" একটা কেসের দিকে টর্চের আলো ফেলে গার্ড জিজ্ঞেস করলো।

"আমার মনে হয় না আমি দেখেছি," স্টার্লিং হাটার গতি একটুও না কমিয়ে বললো।

"দিনের বেলায় সময় পেলে আসবেন, দেখে যাবেন। আঠারো শতকে ফিলাডেলফিয়ায় কবর দেয়া হয়েছিলো। মাটির নিচের পানির সংস্পর্শে সে একটা মণ্ডে পরিণত হয়ে গেছে।

পোকামাকড়ের চিড়িয়াখানাটা বিশাল একটা ঘর, পোকামাকড়ের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। খাঁচা আর কেসের মধ্যে জীবন্ত পোকামাকড় রাখা আছে।

"ডাক্তার পিলচার?" গার্ড দরজার কাছে এসে ডাক দিলো।

"আমি এখানে," পিলচার বললো, তার হাতে একটা পেনলাইট ধরা।

"আপনি কি ওনাকে আনতে বলেছিলেন না?"

"হ্যা, তোমাকে ধন্যবাদ অফিসার।"

স্টার্লিং তার পার্স থেকে নিজের পেনলাইটটা বের ক'রে দেখে সেটার সুইচ অন ক'রে রাখার কারণে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে।

"হ্যালো, অফিসার স্টার্লিং।"

"ডাক্তার পিলচার।"

"প্রফেসর পিলচার বললে কেমন হয়?"

"আপনি কি একজন প্রফেসর?"

"না, কিন্তু আমি তো ডাক্তারও নই। আপনাকে দেখে খুশি হয়েছি। কিছু কীট দেখতে চান?"

"অবশ্যই। ডাক্তার রডেন কোথায়?"

"বিগত দু'রাত ধরে সে-ই এই কাজটার বেশিরভাগ সম্পন্ন করেছে, অবশেষে কাহিল হয়ে পড়েছে। আমরা শুরু করার আগে আপনি কি কীটটা দেখবেন?"

"না।"

"এটা একেবারে মণ্ডের মতো, সত্যি।"

"আপনার কাছেই থাকুক সেটা।"

"ঠিক আছে।" সে একটা খাঁচার সামনে এসে থামলো। "সোমবার আপনি যেরকম একটা মথ নিয়ে এসেছিলেন, সেরকম একটা দেখা যাক। এটা ঠিক আপনারটার মতো নয়। কিন্তু একই পরিবারভূক্ত।" একটা ছোট্ট গাছের ডালে চক্চকে নীল রঙের মথের ওপর সে পেনলাইট দিয়ে আলো ফেললো। এটার ডানা ভাঁজ ক'রে রাখা আছে। পিলচার মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে পোকাটা ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডানা মেললো। তার মুখটা দেখে মনে হলো পেঁচার মতো। চোখটা এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যেনো শেষবার কোন ইঁদুরকে দেখেছে পেঁচাটা।

"এটাকে বলে *কালিগো বেলট্রাও*–খুবই কমন। কিন্তু ক্লুসের মুখ থেকে পাওয়া মথটা একটু বেশি বড়। আসুন।"

ঘরের শেষ মাথায় একটা কেস রাখা আছে। সেটার সামনে রেলিং দেয়া যাতে বাচ্চারা সেটা ছুঁতে না পারে। কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে সেটা। ওটার পাশেই কৃত্রিম আদ্রতা তৈরি করার যন্ত্রটা চলছে।

"এটাকে আমরা কাঁচের পেছনে রাখি লোকজনের নাগালের বাইরে। এটা কামড়াতে পারে। আদ্রতাও পছন্দ করে। কাঁচের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখলে আদ্রতা সংরক্ষণ করা যায়।" পিলচার কেসটার কাপড় সরিয়ে, সামনের কাঁচটা খুলে ফেললো। এবার কেসটার ভেতরে একটা ছোট বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে।

"এই হলো মৃত্যু-মস্তক মথ," সে বললো। ঐ যে ছায়ার মধ্যে যেটা ব'সে আছে–সেটা বাচ্চা দেবে।"

মথটা চমৎকার কিন্তু দেখতে ভীতিকর। এটার বিশাল ধূসর-কালো ডানা দুটো অনেকটা আলখেল্লার মতো। আর এটার পিঠের নিচে, ডানার ঠিক মাঝখানে ভীতিকর একটা ছবি। নরকঙ্কালের মুণ্ডু। কালো চোখে চেয়ে আছে।

"*অ্যাকারোনশিয়া স্ট্রাইক্স,*" পিলচার বললো। "এটার নামটা এসেছে নরকের দুটো নদীর নাম থেকে। আপনার ঐ লোকটা, মৃতদেহগুলো সে সব সময়ই নদীতে ফেলে দেয়– ঠিক বলেছি না?"

"হ্যা," স্টার্লিং বললো। "এটা কি খুবই বিরল?"

"হ্যা, বিশ্বের এই অঞ্চলে। এরকমটি প্রকৃতিতে আর দেখা যায় না।"

"এটা কোন জায়গার?" স্টার্লিং বললো।

"মালয়েশিয়া। ইউরোপিয় টাইপও একটা রয়েছে। সেটাকে বলে *এটরোপোস*. কিন্তু এটা এবং ক্লসের মুখেরটা অবশ্যই মালয়েশিয়ান।"

"তাহলে কেউ এটাকে লালন-পালন করেছে।"

পিলচার মাথা নেড়ে সায় দিলো। কিন্তু যখন দেখলো স্টার্লিং তার দিকে তাকিয়ে নেই তখন সে বললো, "হ্যা"। একটু বিরতি দিয়ে আবার বললো, "এটাকে অবশ্যই জাহাজে ক'রে আনা হয়েছে, ডিম অথবা গুটি আকারে। বদ্ধ খাঁচায় কেউ এটাকে ডিম পাড়াতে পারবে না। তারা মিলিত হবে, কিন্তু ডিম হবে না। এটার শুয়োপোকাটা জঙ্গলে পাওয়া বেশ কষ্টকর। কিন্তু পাওয়া গেলে সেটা লালন-পালন করার জন্য আর বেশি কষ্ট করতে হয় না।"

"আপনি বলেছেন তারা মারামারি করতে পারে।"

"এদের শুর খুব ধারালো আর শক্ত হয়ে থাকে, আর আপনি তাদেরকে বিরক্ত করলে তারা সেটা দিয়ে আপনার আঙুলে খোঁচা মারতে পারবে। এটা একটা অন্যরকম অস্ত্র আর এলকোহলে সংরক্ষণ করলে এটার কিছু হেরফের হয় না। তাই এটাকে খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়।" মনে হলো পিলচার আচম্‌কাই একটু বিব্রত হচ্ছে। "তারা খুব কড়াও বটে," সে একটু দ্রুত বলতে লাগলো। "তারা যৌন কর্মের সময় খুবই অদ্ভুত আচরণ করে–"

"এটা কোত্থেকে এসেছে?"

"মালয়েশিয়ান সরকারের সঙ্গে পণ্য বিনিময়-এর মাধ্যমে। আমি জানি না কিভাবে সেটা বিনিময় করা হয়েছে। এটা খুবই হাস্যকর।"

"কোন ধরণের কাস্টমস্ ডিক্লারেশন এটাকে ছাড় দিয়েছে? আপনার কাছে কি এর কোন রেকর্ড আছে? এটা কি মালয়েশিয়ার বাইরে ক্লিয়ার করা হয়েছিলো? কে সেটা করেছিলো?"

"আপনি দেখছি খুব তাড়ার মধ্যে আছেন। আমি সব কিছুই লিখে রেখেছি। ইচ্ছে করলে সেটা নিতে পারেন। আসুন, আপনাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি।"

তারা বিশাল ফ্লোরটা নিরবে পাড়ি দিলো, লিফটের ভেতরের আলোতে স্টার্লিং দেখতে পেলো পিলচার তার মতোই ক্লান্ত হয়ে আছে।

"আপনি এখানেই থাকেন," সে বললো। "কাজ করার জন্য সেটা বেশ ভালোই।"

"আশা করি তারা তাকে ধরতে পারবে। খুব জলদিই এটা শেষ করতে পারবেন।" সে বললো। অফিসার স্টার্লিং...আমি আপনাকে আরো ভালোভাবে জানতে চাই।"

"হয়তো, আমি আপনাকে সময় পেলে ফোন করবো।"

"আপনি অবশ্যই সেটা করবেন, আমি সেটা পছন্দ করবো।" পিলচার বললো।

লিফটটার দরজা বন্ধ হলে সেটা নিচে নামতে শুরু করলো।

অধ্যায় ৪১

ক্যাথারিন বেকার মার্টিন জঘন্য এক অন্ধকারে প'ড়ে রয়েছে। সে স্বপ্ন দেখছে অন্ধকার চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরছে, ধেয়ে আসছে তারা। অন্ধকার তার নাক-কান দিয়ে ঢুকে পড়ছে। অন্ধকারের স্যাঁতস্যাঁতে আঙুলগুলো তার শরীরটা ধ'রে ফেলছে আর তার এক হাত মুখে নাকে আর আরেক হাত গোপনাঙ্গের ওপর রাখছে। অন্ধকারটা গ্রাস করতেই সে চম্‌কে ঘুম থেকে উঠে গেলো। খুবই পরিচিত একটা শব্দ শোনা গেলো, সেলাই মেশিনের শব্দ। বিভিন্ন গতিতে। ধীরে, এবার জোরে জোরে।

কুয়ার উপরে, বেসমেন্টের বাতিটা জ্বলে উঠলো–কুয়ার ঢাকনাটা খোলা ব'লে হলুদ রঙের আলোটা দেখতে পেলো সে। এটা দেখে ক্যাথারিনের শৈশবের তার মা'র সেলাই ঘরের কথাটা পড়ে গেলো। ...বাড়ির কাজের লোকটা মেশিনে ব'সে সেলাই ক'রে যাচ্ছে। আর ছোট্ট বেড়ালটা জানালার পর্দাটা নিয়ে খেলছে।

একটা কণ্ঠ এসব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেলো। কুকুরটাকে ডাকছে।

"সোনামণি, নিচে নামিয়ে রাখো। তুমি ব্যাথা পাবে। আমার কাজ প্রায় শেষ। হ্যা, সুন্দরী।"

ক্যাথারিন জানে না সে কতোদিন ধরে বন্দী হয়ে আছে। সে কেবল জানে তাকে দু'বার গোসল করানো হয়েছে–শেষবার সে আলোতে দাঁড়িয়ে গোসল করেছে, তাকে তার শরীরটা দেখাতে হয়েছে। সে ওটা দেখতে চেয়েছিলো। লোকটা আলোর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলো, মনে হয়। ক্যাথারিন বেকার মার্টিন নগ্ন হয়ে তাকে দেহ প্রদর্শন করেছে। সে লোকটাকে দেখতে চায়। কুয়ার ভেতর থেকে বের হতে চায়। হয় পাছা মারা খাও নয়তো লড়াই করো–গোছল করার সময় সে মনে মনে এ কথাটা বার বার বলেছে। সে খুব কমই খাবার পেয়েছে। বেশি খাবার পেলে সে শক্তি অর্জন করতে পারতো। তখন লড়াইও করতে পারতো তার সাথে। সে জানে সে লড়াই করতে পারবে। এটা করার আগে কি তার পোঙমারা ভালো হবে না, বার ক'রে তার সাধ মিটিয়ে দেয়া কি ভালো হবে না? সে জানে একবার যদি সে তার পা'দুটি লোকটার ঘাড়ের ওপর তুলতে পারে, তবে তাকে কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যেই যিশুর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারবে। *সেটা করার জন্য কি প্রস্তুত হবো? একেবারে ঠিক বলেছো তুমি, আমি করতে পারবো। বিচি আর চোখ, বিচি আর চোখ দুটো গেলে দেবো।*

কিন্তু গোসল সেরে জাম্পসুট পরার পর সে ওপর থেকে কোন শব্দ শুনতে পেলো না।

সে অপেক্ষা করতে লাগলো, কয়েক ঘণ্টা পরে, সেলাই মেশিনের শব্দটা আবার শুনতে পেলো। সে লোকটাকে ডাকলো না। তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে শুনলো। কুকুরের সাথে কথা বলছে, কিছু একটা বলছে–"আমি ফিরে আসার পর নাস্তা হবে।" সে বেসমেন্টের বাতিটা জ্বালিয়েই চলে গেলো। কখনও কখনও এমনটি সে ক'রে থাকে।

উপরের রান্নাঘরে, কুকুরটার চলাফেরা করার শব্দ সে শুনতে পেলো। তার স্থির বিশ্বাস, তার অপহরণকারী ঘর ছেড়ে বাইরে গেছে। কখনও কখনও সে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাইরে যায়।

কুকুরটা একটা ইঁদুরকে তাড়া করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নিচের বেসমেন্টে চলে এলো। লোকটা ঘরে না থাকলে কুকুরটা অনেক সময়ই এখানে এসে পড়ে।

অন্ধকার কুয়ায় ক্যাথারিন মার্টিন তার ম্যাট্রেসের নিচে একটা মুরগীর হাড় খুঁজে পেলো। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ নিলো। শক্ত আর শুক্‌নো। কোন মাংস এতে নেই। চর্বিও নেই যে খাওয়া যাবে। সে হাড়টা তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো ওটা গরম করার জন্য। এবার সে উঠে দাড়ালো। বালতিটা কুয়ার উপরে রাখা আছে, সেটার যে দড়িটাতে বাধা সেটা কুয়ার একটু উপরে ঝুলে আছে। সে লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। এবার দম নিয়ে খুব জোরে লাফিয়ে উঠতেই সেটা হাতের নাগালে পেয়ে গেলো।

এবার সবচাইতে কঠিন কাজটা।

খুব সাবধানে কাজ করতে হবে। সে দঁড়িটার খোলা মাথা তার হাতের সাথে শক্ত ক'রে বেঁধে নিলো। তারপর বালতিটার হাতলের সাথে হাড়টা বেঁধে দিলো।

এবার বালতিটা হাতে ধরে সে কুয়ার ওপরের দিকে ছুড়ে মারলো। কিন্তু সেটা কুয়ার গর্তের পাশে না পড়ে নিচের দিকেই ফিরে এলো। বালতিটা তার মুখ এবং কাঁধে আঘাত করলো। শব্দ শুনে ছোট্ট কুকুরটা জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগলো।

সে একটু সময় নিয়ে, ভালো ক'রে নিশানা ঠিক ক'রে, আবারো ছুঁড়ে মারলো। তাকে আবারো ছুঁড়তে হলো। তৃতীয়বার ছুঁড়ে মারার পর বালতিটা তার ভাঙা নখে আঘাত করলো। চতুর্থবারেরটা তার মাথার ওপর, কিন্তু পঞ্চমবারেরটা আর নিচের দিকে ফিরে এলো না।

সেটা কুয়ার বাইরে পড়লো। কুয়ার মুখের দিকে সেটা পড়লো ব'লে তার মনে হলো। সেটা কুয়ার গর্তটা থেকে কতো দূরে? একটু দম নিয়ে নাও। আস্তে আস্তে সে দঁড়িটা টানতে লাগলো। বুঝতে পারলো, উপরের কুয়ার কাঠের ঢাকনাটার কাছে

বালতিটা প'ড়ে আছে।

ছোট্ট কুকুরটা আরো জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো।

কুকুরটা কোত্থেকে শব্দ হচ্ছে সেটা খুঁজছে। এবার সে দেখতে পেলো কুয়ার পাশ থেকে শব্দটা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটার দিকে ঘেউ ঘেউ ক'রে এগিয়ে গেলো।

এবার একটা কণ্ঠ, বেসমেন্টে ভেসে আসছে সেটা।

"সোনামণি।"

ছোট্ট কুকুরটা শব্দটা শুনেই লাফ দিলো। তার নাদুসনুদুস শরীরটা দুলতে লাগলো।

কুকুরটা রান্নাঘরের দিকে তাকালো। কিন্তু শব্দটা সেখান থেকে আসছে না।

একটা আদরের ডাক শোনা গেলো আবার। "আসো, সোনামণি। আসো লক্ষীটি আমার।"

কুকুরটা কান খাড়া ক'রে শোনার চেষ্টা করলো। বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেছে সে।

"আসো, সোনামণি, আসো আমার জাদু।"

কুকুরটা এবার বালতির সঙ্গে বাঁধা মুরগীর হাড়টার গন্ধ পেলো। সেটা কুয়ার পাশে নড়ছে।

কুকুরটা লাফাতে লাফাতে কুয়ার পাশে গিয়ে থামলো। গন্ধটা এখান থেকেই আসছে। বালতিটার কাছে গিয়ে কুকুরটা আবারো ঘেউ ঘেউ করলো। বিভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো। মুরগীর হাড়টা একটু সরে গেলো।

কুকুরটা হাড়টা কামড়ে ধরলো। শক্ত ক'রে দাঁত দিয়ে ধরে রাখলো। বালতিটা কুকুরটার কাছ থেকে হাড়টা কেড়ে নিতে চাচ্ছে যেনো। ছোট্ট কুকুরটা বালতিটার দিকে রেগেমেগে তাকিয়ে শক্ত ক'রে কামড়ে রাখলো হাড়টা। আচম্‌কা বালতিটা তার ওপর এসে পড়লে সে ওটা দুপায়ে লাথি মেরে সরাতে চাইলো। আবারো সেটা তার ওপর আসতেই সে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে সেটা নিজের উপর থেকে সরাতে গেলে বালতিটা একটা ঝট্‌কা খেয়ে কুয়ার গর্তের কাছে এসে পড়লো। কুকুরটা বালতিটার সাথে সাথে গর্তের কাছে আসতেই আরেকটা হেচ্‌কা টান মারলে বালতিটা কুয়াতে পড়ে গেলো কিন্তু কুকুরটা উপরেই রয়ে গেলো। এবার কুকুরটা কুয়ার নিচে উঁকি মেরে আরো জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। কিন্তু আচম্‌কা একটা শব্দ শুনে, যে শব্দটা কেবল কুকুরটাই শুনতে পেলো, ঘেউঘেউ করা থামিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরের উঠে চলে গেলো। উপরে, কোথাও দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগলো। তার মনে হলো সে নিশ্চিত মারা যাবে।

অ ধ্যা য় ৪২

ক্রফোর্ড তার পড়ার ঘরে একা দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে। এখানে সে এভাবে ১২টা ৩০মিঃ থেকে ১২টা ৩৩মিঃ পর্যন্ত আছে। একটা আইডিয়া নিয়ে ভাবছিলো। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব মোটর ভেহিকেল থেকে একটা টেলেক্স আসলো, তাদের কাছে একটা গাড়ির খোঁজ করার অনুরোধ করা হয়েছিলো। ডক্টর লেকটারের বলা রাসপেইলের সেই গাড়িটা, যেটাতে সে আর ক্লস রোমান্স করতো, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সেটা কিনেছিলো ব'লে রাসপেইল ডক্টর লেকটারকে বলেছিলো। ক্রফোর্ড ডিএমডব্লিউ-এর কাছে জানতে চেয়েছিলো ঐ গাড়িটাতে রাসপেইল ছাড়া অন্য কোন ড্রাইভারকে জরিমানার টিকেট ইসু করা হয়েছিলো কিনা।

এরপর সে সোফায় ব'সে একটা ক্লিপ-বোর্ড নিয়ে কাজে নেমে গেলো। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন, প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে দেয়া। সেগুলো নিয়ে সে কাজ করতে শুরু করলোঃ

> সৌন্দর্য সম্পন্ন, বাদামী রঙের, ২১, মডেল, এমন একজন পুরুষকে খুঁজছে যে গুণ এবং পরিমাণ দু'টোকেই বেশি মূল্য দেয় । হ্যান্ড এবং কসমেটিক মডেল, আপনারা আমাকে ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে দেখবেন, এবার আমি আপনাকে দেখতে চাই। ছবিসহ চিঠি লিখুন।

ক্রফোর্ড একটু ভাবলো। 'সৌন্দর্য সম্পন্ন' শব্দের বিকল্প হিসেবে লিখলো 'চমৎকার দৈহিক গড়ন'।

তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কম্পিউটারের মনিটরের সবুজ পর্দাটা তার চশমার কাঁচে প্রতিফলিত হচ্ছে। সে ক্লিক্‌ করলে একটা মেসেজ ভেসে এলো :

মেমফিস পোস্টবক্স লেকটারের সেল তল্লাশী ক'রে ২টি জিনিস খুঁজে

পেয়েছে।
১.বলপয়েন্ট টিউব দিয়ে নিজের বানানো হ্যান্ডকাফের চাবি।
২. এক টুকরো নোট পেপার, ফেরারী নিজে সেটা টয়লেটের কমোডে ফেলে ফ্লাশ ক'রে দিয়েছিলো। সেটা ডব্লিউ-এক ডকুমেন্টের অংশ। সেটা থেকে নিম্নের এই হাতের লেখাটি উদ্ধার করা হয়েছে।

ছবিটা পর্দায় ভেসে এলো :

$$C_{33}\ H_{36}\ I\ L\ T\ O_6\ N_4$$

ক্রফোর্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু কম্পিউটারের মৃদু বিপ্-এ তার ঘুম ভাঙলো না, তার ঘুম ভাঙলো তিন মিনিট বাদে টেলিফোনের শব্দে। ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টার থেকে হট-লাইনে জেরি বরো ফোন করেছে।

"কম্পিউটারের পর্দায় দেখেছেন, জ্যাক?"

"একটু দাঁড়াও," ক্রফোর্ড বললো। "হ্যা, দেখতে পাচ্ছি।"

"ল্যাব এটা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে, জ্যাক। জন হপকিন্স-এ লেকটার যে ড্রইংটা রেখে গিয়েছিলো। চিলটনের নামের বর্ণগুলো হলো জৈবরসায়নের একটি সংকেত–$C_{33}\ H_{36}\ N_4\ O_6$–মানুষের পিত্ত গঠনের একটি উপাদান সেটা, যা বিলি রুবিন নামে পরিচিত। ল্যাব বলেছে এটা এক ধরনের রঙ।"

"ফার্লর্তু।"

"লেকটার সম্পর্কে আপনি ঠিকই বলেছেন, জ্যাক। সে কেবল একটু ঝাঁকি দিয়েছে তাদের। সিনেটর মার্টিনের জন্য খুব খারাপ খবর সেটা। ল্যাব বলেছে এই রঙটা ঠিক চিলটনের চুলে রঙের মতোই। আশ্রমের একটি ঠাট্টা, তারা এটাকে এই নামেই ডাকে। আপনি কি চিলটনকে দু'টার খবরে দেখেছেন?"

"না।"

"চিলটন। বিলিরুবিন-এর তল্লাশী'টাকে দমিয়ে দিয়েছে। তারপর সে এক টিভি রিপোর্টারের সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছে। ঠিক ঐ সময়টাতেই লেকটার পালাচ্ছিলো। শালা গাধার বাচ্চা।"

"লেকটার স্টার্লিংকে বলেছে 'এটা মনে রাখবেন' যে চিলটনের কোন মেডিক্যাল ডিগ্ নেই," ক্রফোর্ড বললো।

"হ্যা, আমি এটা স্টার্লিংয়ের রিপোর্টে দেখেছি। আমার মনে হয় চিলটন স্টার্লিংকে করতে চেয়েছিলো, আর সে তাকে বেশ নাকাল ক'রে ছেড়েছে। সে হয়তো মোটা বুদ্ধির লোক, কিন্তু সে অন্ধ নয়। স্টার্লিং কেমন আছে?"

"মনে হয় ঠিকই আছে। একটু ক্লান্ত।"

“আপনার কি মনে হয়, লেকটার তাকেও ধোঁকা দিয়েছে?”

“হতে পারে। আমি জানি না ক্লিনিকগুলো কি করছে, আমার মনে হচ্ছে রেকর্ডগুলোর জন্য আমার বুঝি কোর্টেই যাওয়া উচিত হবে। তাদের ওপর নির্ভর করাটা আমি ঘেণ্না করি। সকালের মাঝামাঝি পর্যন্ত, তাদের কাছ থেকে যদি কিছু না শুনি, তবে কোর্টের পথেই যেতে হবে।”

“জ্যাক...আপনার কাছে এমন কিছু লোক আছে, যারা জানে লেকটার দেখতে কেমন, তাই না?”

“অবশ্যই।”

“আপনি কি মনে করেন না, সে কোথাও ব'সে হাসছে।”

“হয়তো খুব বেশিক্ষণের জন্যে নয়,” ক্রফোর্ড বললো।

অধ্যায় ৪৩

ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার সেন্ট লুই-এর অভিজাত হোটেল মার্কাসের রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটা বাদামী রঙের টুপি আর রেইনকোট পরেছে। তার গালে আর নাকে ব্যান্ডেজ লাগানো।

রেজিস্ট্রেশনে সে তার নাম লিখলো, মিঃ ওয়াইম্যান," স্বাক্ষরটা সে ওয়েম্যানের গাড়িতে চর্চা করেছে।

"আপনি কিভাবে টাকা পরিশোধ করবেন, মিঃ ওয়াইম্যান? ক্লার্ক বললো।

"আমেরিকান এক্সপ্রেস-এর মাধ্যমে।" ডক্টর লেকটার লয়েড ওয়েম্যানের ক্রেডিট-কার্ডটা তাকে দিলো।

লাউঞ্জ থেকে নরম সুরের পিয়ানোর শব্দ ভেসে আসছে। বারে ডক্টর লেকটার দু'জনকে দেখলো যাদের নাকে ব্যান্ডেজ লাগানো। মধ্যবয়স্ক দু'জন নারী-পুরুষ লিফটের দিকে যাবার সময় কোল পোর্টারের একটি সুর গুণগুণ করছে। মহিলাটির এক চোখে ব্যান্ডেজ।

ক্লার্ক ক্রেডিট কার্ডের কাজ সেরে নিলো।

"আপনি মিঃ ওয়াইম্যানকে চেনেন, আপনি হাসপাতালের গ্যারাজটা ব্যবহার করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত?"

"হ্যা, আপনাকে ধন্যবাদ," ডক্টর লেকটার বললো। সে ইতিমধ্যেই ওয়েম্যানের গাড়িটা গ্যারাজে রেখে এসেছে। সেই সাথে সেটার ট্রাংকে মিঃ ওয়াইম্যানকেও।

যে বেলম্যানটা ওয়েম্যানের ব্যাগটা হোটেল সুটে রেখে আসলো সে পাঁচ ডলারের একটা বখশিস্ পেলো।

ডক্টর লেকটার একটা ড্রিংক, একটা স্যান্ডউইচ-এর অর্ডার দিয়ে দীর্ঘ সময় ধ'রে গোসল ক'রে রিলাক্স হয়ে নিলো।

দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থায় থাকার পর সুটটাকে লেকটারের বেশ বড়সড় ব'লে মনে হলো। সে তার সুটে একটু হেটে বেড়িয়ে মুক্ত হবার স্বাদটা উপভোগ করলো।

এখানকার জানালা থেকে সেন্ট লুই শহরের মনোরম দৃশ্য দেখতে পেলো,

আরো দেখতে পেলো সেন্ট লুই হাসপাতালটির ভবন, এটা ফেসিয়াল সার্জারির জন্য এ বিশ্বের সবচাইতে অগ্রসরমান কেন্দ্র।

ডক্টর লেকটারের চেহারাটা এতোটাই পরিচিত যে তার দরকার প্লাস্টিক সার্জারির। কিন্তু এই জায়গাটা হলো এ বিশ্বের একমাত্র জায়গা যেখানে মুখে ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরলেও সেটা কারোর আগ্রহের সৃষ্টি করবে না।

সে এখানে এর আগেও থেকেছে, কয়েক বছর আগে, যখন সে রবার্ট জে ব্রোকম্যান মেমোরিয়াল লাইব্রেরিতে সাইকিয়াট্রিক গবেষণার কাজ করতো।

কয়েকটা জানালা পেয়ে তার খুব ভালো লাগছে। অন্ধকারের সে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাক আর্থার বৃজের ওপর চলমান যানবাহনের বাতিগুলো দেখতে লাগলো। তার হাতে ড্রিংক। সে মেমফিস থেকে পাঁচ ঘন্টার গাড়ি ভ্রমণে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

রাতের একমাত্র ভীড়টা ছিলো মেমফিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের আন্ডার গ্রাউন্ড গ্যারাজে। এম্বুলেন্সের পেছনে এলকোহল আর ডিস্টিলওয়াটার প্যাডে মাখিয়ে পরিস্কার করাটা মোটেও সহজ কাজ ছিলো না। গ্যারাজে কেবলমাত্র একজন ভ্রমণকারীই কৌতুহলবশত তার দিকে তাকিয়েছিলো তার সাদা রঙের এটেন্ডান্ট পোশাক পরা দেখে।

ডক্টর লেকটার ভাবলো পুলিশ হয়তো বিশ্বাস করবে সে এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে ক'রে কোথাও চলে গেছে।

সেন্ট লুইয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতে তার একটাই সমস্যা হয়েছে। দীর্ঘদিন গাড়ি না চালানোর কারণে গাড়িটা চালাতে গিয়ে সে বেশ মুশকিলে প'ড়ে গিয়েছিলো।

আগামীকাল, সে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করবে। চুলের ব্লিচ, চুলকাটার যন্ত্র, গাল ল্যাম্প, এবং তার বেশভূষা বদলানোর জন্য কিছু জিনিস। সুবিধাজনক সময়ে সে রওনা দেবে।

তাড়াহুড়ার কোন কারণ নেই।

অধ্যায় ৪৪

আরডেলিয়া মাপ তার যথারীতি ভঙ্গীতেই আছে, বিছানায় বই নিয়ে পড়ছে। সে রেডিওর সব খবরই শুনেছে। ক্লারিস স্টার্লিং ঘরে ঢুকলে সে রেডিওটা বন্ধ ক'রে দিলো। স্টার্লিংয়ের বিধ্বস্ত চেহারাটা দেখে সে কিছু জিজ্ঞেস করলো না, কেবল বললো, "চা লাগবে?"

সে যখন পড়াশোনা করে তখন সে এক ধরণের পানীয় পান করে, যা তার দাদি তাকে পাঠায়। সেটাকে সে বলে "স্মার্ট লোকজনের চা।"

যে দু'জন উজ্জ্বল আর মেধাবী লোককে স্টার্লিং চেনে, তাদের একজন ধীরস্থির আর আরেকজন ভীতিকর। স্টার্লিং আশা করলো এটা তার পরিচিতজনকে যেনো একটা ভারসাম্য দেয়।

"তুমি খুব ভাগ্যবতী যে আজকে ছিলে না," মাপ বললো। "ঐ শালার কিম ওন আমাদেরকে গ্রাউন্ডে দৌড়িয়েছে। আমি মিথ্যা বলছি না। আমার বিশ্বাস আমাদের এখানের চেয়ে কোরিয়াতে বেশি মধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে। তাই এখানে এসে তারা একটু হাল্‌কা হয়ে যায়। ওহ্‌, জন বৃগহ্যাম এসেছিলো।"

"কখন?"

"আজ রাতে, একটু আগে। জানতে চেয়েছিলো তুমি ফিরে এসেছো কিনা। সে তার চুলে জেল মেখে এসেছে। দেখে মনে হয়েছিলো ফিটফাট হয়ে এসেছে। আমরা একটু কথা বলেছি। সে বলেছে তুমি যদি চাও তবে কয়েকদিন শুটিং বাদ দিয়ে পড়াশোনা করতে পারো। আমাদের জন্যে এই সপ্তাহান্তে, রেঞ্জটা সে খোলা রাখবে। আমি তাকে বলেছি, তাকে আমি পরে জানাবো। সে খুব চমৎকার একজন মানুষ।"

"হ্যা, তাই।"

"তুমি কি জানো যে, সে চাচ্ছে তুমি ইন্টারসার্ভিস ম্যাচে ডিউএ এবং কাস্টমসের বিরুদ্ধে শুটিং করো?"

"না।"

"মেয়েদেরটাতে নয়। ওপেন ক্যাটাগরিতে। পরের প্রশ্ন করো। আচ্ছা আমিই বলি, তুমি কি জানো শুক্রবারে ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট-এর ওপর পরীক্ষা হবে?"

"অনেকটাই জানি।"

"ঠিক আছে। *চিমেল বনাম ক্যালিফোর্নিয়া* কি?"

"সেকেন্ডারি স্কুল তল্লাশী।"

"স্কুল তল্লাশী আবার কি?"

"আমি জানি না।"

"এটা হলো 'ইমিডিয়েট রিচ কনসেপ্ট'। *স্নেকলদ* কি?"

"আমি জানি না বাবা।"

"*স্নেকলদ বনাম রস্তামন্ডে*।"

"এটা কি প্রত্যাশিত গোপনীয়তার যৌক্তিক কারণ?"

"ধুরো। প্রত্যাশিত গোপনীয়তা হলো কাজের মূলনীতি। *স্নেকলদ* হলো তল্লাশীর অনুমতি। আরে মেয়ে, বই পড়ো, এখনও সময় আছে। আমার কাছে নোটগুলো সব আছে।"

"আজ রাতে নয়।"

"না। কিন্তু আগামীকাল তুমি ঘুম থেকে উঠবে উর্বর আর মুর্খ হয়ে, তারপর আমরা সেখানে শস্য বপন করবো, শুক্রবার দিন। স্টার্লিং, বৃগহ্যাম বলেছে–সে অবশ্য আমাকে বলতে বলেনি, প্রতীজ্ঞা করেছি আমি, সে বলেছে, তুমি হিয়ারিংটাতে জয়ী হবে। সে মনে করে ঐ ক্রেন্ডলার হারামজাদা আজ থেকে দু'দিন পর আর তোমার কথা তার স্মরণে থাকবে না। তোমার গ্রেডগুলো ভালোই। এসব জিনিস আমরা খুব সহজেই উড়িয়ে দিতে পারবো।" মাপ স্টার্লিংয়ের চেহারা দেখে বুঝতে পারলো সে খুব ক্লান্ত। "ঐ বেচারীর জন্য তুমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছো, স্টার্লিং। তুমি একটা সুযোগ পাবার আশা করো। যাও, ঘুমিয়ে পড়ছো না কেন? আমি বই পড়া বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

"আরডেলিয়া, ধন্যবাদ।"

আরডেলিয়া বাতিটা নিভিয়ে দিলো।

"স্টার্লিং?"

"কি?"

"কাকে তোমার বেশি ভালো লাগে, বৃগহ্যাম নাকি ববি লরেন্স?"

"খুব কঠিন প্রশ্ন।"

"বৃগহ্যামের কাঁধে টাট্টু আছে। আমি তার শার্টের ওপর থেকেই সেটা দেখতে পেয়েছি। এটার মানে কি?"

"আমার কোন ধারণা নেই।"

"ব্যাপারটা জানার পর কি তুমি আমাকে সেটা জানাবে?"

"সম্ভবত, না।"

"আমি হট ববির পাইথন বৃফ সম্পর্কে তোমাকে বলেছি।"

"তুমি কেবল তাদেরকে জানালা থেকে দেখেছো, যখন সে ভার উত্তোলন করছিলো।"

"এটা কি গ্রেসি তোমাকে বলেছে? সেই মেয়ের মুখটা আমি–"

স্টার্লিং ঘুমিয়ে পড়লো।

অধ্যায় ৪৫

ভোর ৩টার একটু আগে, ক্রফোর্ড তার বউয়ের পাশে ব'সে ঝিমুচ্ছিলো। হঠাৎ সে জেগে উঠলো। বেলার নিঃশ্বাসটা আঁটকে গেছে, সে তার বিছানা থেকে যেনো উঠে যেতে চাইছে। ক্রফোর্ড উঠে ব'সে তার হাতটা ধরলো।

"বেলা?"

সে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বাতাসটা ছেড়ে দিলো। সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম চোখ খুললো সে। ক্রফোর্ড তার চোখের সামনে ঝুঁকে এলো, কিন্তু সে মনে করে না বেলা তাকে দেখতে পারবে।

"বেলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি," সে বললো পাছে বেলা যদি কথাটা শুনতে পায় সেই আশায়। ভয় তার বুকে এমনভাবে লাফাতে লাগলো যেনো ঘরের মধ্যে কোন বাদুর ঢুকে পাখা ঝাপটাচ্ছে। এরপর সে ওটাকে ধরতে পারলো।

সে তাকে তাকে কিছু দিতে চাচ্ছে, যে কোন কিছু, সে চায় না বেলা তার হাতটা ছেড়ে দিক।

সে তার কানটা বেলার বুকে রাখলো। মৃদু হৃদস্পন্দন শুনতে পেলো সে। তারপর একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে হৃদপিণ্ডটা থেমে গেলো। কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। কেবল শীতল একটা প্রবাহের শব্দ। সে জানে না, শব্দটি তার নিজের কানের নাকি বেলার বুকের।

"ঈশ্বর তোমার সহায় হোক...তোমার মঙ্গল করুক," ক্রফোর্ড বললো, কথাগুলো যেনো সত্যি হয় সেটাই চাইলো।

সে তার বিছানার ওপর মাথার কাছে এসে বসলো। তার মাথাটা তুলে বুকে চেপে ধরলো। স্তব্ধ হয়ে গেছে বেলা। সে একটুও কাঁদলো না। সব কান্না অনেক আগেই সে শেষ ক'রে ফেলেছে।

ক্রফোর্ড বেলার পোশাক পাল্টে তার নিজের প্রিয় বেড-গাউনটা পরিয়ে দিলো, তারপর কিছুক্ষণ তার শিয়রে ব'সে রইলো। বেলার একটা হাত নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরে রাখলো। এই হাতটা বাগান পরিচর্যা করতো।

যখন সে বাগান থেকে ফিরে আসতো, তার হাতটা থাইম গাছের সুগন্ধের মতো গন্ধ ছড়াতো।

("এটাকে ভাবো যেনো হাতের মধ্যে ডিমের সাদা অংশ," স্কুলের এক মেয়ে বেলাকে যৌনতার ব্যাপারে ধারণা দেবার সময় কথাটা বলেছিলো। সে আর ক্রফোর্ড বিছানায় শুয়ে শুয়ে এ নিয়ে ঠাট্টা করতো। অনেক দিন আগের কথা, গত বছরের আগের বছর। এটা নিয়ে ভেবো না, ভালো কিছু নিয়ে ভাবো। বিশুদ্ধ কোন জিনিস। এটাই ছিলো বিশুদ্ধ জিনিস।)

ক্রফোর্ড ক্লান্ত হয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো–সে চাইলে ওখান থেকেও খোলা দরজা দিয় শায়িত বেলাকে দেখতে পারে। তার শরীরটা শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। তার জীবন থেকে তাকে আলাদা ক'রে ফেলা হবে। কেবল তার স্মৃতিতেই সে রয়ে যাবে তখন। সুতরাং সে তাদেরকে এখন ডাকতে পারে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

তার হাত দুটো এখন শূন্য। সে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিগন্তের শূন্যতার দিকে চেয়ে রইলো। ভোরের জন্য নয়; জানালাটার মুখ পূর্ব দিকে তাই।

অ ধ্যা য় ৪৬

“প্রস্তুত, সোনামণি?”

জেম গাম্ব তার বিছানার হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে ব'সে আদর ক'রে কুকুরটাকে কোলে তুলে নিলো।

মিঃ গাম্ব এইমাত্র গোসল ক'রে এসে মাথায় তোয়ালে পেঁচিয়ে রেখেছে। সে চাদরের এদিক ওদিক হাত্‌রে রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে তুলে নিলো, তারপর ভিসিআরটা চালু ক'রে দিলো।

একটা ক্যাসেটে দুটো অনুষ্ঠান রেকর্ড ক'রে রেখেছে সে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে এটা দেখে সে। চামড়া তোলার ঠিক আগে এটা তাকে দেখতেই হবে।

প্রথম ছবিটা ঝাপসা একটা ফিল্ম, মুভিটোন নিউজ-এর, ১৯৪৮ সালের একটি সাদা কালো সংবাদ প্রতিবেদন। মিস্ স্যাক্রামেন্টো প্রতিযোগীতার কোয়ার্টার ফাইনাল এটা। এই প্রতিযোগীটাই পরবর্তীকালে আটলান্টা সিটির মিস্ আমেরিকা পিজেন্ট প্রতিযোগীতায় রূপান্তরিত হয়েছিলো।

এটা হলো সাতার-পোশাক প্রতিযোগীতা। সব মেয়ে হাতে ফুল নিয়ে মঞ্চে এসে ফুলগুলো সেখানে স্তুপ ক'রে রাখলো।

মিঃ গাম্বের কুকুরটা এটা অনেকবার দেখেছে। সে মিউজিকটা শুনেই কান খাড়া ক'রে ফেললো। সে জানে তাকে এখন আদর করা হবে।

সুন্দরী প্রতিযোগীতাটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন। তারা রোজমেরি সাতার পোশাক পরে আছে। তাদের কারো কারো মুখ খুবই সুন্দর। তাদের পা-গুলো সুন্দর আকৃতির, , কিন্তুকারো কারোর পায়ে মাংসের ঘাটতি রয়েছে।

গাম্ব কুকুরটাকে দু'হাতে পেষণ ক'রে আদর করতো লাগলো।

“সোনামণি, এই তো সে আসছে, আসছে, আসছে!”

সে এলো। যে যুবকটি সিঁড়িতে ওঠার সময় তাকে সাহায্য করলো তার দিকে চওড়া একটা হাসি দিয়ে সাদা সাঁতার পোশাক পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো সে।

তারপরই ক্যামেরা তার উরুতে স্থির হলো : আম্মু। ঐযে মা।

মিঃ গাম্বকে তার রিমোট কন্ট্রোলটা স্পর্শ করতে হলো না, সে এটা কপি করার সময়ই ক'রে নিয়েছে। ছবিটা আবার আগে থেকে শুরু হলো। সে সিঁড়ি দিয়ে আসছে, যুবকটির দিকে চেয়ে চওড়া হাসি দিলো। মঞ্চে উঠলো। আবার ফিরে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠলো। এভাবে বার বার।

যখন সে যুবকটির দিকে তাকিয়ে হাসলো গাম্বও হাসলো সেই সঙ্গে।

ঐ মেয়েটার আরেকটা শট আছে। দলবদ্ধভাবে। তারপর ফ্রেমটা স্থির হয়ে গেলো।

পরের আইটেমটা সে শিকাগোর একটা মোটেল ঘরে একটি ক্যাবল টিভি থেকে রেকর্ড করেছে–তাকে তাড়াহুড়ো ক'রে বের হয়ে একটা ভিসিআর কিনে এনে আরেকটা রাত থাকতে হয়েছিলো। এটা একটা লেট নাইট সেক্স-এড-এ দেখানো হয়েছিলো। ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ। এই ছবিটা চল্লিশ, পঞ্চাশ দশকের নষ্ট আর নগ্ন ভলিবল ক্যাম্পের দৃশ্য। এখন যেটা দেখছে সেটা 'ভালোবাসার দেখা' নামের একটি ছবি।

ছবিটার মাঝখানে কতোগুলো যৌন-বিজ্ঞাপন এসে গেলো। এ ব্যাপারে মিঃ গাম্বের কিছু করার ছিলো না। ওগুলোসহ রেকর্ড করতে হয়েছে তাকে।

এইতো এটা এসেছে, ক্যালিফোর্নিয়ারএকটা সুইমিং পুলে। চারপাশটা দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশের দশক। কিছু অপরূপ সুন্দরী মেয়ে নগ্ন হয়ে সাঁতার কাটছে। তাদের কয়েকজন ব্লুফিল্মেও অভিনয় করেছে। পানিতে নাচানাচি করছে, কেউবা সেখান থেকে উঠে দৌড়াচ্ছে। তাদের চলাফেরা সঙ্গীতটার চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে হচ্ছে। মই বেয়ে প্লাটফর্মে উঠে–আবার নিচে লাফিয়ে পড়ছে। দৌড়ানোর সময় তাদের নগ্নবক্ষ লাফাচ্ছে!

এই তো আম্মু আসছে। এই তো সে আসছে, পুল থেকে উঠে আসলো। তার পেছনে একটা কোকড়া চুলের মেয়ে। মেয়েটার মুখ একটা বিজ্ঞাপনে ঢেকে গেলো। একটা সেক্স-বুটিকের বিজ্ঞাপন। এই তো আবার সে মই বেয়ে উঠে সুন্দরভাবে নিচে লাফিয়ে পড়লো। উহ্! কী সুন্দর! এমনকি মিঃ গাম্ব তার মুখটা পুরোপুরি দেখতে না পারলেও তার মন বলছে এটা তার আম্মু-ই।

দৃশ্যটা আবারো একটা বিজ্ঞাপনের কারণে বাধাগ্রস্ত হলো। সেটা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেলো।

কুকুরটা চোখ পিটপিট করলো, কারণ মিঃ গাম্ব তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

"ওহ্, সোনামণি। আম্মু'র কাছে আসো। আম্মু খুবই সুন্দর ক'রে সাজবে।"

আগামীকালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু করার আছে।

সজোরে চিৎকার হলেও সে রান্নাঘর থেকে কণ্ঠটা শুনতে পায়নি। ধন্যবাদ

ঈশ্বরকে। কিন্তু সে বেসমেন্টে যাবার জন্যে যেইমাত্র সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলো তখনই সে ওটা শুনতে পেলো। সে আশা করেছিলো, খুব শান্ত আর নিশ্চুপ থাকবে, কারণ ঘুমিয়ে আছে। কুকুরটা তার কোলে। কুয়া থেকে শব্দটা শুনে ঘোৎ ঘোৎ করতে লাগলো।

"তুমি ওর চেয়েও ভদ্রভাবে বড় হয়েছো," সে কুকুরটার মাথার পেছনে হাত বুলাতে বুলাতে বললো।

সিঁড়ির নিচে ঠিক শেষ মাথায়, ভুগর্ভস্থ ঘরটাতে যাওয়ার জন্য বাম দিকে একটা দরজা রয়েছে। ওখানে সে তাকালোই না। কুয়া থেকে আসা শব্দটাকেও সে মোটেই গ্রাহ্য করলো না।

মিঃ গাম্ব ডান দিকে তার কাজের ঘরে চলে গেলো। কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ঘরে বাতি জ্বালিয়ে দিলো। কয়েকটা মথ আলোর আকর্ষণে ঘরের এদিক ওদিক উড়তে শুরু করলো।

মিঃ গাম্ব কাজের ঘরে খুবই হিসেবি আর নিখুঁত। সে সবসময়ই তার টাট্‌কা সলিউশনটা স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে মিশিয়ে নেয়, এলুমিনিয়ামের পাত্রে কখনও নয়।

সে শিখেছে, সময়ের বেশ আগেই সব কিছু করতে হয়। নিজেকে একটু ভর্ৎসনা করলো সে।

তোমাকে ধীরস্থিরভাবে হতে হবে, তোমাকে খুব নিখুঁত হতে হবে। তোমাকে খুব দ্রুত করতে হবে, কারণ সমস্যাটা খুবই ভয়ঙ্কর।

মানুষের চামড়া খুবই ভারী–শরীরের ওজনের ষোলো থেকে আঠারো শতাংশ–এবং পিচ্ছিল। পুরো চামড়াটা ধরা খুব কঠিন আর সেটা যখন ভেঁজা থাকে তখন আরো কঠিন। সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। চামড়া তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সংকুচিত হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীদের, যাদের চামড়া থাকে আটোসাঁটো।

আরেকটা কথা, চামড়া কিন্তু একেবারে ইলাস্টিকের মতো নয়, এমনকি যৌবনেও। এটা টানলে আর কখনও আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। আর কাঁচা অবস্থায় তো সেটা নিয়ে কাজ করা একেবারে অসম্ভব।

অবশেষে সে একটা পুরনো পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে। তার কার্য প্রণালীটা এইরকমঃ প্রথমে সে তার আইটেমটা একুরিয়ামে ভিজিয়ে নেয়, শাকসব্জির রসে, যা আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা উদ্ভাবন করেছিলো–এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান যাতে কোন খনিজ লবন থাকে না। আদিবাসী আমেরিকানরা বিশ্বাস করে প্রতিটি প্রাণীরই তাদের নিজস্ব চামড়া ট্যান করা বা পাকানোর জন্য পরিমাণমতো মগজ থাকে। মিঃ গাম্ব জানে এটা সত্য নয় আর বহু আগেই সে এই প্রচেষ্টাটি ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি সবচাইতে বড় মস্তিস্কের স্তন্যপায়ীর বেলায়ও। তার কাছে একটা

ফৃজ আছে যা মগজে পরিপূর্ণ এখন, তাই তার কখনও এসবের ঘাটতি হয়নি।

প্রক্রিয়া করার সমস্যাটা সে সামলাতে পেরেছে, বার বার চর্চার ফলে সে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে।

বেসমেন্টের কাজের ঘরটার পাশেই একটা খোলা করিডোর আছে, সেটাতে অব্যবহৃত বাথটাবে রয়েছে যেখানে মিঃ গাম্ব তার কিছু জিনিস সংরক্ষণ করে। সেটার পাশেই তার স্টুডিওটা, একটা বিশাল কালো পর্দার ওপাশে।

সে তার স্টুডিওটা খুলে বাতি জ্বালালো–তীব্র আলোর ফ্লাডলাইট। সেখানে কতোগুলো ম্যানিকিন পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবগুলোই আংশিক পোশাক পড়া। কিছু কিছুর পোশাক চামড়ার আর বকিদের পোশাক মসলিন কাপড়ের। আটটা ম্যানিকিন সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে দুটো দেয়াল আয়নার জন্য–ভালো মানের আয়না, টাইল্‌স ধরণের নয়। একটা মেকআপ টেবিলে কতোগুলো কসমেটিক রাখা আছে। কয়েকটা উইগও রয়েছে। এটাই এই স্টুডিওর সবচাইতে উজ্জ্বল জিনিস। সবগুলোই সাদা আর সোনালী রঙের।

তৃতীয় দেয়ালটার কাছে একটা কাজের টেবিল রয়েছে, দুটো কমার্শিয়াল সেলাই মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

চতুর্থ দেয়ালটাতে রয়েছে বিশাল আকারের একটা কালো বার্নিশ করা আলমিরা। সেটার উচ্চতা আট ফুট, প্রায় ছাদটা ছুঁই ছুঁই করছে। জিনিসটা খুবই পুরনো। চায়নিজ নক্সাকাটা। কিছু সোনালী দাগ এখনও রয়েছে, সেখানে একটা ড্রাগন ছিলো। সেটার চোখ দুটো এখন রয়ে গেছে, তাকিয়ে আছে যেনো। তার একটু পাশেই আরেকটা ড্রাগনের লাল জিভ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু শরীরটা মুছে গেছে। আলমিরাটার বার্নিশ এখন অক্ষুণ্ন আছে।

আলমিরাটা খুবই বিশাল আর গভীর, কমার্শিয়াল কাজের সাথে এর কোন লেনদেন নেই। এটাতে বিশেষ কিছু রাখা আছে। এর দরজাগুলো পুরোপুরি বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে।

ছোট্ট কুকুরটা একটা ম্যানিকিনের পায়ের নিচে রাখা পানির পাত্রে গিয়ে বসলো। সেই ম্যানিকিনটা গাম্বের দিকে চেয়ে আছে।

সে একটা চামড়ার জ্যাকেট নিয়ে কাজ করছে। এটা শেষ করার দরকার রয়েছে তার–সে এখন সৃষ্টিশীলতার জ্বরে আক্রান্ত, নিজের মসলিনের পোশাকটা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

মিঃ গাম্ব অল্পবয়সে ক্যালিফোর্নিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব কারেক্‌শন-এ থাকার সময় টেইলারিং-এর যে কাজ শিখেছিলো, এখন তার চেয়ে অনেক ভালো উন্নতি করেছে এ কাজে। সেসময়ের তুলনায় বেশ দক্ষ হয়েছে।

তার আদর্শ হলো সেলাইবিহীন জামা। এটা সম্ভব নয়। তবে সে দৃঢ় প্রতীজ্ঞ যে পোশাকটার সামনের অংশ অবশ্যই সেলাইবিহীন থাকবে। ক্রটিমুক্ত থাকবে।

তার মানে এই পোশাকটার যে সংশোধন করতে হবে সেটা কেবল পেছন দিকে করলেই হবে। খুবই কঠিন। সে ইতিমধ্যেই একটা মসলিন জামা ফেলে দিয়ে নতুন একটা নিয়ে শুরু করেছে।

মিঃ গাম্ব হাতে একটুখানি ট্যালকম পাউডার মেখে নিলো। তারপর তার শরীরের সাইজের পোশাকটা জড়িয়ে ধরলো।

"আমাকে একটা চুমু দাও," সে অভিনয় ক'রে বললো শূন্যের দিকে, যেখানে মাথাটা থাকবে। "তোমাকে নয়, সোনামনি," তার কথা শুনে ছোট্ট কুকুরটা যখন দু'কান খাড়া করলো তখন সে বললো।

মিঃ গাম্ব মসলিন কাপড়টা নিয়ে কাজে নেমে গেলো।

সেলাই মেশিনটা খুবই পুরাতন আর দারুণভাবেই কাজ করে, পায়ে প্যাডেল দিয়ে চালানো যায়, কিন্তু সেটাকে রূপান্তরিত ক'রে বিদ্যুতের সাথে চালানো হচ্ছে। মেশিনটার গায়ে সোনালী রঙে লেখা আছে 'আমি ক্লান্ত হই না কখনও, আমি কেবল কাজ ক'রে যাই।'

কাজটা শেষ হলে সে জামাটা নিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। কুকুরটা এক কোণ থেকে মাথাটা উঁচু ক'রে দেখে যাচ্ছে সব।

জিনিসটার আরেকটু কাজ বাকি আছে, এছাড়া সেটা দারুণই হয়েছে বলা যায়। সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে, মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে, পানিতে ঝাঁপ দিচ্ছে।

মিঃ গাম্ব আলো নিয়ে খেললো আর তার উইগটা আলোতে নাটকীয় হয়ে উঠলো। সে কলার লাইনে একটা নেকলেস পরার চেষ্টা করলো। যখন সে দাকোলেত গাউনটা পরবে তখন তাকে দারুণ দেখাবে। এটা পরে থাকতেই প্রলুব্ধ হলো সে, কিন্তু তার চোখ দুটো খুবই ক্লান্ত হয়ে গেছে। সে তার হাতটাকে একেবারে ধীরস্থির আর নিখুঁত কাজ করাতে চাচ্ছে। সে কোন হৈহল্লার মধ্যে থাকতে চাচ্ছে না। ধৈর্য ধরে সে সুইসূতা নিয়ে কাপড়ের টুকরোগুলো কাটিং আর সেলাইয়ের জন্য মেলে রাখলো।

"আগামীকাল, সোনামণি," সে তরল মগজগুলো রাখতে রাখতে কুকুরটাকে বললো। "আগামীকালকে আমরা করবো। আম্মু খুব সুন্দর হবে, খুবই সুন্দর।"

অ ধ্যা য় ৪৭

স্টার্লিং খুব কষ্টে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাতে পারলো। রাতের শেষ দিকে স্বপ্নের ভয়ে ঘুম থেকে উঠে গেলো। সে চাদরের এক কোনা কামড়ে কানে হাত দিয়ে চাপ দিলো, সত্যি ঘুমিয়ে আছে কিনা সেটা দেখার জন্যে। স্তব্ধ এবং কোন ভেড়ার চিৎকার নেই। সে যখন বুঝতে পারলো সে আর ঘুমিয়ে নেই তখন তার হৃদস্পন্দনটা স্বাভাবিক হয়ে এলো।

তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ দেখা দিলে ভয়টা চলে গেলো।

"গাধা," সে বললো, পা-টা চাদরের বাইরে বের ক'রে একটু বাতাস লাগালো। দীর্ঘ দিনটাতে সে চিল্টন কর্তৃক ধ্বংস হয়েছে, সিনেটর মার্টিন কর্তৃক অপমানিত হয়েছে, ক্রেন্ডলার তাকে ভৎর্সনা ক'রে নিষিদ্ধ করেছে, ডক্টর লেকটার তাকে প্রলুব্ধ ক'রে পালিয়ে গেছে, আর ক্রফোর্ড কাজ থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। আর আরেকটা জিনিস বাজে ঘটনার মধ্যে হুঁল ফুটিয়েছেঃ তাকে চোর হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করার হয়েছে।

সিনেটর মার্টিন এমন একজন মা যিনি চান না তার মেয়ের জিনিস পুলিশের লোকের হাতে গিয়ে পড়ুক। তিনি অবশ্য তাকে চোর বলেননি।

তারপরও, অভিযোগটা স্টার্লিংকে সূঁচের মতোই বিদ্ধ করছে।

ছোটবেলায় স্টার্লিং এই জেনেছে এবং শিখেছে যে চুরি করা, টাকার জন্যে খুন-হত্যা বা ধর্ষণ করার সমতুল্য অপরাধ। চুরির চেয়ে মানুষ জবাই করাও উত্তম। এমনটিই ভেবেছে সে।

শৈশবে, যেখানে তার চারপাশে খুব কমই পুরস্কার আর অনেক বেশি দারিদ্র-ক্ষুধা ছিলো, তখনও সে শিখেছে চুরি করা জঘন্য কাজ।

এখন, এইভাবে অবমাননাকরভাবে কাজ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়াতে সঙ্গত কারণেই স্টার্লিং ভেতরে ভেতরে তেঁতে আছে।

অবশ্য সে জানে সে এসব থেকে নিজেকে টেনে বের করতে পারবে। সে যা, সে তাই থাকবে সব সময়। সে জানে কিভাবে সেটা করতে হবেঃ ক্লাশে সেরা হতে

পারবে। অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে ব্যুরোতে।

কেবল তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, একটু সাবধান হতে হবে। তার গ্রেড ভালোই হবে। কোরিয়ান শালা তাকে পিই'তে বারোটা বাজাতে পারবে না। তার নামটি অসাধারণ কর্মকাণ্ড আর ফলাফলের জন্য একাডেমিতে খোদাই ক'রে রাখা হবে। বিশেষ ক'রে ফায়ারিং-রেঞ্জের পারফরমেন্সের কথা যদি বলা হয়।

চার সপ্তাহের মধ্যেই সে এফবিআই'র একজন স্পেশাল এজেন্ট হতে পারবে।

তাকে কি বাকিটা জীবন ঐশালার ক্রেন্ডলার থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে?

সিনেটরের উপস্থিতিতে ঐ গর্দভটা তাকে তার হাত ধুইয়ে নিতে চাইছিলো। এই কথাটা যখনই তার মনে পড়ছে সেটা তাকে খোঁচাচ্ছে। লোকটা এনভেলপের ভেতরে কোন প্রমাণ বা আলামতের ব্যাপারে ইতিবাচক ছিলো না। এটা তো মারাত্মক রকমের হতাশার ব্যাপার ছিলো। এখন ক্রেন্ডলার ছবিটা কল্পনা করতেই তার চোখের সামনে ভেসে এলো মেয়রের ছবিটা, তার বাবার বস্, যে তার বাবার মৃত্যুর পর ওয়াচম্যান ঘড়িটা নিতে তাদের বাড়িতে এসেছিলো। তার চেয়েও বাজে ব্যাপার, জ্যাক ক্রফোর্ড তার মন থেকে মুছে যাচ্ছে। লোকটা যে কারোর চেয়ে বেশি চাপের মধ্যে রয়েছে। কোনরকম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সে-ই তাকে রাসপেইলের গাড়িটা চেক্ করতে পাঠিয়েছিলো। ঠিক আছে, সেটা হয়তো তেমন সমস্যা হবে না। কিন্তু ক্রফোর্ড তো জানতো তাকে মেমফিসে দেখলে সমস্যা হবে; সে যদি ঐ পোঙমারার ছবিগুলো নাও খুঁজে পেতো তারপরেও সমস্যা হোতো।

ক্যাথারিন বেকার মার্টিন যে অন্ধকারে পড়ে আছে, সেরকম অন্ধকারে সেও পতিত হয়েছে এখন। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবতে ভাবতে স্টার্লিং এই কথাটা ভুলেই গিয়েছিলো।

এখন তাকে কিম্বার্লিও তাড়িয়ে বেড়ালো। মোটামোটা মৃত কিম্বার্লি যে কান ফুটো ক'রে রিং পরে নিজেকে সুন্দর করার চেষ্টা করতো, পায়ের লোম চেঁছে ফেলতো সে। কিম্বার্লি তার বোন। স্টার্লিং ভাবলো না যে ক্যাথারিন বেকার মার্টিনের ঐ হতভাগিনী কিম্বার্লির জন্য সময় হবে। এখন তারা দু'জনেই বোন হয়ে গেছে। কিম্বার্লি একটা ফিউনারেল হোমে শুয়ে আছে, চারপাশে সেনাদল তাকে সম্মান জানাচ্ছে।

স্টার্লিং আর ভাবতে পারলো না। সে মুখটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো, যেমন ক'রে একজন সাঁতারু দম নেবার জন্যে পানি থেকে মুখটা সরিয়ে থাকে।

বাফেলো বিলের সব শিকারই মেয়ে। তার মোহ হলো মেয়ে, সে মেয়েদের শিকার করার জন্যই বেঁচে আছে। একজন মেয়েও তাকে ধরার জন্য বেশ সময় নিয়ে খুঁজে বেড়ায় নি। এখন পর্যন্ত একজন মেয়েও তার একটি কেসও তদন্ত ক'রে দেখে নি।

স্টার্লিং ভাবলো তাকে একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ক্যাথারিন মার্টিনের কাছে নিয়ে যাবার মতো মানসিক জোর ক্রফোর্ডের আছে কিনা। বিল 'তার সাথে আগামীকালই করবে', ব'লে ক্রফোর্ড অনুমান করেছে। *তার সাথে করো। তার সাথে করো, তার সাথে করো।*

"জাহান্নামে যক সব," স্টার্লিং খুব জোরেই বললো কথাটা। সেইসাথে ফ্লোরে পা-টা দিয়ে আঘাত করলো।

"তুমি একটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কলুষিত করছো, তাই না, স্টার্লিং?" আরডেলিয়া মাপ বললো। " আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন তার সাথে তুমি হীন আচরণ করেছো, আর তুমি তাকে কিছু করতে বলছো–মনে করো না আমি কিছু শুনিনি।"

"দুঃখিত, আরডেলিয়া, আমি–"

"তাদের সাথে তোমাকে আরো বেশি নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হতে হবে। তুমি যা বলেছো তা বলতে পারো না। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কাউকে কলুষিত করা হলো সাংবাদিকতার কাজ, তাদেরকে তোমার বলতে হবে *কি কখন, কোথায়,* এবং *কীভাবে।*"

"তোমার কি লন্ড্রিতে কাপড় দেবার আছে?"

"লন্ড্রিতে?"

"হ্যা, মনে হয় এক বোঝা দিয়ে আসতে হবে। তোমার কাছে কি আছে?"

"আচ্ছা, ঐ যে দরজার ওপাশে রেখে দিয়েছি।"

"ঠিক আছে, তোমার চোখ বন্ধ করো, আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাতি জ্বালাচ্ছি।"

লন্ড্রির জন্যে স্তুপ ক'রে রাখা কাপড়ের ওপর যা রাখা আছে সেটা আসন্ন পরীক্ষার ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট বিলের নোটগুলো নয়।

সে বাফেলো বিলের ফাইলটা নিলো। চার ইঞ্চির পুরু নরকের আবর্জনা আর সেটা আরো বেশি প্রকট হয়েছে কভারের লাল রঙের লেখাগুলির সাথে হট-লাইন থেকে প্রিন্ট করা মৃত্যু-মস্তকের মথটার একটা ছবি।

এই ফাইলটা তাকে আগামীকালই ফেরত দিতে হবে, আর সে যদি এটা সম্পূর্ণ করতে চায় তবে খুব জলদিই এটার ভেতরে রিপোর্টটা সংযোজিত করতে হবে। উষ্ণ লন্ড্রি-ঘরের ওয়াশিং মেশিনের মৃদু শব্দে, সে ফাইলটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিলো। একটা কাপড় চোপড়ের সেল্ফে ফাইলটা রেখে কোন ছবির দিকে না তাকিয়েই সংযোজনের কাজে নেমে গেলো স্টার্লিং। সবার উপরে ছিলো মানচিত্রটা। সেটা খুব ভালোই। কিন্তু মানচিত্রটার ওপরে হাতে কিছু লেখা আছে।

ডক্টর লেকটারের অভিজাত স্ক্রিপ্টটা গ্রেট লেক-এর ওপর দিয়ে চলে গেছে ব'লে বলা হয়েছে :

ক্লারিস, বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় মৃতদেহগুলো পরিত্যাগ করাটা কি আপনার কাছে বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হয়? এটা কি মরিয়া হয়ে করা হয়েছে ব'লে আপনার মনে হয় না? এলোমেলো আর বিক্ষিপ্তভাবে ফেলাটা কি সুবিধাজনক নয়, এটা কি আপনার কাছে ধরা পড়ছে না? এটা কি আপনার কাছে একজন বাজে মিথ্যাবাদীর অতিরঞ্জন ব'লে মনে হয়?

টাটা
হ্যানিবাল লেকটার

পিএস, এটা খুলতে কার্পন্য করবেন না, ভেতরে অন্য কিছু নেই।

বিশ মিনিট লেগে গেলো এটা নিশ্চিত হতে যে পাতা ওল্টালে অন্য কিছু পাওয়া যাবে না।

স্টার্লিং একটা পে-ফোন থেকে হট-লাইনে ফোন ক'রে মেসেজটা বরোকে প'ড়ে শোনালো। সে মনে মনে ভাবলো বরো ঘুমায় কখন।

"আপনাকে বলতেই হচ্ছে, স্টার্লিং, লেকটারের তথ্যের মূল্য এখন ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে," বরো বললো। "জ্যাক কি আপনাকে বিলি রুবিন সম্পর্কে কিছু বলেনি?"

"না।"

সে যখন স্টার্লিংকে লেকটারের জোক্টা ব'লে গেলো তখন সে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে রাখলো।

"আমি জানি না," শেষে সে বললো। "জ্যাক বলছে তারা লিঙ্গ-পরিবর্তন ক্লিনিকেই বেশি নজর দেবে। কিন্তু সে কতোদূর আর যাবে?"

"তারপরও আপনি মিঃ ক্রফোর্ডকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন," স্টার্লিং বললো।

"অবশ্যই, আমি এটা তার কম্পিউটারের পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে তাকে আমরা এখনই ডাকছি না। আপনাকেও না। বেলা একটু আগেই মারা গেছে।"

"ওহ্," স্টার্লিং বললো।

"শুনুন, আশার দিকটি এবার বলি, বাল্টিমোরে আমাদের লোকেরা আশ্রমে লেকটারের সেলে তল্লাশী করেছে। ঐযে আরদার্লি, বার্নি, সে সাহায্য করেছে। লেকটারের খাটের নাট-বল্টুর মাথাতে তারা কোন কিছু ঘষার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে, যেখানে সে তার হ্যান্ডকাফটার চাবি তৈরি করেছিলো। স্কুলেই লেগেই থাকুন। আপনি একেবারে গোলাপের মতো গন্ধ ছড়াবেন।"

"ধন্যবাদ আপনাকে, মিঃ বরো। গুডনাইট!"

ক্যাথারিন মার্টিনের জীবনে শেষ দিনটির সূর্য উদিত হচ্ছে।

ডক্টর লেকটার কি বুঝিয়ে থাকতে পারেন?

ডক্টর লেকটার কী জানতো সেটা জানা যাবে না। সে যখন তাকে প্রথম এই ফাইলটা দিয়েছিলো, সে আশা করেছিলো লেকটার ছবিগুলো দেখে খুব মজা পাবে এবং বাফেলো বিল সম্পর্কে তার জানা সব কিছুই ব'লে দেবে।

হয়তো সে সবসময়ই তার কাছে মিথ্যে বলেছে। ঠিক যেমনটি সিনেটর মার্টিনের কাছে বলেছে। হতে পারে, সে বাফেলো বিলকে চেনেই না, কিংবা তার সম্পর্কে কিছু জানে না।

সে খুব স্পষ্টই দেখতে পায়–সে খুব নিশ্চিত ছিলো যে সে আমার মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। এটা মেনে নেয়া খুবই কঠিন যে, তোমার কল্যান কামনা না করেই কেউ তোমাকে ভালো মতো বুঝতে পারে। স্টার্লিংয়ের এই বয়সে এটা খুব বেশি ঘটেওনি।

মরিয়া হয়েই বিক্ষিপ্তভাবে ফেলেছে, ডক্টর লেকটার বলেছে।

অপহরণ আর মৃতদেহ পরিত্যক্ত করার মধ্যে কোন সাযুজ্য পাওয়া যায়নি। বাড়তি সুবিধা পাওয়ারও কোন সম্পর্ক নেই, কোন সমন্বয়েরও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। লন্ড্রি রুমে ফিরে স্টার্লিং মানচিত্রের ওপর আঙুল বোলালো। এখান থেকে এক জনকে অপহরণ করা হয়েছে, এখানে ফেলে দেয়া হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় অপহরণটা করা হয়েছে, আর এখানে ফেলা হয়েছে। এখানে তৃতীয় অপহরণটা–এইসব তারিখগুলো কি পশ্চাদবর্তী অথবা, না, দ্বিতীয় মৃতদেহটা প্রথমে পাওয়া গেছে।

এই তথ্যটা রেকর্ড করা আছে, সেটার ব্যাপারে কোন মন্তব্য নেই, মানচিত্রটার পাশে দাগ দেয়া আছে। দ্বিতীয় অপহরণের মেয়েটার মৃতদেহ প্রথমে পাওয়া গিয়েছিলো ইন্ডিয়ানার লাফায়েট-এর ওয়াশা নদীতে।

প্রথম যে মেয়েটাকে অপহরণ করা হয়েছিলো সেটা রিপোর্ট করা হয়েছিলো কলম্বাসের নিকটে ওহাইও'র বেলভেদিয়ার থেকে, আর সেটা অনেক পরে পাওয়া গিয়েছিলো মিসৌরির ব্ল্যাক ওয়াটার নদীতে মৃতদেহটা ফুলেফেঁপে ওঠার পর। বাকিগুলো অতোটা ফুলেফেঁপে ভারী হয়নি।

প্রথম অপহৃত মেয়েটার মৃতদেহ ফেলা হয়েছিলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দ্বিতীয় মেয়েটার মৃতদেহ ফেলা হয়েছিলো শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে। যার পাশেই একটি মহাসড়ক আছে। সঙ্গত কারণেই সেটা খুব দ্রুত পাওয়া গিয়েছিলো।

কেন?

একটার বেলায় সে খুব লুকাতে চেয়েছে, অন্যটার বেলায় সেটা করেনি।

'মরিয়া হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলেছে' কথাটার মানে কি?

এটার মধ্যে কোন মানে আছে এটাই বা কেন ডক্টর লেকটার বলেছে?"

মেমফিসে যাবার সময় প্লেনে ব'সে যে নোটগুলো স্টার্লিং করেছিলো সেটা দেখলো।

ডক্টর লেকটার বলেছে যে, ফাইলে খুনিকে খুঁজে বের করার জন্য যথেষ্ট জিনিস রয়েছে। 'পানির মতোই সহজ,' সে বলেছিলো। 'মূল'ব্যাপারটি কি, সেটা কোথায়? এখানে-'মূলব্যাপারটা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'মূল নিয়মটা' সে যখন প্রথম বলেছিলো তার কাছে মনে হয়েছিলো ভণ্ডামি করছে। হেঁয়ালি করছে।

সে কি করে, ক্লারিস? যে কাজ সে করে সে ব্যাপারে তার প্রথম এবং প্রধান নীতিটি কি? খুন ক'রে তার কি অর্জিত হয়? সে লালসা করে। আমরা কিভাবে লালসা করতে শুরু করি? আমরা প্রতিদিন যা দেখি তা' দিয়েই আমাদের লালসার শুরু করি।

ডক্টর লেকটারের বক্তব্য বোঝাটা খুব সহজ হয় যখন স্টার্লিং মনে করে সে তার চামড়ার দিকে চেয়ে নেই। আর এখানে এই নিরাপদ কোয়ান্টিকোতে সেটা বোঝার জন্য আরো বেশি সহজ।

আমরা যদি প্রতিদিন যা দেখি তা দিয়েই লালসার শুরু করি তবে সেই জিনিসটা কি? বাফেলো বিল কি প্রথম খুনটা করার সময় চুম্‌কে গিয়েছিলো? সে কি তার ঘনিষ্ঠ কারোর সাথে এমনটি করেছিলো? সেজন্যেই কি প্রথম মৃতদেহটা সে খুব বেশি লুকাতে চেয়েছিলো? আর দ্বিতীয়টির বেলায় খুব একটা লুকাতে চায়নি? সে কি তার দ্বিতীয় শিকারটি তার বাড়ি থেকে অনেক দূরে কোথাও থেকে অপহরণ করেছিলো? আর এমন জায়গায় তাকে ফেলে দিয়েছিলো যেনো মৃতদেহটা খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, অপহরণের জায়গাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বাছাই করা হয়েছে?

বাফেলো বিলের শিকারদের কথা ভাবলেই স্টার্লিংয়ের মনে পড়ে সবার আগে কিম্বার্লির কথা কারণ সে কিম্বার্লিকে মৃত দেখেছে, এবং তার জায়গায় নিজেকে স্থাপিত ক'রে ভেবেছে।

এই তো প্রথমটি, ওহাইও'র বেলভিদিয়ার ফ্রেডারিকা বিমেল, বাইশ বছর বয়স। দুটো ছবি আছে এখানে। তার ইয়ার-বুক পিকচারে তাকে খুব বিশাল আর সাদামাটা দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিটা ক্যানসাস সিটির মর্গ থেকে তোলা হয়েছে, সেটাতে তাকে কোন মানুষের মতো দেখাচ্ছে না।

স্টার্লিং বারোকে আবারো ফোন করলো। এখন তার কণ্ঠটা বেশ ভারি শোনাচ্ছে, কিন্তু সে শুনে গেলো।

"তাহলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন স্টার্লিং?"

"মনে হচ্ছে সে ওহাইও'র বেলভিদিয়ারে থাকে, যেখানে প্রথম জনকে সে অপহরণ করেছিলো। হয়তো সে মেয়েটাকে প্রতিদিনই দেখতো। মনে হয় সে

তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খুন করেছিলো। হয়তো সে...একটা সেভেন-আপ তাকে দিয়ে কয়্যার সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলো। তাই ভালো মতোই মৃতদেহটাকে সে লুকাতে পেরেছিলো এবং ওখান থেকে বহু দূরে দ্বিতীয় শিকারের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছিলো। সে দ্বিতীয়টাকে ভালো মতো লুকায়নি। আর সেজন্যে এটাই সবার আগে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো, সেই সাথে ঐ জায়গা থেকে মনোযোগটা দূরে সরে গিয়েছিলো।"

"স্টার্লিং, শেষটা যদি ভালো হয় তবে প্রতিফলও ভালো হয়, লোকজন ভালোটাকেই মনে রাখে, সাক্ষীগুলো-"

"সেটাই আমি বলছি। সে জানে এটা।"

"উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনারা এই ক্যাথারিন মার্টিনের শহরে পুলিশ ছড়িয়ে না দিয়ে কোন কাজ করতে পারবেন না। ছোট্ট মার্টিন উধাও হবার পর থেকে আচম্‌কাই কিম্বার্লি এম্বার্গকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খুব আচম্‌কাই তারা কাজে নেমে গেলো।"

"আপনি কি মিঃ ক্রফোর্ডকে এটা একটু জানাবেন?"

"অবশ্যই। আরে, আমি এটা হট-লাইনে সবার জন্যই রেখে দেবো। আর শুনুন, কলম্বাস অফিসে বেলভিদিয়ার পুলিশ কাজ করছে। সেখানেই আপনি এ ব্যাপারে সব তথ্য পাবেন। আপনি বেলভিদিয়ারে খুব বেশি আগ্রহ দেখাবেন না অথবা আজ সকালে ডক্টর লেকটারের অন্য কোন তত্ত্ব নিয়ে কিছু বলবেন না।"

"সে যা বলতে চেয়েছে-"

"স্টার্লিং, আমরা ইউনিসেফে বেলার জন্য একটা গিফট পাঠাচ্ছি। আপনি সেটাতে থাকতে চাইলে আমি আপনার নাম কার্ডে তুলে দেবো।"

"অবশ্যই, ধন্যবাদ, মিঃ বরো।"

স্টার্লিং ড্রাইয়ার থেকে কাপড়চোপড়গুলো বের ক'রে আনলো। কাপড়গুলো সে বুকে জড়িয়ে ধরে এর উষ্ণতা আর চমৎকার গন্ধটা সে টের পেলো।

আজ হলো ক্যাথারিন মার্টিনের শেষ দিন। *সাদা-কালো কাকটা হাতে ঠেলা দু'চাকার ছোট্ট গাড়ি থেকে জিনিস চুরি করেছিলো। সে কিছুই করতে পারেনি।*

আজ হলো ক্যাথারিন মার্টিনের শেষ দিন।

তার বাবা রাস্তায় তাঁর পিক-আপটা ঘোরাবার সময় ব্লিংকার লাইট ব্যবহার না ক'রে একটা হাত দিয়ে সিগনাল দিতেন। সে আঙিনায় খেলার সময় তার বাবাকে চিৎকার ক'রে ব'লে দিতো কোথায় ঘুরতে হবে।

স্টার্লিং যখন সিদ্ধান্ত নিলো সে কি করবে, তখন তা দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝ'রে পড়লো। তার হাতে ধরা কাপড় দিয়ে চোখটা মুছে নিলো সে।

অ ধ্যা য় ৪৮

ক্রফোর্ড ফিউনারেল হোম থেকে বের হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জেফ আর গাড়িটার জন্যে নিচের রাস্তার দিকে তাকালো। কিন্তু গাড়ি আর জেফের বদলে সে দেখতে পেলো ক্লারিস স্টার্লিং কালো শোকের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে।

"আমাকে ওখানে পাঠান," সে বললো।

ক্রফোর্ড এইমাত্র তার বৌয়ের কফিনটা কবরে নামিয়ে দিয়ে এসেছে, তার হাতে একটা কাগজের ব্যাগে তার জুতাটা, ভুল ক'রে সে এটা সাথে নিয়ে এসেছে। সেটা সে পরে নিলো।

"আমাকে ক্ষমা করুন," স্টার্লিং বললো। "অন্য সময় হলে আমি এখানে আসতাম না। আমাকে পাঠান।"

ক্রফোর্ড তার হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে তার দিকে তাকালো। তার চোখ দুটো খুবই উজ্জ্বল, হয়তো বিপজ্জনকও। "কোথায় পাঠাবো আপনাকে?"

"আপনি আমাকে পাঠাবেন যাতে আমি ক্যাথারিন মার্টিন এবং বাকিদের জন্য কিছু করতে পারি। আমাদেরকে এখন যা খুঁজে দেখতে হবে সেটা হলো সে কিভাবে তার শিকারদের শিকার করে। কিভাবে তাদেরকে খুঁজে বের করে, কিভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। আপনার পুলিশদের মতোই আমি দক্ষ, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে ভালো। নিহতরা সবাই মেয়ে। আর এ ব্যাপারে কোন মেয়ে কাজ করেনি। আমি মেয়েদের ঘরে ঢুকতে পারবো, কোন পুরুষের তুলনায় তিনগুন বেশি জানতে পারবো। আপনি জানেন, এটা সত্যি। আমাকে পাঠান।"

"আপনি রিসাইকেল মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন?"

"হ্যা।"

"সম্ভবত ছয় মাস, আপনার জীবন থেকে নষ্ট হবে।"

সে কিছুই বললো না।

ক্রফোর্ড তার পা দিয়ে ঘাসগুলো একটু মাড়িয়ে তার দিকে তাকালো, কিন্তু স্টার্লিংয়ের দৃষ্টিতে যেনো দূরের সীমান্ত দেখা যাচ্ছে। তার মানসিক দৃঢ়তা আছে,

ঠিক বেলার মতোই। "কাকে দিয়ে আপনি শুরু করবেন?"

"প্রথমজনকে দিয়ে, ওহাইও'র বেলভিদিয়ার ফ্রেডরিকা বিমেল।"

"কিম্বার্লি এমবার্গকে দিয়ে কেন নয়, যাকে আপনি দেখেছেন?"

"বিল তাকে দিয়ে শুরু করেনি।" *লেকটারের কথা বলবে? না। হট-লাইনে সে ওটা দেখবে।*

"কিম্বার্লি হোতো আবেগীয় পছন্দ, তাই না, স্টার্লিং? আপনাকে তো অনেক পথ ভ্রমণ করতে হবে। টাকা পয়সা কিছু আছে?" ব্যাংক তো এক ঘন্টার আগে খুলবে না।

"আমার ভিসা কার্ডে কিছু টাকা এখনও আছে।"

ক্রফোর্ড পকেট থেকে তিনশো ডলার বের ক'রে স্টার্লিংকে দিলো। সেই সাথে একটা ব্যক্তিগত চেক্।

"যান, স্টার্লিং। কেবলমাত্র প্রথমজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন আপনার কাজ। হট-লাইনে পোস্ট করবেন। আর আমাকে ফোন করবেন।

তার সাথে হাত মিলিয়ে ঘুরেই চলে গেলো তার পিন্টো গাড়িটার দিকে।

ক্রফোর্ড তার পকেট হাত্ড়ে দেখলো সে তার সঙ্গে থাকা সবটাই স্টার্লিংকে দিয়ে দিয়েছে।

"বাচ্চার দরকার নতুন এক জোড়া জুতা," সে বললো। "হয়তো তার কোন জুতাই দরকার নেই।" ফুটপাতে হাটতে হাটতে তার কান্না এসে পড়লো, একজন এফবিআই'র সেক্‌শন চিফের জন্য ব্যাপারটা খুবই অর্থহীন।

জেফ তার চোখে পানি দেখে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো গাড়িটা নিয়ে, যাতে সে তাকে না দেখে ফেলে। জেফ গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্রফোর্ডের চোখের পানি শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

অধ্যায় ৪৯

চতুর্থ দিনের সকালে, জেম গাম্ব চামড়া তুলতে প্রস্তুত হয়ে গেলো।

তার প্রয়োজনীয় সব কিছু কেনাকাটা ক'রে ফিরে আসলো। তাই বেসমেন্টে যেতে তার তর সইছে না। স্টুডিওতে এসে সে তার ব্যাগটা খুললো। কোনাকুনি ক'রে সেলাই করার একটা যন্ত্র, এক বাক্স লবন, চাকু ইত্যাদি। সে কোন কিছুই কিনতে ভোলে নি।

কাজের ঘরে সে একটা পরিস্কার তোয়ালের ওপর চাকুগুলো রাখলো, ঠিক তার পাশেই লম্বা একটা সিঙ্ক। চাকুর সংখ্যা চার। পেছনের চামড়া কাটার চাকু, ছোট্ট একটা চাকু যা তর্জনীর সঙ্গে লাগিয়ে সূক্ষ্মভাবে কাজ করা যায়। একটা চাপাতি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহার করা আই-এরা বেয়নেট। বেয়নেটের গোলাকার প্রান্তটি মাংস থেকে চামড়াকে কোনভাবে না ছিড়েই আলগা করার জন্য সেরা হাতিয়ার।

বাড়তি আরেকটা জিনিস তার রয়েছে। সেটা হলো ময়নাতদন্তে ব্যবহার্য একটা করাত, যা খুব কম দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।

এখন সে উইগ-স্ট্যান্ডটার মাথায় গৃজ মাখালো। গৃজের ওপর লবন মিশিয়ে নিলো, তারপর স্ট্যান্ডটা একটু ঘোরালো। ঠাট্টাচ্ছলে সে উইগের মাথাটার নাক ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বাতাসে একটা চুমু ছুড়ে দিলো।

এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন হলেও সে এই ঘরে ড্যানি কে'র মতো উড়ে বেড়াতে চাচ্ছে। সে হেসে তার মুখের সামনে থেকে একটা মথকে ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিলো।

একুরিয়াম থেকে তার সলিউশনগুলো বের ক'রে নেবার সময় হলো। ওহ্, খাঁচার ভেতরে কি একটা গুটি থেকে মথ বের হচ্ছে? সে হাত দিয়ে টোকা মারলো। হ্যা, বের হচ্ছে।

এবার পিস্তলটা।

এই মেয়েটাকে খুন করার ব্যাপারে যে সমস্যাটা আছে সেটা মিঃ গাম্বকে কয়েক দিন ধ'রে একটা জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। তাকে ঝোলানোর চিন্তাটা বাদ

দিতে হয়েছে, কারণ সে চায় না বুকের দিকটার চামড়ায় ছোপছোপ রক্ত জমাট বাধুক। এছাড়া সে মেয়েটার ঘাড়ে গিঁট বেঁধে কানের পাশটা চিঁড়ে ফেলার কোন ঝুঁকি নিতে পারে না।

মি: গাম্ব তার প্রতিটি শিকারের ঘটনা থেকেই এসব শিখেছে, অভিজ্ঞতাগুলো কখনও কখনও যন্ত্রনাদায়কও ছিলো। এর আগের কিছু দুঃস্বপ্নকে সে এড়িয়ে যেতে দৃঢ় সঙ্কল্প।

একটি অত্যাবশকীয় নিয়ম হলো: তারা না খেয়ে যতো দূর্বলই হোক না কেন, অথবা ভয়ে মূর্ছা যাক না কেন, সবসময়ই তারা চাকু আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি দেখেই মরিয়া হয়ে লড়াই করে।

আগের কয়েকটা মেয়েকে সে বেসমেন্টের অন্ধকারে ফেলে তার ইনফারেড গগল্স ব্যবহার ক'রে চমৎকারভাবেই কাজ করতে পেরেছিলো, মেয়েগুলো তাকে দেখতে না পারলেও, সে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো। তারা পালাতে চেষ্টা করছে, অদৃশ্য কিছুর বিরুদ্ধে আপ্রাণভাবে হাত পা ছুড়ছে। সে তাদেরকে পিস্তল দিয়ে কাবু করতে বেশি পছন্দ করে। পিস্তল ব্যবহার করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে সে। সবসময়ই তারা ঘাবড়ে যায়। ভারসাম্য হারায়, দৌড়ে পালাতে চায়। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে চায়। এক সময় যখন তারা হাল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে, তখনই সে তাদের মাথায় গুলি চালায়। অথবা প্রথমে পায়ে, হাঁটুর নিচে, যাতে সেই অবস্থাতেও তারা হামাগুঁড়ি দিতে পারে।

সেটা অবশ্য ছেলেমানুষী আর সময়ের অপচয়ও বটে। এরপরই তারা অবশ্যই নিথর হয়ে যায় আর সেও তার কাজে নেমে পড়ে।

তার সাম্প্রতিক প্রজেক্টে, প্রথম তিন জনকে ওপর তলায় গোসল করার প্রস্তাব দিয়েছিলো। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় গলায় দঁড়ি জড়িয়ে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়েছিলো–কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু চতুর্থ মেয়েটি ছিলো সাক্ষাত বিপর্যয়। তাকে বাথরুমে পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছিলো, আর সবকিছু পরিস্কার করতে তার এক ঘন্টারও বেশি সময় লেগে গিয়েছিলো।

সে পিস্তলটাই বেশি পছন্দ করে, কারণ জিনিসটা খুবই হ্যান্ডসাম, একটা স্টেইনলেস কোল্ট পাইথন, ছয় ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল। এটা ধরলেই আনন্দ অনুভূত হয়। সে এখন পাইথনটাতে গুলি ভরে সেটা কাজের ঘরে নিয়ে গেলো।

এই মেয়েটাকে মি: গাম্ব শ্যাম্পু দিতে চায়, কারণ সে দেখতে চায় মেয়েটা চুল আচড়াচ্ছে। কিভাবে চুলের যত্ন নিতে হয় সেঁফ সে নিজে শিখতে চায়। কিন্তু এই চিজটা খুবই দীর্ঘাঙ্গী আর সম্ভবত শক্ত-সামর্থ্যও বটে। এই মেয়েটা এতোটাই দূর্লভ যে গুলির আঘাতে সবকিছু নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না সে।

না, সে ফাঁসটা বাথরুমে দিতে চায়, গোসল করার পর, আর যখন তাকে নিরাপদভাবে শেকলে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে, তখনই মেয়েটার কোমরের

দিকে কয়েকটা গুলি চালাবে। মেয়েটা জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে গেলে, বাকিটা সে ক্লোরোফর্ম দিয়েই সেরে নিতে পারবে।

এই তো। এবার সে উপর তলার গিয়ে তার কাপড়গুলো বের করলো। সে সোনামণিকে ঘুম থেকে তুলে তাকে নিয়ে ভিডিও দেখে কাজে নেমে গেলো। উষ্ণ বেসমেন্টে নগ্ন হয়ে। ঠিক জন্মের সময় যেমনটি নগ্ন ছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে খুব লোভী হয়ে উঠলো ব'লে তার মনে হলো। দ্রুত সে কাপড়টা পরে নিয়ে ভিডিও ক্যাসেটটা চালু ক'রে দিলো। "সোনামণি, আসো, সোনামণি। খুব ব্যস্ত দিন আজ। আসো না লক্ষ্মীটা আমার।" কুকুরটাকে আসতে না দেখে সে আবারো ডাকলো। তার জন্যে দোকান থেকে এক বাক্স খাবার কিনে আনা হয়েছে।

"সোনামণি।" তার পরেও না আসলে সে হলের দিকে ডাক দিলো। "সোনামণি!" সেখান থেকে রান্নাঘরে এবং অবশেষে বেসমেন্টে, "সোনামণি!" সে যখন চোরা দরজাটার কাছে পৌছালো তখন জবাবটা পেলো।

"সে নিচে আছে, কুত্তারবাচ্চা," ক্যাথারিন মার্টিন বললো।

হঠাৎ করেই মিঃ গাম্ব সোনামণির জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। রাগে সে মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে নিজের মাথার এক পাশে আঘাত করলো। দরজার ওপর মাথাটা চেপে রেখে রাগটা নিয়ন্ত্রনে নেবার চেষ্টা করলো। তার মুখ দিয়ে একটা সুতীব্র আর্তনাদ বের হলো। ছোট্ট কুকুরটাও জবাব দিলো চাপা কণ্ঠে।

সে আবার কাজের ঘরে গিয়ে পিস্তলটা নিয়ে আসলো।

কুয়ার বালতির দড়িটা ছেঁড়া। সে বুঝতে পারলো মেয়েটা কিভাবে এ কাজ করতে পেরেছে। মেয়েটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো কুয়ার দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে। এর আগেও অন্য মেয়েরা এই চেষ্টা করেছিলো–তারা সব ধরণের বোকামী কাজই করে।

সে কুয়ার সামনে গিয়ে ঝুঁকে দেখলো। কণ্ঠটা খুব সাবধানে নিয়ন্ত্রণে এনে ডাকলো।

"সোনামণি, তুমি কি ঠিক আছো? জবাব দাও।"

ক্যাথারিন কুকুরটার পিঠে জোরে চিমটি কাটলে সেটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"কেমন লাগে এটা?" ক্যাথারিন বললো।

মিঃ গাম্বের কাছে ক্যাথারিনের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। কিন্তু খুব দ্রুতই সে তার এ অবস্থাটা কাটিয়ে উঠলো।

"আমি একটা ঝুড়ি নিচে ফেলছি, ওটার মধ্যে তাকে তুলে দাও।"

"তুমি একটা টেলিফোন দাও, তা না হলে আমি তার ঘাড় মট্‌কে ফেলবো। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না, আমি এই ছোট্ট কুকুরটাকেও কষ্ট দিতে চাই না। আমাকে কেবল একটা টেলিফোন দাও।"

মিঃ গাম্ব তার পিস্তলটা বের করলো। ক্যাথারিন সেটা দেখলো। সে ওটাকে ধ'রে তার আর পিস্তলের মাঝখানে দু'হাতে তুলে ধরলো। পিস্তলটার কক্‌ করার শব্দ তার কানে এলো।

"গুলি কর, মাদারচোদ, আমাকে এক্ষুণি খুন কর, তা না হলে আমি এই কুকুরটার ঘাড় ভেঙে ফেলবো। কসম খেয়ে বলছি।"

সে কুকুরটা বগলে নিয়ে ঘাড়টা ধ'রে মোচড়াতে উদ্যত হলো। "সরে যা, শুয়োরের বাচ্চা।" কুকুরটা গোঙাতে লাগলে সে পিস্তলটা সরিয়ে ফেললো।

যে হাতটা মুক্ত আছে সেই হাতটা দিয়ে ক্যাথারিন তার ঘর্মাক্ত কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে নিলো। "আমি তোমাকে অপমানিত করতে চাইনি," সে বললো। "শুধু একটা ফোন নামিয়ে দাও। আমি একটা সংযোগসহ ফোন চাই। তুমি পালিয়ে যেতে পারো। তোমার ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাবো না। আমি তোমাকে কখন ভালো মতো দেখিনি। এই কুকুরটার বেশ ভালো যত্ন নিতে পারবো আমি।"

"না।"

"তাকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দেবো। কেবল নিজের কথা নয় তার মঙ্গলের কথাও ভাবো। তুমি এখানে গুলি করলে সে মারা যাবে। আমি কেবল একটা সংযোগসহ ফোন চাই। লম্বা তার লাগিয়ে ফোনটা এখানে নামিয়ে দাও। আমি কুকুরটা তোমার কাছে ছুড়ে দিয়ে দেবো। আমার পরিবারে কুকুর আছে। আমার মা কুকুর ভীষণ ভালোবাসে। তুমি পালাতে পারো, তোমার ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাবো না।"

"তুমি আর পানি পাবে না, তুমি তোমার শেষ পানি পেয়ে গেছো মনে করো।"

"কুকুরটাতোও তাহলে পানি পাবে না, আর আমি আমার পানির বোতল থেকে তাকে একটুও পানি দেবো না। আমি দুঃখিত, তোমাকে বলতে হচ্ছে, তার পা-টা ভেঙে গেছে।" এটা মিথ্যে-ছোট্ট কুকুরটা বালতিসহ ক্যাথারিনের ওপর পড়েছে। বরং কুকুরের নখের আঁচড়ে ক্যাথারিনেরই গাল ছিঁড়ে গেছে। সে কুকুরটাকে নামিয়ে রাখলো না। নামিয়ে রাখলে কুকুরটা যে খোঁড়া হয়নি সেটা গাম্ব বুঝে ফেলবে। "তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তার পা-টা ভেঙে গেছে। আমারও খুব মায়া হচ্ছে তার জন্যে," ক্যাথারিন মিথ্যে বললো। "তাকে একটা পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

মিঃ গাম্ব রাগে ক্ষোভে একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলো। এটা দেখে কুকুরটাও কেঁদে উঠলো। "তোমার ধারণা সে খুব ব্যাথা পাচ্ছে," মিঃ গাম্ব বললো। "তুমি জানো না ব্যাথা কি। তুমি তাকে যন্ত্রণা দিলে আমি তোমাকে গরম পানিতে ভেঁজাবো।"

ক্যাথারিন মার্টিন যখন শুনতে পেলো গাম্ব সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছে, সে মাটিতে ব'সে পড়লো। তার হাত পা কাঁপতে লাগলো। কুকুরটাকে ধরে রাখতে

পারলো না। তার পানির বোতলটাও ধরতে পারলো না। সে কিছুই ধরতে পারলো না।

যখন ছোট্ট কুকুরটা তার কোলে উঠে বসলো, সে তাকে জড়িয়ে ধরলো। সেটার শরীর থেকে উষ্ণতা পাবার জন্য কৃতজ্ঞ হলো সে।

অধ্যায় ৫০

ভারি ধূসর পানির ওপর ফেনা ভাসছে, বুদ্‌বুদ্‌ ক'রে সেই ফেনা নদীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রেডরিকা বিমেল-এর বাড়িটা ফেল স্ট্রটে অবস্থিত, সেটার পেছনেই ওহাইও'র বেলভিদিয়ারের নদীটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। শহরটির জনসংখ্যা ১১২০০০, কলম্বাসের পূর্বে সেটা অবস্থিত।

বড় বড় পুরাতন বাড়ি ঘরের হতদরিদ্র অঞ্চল এটি। কিছু কিছু বাড়িতে সস্তা এনামেল রঙ লাগানোর ফলে বাকিগুলোকে আরো খারাপ দেখাচ্ছে। বিমেল হাউজটা মেরামত ক'রে নতুন করা হয়নি।

ক্লারিস স্টার্লিং ফ্রেডরিকার বাড়ির আঙিনার সামনে দাঁড়িয়ে নদীর ফেনার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তার দু'হাত ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে ঢোকানো। বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিছু পচা বরফ এখনও রয়ে গেছে। নীল আকাশের নিচে এই নীল প্রান্তর। আর ওপরে মধ্য শীতের আকাশ।

তার পেছনে স্টার্লিং শুনতে পেলো ফ্রেডরিকার বাবা কবুতরের খাঁচা থেকে কবুতরগুলো বের করছে। সে এখনও মিঃ বিমেলকে দেখেনি। প্রতিবেশীরা বলেছে সে ওখানেই আছে।

স্টার্লিংয়ের নিজের খুব সমস্যা হয়েছে। রাতের বেলায় যে মুহূর্তেই সে জানতে পারলো যে তাকে বাফেলো বিলের খোঁজে বেড়িয়ে পড়তে হবে, বাইরের সব কোলাহল যেনো থেমে গেলো। তার মন হলো তার মনের মধ্যে নতুন একটা নীরবতা নেমে এসেছে। একটা প্রশান্তিও ছিলো সেখানে। তার এও মনে হলো, সে কাজ থেকে পালানো একজন আর ভীষণ বোকাও বটে।

সকালের কোন বিরক্তিকর জিনিসই তাকে স্পর্শ করলো না–কলম্বাসের বিমানের ঝাঁকুনি কিংবা গাড়ি ভাড়ার কাউন্টারের ঝামেলাটা। গাড়ির দোকানের কেরানীকে ধাতানি দিয় কাজটা দ্রুত করিয়ে নিয়েছে সে। কিন্তু তার কোন কিছুই অনুভূত হয়নি।

স্টার্লিংকে এবার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে, আর তাকে সেরা কাজটিই করতে

হবে। তার সময় যেকোন সময়েই শেষ হয়ে যেতে পারে। যদি ক্রফোর্ড তাকে তুলে নিয়ে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে দেয়।

তাকে তাড়াহুড়ো করতে হবে, তা না হলে পুরো দিনটিই নষ্ট হয়ে যাবে।

জোরে বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো, সেটা থেমে গেলো, কিন্তু পানিটা এখনও তরঙ্গায়িত হচ্ছে। স্টার্লিং তার ঠোঁট দুটো দাঁতে চেপে রাখলো।

আমাদেরকে পরোয়া করতে এবং পরোয়া না করতে শিক্ষা দাও।

আমাদেরকে স্থিত হবার শিক্ষা দাও।

সে কবুতরের খাঁচার দিকে এগোলো। শত শত কবুতর, বিভিন্ন রঙের, কিন্তু একই আকারের। তারা নাকে নাক ঠুকে, বুকে বুক ঘেষে একে অন্যের সাথে বাকবাকুম করছে।

ফ্রেডরিকার বাবা, গুস্তাভ বিমেল, বেশ লম্বা একজন লোক। একটু মোটাসোটা আর ভারী নিতম্ব তার। লাল রিমের চোখ, মণিটা নীল রঙের। একটা টুপি পরা, সেটা ভুরু অবধি টেনে নামিয়ে রাখা আছে। সে তার কাজের ঘরে আরেকটা কবুতরের খাঁচা বানাচ্ছে। স্টার্লিং যখন তার কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলো তখন তার নিঃশ্বাসে ভোদকার গন্ধ পেলো।

"আমি এমন নতুন কিছু জানি না যে, আপনাকে বলতে পারবো," সে বললো। "গত পরশু পুলিশের লোক আমার কাছে এসেছিলো। তারা আবার আমার স্টেটমেন্টটা নিযে এসেছিলো চেক্ করার জন্য। আমাকে সেটা প'ড়ে শুনিয়েছে। 'এটা কি ঠিক আছে? ঠিক আছে?' আমি তাদেরকে বলেছি, একশোবার ঠিক আছে, যদি ঠিক না হোতো তবে প্রথমেই সেটা আপনাদেরকে জানাতাম।"

"আমি একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করছি, কোত্থেকে অপহরণকারী–মানে একটা ধারণা পেতে চাচ্ছি, অপহরণকারী কোত্থেকে ফ্রেডরিকাকে দেখতো, মিঃ বিমেল। কোত্থেকে সে তাকে অনুসরণ ক'রে অপহরণ করেছিলো।"

"সে বাসে ক'রে একটা স্টোরে কাজ খুঁজতে কলম্বাসে গিয়েছিলো। পুলিশ বলেছে সে নাকি ইন্টারভিউটাও দিয়েছিলো। কিন্তু সে আর বাসায় ফেরেনি। আমরা জানি না ঐ দিন সে আর কোথায় কোথায় গিয়েছিলো। এফবিআই তার মাস্টার চার্জ স্লিপটা পেয়েছিলো, কিন্তু ঐদিনের জন্য সেটাতে কিছুই ছিলো না। আপনিতো এসব জানেন, তাই না?"

"ক্রেডিট কার্ডের কথা বলছেন, হ্যা, স্যার, সেটা আমি জানি। মিঃ বিমেল, আপনার কাছে কি ফ্রেডারিকার জিনিসপত্রগুলো আছে, এখানে?"

"বাড়ির ওপর তলার ঘরটাই তার।"

"আমি কি সেটা দেখতে পারি?"

কি বলবে তার জন্যে সে একটু সময় নিলো। তারপর হাতুড়িটা নামিয়ে রাখলো। "ঠিক আছে," সে বললো, "আসুন আমার সাথে।"

অধ্যায় ৫১

জ্যাক ক্রফোর্ডের অফিসটা এফবিআই'র ওয়াশিংটনের হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত। সেটার রঙ ভারি ধূসর রঙের। কিন্তু সেখানে বড়বড় জানালা রয়েছে।

ক্রফোর্ড ডান হাতে ক্লিপবোর্ডটা নিয়ে সেইসব জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট ঝাপসা ডট-মেট্রিক্স প্রিন্টারের একটা তালিকার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

শেষকৃত্য থেকে ফিরে এসে সারাটা সকাল কাজ করেছে। নিখোঁজ নাবিক ক্লসের ডেন্টাল রিপোর্ট নিয়ে, সানডিয়াগোতে বেনজামিন রাসপেইল যে কনজারভেটরিতে লেখাপড়া করেছে সেখানকার রিপোর্ট নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। এছাড়াও কাস্টমস্-এর কাছ থেকে অবৈধভাবে আনা বিদেশ থেকে পোকামাকড়ের রেকর্ডটাও খতিয়ে দেখছে।

ক্রফোর্ড আসার পর, পাঁচ মিনিট বাদেই এফবিআই'র নতুন ইন্টার সার্ভিস টাস্কফোর্স প্রধান জন গলবি এসে বললেন, "জ্যাক, আমরা সবাই আপনার কথা ভাবছি। আপনি যে আজ এখানে এসেছেন, তার জন্যে সবাই খুব খুশি। অনুষ্ঠানটা কি ঠিক করা হয়েছে?"

"আগামীকাল সন্ধ্যায় *ওয়েক* হবে। অনুষ্ঠানটা হবে শনিবার ১১টা বাজে।

গলবি মাথা নাড়লেন। "ইউনিসেফ-এর একটা মেমোরিয়াল হবে, জ্যাক, একটা ফান্ড গঠন করা হবে। আপনি কি সেটা ফিলিস না বেলা, কোন নামে দিতে চান, আপনি যেটা চাইবেন, সেটাই হবে?"

"বেলা, জন। ওটা বেলা নামেই করুন।"

"আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি, জ্যাক?"

ক্রফোর্ড মাথা ঝাঁকালো। "আমি কাজ করছি। আমি কেবল এখন কাজ করতে চাই।"

"ঠিক আছে," গলবি বললেন। তিনি একটু বিরতি দিলেন। "ফ্রেডারিক চিলটন ফেডারেল কাস্টডির জন্য আবেদন করেছেন।"

"চমৎকার। জন, বাল্টিমোরের কেউ কি রাসপেইলের আইনজীবি এভারেট

ইয়ো'র সাথে কথা বলেছে? আমি আপনার কাছে তার কথা বলেছিলাম। সে হয়তো রাসপেইলের বন্ধু-বান্ধবদের চেনে।"

"হ্যা, তারা এটা নিয়ে আজ সকালে কাজ করছে। আমি বরোকে এ ব্যাপারে পাঠিয়েছি। ডিরেক্টর লেকটারকে মোস্ট-ওয়ান্টেড হিসেবে ঘোষণা করতে চাচ্ছেন। জ্যাক্, আপনার যদি কিছু দরকার পড়ে..."

তিনি ভুরু তুলে একটা হাত মাথার পেছনে রাখলেন।

আপনার যদি কিছুর দরকার পড়ে।

ক্রফোর্ড জানালা থেকে ঘুরলো। তার অফিস থেকে চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সামনেই দেখা যায় দারুণ সুন্দর পুরাতন পোস্ট অফিসের ভবনটা যেখানে সে তার কিছু ট্রেনিং সম্পন্ন করেছিলো। এর ঠিক বামেই রয়েছে এফবিআই'র পুরাতন হেডয়োকার্টারটা। গ্র্যাজুয়েশনের সময়ে অন্যদের সাথে সেও জে এডগার হুভারের অফিসে গিয়েছিলো। হুভার ছোট্ট একটা বক্সের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সেই একবারই ক্রফোর্ড তাঁকে সামনাসামনি দেখেছিলো। এর পরের দিনই সে বেলাকে বিয়ে করেছিলো।

তারা ইতালির লিভোরনো'তে পরিচিত হয়েছিলো। সে ছিলো আর্মিতে, আর বেলা ছিলো ন্যাটোর কর্মকর্তা, তখন তার নাম ছিলো ফিলিস। তারা হাটতে হাটতে একটা খালের পাশে এসে দাঁড়ালে নৌকার এক মাঝি তাকে 'বেলা' ব'লে ডাক দিয়েছিলো আর সেই সঙ্গে সারা জীবনের জন্য সে তার কাছে বেলা হয়েই রয়ে গেলো। কেবলমাত্র ঝগড়ার সময়ই সে ফিলিস হয়ে যেতো।

বেলা এখন মৃত। এইসব জানালা থেকে দৃশ্য দেখাটা এখন থেকে বদলে যাবে, আগের মতো আর অনুভূতি তৈরি হবে না, আমিও যদি ঐ শালার মৃত্যুকে বরণ করতে পারতাম। হায় যিশু। আমি তো জানতাম সেটা আসছে।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে বাধ্যতামূলক অবসরের ব্যাপারে তারা কি বলবে? তুমি ব্যুরোটার প্রেমে প'ড়ে গেছো, কিন্তু সেটা তোমার প্রেমে পড়েনি। এটা সে বেশ ভালো করেই দেখতে পাচ্ছে এখন।

ধন্যবাদ ঈশ্বর, বেলা তাকে এ থেকে বাঁপিয়ে দিয়েছে। সে আশা করলো আজ বেলা কোথাও না কোথাও আছে আর সে শেষ পর্যন্ত আরামেই আছে, শান্তিতেই আছে। সে আশা করলো বেলা যেনো তার হৃদয়টা দেখতে পায়।

ফোনটা সশব্দে বেজে উঠলো।

"মিঃ ক্রফোর্ড, একজন ডাক্তার, নাম ড্যানিয়েলসন, তিনি–"

"ঠিক আছে।" সে বোতাম টিপে দিলো। "জ্যাক ক্রফোর্ড, ডাক্তার।"

"এই লাইনটা কি নিরাপদ, মিঃ ক্রফোর্ড?"

"হ্যা, এই প্রান্ত নিরাপদই আছে।"

"আপনি আমার কথা রেকর্ড করছেন না, করছেন কি?"

"না, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন। বলুন, কী বলতে চাচ্ছেন।"

"আমি পরিস্কার ক'রে বলতে চাই যে, এর সাথে জন হপকিন্সের কোন রোগীর সম্পর্ক নেই।"

"বুঝেছি।"

"আমি চাই, আপনি এটা পাবলিকের কাছে পরিস্কার ক'রে দিন যে; সে কোন ট্র্যান্স সেক্সুয়াল নয়। এই ইন্সটিটিউশনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

"চমৎকার। সেটাই হবে। একদম আপনি যেমনটি বলেছেন।" *আরে বানচোত, আসল কথাটা বল, গাধার বাচ্চা।*

"সে ডাক্তার পারভিসকে ছুরি মেরেছিলো।"

"কে, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন?"

"তিন বছর আগে সে আমাদের কাছে ট্র্যানসেক্সুয়াল অপারেশন করার জন্য আবেদন করেছিলো, মানে পেনসিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গের জন গ্রান্ট নামে।"

"বর্ণনাটা দিন।"

"ককেশিয়ান পুরুষ, বয়স একত্রিশ। ছয় ফুট এক ইঞ্চি, একশত নব্বই পাউন্ড ওজন। সে সবগুলো টেস্টেই উত্তীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক টেস্ট আর সাক্ষাতকারটা ছিলো ভিন্ন ঘটনা। সে মিথ্যে তথ্য দিয়েছিলো। আচ্ছা, এটা কি এলান ব্লুমের তত্ত্ব নাকি ডক্টর লেকটারের? লেকটারের, তাই না?"

"গ্রান্টের কথাটা বলুন, ডাক্তার।"

"মানে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক্ করতে গিয়েই বিপত্তিটা ঘটলো।"

"কি সেটা?"

"আমরা সবসময়ই আবেদনকারীদের বাসস্থানে পুলিশ দিয়ে তদন্ত ক'রে থাকি। হ্যারিসবার্গ পুলিশ দু'জন সমকামী লোকের ওপর হামলা করার জন্য তাকে খুঁজছিলো। শেষের জন প্রায় মরতে বসেছিলো। সে আমাদের কাছে যে ঠিকানাটা দিয়েছিলো দেখা গেলো সেটা বোর্ডিং হাউজের, সে ওখানে মাঝে মধ্যে থাকতো। পুলিশ সেখান থেকে তার আঙুলের ছাপ আর ক্রেডিট কার্ড নাম্বারটা সংগ্রহ করতে পেয়েছিলো গ্যাস বিল দেবার রিসিপ্ট থেকে। দেখা গেলো তার নাম জন গ্রান্ট নয়। এর এক সপ্তাহ পর সে আমাদের ভবনের বাইরে ডাক্তার পারভিসকে ছুরিকাহত করে। কেবলমাত্র বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে।"

"তার নাম কি ছিলো, ডাক্তার ড্যানিয়েলসন?"

"আমি বরং সেটা বানান ক'রে শোনাচ্ছি আপনাকে। এটা হলো জে-এ-এম-ই-জি-ইউ-এম-বি।"

অ ধ্যা য় ৫২

ফ্রেডরিকা বিমেলের বাড়িটা তিন তলা। তার পাশেই একটা নর্দমা। ম্যাপ্‌ল গাছ সেখানে এমনি এমনি জন্মেছে। এই শীতে সেটা আরো বেশি বাড়ন্ত হয়েছে। উত্তর দিকের জানালাটা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঢাকা।

ছোট্ট বৈঠক খানায় একটা উষ্ণ হিটারের পাশে মধ্যবয়সী এক নারী কম্বলের ওপর ব'সে একটা বাচ্চার সাথে খেলছে।

"আমার স্ত্রী," তারা ওখান দিয়ে যাবার সময় বিমেল বললো। "গত ক্রিসমাসে আমরা বিয়ে করেছি।"

"হ্যালো," স্টার্লিং বললো। মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে কেবল হাসলো।

হলঘরটাতে বেশ ঠাণ্ডা, আর সবখানেই বাক্স স্তুপ ক'রে রাখা আছে কোমর সমান উচ্চতায়। পুরো ঘরটাই ভরে আছে সেসব জিনিসে। অনেক জিনিসপত্র এভাবে স্তুপ ক'রে রাখা আছে।

"আমরা খুব জলদিই অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি," মিঃ বিমেল বললো।

স্টার্লিং ফ্রেডরিকার পেছনে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো। তার গায়ের পোশাক থেকে একটা বাসি গন্ধ আসছে।

"আপনার কি আমাকে আবার দরকার হবে?"

"পরে, আমি আপনাকে সেটা জানাবো, মিঃ বিমেল। ফ্রেডরিকার মা'র ব্যাপারটা কি? ফাইলে বলা আছে 'প্রয়াত,' কিন্তু কবে মারা গেছে সেটা বলা নেই।"

"কি যে বলেন, তার আবার কি ব্যাপার? সে তো মারা গেছে যখন ফ্রেডরিকার বয়স বারো।"

"আচ্ছা।"

"আপনি ভেবেছিলেন নিচের তলাটি ফ্রেডরিকার মা'র? আপনাকে বলার পরও যে আমি গত ক্রিসমাসে বিয়ে করেছি? এইজন্যে আপনি এটা ভেবেছেন, তাই না? আমার নতুন বৌ কখনই ফ্রেডারিকাকে দেখেনি।"

"মিঃ বিমেল, ফ্রেডরিকা থাকতে ঘরটা যেমন ছিলো, এখনও কি সেরকমই রয়েছে?"

লোকটার মধ্যে যেনো ক্রোধের বর্হিপ্রকাশ দেখা গেলো।

"হ্যা," আস্তে ক'রে বললো। "আমরা ওটা ওভাবেই রেখেছি। কেউ তার কাপড়চোপড় পরেনি, ধরেওনি। চাইলে ওখানের হিটারটা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু চ'লে আসার সময় বন্ধ করতে আবার ভুলে যাবেন না কিন্তু।"

লোকটা ফ্রেডরিকার ঘরটা দেখতে চাচ্ছে না। সিঁড়ির শেষ মাথা থেকেই সে চলে গেলো।

স্টার্লিং দরজার ঠাণ্ডা হাতলটা ধ'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ফ্রেডরিকার জিনিস পত্রগুলো নাড়াচাড়া করার আগে তাকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

ঠিক আছে, আসল কথা হলো বাফেলো বিল ফ্রেডরিকাকে প্রথমে হত্যা করেছে, তাকে ভালো মতোই লুকিয়ে রেখেছিলো, তার বাড়ি থেকে অনেক অনেক দূরের একটা নদীতে তাকে ফেলে দিয়েছিলো–তার শিকারদের মধ্যে সে-ই একমাত্র পানিতে দীর্ঘক্ষণ ছিলো, যার জন্যে সে ফুলে ফেঁপে উঠেছিলো–কারণ সে চেয়েছে তার মৃতদেহটা পরে আবিষ্কার হোক, দ্বিতীয় শিকারটি আগে উদ্‌ঘাটিত হোক। সে চেয়েছে মৃতদেহ পরিত্যক্ত করার জায়গাগুলো যেনো সবার কাছে বিচ্ছিন্ন আর বিক্ষিপ্ত হিসেবে ধরা পড়ে। এটা নিশ্চিত এবং গুরুত্বপূর্ণ যে সে চেয়েছিলো বেলভিদিয়া থেকে মনোযোগটা সরাতে। কারণ সে এখানে থাকে, অথবা, হতে পারে সে কলম্বাসে থাকে।

সে ফ্রেডরিকাকে দিয়ে শুরু করেছিলো! কারণ, তাকে সে লালসা করতো, লুকিয়ে লুকিয়ে। আমরা কাল্পনিক কোন জিনিস দিয়ে লালসার শুরু করি না। লালসা হলো খুবই আক্ষরিক একটি পাপ– ধরাছোঁয়া যায় এমন কিছু দিয়েই আমরা লালসা করতে শুরু করি। আমরা এমন কিছু দিয়ে শুরু করি যা আমরা প্রতিদিন দেখি। সে ফ্রেডরিকাকে প্রতিদিনই দেখতো। সে তার নিত্যদিনকার জীবনে দেখতো।

ফ্রেডারিকার নিত্যদিনটা কি রকম ছিলো? ঠিক আছে...

স্টার্লিং দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ঘরটার সবকিছুই যেনো থম্‌কে আছে। দেয়ালে গত বছরের একটা ক্যালেন্ডার, এপ্রিল মাসের পাতাতেই রয়ে গেছে। ফ্রেডরিকা দশ মাস আগে মারা গেছে।

এক কোণে একটা প্লেটে বেড়ালের খাবার প'ড়ে রয়েছে, সেটা শক্ত আর কালো হয়ে গেছে। ঘরটা মোটামুটি ভালোভাবেই সাজানো আছে। ছিমছাম।

একটা কাঠের বুলেটিন বোর্ড রয়েছে ঘরে। বিএইচএস ব্যান্ডের একটা নিউজকাটিং সেখানে আঁটকানো রয়েছে। দেয়ালে গায়িকা ম্যাডোনা এবং ডেবোরাহ হ্যারি আর ব্লন্ডির পোস্টার লাগানো আছে। একটা সেলফের ওপরে কিছু ওয়াল পেপার রোল ক'রে রাখা আছে। ফ্রেডরিকা সেগুলো দেয়ালে লাগানোর জন্য ব্যবহার করতো।

গড়পড়তা ঘরের তুলনায় ফ্রেডরিকার ঘরটি বেশ ভালো।

ফ্রেডরিকা তার নিজের কোন ছবি ঘরে টাঙায়নি।

ছোট্ট একটা বুককেস থেকে স্কুল ইয়ার-বুকে একটা ছবি খুঁজে পেলো সে।

ফ্রেডরিকার স্কুল এনুয়ালে কিছু স্বাক্ষর আছে। 'একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে,' এবং 'চমৎকার মেয়ে,' আর 'আমার রাসায়নিক সোনামণি," এবং "ইশারা করে ডাকার কথাটা মনে আছে?!!'

ফ্রেডরিকা কি তার বন্ধুদের উপরে নিয়ে আসতে পারতো? তার কি এমন কোন বন্ধু ছিলো যে এখানে আসতো? দরজার পাশে একটা ছাতা রাখা আছে।

ফ্রেডরিকার ছবিটার দিকে দ্যাখো, এখানে সে তার ব্যান্ডের প্রথম সারিতে রয়েছে। ফ্রেডরিকা মোটাসোটা আর চওড়া, কিন্তু তার পোশাক খুব ভালোমতোই ফিট হয়েছে। সে বেশ বড়সড় আর তার চামড়া খুবই সুন্দর। তবে প্রচলিত অর্থে সে সুন্দরী নয়।

কিম্বার্লি এমবার্গও সেরকমই ছিলো। তাকে প্রচলিত অর্থে আকর্ষণীয় বলা যায় না।

অবশ্য ক্যাথারিন মার্টিন অন্যদের তুলনায় বেশ আকর্ষণীয়, বড়সড় হলেও দেখতে সুন্দর। ত্রিশের পরে মেদ নিয়ে তাকে লড়াই করতে হবে।

মনে রেখো, পুরুষেরা যে দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকায় এই লোকটা সেভাবে তাকায় না। প্রথাগত সুন্দরী বা আকর্ষণীয় ব্যাপারটা তাই হিসেবের মধ্যে রাখা যাবে না। তাদেরকে হতে হবে মসৃণ আর প্রশস্ত।

স্টার্লিং ভাবলো সে কি মেয়েদেরকে কেবল 'চামড়া' হিসেবে দেখে কিনা, যেভাবে মাথামোটা পুরুষেরা মেয়েদেরকে 'গোপনাঙ্গ' হিসেবে ডেকে থাকে।

সে তার হাতের লেখার ব্যাপারে বেশ যত্নবান হয়ে উঠেছিলো সেটা ইয়ার-বুকের ছবির নিচে লেখাটা দেখে বোঝা যায়। সে আসলে তার সমস্ত শরীরটা নিয়েই সচেতন আর যত্নবান হয়ে উঠেছিলো। বেশ নাদুসনুদুস শরীর, বড় মুখ, বিশাল বক্ষ, সবই মাত্রাতিরিক্ত।

স্টার্লিং একটা বড় আয়নায় নিজেকে দেখে খুশি হলো যে, সে ফ্রেডরিকার চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু সে এও জানে পার্থক্যটা তার মনের একটা হিসাবমাত্র।

ফ্রেডরিকা কিভাবে সাজপোশাক ক'রে বাইরে বের হোতো? কিসের জন্য সে লালায়িত ছিলো? কোথায় সে এগুলো খুঁজতো? সে এসব করতে কী রকম চেষ্টা করতো?

এইতো কয়েকটি ডায়েট প্ল্যান দেখা যাচ্ছে। ফলের রসের ডায়েট, চালের ডায়েট, এবং কি খাওয়া যাবে আর কি খাওয়া যাবে না সেটার একটা তালিকা।

সংগঠিত ডায়েট গ্রুপ—বাফেলো বিল কি বিশাল দেহের মেয়েদের খুঁজে বের করার জন্য নজরদারী করতো? এটা খতিয়ে দেখা খুব কঠিন। ফাইল থেকে স্টার্লিং

জেনেছে দু'জন শিকার ডায়েট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এফবিআই তাদের কিছু গোয়েন্দাকে শিকারদের শহরের ডায়েট সেন্টারগুলোতে পাঠিয়েছিলো। সে অবশ্য জানে না ক্যাথারিন মার্টিন ডায়েট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো কিনা। সংগঠিত ডায়েট করার জন্য ফ্রেডরিকার টাকার সমস্যা হয়ে থাকবে।

ফ্রেডরিকার কাছে বিশালদেহী মহিলাদের পত্রিকা *বিগ বিউটিফুল গার্ল*-এর কয়েকটি সংখ্যা রয়েছে। এই তো, তাকে উপদেশ দেয়া হয়েছে 'নিউইয়র্ক সিটিতে আসুন, যেখানে আপনি আপনার সাইজের অনেকের সাথে পরিচিত হতে পারবেন আর জানতে পারবেন যে, আপনার সাইজটাকে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়'। ঠিক আছে। আরে বাবা, তা'হলে তো ফ্রেডরিকাকে বাফেলো বিললের কাছেই যেতে হোতো, কারণ সে ছাড়া আর কে তার সাইজটাকে 'মূল্যবান সম্পদ' হিসেবে বিবেচনা করবে।

কিভাবে ফ্রেডরিকা এটার ব্যবস্থা করেছিলো? তাকে কিছু মেক-আপ নিতে হয়েছিলো, অনেকগুলো স্কিন ক্রিম বা এ জাতীয় কিছু। তোমার জন্য ভালোই। এই সম্পদটা ব্যবহার করো।

একটা সাদা সিগারেটের বাক্সে তার কিছু কম দামি জুয়েলারি আছে। কিছু অলঙ্কার দেখে মনে হচ্ছে ম্যাডোনা স্টাইলের। কিন্তু সেগুলো তাকে নিশ্চয় খুব বেশি মানাতো না।

তার কাছে কিছু গানের এলবামও রয়েছে। পঞ্চাশ দশকের কিছু গানের, জামফির'র কিছু লাভ থিম, বাঁশির কিছু ইন্স্ট্রুমেন্ট।

স্টার্লিং যখন ফ্রেডরিকার ওয়ার্ডরোবটা খুলে স্ট্রিঙ্গ লাইটটা জ্বালালো, সে খুব অবাক হয়ে গেলো। তার পোশাকগুলো চমৎকার। খুব বেশি না হলেও স্কুলের পড়ুয়া এক জনের জন্য এটা বেশ ভালোই। তার যে আর্থিক অবস্থা তাতে এটা অবশ্যই ঈর্ষণীয় সংগ্রহই বলা যায়। একটু ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে স্টার্লিং কারণটা খুঁজে পেলো। ফ্রেডরিকা নিজেই ওগুলো তৈরি করেছে, আর বলা যায় বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছে। সেখানে সূতার গুলি আর সেলাইয়ের কিছু জিনিস রাখা আছে।

সে খুব সম্ভবত তার সেরা পোশাকগুলোই চাকরির ইন্টারভিউয়ের সময়ে পরতো। কি পরতো সে? স্টার্লিং তার ফাইল হাত্‌ড়ে দেখলো। এই তোঃ শেষবার তাকে যখন দেখা গিয়েছিলো তখন সে একটি সবুজ পোশাক পরেছিলো। আরে, অফিসার স্টার্লিং, 'সবুজ পোশাক' জিনিসটা আবার কি?

ফ্রেডরিকার জুতার হিল নিয়ে সমস্যা হোতো। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। ঐ রকম ভারি দেহ বইতে গেলে হিলে সমস্যা হবেই। তার ওয়ার্ডরোবে জুতাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে সেটা। জুতাগুলোর মূল আকার বিকৃত হয়ে ডিম্বাকৃতির হয়ে গেছে। দু'পাশে বেড়ে গিয়ে এমনটি হয়। বেশি ওজনের কারণেই সেটা হয়েছে।

হতে পারে ফ্রেডরিকা একটু আধটু ব্যায়ামও করতো–তার কিছু ওয়ার্ম-আপ প্যান্ট রয়েছে।

ওগুলো জুনো কোম্পানির তৈরি।

ক্যাথারিন মার্টিনেরও কিছু ঢিলে ঢালা প্যান্ট আছে। সেগুলোও জুনো'র তৈরি।

স্টার্লিং ক্লোসেটটা থেকে ফিরে এসে বিছানার পাশে ব'সে ক্লোসেটের দিকেই তাকিয়ে রইলো। জুনো একট সুপরিচিত ব্র্যান্ড। বিভিন্ন জায়গাতেই তাদের পণ্য বিক্রি হয়। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে: মোটা লোকদের জামা কাপড়ের জন্য প্রতিটি শহরে একটা স্পেশালাইজিং দোকান থাকে।

বাফেলো বিল কি সেইসব মোটা লোকদের কাপড়ের দোকানে গিয়ে নজরদারী করতো? কোন ক্রেতাকে টার্গেট ক'রে তাকে অনুসরণ করতো?

সে কি ওখানে গিয়ে খোঁজ করতো? প্রতিটি মোটা লোকের জামা কাপড়ের দোকানেই ট্র্যানসেক্সুয়ালদের জন্যেও পোশাক থাকে। তারাও ওখানকার ক্রেতা।

বাফেলো বিল যে তার লিঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে, এই তত্ত্বটি একেবারেই সাম্প্রতিক সময়ের, ডক্টর লেকটার স্টার্লিংকে এই কথাটা বলার পরই সেটা তাদের বিবেচনায় এসেছে। তার কাপড়চোপড়ের ব্যাপারটা তবে কি?

তার সব শিকারেরাই অবশ্যই ফ্যাট-স্টোর থেকে কাপড় কিনতো। ক্যাথারিন মার্টিন হলো তার শিকারদের মধ্যে আকারের দিক থেকে সবচাইতে ছোটখাটো। আর সবচাইতে বিশাল হলো প্রথম জন, ফ্রেডরিকা। কিভাবে বাফেলো বিল ছোট সাইজের ক্যাথারিনকে বেছে নিলো এবং কেন? ক্যাথারিন বেশ নাদুসনুদুস, কিন্তু অতো বিশালদেহী নয়। বাফেলো বিল কি নিজেও ওজন কমিয়েছে? হয়তো সেও পরে ডায়েট গ্রুপে যোগ দিয়েছে? কিম্বার্লি এমবার্গ উচ্চতায় খাটো ছিলো, বিশালদেহী, ভারি কোমরের...

কিম্বার্লির ভাবনাটা স্টার্লিং সচেতনভাবেই মনে করতে চায়নি, কিন্তু তারপরও সে তার স্মৃতিতে এসে পড়লো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো পটারের ফিউনারেল হোমের টেবিলে কিম্বার্লি প'ড়ে আছে। বাফেলো বিল তার প্রশস্ত বুক আর স্তনটাই বেশি চেয়েছে। তারপর দু'স্তনের মাঝখানে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করেছে।

ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেলে স্টার্লিং একটু চম্‌কে গেলো। কিন্তু দেখতে পেলো একটা বেড়াল, এক চোখ সোনালী আর আরেক চোখ নীল রঙের। সেটা বিছানায় উঠে তার পাশে এসে শরীর ঘষতে লাগলো। ফ্রেডরিকাকে খুঁজছে। একাকীত্ব। বিশালদেহী একাকী মেয়েরা কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে।

পুলিশ আগেই লোনলি ক্লাবগুলো বন্ধ ক'রে দিয়েছে। বাফেলো বিল কি অন্য কোন উপায়ে একাকীত্বের সুবিধা নেয়? লোভ বাদ দিলে একাকীত্বের চেয়ে আমাদেরকে আর কোন কিছুই এতো বেশি নাজুক করতে পারে না।

একাকীত্ব হয়তো বাফেলো বিলকে ফ্রেডরিকার সাথে সম্পর্ক তৈরির সূত্রপাত করতে সাহায্য করেছে, কিন্তু সেটা ক্যাথারিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। ক্যাথারিন নিঃসঙ্গ ছিলো না।

কিম্বার্লি নিঃসঙ্গ ছিলো। *এটা শুরু করো না।* ময়নাতদন্তের টেবিলে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে। যাতে স্টার্লিং তার আঙুলের ছাপ নিতে পারে। *এটা বন্ধ করো।*

ক্লোসেটের দিকে তাকিয়ে থেকে স্টার্লিং দেখতে পেলো কিম্বার্লির কাঁধে পোশাক তৈরির প্যাটার্নের ত্রিভূজাকৃতির নিল রঙের দাগ। এটা দেখে তার মধ্যে একটা আইডিয়া খেলে গেলো। সেটা তার নাড়িস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়ে এক ধরণের আনন্দ বইয়ে দিলো তার মধ্যে: এগুলো তীর–ঐসব ত্রিভূজাকৃতির চামড়াগুলো কেটে নিয়েছে তীর তৈরি করতে যাতে সে তার কোমরটা প্রসারিত করতে পারে। মাদারচোদটা সেলাইয়ের কাজ করতে পারে। বাফেলো বিল খুব ভালো মতো সেলাইয়ের কাজ জানে–সে কেবল চামড়া তুলে নিয়ে এমনিতেই পরে থাকে না।

ডক্টর লেকটার কি বলেছিলো? "সে সত্যিকারের মেয়েদের থেকে একটা মেয়েদের পোশাক বানাচ্ছে।" সে আমাকে কি বলেছে? "আপনি কি সেলাইয়ের কাজ করেন, ক্লারিস?" হ্যা, করিই তো।

স্টার্লিং আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলো। কয়েক সেকেন্ডের জন্য দু'চোখ বন্ধ করলো। সমস্যা-সমাধানকল্পে সে শিকার করে; এটা একটা বন্য আনন্দ আর আমরা জন্মগতভাবেই এটা করি।

সে বৈঠকখানায় একটা ফোন দেখেছে। সেটা ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু মিসেস বিমেল ইতিমধ্যেই তাকে নিচে নেমে আসার জন্য ডাকছে ফোনটা ধরার জন্য।

অধ্যায় ৫৩

মিসেস বিমেল টেলিফোনটা স্টার্লিংকে দিয়ে বাচ্চাটা কোলে তুলে নিলো কিন্তু বৈঠকখান থেকে চলে গেলো না।

"ক্লারিস স্টার্লিং।"

"জেরি বরো, স্টার্লিং–"

"ভালো, জেরি শুনুন। আমার মনে হয় বাফেলো বিল সেলাইয়ের কাজ জানে। সে ত্রিভূজাকৃতিতে চামড়া কেটেছে–একটু ধরুন–মিসেস বিমেল, আপনি কি বাচ্চাটা নিয়ে একটু রান্নাঘরের দিকে যাবেন? আমাকে একটু কথা বলতে হবে। ধন্যবাদ...জেরি, সে সেলাইয়ের কাজ জানে। সে–"

"স্টার্লিং–"

"সে কিম্বার্লি এমবার্গের থেকে ঐসব ত্রিভূজাকৃতির চামড়া তুলে নিয়েছে ড্রেস মেকিং প্যাটার্নের তীর তৈরির জন্য। আপনি কি বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাচ্ছি? সে খুব দক্ষ, সে গুহামানবের মতো কিছু বানাচ্ছে না। আইডি সেক্শন টেইলারদের মধ্যে যারা অপরাধী তাদেরকে খুঁজে দেখতে পারে।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আইডি-তে সেটা খোঁজ করছি। এবার শুনুন–আমি এখানকার ফোনটা ছেড়ে দিচ্ছি। জ্যাক চেয়েছে আপনাকে বৃফ করতে। আমাদের কাছে একটা নাম আর ঠিকানা আছে, মনে হয় না সেটা খুব ফালতু কিছু। এন্ড্রুজ থেকে জিম্মি উদ্ধারকারী টিম প্লেনে ক'রে রওনা দিয়ে দিয়েছে। জ্যাক তাদেরকে প্লেনেই বৃফ করবেন।

"কোথায় যাচ্ছে তারা?"

"শিকাগোর অদূরে, ক্যালুমেট সিটিতে। টার্গেট, জেম, জেম্স যেভাবে উচ্চারণ করেন সেভাবে, কেবল 'স'টা বাদ দিয়ে। শেষ নাম গাম্ব। জেম গাম্ব। ভূয়া নাম জন গ্র্যান্ট, চৌত্রিশ বছর বয়স, একশো নব্বই পাউন্ড ওজন, বাদামী চুল এবং নীল চোখ। জ্যাক এটা জন হপকিন্স থেকে জানতে পেরেছে। আপনার যে প্রোফাইলটা, ঐ যে, ট্র্যানসেক্সুয়ালের ব্যাপারটা, ওটাতেই কাজ হয়েছে। লোকটা তিন বছর

আগে লিঙ্গ পাল্টে ফেলবার জন্যে আবেদন করেছিলো। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে একজন ডাক্তারকে ছুরিকাহত করে। হপকিন্সে সে জন গ্রান্ট নাম এবং পেনসিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গের ঠিকানা দিয়েছিলো। সে তার দাদা-দাদীকে বারো বছর বয়সে হত্যা করেছে। তারপর ছয় বছর তুলের সাইকিয়াট্রিক কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র-এ কাটায়। ষোলো বছর আগে সেই কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গেলে তাকে স্টেট কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেয়। দীর্ঘদিন সে উধাও হয়েছিলো। সে এক জন পাছা মারা খাওয়া লোক, মানে, ফ্যাগ। হ্যারিসবার্গে কয়েকটি ছুকিাহতের ঘটনার পর আবার উধাও হয়ে যায়।"

"শিকাগো, আপনি বললেন। শিকাগো যে, সেটা কেমনে জানলেন?"

"কাস্টম্‌সের মাধ্যমে। তাদের কাছে তার ছদ্ম নাম জন গ্রান্ট নামে কিছু কাগজ-পত্র রয়েছে। কাস্টম্‌স কয়েক বছর আগে এএএক্স-এতে সুরিনাম থেকে আসা একটি সুটকেস আটক করে। সেটার ভেতরে জীবন্ত 'পুপা'–এরকমটিই তো আপনি বলেন, তাই না?– যাইহোক, পোকামাকড় আর কি, ওগুলো ছিলো। ঠিকানাটা ছিলো জন গ্রান্ট, একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান–নামটা মনে রাখুন–'মিঃ হাইড'। চামড়ার জিনিসপত্রের প্রস্তুতকারক। হয়তো সেলাইয়ের কাজটার সাথে এটা খাপ খেয়ে যায়। এখন পর্যন্ত গ্রান্ট অথবা গাম্ব-এর কোন বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যায়নি–ব্যবসাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমরা খুব কাছাকাছি পৌছে গেছি।"

"কোন ছবি?"

"অল্পবয়সের একটা পাওয়া গেছে। সেটাতে কাজ হবে না মনে হয়–বারো বছর বয়সের। অবশ্য ছবিটা সব জায়গায় ফ্যাক্স করা হয়েছে।"

"আমি কি যেতে পারি?"

"না। জ্যাক বলেছে দরকার নেই। তাদের সঙ্গে শিকাগোর দু'জন নারী মার্শাল থাকবে। একজন নার্সও, যদি মার্টিনকে পাওয়া যায়, সেজন্যে। আপনি সময় মতো সেখানে যেতে পারবেন না।"

"সে যদি ব্যারিকেড দেয় তবে কি হবে? তাতে তো অনেক সময় লাগবে–"

"সেরকম কোন কিছু হবে না। কোন সময় দেয়া হবে না। তাকে খুঁজে পাওয়া মাত্রই তার ওপর হামলে পড়বে তারা–ক্রফোর্ডকে ঝটিকা হামলা চালানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই বিলি লোকটাকে নিয়ে বেশ ভালো সমস্যাই রয়েছে। স্টার্লিং, এর আগেও সে জিম্মি করেছিলো, তার বারো বছর বয়সের হত্যাকাণ্ডটির সময়। স্যাক্রামেন্টো-তে তার দাদীকে জিম্মি করেছিলো–সে ততোক্ষণে তার দাদাকে খুন ক'রে ফেলেছে–কিন্তু সে যা করেছিলো তা অভূতপূর্ব। সেটা শুনুন তবে। সে তার দাদীকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে পাদ্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। সে একটা বাচ্চা ছেলে ছিলো, তাই কেউই তাকে গুলি করতে উদ্যত হয়নি। তার দাদীর পেছনে ছিলো সে। পেছন থেকেই দাদীর কিডনীতে ছোরা ঢুকিয়ে দেয় সে।

মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে লাভ হয়নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। বারো বছর বয়সে সে এটা করেছে। তাই এইবার কোন ধরণের কথাবার্তা হবে না। কোন ওয়ার্নিংও দেয়া হবে না। মার্টিন হয়তো ইতিমধ্যেই মারা গেছে, কিন্তু বলা যায়, আমরা ভাগ্যবানই। তার মাথায় অনেক কিছুই আছে। সে অনেককেই হত্যা করবে। অন্তত সেটা থামানো যাবে। সে যদি দেখে আমরা তাকে ঘিরে ফেলেছি, সে ঈর্ষাবশত আমাদের চোখের সামনেই মেয়েটাকে শেষ ক'রে ফেলবে। এতে তার কিছুই যায় আসে না। ঠিক আছে? তো, তাকে তারা পেলেই– বুম!– সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী ক'রে ফেলবে।"

ঘরটা খুবই স্যাঁতস্যাঁতে আর বাচ্চার প্রশ্রাবের কটু গন্ধে ভরা।

বরো কথা বলেই যাচ্ছে। "আপনি বিমেলের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আছেন, ওখানে কাজ করছেন, তাই না?"

"হ্যা।"

"জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বলেছে তাকে যদি প্রমাণসহকারে ধরতে না পারি তবে কেসটা দূর্বল হয়ে যাবে। তাকে আমাদের মার্টিনের সঙ্গে পেতে হবে, অথবা কিছু আলামতের সঙ্গে– যেমন দাঁত অথবা আঙুলের টুকরো সহ। আর সে যদি ইতিমধ্যেই মার্টিনকে নদীতে ফেলে দিয়ে থাকে, তবে আমাদের দরকার হবে সাক্ষীর। আমরা আপনার বিমেলের ওখান থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলোও কাজে লাগাতে পারবো। স্টার্লিং, আপনাকে কি রিসাইকেলে দিয়ে দেবে নাকি?"

"আমার তো তাই মনে হয়। সেটাই তো তারা আমাকে বলেছে।"

"তাকে যদি আমরা শিকাগোতে ধরতে পারি, তবে আপনার তাতে অনেক অবদান থাকবে। তখন হয়তো কোয়ান্টিকোর কর্তা ব্যক্তিরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। একটু দাঁড়ান তো।"

স্টার্লিং শুনতে পেলো বরো কাউকে চিৎকার ক'রে কিছু বলছে। তারপর আবার সে ফোনে ফিরে এলো।

"কিছু না–তারা চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যেই ক্যালুমেট-এ অপারেশন চালাতে পারবে। সেটা অবশ্য নির্ভর করছে বাতাসের গতিবেগের ওপর। আপনি যদি এমন কিছু পান যাতে ক্যালুমেট অথবা শিকাগোতে কাজে লাগবে, দ্রুত আমাকে জানাবেন।"

"ঠিক আছে।"

"এবার শুনুন–এটা বলেই আমি ফোন ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা যদি তাকে ক্যালুমেট সিটিতে খুঁজে পাই, তবে আপনার পাশে আমরা সবাই থাকবো। জ্যাক আপনার সঙ্গে বোর্ডে হাজির হবে। প্রধান অস্ত্র নির্দেশক বৃগহ্যামও।"

"জেরি, আরেকটা ব্যাপার : ফ্রেডরিকা বিমেলের কাছে কিছু ওয়ার্ম-আপ প্যান্ট রয়েছে, জুনোর তৈরি। এটা মোটালোকদের জামাকাপড়ের ব্র্যান্ড। ক্যাথারিন

মার্টিনেরও এরকম কিছু আছে। সে হয়তো ফ্যাট-স্টোর থেকে বিশালদেহী শিকারদের খুঁজে বের করতো। আমরা মেমফিস, একরন এবং অন্যসব জায়গাতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারি।"

"সেটা হবে। এবার মুখে একটু হাসি লাগিয়ে রাখুন তো।"

স্টার্লিং ওহাইও'র বেলভিদিয়ার জাংকি ইয়ার্ড থেকে বের হয়ে গেলো। এখান থেকে ৩৮০ মাইল দূরে শিকাগোতে অপারেশনটা হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস তার মুখে লাগলে ভালো লাগলো তার। একই সঙ্গে তার ভেতরে একটা অস্বস্তিও হলো।

এটা আবার কি হলো? সে যদি কিছু খুঁজে পায় তবে সেটা দিয়ে সে করবেটা কি? সে ক্লিভল্যান্ডের ফিল্ড অফিসকে ডাকবে, কলম্বাস SWAT-কে ডাকবে, বেলভিদিয়ারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকেও।

একজন তরুণীকে বাঁচানো, একজন সিনেটর, শালার বানচোত সিনেটরের মেয়েকে বাঁচানো। আর কি?

তারা যদি ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারে, তারা যদি ভয়ংকর কিছু খুঁজে পায়, ঈশ্বর, তারা যেনো বাফেলো বিলকে খুঁজে পায়, ঐ জেম গাম্ব অথবা মিঃ হাইড অথবা যে নামেই ঐ হারামজাদাকে ডাকা হোক না কেন, তাকে যেনো ধরতে পারে।

তার তৈরি প্রোফাইল অনুসারে তারা যদি তাকে ধরতে পারে, যেটা সে তৈরি করেছে ডক্টর লেকটারের কাছ থেকে, তবে সেটা তাকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কাছে ভালো একটি অবস্থান তৈরি ক'রে দেবে, উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। স্টার্লিং অবশ্য এ ব্যাপারটা বেশি ভাবেনি। তার ক্যারিয়ারের আশাটা মারাত্মকভাবে ঝাঁকুনি খেয়েছে।

যাই ঘটুক না কেন, ড্রেসমেকিং প্যাটার্নের কথাটা এক ঝলক মনে প'ড়ে যাওয়াটা সবচাইতে ভালো অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। সে তার মা'র স্মৃতিটা মনে ক'রে এখান থেকে সাহস সঞ্চয় করেছে। তার বাবার কথাতেও ঐ একই কাজ হয়েছে। সে ক্রফোর্ডের আস্থা অর্জন করেছে। এটাই তার পুঁজি।

তার কাজ আর দায়িত্ব হলো ফ্রেডরিকার কথা ভাবা, কিভাবে বাফেলো বিল তাকে ধরেছে সেটা ভাবা, বাফেলো বিলের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় এইসব তথ্যের দরকার হবে।

ফ্রেডরিকার কথা ভাবো, সে হাফ ছেড়ে বাচাঁর জন্য কোথায় যেতো? তার সাথে কি বাফেলো বিলের পরিচয় ছিলো?

স্টার্লিং নদীর একেবারে কোল ঘেষে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিঃ বিমেল বাইরে বের হয়ে এলো। তার ট্রাউজারের সামনের অংশে রক্ত লেগে আছে। তার হাতে প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে গোলাপী এবং ধূসর রঙের এক দলা পিণ্ড।

"কবুতরের মাংস," স্টার্লিংকে উৎসুক হয়ে কাগজটার দিকে তাকাতে দেখে সে বললো। "কবুতরের মাংস কখনও খেয়েছেন?"

"না," স্টার্লিং বললো। "আমি ঘুঘুর মাংস খেয়েছি।"

"এটা খেতে-ভয় পাবেন না, বেশ সুস্বাদু।"

"মিঃ বিমেল, ফ্রেডরিকার সাথে কি শিকাগো অথবা ক্যালুমেট সিটির কারোর সঙ্গে জানাশোনা ছিলো?"

সে কাঁধ ঝাকিয়ে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো

"সে কি কখনও শিকাগোতে ছিলো, আপনার জানা মতে?"

"কি বলতে চাচ্ছেন, 'আমার জানা মতে' মানে? আপনার ধারণা আমার মেয়ে শিকাগোতে যাবে আর আমি সেটা জানবো না? সে কলম্বাসেও যায়নি।"

"সে কি সেলাইর কাজ জানা কোন লোককে চিনতো?"

সে সবার জন্যেই সেলাই ক'রে দিতো। সে তার মায়ের মতোই সেলাই করতো। আমি এরকম কাউকে চিনি না। সে কিছু দোকানের জন্য, কিছু মহিলার জন্য সেলাইয়ের কাজ করতো, তবে কাদের জন্যে সেটা আমি জানি না।"

"তার সবচাইতে কাছের বন্ধু কে ছিলো, মিঃ বিমেল? কার সাথে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিলো, বেশি সময় কাটাতো?"

"সেরকম কারোর সাথে সে ঘুরে বেড়ানো কিংবা আড্ডা মারতো না। তার সব সময়ই কিছু কাজ থাকতো। ঈশ্বর তাকে সুন্দর ক'রে তৈরি করেনি, তবে তিনি তাকে ব্যস্ততা দিয়েছিলেন।"

"আপনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে কার কথা বলবেন?"

"স্টেসি হুবকা, আমার মনে হয় সেই ছোটবেলা থেকেই তারা বন্ধু।"

"আপনি কি জানেন কোথায় গেলে আমি তার সাথে দেখা করতে পারবো?"

"স্টেসি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করে, মনে হয় এখনও ওখানেই আছে সে। ফ্রাঙ্কলিন ইন্সুরেন্স কোম্পানি।"

স্টার্লিং তার গাড়ির দিকে চলে গেলো। তার মাথাটা নিচু হয়ে আছে, দু'হাত পকেটে ঢোকানো। ফ্রেডরিকার বেড়ালটা উঁচু জানালার ওপর থেকে তাকে দেখতে লাগলো।

অধ্যায় ৫৪

যতোই পশ্চিম দিকে যাবেন এফবিআই'র পরিচয়পত্রটার খুব দ্রুত সাড়া পাবেন। স্টার্লিংয়ের আইডি কার্ডটা ওয়াশিংটনে তেমন পাত্তা না পেলেও, ওহাইও'র বেলভিদিয়ার স্টেসি হুবকার বস্ ফ্রাঙ্কলিন ইন্সুরেন্সের প্রধানের কাছে খুবই ভালো মনোযোগ আর গুরুত্ব পেলো। সে স্টেসি হুবকাকে একটু সময়ের জন্যে ছুটি দিয়ে নিজেই কাউন্টারের টেলিফোনগুলো সামলাতে লেগে গেলো। তাছাড়া সে নিজের কিউবিক্যাল অফিসটা কিছুক্ষণের জন্যে তাদের দু'জনের জন্যে ছেড়ে দিলো।

স্টেসি হুবকার মুখটা গোলগাল, হিলসহ তার উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি হবে। সে তার চুলগুলো পাংক স্টাইলে ফুলিয়ে রেখেছে, অনেকটা গায়িকা শের বোনোর মতো ক'রে। স্টার্লিং যখনই অন্য দিকে তাকাচ্ছে তখনই স্টেসি হুবকা তাকে আপাদমস্তক দেখে নিচ্ছে।

"স্টেসি–আমি কি তোমাকে স্টেসি নামে ডাকতে পারি?"

"অবশ্যই।"

"স্টেসি, আমি জানতে চাই ফ্রেডরিকা বিমেলের ঘটনাটা কিভাবে হয়েছে ব'লে তুমি মনে করো–কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে, মানে লোকটা ফ্রেডরিকাকে কোত্থেকে তুলে নিয়েছে ব'লে তুমি মনে করো।"

"আপনি কি তাকে দেখেছেন? তারা বলেছে তাকে একেবারে একটা বস্তার মতো দেখাচ্ছিলো। যেনো কেউ সেই বস্তাটার ভেতরে থেকে বাতাসটা–"

"স্টেসি, সে কি কখনও শিকাগো কিংবা ক্যালুমেট সিটির নাম তোমাকে বলেছে?"

ক্যালুমেট সিটি। স্টেসি হুবকার মাথার ওপরে রাখা ঘড়িটা স্টার্লিংকে ভাবনায় ফেলে দিচ্ছে। জিম্মি উদ্ধার দলটি যদি চল্লিশ মিনিটে পৌঁছে যেতে পারে তবে তারা অপারেশন শুরু করা থেকে আর মাত্র দশ মিনিট দূরে রয়েছে। তাদের কাছে কি নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা রয়েছে? নিজের কাজে লেগে থাকো, স্টার্লিং।

"শিকাগো?" স্টেসি বললো। "না, থ্যাংকস গিভিং ডে-র প্যারাডে আমরা একবার শিকাগোতে ব্যান্ড নিয়ে মার্চ করেছিলাম।"

"কখন?"

"অষ্টম গ্রেডে যখন পড়ি, সেটা প্রায় নয় বছর আগের ঘটনা। ব্যান্ডটা নিয়ে গেছি আর ফিরে এসেছি, একই বাসে ক'রে।"

"গত বসন্তে যখন সে উধাও হয়ে গেলো তখন তুমি কি ভেবেছিলে?"

"আমি জানি না।"

"মনে ক'রে দেখো তো, যখন প্রথম সেটা জানতে পারলে তখন তুমি কোথায় ছিলে? খবরটা কখন জানতে পারলে? তখন কি ভেবেছিলে?"

"যে রাতে সে উধাও হলো, সেই রাতে আমি আর স্কিপ ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, তারপর আমরা মি: টোডের ওখানে গিয়েছিলাম ড্রিংকের জন্য, তারপর তো প্যামের ওখানে। প্যাম মালাভেসিই আমাদেরকে বললো যে, ফ্রেডরিকাকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কিপ তখন বললো যে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর হুডিনির পক্ষেও তো তাকে উধাও করা সম্ভব নয়। তারপর সে সবাইকে বলে বেড়ালো হুডিনি কে, সে তো সবসময়ই নিজেকে জাহির ক'রে বেড়ায়, কতোটা সে জানে সেটা সবাইকে দেখাতে চায়। কিন্তু আমরা তাকে মোটেও পাত্তা দেই না। আমি ভেবেছিলাম সে তার বাবাকে একটু ভড়কে দিতে চাচ্ছে। আপনি কি তার বাড়িটা দেখেছেন? এটা কি একটা খোঁয়াড় না? মানে, সে যেখানেই থাকুক না কেন আপনি যে সেটা দেখছেন তার জন্যে সে খুব বিব্রত হচ্ছে। আপনি কি ওখান থেকে পালিয়ে আসবেন না?"

"তুমি কি মনে করো, সে কারো সাথে পালিয়ে গিয়ে থাকবে, কারোর কথা কি তোমার মনে উঁকি মারছে–এমন কি সেটা ভুল হলেও?"

"স্কিপ বলেছে হয়তো সে তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু, না, এরকম কেউ তার কখনই ছিলো না। তার একটা ছেলে বন্ধু ছিলো। কিন্তু সেটা তো আদিকালের কথা। দশম গ্রেডে থাকাকালীন সে ব্যান্ডে ছিলো। আমি বললাম 'ছেলেবন্ধু', কিন্তু তারা কেবল কথাবার্তাই বলতো, আড্ডা মারতো, যেমন দুটো মেয়ে ক'রে থাকে। সেও ছিলো বিশালদেহী। একটা গৃক ছেলেদের টুপি পরে থাকতো সারাক্ষণ। স্কিপ ভাবতো সে হলো, মানে জানেনই তো, ঐ যে, হিজড়া আর কি। ঐ ছেলেটা এবং তার বোন একটা গাড়ি দূর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর ফ্রেডরিকা আর কোন ছেলে জুটাতে পারেনি।"

"সে যখন আর ফিরে এলো না তখন তুমি কি ভেবেছিলে?"

"প্যাম ভেবেছিলো হয়তো তাকে কতিপয় বিকৃত মানসিকতার লোক তুলে নিয়ে গেছে। আমি জানি না। আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। সবসময় আমি সেটা ভেবেছি। এরপর থেকে স্কিপকে ছাড়া আর রাতের বেলায় বাইরে বের হই না। আমি তাকে বলেছি, শোনো বাবা, আমি সূর্য ডুবে গেলে আর একা একা বাইরে যাবো না।"

"তুমি কি তাকে কখনও জেম গাম্ব ব'লে কারোর নাম বলতে শুনেছো? অথবা জন গ্রান্ট?"

"উমমমম...না।"

"তুমি কি মনে করো তার এমন কোন ছেলে বন্ধু ছিলো যা তুমিও জানতে না? কখনও কখনও কি তোমার সাথে তার দেখা হোতো না?"

"না। তার কোন ছেলে বন্ধু থাকলে আমি জানতাম, বিশ্বাস করেন। এরকম কেউ তার ছিলো না।"

"তোমার কি মনে হয়, মানে, ধরো, তার এমন কোন বন্ধু ছিলো অথচ তার কথা তোমাকে বলেনি?"

"এরকম সে কেন করবে?"

"এই ভয়ে যে এ নিয়ে তোমরা তাকে টিটকারি মারবে?"

"আমরা টিটকারী মারবো? কীযে বলেন, অন্য সময় হলে, দেখা যেতো, মানে ঐ যে স্কুলের মোটা ছেলেটার বেলায় হলে আর কি। কিন্তু এ ছাড়া?" স্টেসি সজোরে মাথা নাড়লো। "না। তাকে এটা ক'রে দুঃখ দেবার কোন দরকারই নেই আমাদের। মানে ঐ ছেলেটা মারা যাবার পর, সবাই তার প্রতি বেশ সহমর্মী হয়ে ওঠে।"

"তুমি কি ফ্রেডরিকার সাথে কাজ করতে, স্টেসি?"

"আমি, সে, প্যাম মালাভেসি এবং জারোন্ডা আসকিউ স্কুলের গ্রীস্মকালীন ছুটির সময়ে বার্গেনি সেন্টারে এক সাথে কাজ করতাম। তারপর প্যাম এবং আমি রিচার্ডে গিয়েছিলাম, কিছু একটা করা যায় কিনা সেটা দেখতে। তারা আমাকে কাজে নিলো, পরে প্যামকে, তারপর আরেক জনের দরকার হলে ফ্রেডরিকাকেও নেয়া হয়, কিন্তু মিসেস বারদিন– মার্চেনডাইজিং ম্যানেজার–সে বললো, 'তো ফ্রেডরিকা, আমাদের এমন একজন মেয়ে লাগবে, যাতে তারা এসে বলে, আমাকে ঐ মেয়েটার মতো যেনো দেখতে লাগে। আর তুমি তাদেরকে উপদেশ দেবে এসব জিনিসে তাদেরকে কেমন দেখাবে। আর তুমি যদি এটা বুঝতে পারো এবং নিজের ওজন কমাতে পারো, তবে আমি চাইবো তুমি এখানে আসো,' সে তাকে বলেছিলো, 'কিন্তু তুমি এখন বিকল্প একটা কাজ করতে পারো, আমি তোমাকে মিসেস লিপম্যানের সাথে দিচ্ছি।' মিসেস বারদিন এমন মিষ্টি ক'রে বললেও সে একটা কুত্তি ছিলো।"

"তাহলে ফ্রেডরিকা রিচার্ডে, যেখানে তোমরা কাজ করতে, সেখানে কাজ করেছিলো?"

"এটাতে সে কষ্ট পেয়েছিলো, কিন্তু তারপরও কাজ করেছিলো সে। মিসেস লিপম্যান খুব সাহায্যপরায়ন ছিলেন। তিনি সবার জন্যেই সেলাই ক'রে দিতেন। পোশাক বানাতেন। মিসেস লিপম্যানের অবসর নেবার পর তার সন্তানেরা, কিংবা

সেরকম কিছু, তারা আর সেই কাজটা করতে চায়নি। ফ্রেডরিকা সেই কাজটা তুলে নিলো। সে সবার জন্যেই সেলাই করতো। কেবল এটাই করতো। সে আমার সাথে আর প্যামের সাথে দেখা করতো, আমরা প্যামের বাসায় যেতাম, টিভিতে *দ্য ইয়ং এ্যান্ড দি রেস্টলেস* দেখতাম। সেই সময়েও সে কোলের ওপর কাপড়চোপড় নিয়ে কাজ করতো।"

"ফ্রেডরিকা কি স্টোরে কখনও কাজ করতো, মানে জামাকাপড়ের মাপজোখ নিতো? সে কি ক্রেতা অথবা পাইকারী বিক্রেতাদের সাথে দেখা করতো?"

"কখনও কখনও, খুব বেশি নয়। আমি তো প্রতিদিন কাজ করতাম না।"

"মিসেস বারদিন কি প্রতিদিন কাজ করতো, সে কি জানতো?"

"হ্যা, আমার মনে হয় জানতো।"

"ফ্রেডরিকা কি কখনও এমন কোন কোম্পানির কথা বলেছে যে কোম্পানির কাজ সে ক'রে দিতো, শিকাগো অথবা ক্যালুমেট সিটির কোন কোম্পানি, নাম মিঃ হাউড, তারা চামড়ার কাজ করতো?"

"আমি জানি না, মিসেস লিপম্যান হয়তো জানতেন।"

"তুমি কি কখনও মিঃ হাইড নামের কোন ব্র্যান্ডের নাম শুনেছো? রিচার্ডে কি কখনও সেই ব্র্যান্ডের কিছু পাওয়া যেতো, কিংবা অন্য কোনো বুটিকে?"

"না!"

"তুমি কি জানো, মিসেস লিপম্যান কোথায় থাকেন? তার সাথে আমি কথা বলতে চাই।"

"সে মারা গেছে। অবসরের পর সে ফ্লোরিডাতে চলে গিয়েছিলো, ওখানেই মারা গেছে। ফ্রেডরিকা আমাকে এ কথা বলেছে। আমার সাথে তার কখনও আলাপ হয়নি। আমি এবং স্কিপ মাঝে মধ্যে তাকে ওখান থেকে তুলে নিতাম। আপনি তার পরিবারের কারোর সাথে কথা বলতে পারেন। আমি ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি।"

যখন স্টার্লিং জানতে চাইলো ক্যালুমেট সিটির খবরটা কি তখন তার খুবই ক্লান্ত লাগলো। চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে। জিম্মি উদ্ধারকারী দলটি মাটিতে নেমে গেছে বোধহয়। সে যে ঘরে ব'সে কথা বলছে সেখানে ঘড়ি নেই, তাই ঘড়ি দেখতে পাচ্ছে না।

"স্টেসি, ফ্রেডরিকা তার পোশাক আশাক কোত্থেকে কিনতো?"

"সে প্রায় সবই তৈরি করতো। তবে সোয়েটারগুলো রিচার্ড থেকে কিনতো। রিচার্ডের জন্য সেলাইয়েল কাজ করতো ব'লে সে একটা ডিসকাউন্ট পেতো।"

"সে কি কখনও মোটা লোকদের দোকান থেকে কিছু কিনেছিলো?"

"আমরা সবজায়গাতেই খুঁজতাম। মোটা লোকদের কাপড় যেখানে পাওয়া যায় সেখানেও যেতাম।"

"সেসব জায়গাতে কি কখনও কোন লোক তোমাদের পেছনে ঘুরঘুর করেছিলো, অথবা ফ্রেডারিকার কি কখনও মনে হয়েছিলো যে কেউ তার দিকে লক্ষ্য রাখছে?"

স্টেসি ছাদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো।

"স্টেসি, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে যারা, সেরকম কি কেউ কখনও রিচার্ডে এসেছিলো, অথবা কাপড় কিনতে এসেছিলো?"

"না। এরকম লোক আমি আর স্কিপ একবার কলম্বাসের এক বারে দেখেছিলাম।"

"ফ্রেডরিকা তখন সঙ্গে ছিলো?"

"না। আমরা তো সপ্তাহান্তের ছুটিতে গিয়েছিলাম, সে তো যেতো না।"

"মোটা লোকদের যেসব দোকানে তুমি আর ফ্রেডরিকা যেতে, সেসব জায়গার ঠিকানা গুলো কি লিখে দেবে? সবগুলো কি মনে আছে?"

"এখানে, নাকি এখানে এবং কলম্বাসে?"

"এখানে এবং কলম্বাসে। রিচার্ডেও। আমি মিসেস বারদিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

"ঠিক আছে। এফবিআই এজেন্ট হওয়াটা কি খুব দারুণ একটি ব্যাপার?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

"আপনাকে তো অনেক জায়গায় যেতে হয়, মানে, এজায়গার চেয়ে ভালো জায়গাতে। অনেক কিছু উপহারও পান?"

"কখনও কখনও যেতে হয়।"

"প্রতিদিনই খুব সাজতে হয়, ভালো দেখানোর জন্য, তাই না?"

"উম, হ্যা। তুমি খুব ব্যস্ত আছো সেরকম দেখাতে হয়।"

"আপনি কিভাবে এফবিআই এজেন্ট হলেন?"

"তোমাকে আগে কলেজে যেতে হবে, স্টেসি।"

"সেটা তো অনেক টাকার ব্যাপার।"

"হ্যা, তাতো লাগেই। অবশ্য কিছু বৃত্তি এবং ফেলোশিপও রয়েছে, তাতে সুবিধা হয়। তুমি কি চাও আমি তোমাকে কিছু জিনিস পাঠাই?"

"হ্যা। আমি সেটাই ভাবছিলাম, আমি যখন এই চাকরিটা পেয়েছিলাম তখন ফ্রেডরিকা খুব খুশি হয়েছিলো। তার তো কখনও কোন অফিসে কাজ করা হয়নি–সে ভাবতো এটা দারুণ একটি ব্যাপার। এই যে, স্পিকারে সারাদিন ব্যারি ম্যানিলো'র গান বাজছে এখানে এটাকে সে দারুণ ব্যাপার মনে করতো।" স্টেসি হুবকার চোখে পানি এসে গেলেও সে কান্না সংবরন ক'রে নিলো।

"আমার তালিকাটার কি হবে?"

"আমি সেটা আমার ডেস্কে ক'রে নেবো। আমার কাছে ওয়ার্ডপ্রসেসর রয়েছে, আমার ফোনবুক আর অন্যান্য জিনিসও লাগবে।" সে তার মাথাটা একটু পেছনে হেলিয়ে ছাদের দিকে নির্দেশ করলো।

টেলিফোনটা স্টার্লিংকে প্রলুব্ধ করলো। স্টেসি হুবকা ঘর থেকে বের হতেই স্টার্লিং ওয়াশিংটনে ফোন ক'রে খবরটা সংগ্রহ করতে চাইলো।

অধ্যায় ৫৫

ঠিক এই মুহূর্তে, লেক মিশিগানের দক্ষিণে, একটা সিভিলিয়ান প্যাসেঞ্জার জেট দ্রুত গতিতে ছুটে যাচ্ছে এবং সেটা বড় একটা বাঁক খেয়ে ইলিনয়ের ক্যামুলেট সিটির অভিমুখে চলে গেলো।

জিম্মি উদ্ধারকারী দলের বারোজন সদস্যের পেট মোচড়ে উঠলো। বিমানটা একটু পরপর দুলে উঠছে।

দল নেতা এবং কমান্ডার জোয়েল র‍্যান্ডাল, সবার সামনের আসনে ব'সে আছে। মাথা থেকে হেডফোনটা খুলে নোটটার দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিলো কথা বলার আগে। সে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে রয়েছে এই পৃথিবীর SWAT -এর সবচাইতে সেরা প্রশিক্ষিত দলটি। আর তার ধারণাটা বোধহয় ঠিকই। দলের কয়েকজন কখনও গুলি না ছুড়লেও, তাদের প্রশিক্ষণ টেস্টের ফলাফলের দিকে তাকালে বলে দেবে যে তারা সেরাদেরও সেরা।

র‍্যান্ডালকে এয়ারপ্লেনে অনেক সময় কাটাতে হয়েছে তাই সে খুব সহজেই বিমানের ঝাঁকুনিতেও ভারসাম্য রাখতে পারে।

“জেন্টেলমেন, আমাদের স্থল পরিবহনটা ডিইএ'র আন্ডারকভার গাড়ি। তাদের কাছে একটা ট্রাক আর প্লাম্বিং ভ্যান রয়েছে। তাই, ভার্নোন, এডি, তোমরা ওটাতে লম্বা রাইফেল আর সিভিস নিয়ে থাকবে। মনে রেখো স্টান গ্রেনেড ছোড়া হলে সাবধানে থাকবে, আমাদের মুখে কোন ফ্লাশ প্রোটেশন নেই।”

ভার্নোন চাপা কণ্ঠে এডিকে বললো, “নিজের মুখ নিজেকে রক্ষা করতে হবে, বুঝেছো।”

“সে কি গ্রেনেড ছুড়তে বারণ করছে? আমার মনে হয় সে বলেছে ফ্লাশ না করতে।” এডি পেছন থেকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললো।

ভার্নোন এবং এডি, তারাই প্রথমে দরজার দিকে এগিয়ে যাবে, সিভিলিয়ান পোশাকের নিচে তাদের পরণে থাকবে পাতলা ব্যালাস্টিক বর্ম। বাকিদের মোটা বুলেট প্রুফ জ্যাকেট থাকবে।

“ববি, প্রত্যেক ভ্যানে ড্রাইভারের জন্য তোমার কাছে থাকা হ্যান্ড সেট রেখে দিও। যাতে আমরা ঐসব বানচোত ডিইএ-এর গদর্ভগুলোর সাথে কথা না বলতে পারি,” র‍্যান্ডাল বললো।

ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন অভিযানের সময় ইউএইচএফ রেডিও ব্যবহার করে, যেখানে এফবিআই’র কাছে থাকে ভিএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও। অতীতে এ নিয়ে সমস্যা হয়েছিলো।

তাদের কাছে দিন এবং রাত উভয় সময়ের জন্যই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রয়েছে। নাইট ভিশন যন্ত্র আর অস্ত্রের সঙ্গে নাইট স্কোপ লাগানো রয়েছে।

এই অপারেশনটা খুবই নিখুঁতভাবে করতে হবে–অস্ত্রশস্ত্র আর সাজ সরঞ্জাম সে কথারই প্রতিধ্বনি করছে। তাদের কাছে ওপেন বোল্টে গুলি করার জন্য কোন অস্ত্র নেই।

র‍্যান্ডাল তার হেডফোনে ক্যালুমেট থেকে খবর পেলো। সে মাইক্রোফোনটাতে হাত চাপা দিয়ে দলের লোকদেরকে আবারো জানালো। “শোনো, তাদের কাছে দুটো ঠিকানা রয়েছে। আমরা বেশি নিশ্চিতটাতে অভিযান চালাবো আর শিকাগোর SWAT অন্যটাতে চালাবে।”

জায়গাটা হলো শিকাগোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ল্যান্সিং মিউনিপ্যাল, ক্যালুমেটের কাছাকাছি। প্লেনটা সোজা সেখানে চলে গেলো। পাইলট টার্মিনাল থেকে বেশ দূরে দুটো গাড়ির পাশে বিমানটা নিয়ে গিয়ে থামালো।

একটা ট্রাকে খুব দ্রুতই কিছু সদস্য উঠে পড়লো। ডিইএ কমান্ডার র‍্যান্ডালের কাছে একটা জিনিস হস্তান্তর করলো, সেটা দেখতে লম্বা ফুলের তোড়ার মতো। কিন্তু জিনিসটা আসলে বারো পাউন্ডের দরজা ভাঙার হাতুরি। সেটা ফুলের তোড়া মোড়ানোর রঙ্গীন কাগজ দিয়ে মোড়ানো আছে।

“আপনি এটা ডেলিভারি দিচ্ছেন, বুঝলেন,” সে বললো। “শিকাগোতে স্বাগতম।”

অধ্যায় ৫৬

বিকেলের শেষ দিকে মিঃ গাম্ব ক্রমাগতভাবে একই কাজ করলো।

তার চোখে বিপজ্জনক অশ্রু, সে বারবার ভিডিওটা দেখতে লাগলো। ছোট পর্দায় দেখা যাচ্ছে আম্মু সুইমিংপুলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে লাফিয়ে পানিতে পড়ছে। তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগলো যেনো সে নিজেই সুইমিংপুলে আছে।

মাঝখানে গরমপানির বোতলে বুদ্‌বুদ্‌ হচ্ছে।

সে আর এটা সহ্য করতে পারলো না–বেসমেন্টে তার সোনামণি কুকুরটাকে বন্দী হিসেবে আটক ক'রে রেখেছে, তাকে মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। সোনামণিটা খুব ব্যাথা পাচ্ছে। সে এটা ভালো করেই জানে। সে নিশ্চিত নয়, সোনামণিকে মারাত্মকভাবে আহত করার আগে ঐটাকে সে খুন করতে পারবে কিনা। কিন্তু তাকে চেষ্টা করতে হবে। এক্ষুণি।

পোশাক-আশাক খুলে ফেলে আলখেল্লাটা গায়ে চাপিয়ে নিলো সে–সবসময়ই নগ্ন হয়ে চামড়া তোলার কাজটি করে, একেবারে জন্মের সময় শিশু যেরকম রক্তাক্ত আর নগ্ন থাকে।

তার বিশাল ঔষুধের ক্যাবিনেট থেকে সে ঔষুধটা নিলো। এই ঔষুধটা সে ব্যবহার করে যখন কোন বেড়াল সোনামণিকে খামচি দেয়। সে কিছু ব্যান্ড-এইড, কিউ-টিপস এবং প্লাস্টিকও বের ক'রে নিলো। এটা 'এলিজাবেথান কেলার'-এর পশু চিকিৎসক তাকে দিয়েছিলো যাতে সোনামণির দাঁতের ব্যাথাটা দূর হয়ে যায়। সে আরো কিছু নিয়ে নিলো, যাতে ঐটাকে মারার সময় সোনামণি আহত হয়ে গেলে ব্যবহার করা যায়।

সাবধানে মাথায় গুলি করতে হবে, এতে অবশ্য মাথার চুলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। যাহোক, সে তার সোনামণির জন্যে চুলগুলো বিসর্জন দেবে। সোনামণি তো এইসব চুলের চেয়ে অনেক বেশি দামি। চুলগুলো বিসর্জন দেয়া হবে কুকুরটার নিরাপত্তার খাতিরে।

নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো এবার। কোন স্লিপার না পরে, সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামলো সে, যাতে ক'রে সিঁড়িতে খ্যাচ্‌খ্যাচ্‌ শব্দ না হয়।

সে বাতি জ্বালায়নি। অন্ধকারেই সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে ডান দিকের কাজের ঘরে চলে গেলো। এই সুপরিচিত অন্ধকারে তার চলা ফেলা করতে কোন অসুবিধাই হয় না।

মথের খাঁচার সামনে দিয়ে যাবার সময় গুটি থেকে মথ বের হয়ে আসার গুঞ্জন শুনতে পেলো সে। এই তো ক্যাবিনেটটা। সে ইনফারেড লাইট আর গগল্‌সটা খুঁজে পেতেই সেটা মাথায় পরে নিতেই পুরো জগৎটাই ঘোলাটে সবুজ রঙের হয়ে গেলো। সে অন্ধকারে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। অন্ধকারের ওস্তাদ, অন্ধকারের রাণী সে।

কিছু মথ বাতাসে উড়ে বেড়াতে লাগলে তার কাছে মনে হলো তাদের পেছনে ফ্লুরোসেন্স রঙের পুচ্ছ। সে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিলো।

পাইথনটা চেক্‌ ক'রে দেখলো। স্পেশাল পয়েন্ট ৩৮-এর গুলিতে ভরা আছে। এটাতে মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। মৃত্যু হবে সঙ্গে সঙ্গে। গুলি করার সময় যদি ঐটা দাঁড়িয়ে থাকে, আর সে যদি ওপর থেকে তার মাথায় গুলি করে তবে বুলেটটা চোয়ালের পেছনের অংশ ভেদ ক'রে বুক চিঁড়ে বের হয়ে যাবে।

নিঃশব্দে, সে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোলো। ভূগর্ভস্থ কক্ষটি নিরব-নিথরই আছে। সে ধীরে ধীরেই এগোলো, কিন্তু খুব বেশি ধীরে নয়। সে চায় না তার গন্ধ কুয়ার গর্তে থাকা কুকুরটা টের পেয়ে যাক। তাই বেশি সময় নিতে চাচ্ছে না। গগলস্'র আলোটা ধরে একটু ঝুঁকলো। এই তো তারা। সম্ভবত ঘুমিয়ে আছে। ঐটার পাশেই সে। সোনামণিটা ঐটার পাশেই গুটিসুঁটি মেরে শুয়ে আছে। অবশ্যই ঘুমিয়ে আছে, ওহ্‌, ঈশ্বর মরে যেনো না থাকে।

মাথাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘাড়ে গুলি করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে সে–চুলগুলো বাঁচিয়ে। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ সেটা।

মিঃ গাম্ব গর্তের দিকে ঝুকলো, তার নাইটভিশন গগলস্‌টা দিয়ে উঁকি দিলো। পাইথনটা চমৎকারভাবেই তাক্‌ করা হয়েছে।

কোন শব্দে অথবা গন্ধে, সে সেটা জানে না–সোনামণি ঘুম থেকে উঠে লাফিয়ে উঠলো, ক্যাথারিন মার্টিনও জেগে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। এবার সে বুঝতে পারলো না কোন্‌টা কুকুর আর কোন্‌টা ক্যাথারিন। ইনফারেড গগলস্‌টা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না একদলা পাকিয়ে থাকা জিনিসটার মধ্যে কোথায় কুকুরটা রয়েছে, কোথায় রয়েছে মার্টিন। তার দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো।

কিন্তু সে সোনামণিকে লাফাতে দেখেছে। সে জানে তার পা-টা ঠিকই আছে। আর তক্ষুণি সে বুঝে গেলো ক্যাথারিন মার্টিন কুকুরটাকে আহত করবে না, আঘাতও করবে না। যাই ঘটুক না কেন। ওহ্‌, কী দারুণ শান্তি। সে এখন

মেয়েটার পায়ে গুলি করতে পারে। আর যখন নিজের পা-টা ধরে কোঁকাতে থাকবে তখন ঐ শালার মাথাটা উড়িয়ে দেয়া যাবে। কোন সতর্কতার দরকার নেই।

বেসমেন্টের সবগুলো বাতি জ্বালিয়ে দিলো সে। স্টোররুম থেকে একটা ফ্লাড লাইটটা নিয়ে নিলো। এবার সে ধাতস্থ হলো। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলো।

তড়িঘড়ি ক'রে বেসমেন্টে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দরজার বেলটা বেজে উঠলো।

বেলটা বেজেই যাচ্ছে, তবে এটার শব্দ কেমন জানি অচেনা মনে হচ্ছে। শব্দটা সে কয়েক বছর ধরেই শোনেনি। এমনকি সেটা যে কাজ করে তাও কখনও জানতো না। ঘণ্টাটা বেজেই যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়েই রইলো। কেউ সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপছে। তারা চলে যাবে।

সে তার হাতে ধরা ফ্লাডলাইটটা ফিট্ করতে লাগলো।

কিন্তু তারা চলে গেলো না।

কুয়ার নিচে থেকে, ঐটা কিছু বললো। সে আমলেই নিলো না। বেলটা বাজতেই লাগলো। তারা দরজার সামনের থেকে সরে যায়নি এখনও।

উপরে গিয়ে দরজা খুলে দেখাই ভালো। লম্বা ব্যারেলের পাইথন রিভলবারটা তার আলখেল্লার পকেটে ঢুকবে না ব'লে সে ওটা কাজের ঘরের কাউন্টারের উপরেই রেখে দিলো।

যখন সে সিঁড়ির মাঝখানে, বেলটা তখন হঠাৎ করেই থেমে গেলো। ওখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। নিরবে। সিদ্ধান্ত নিলো, যাইহোক গিয়ে দেখবে। রান্নাঘর দিয়ে যেতেই পেছনের দরজায় জোরে জোরে আঘাত পড়লে সে একটু চম্‌কে গেলো। পেছনের দরজার কাছে বাসনকোসনের তাকে একটা পাম্প শটগান আছে। সে জানে ওটা গুলি ভরতি।

দরজায় আবারো আঘাত হলো। চেইনটা লাগিয়ে দরজাটা খুললো সে।

"আমি সামনের দিকেই চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেউই আসেনি," ক্লারিস স্টার্লিং বললো। "আমি মিসেস লিপম্যান-এর পরিবারের কাউকে চাইছিলাম। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

"তারা এখানে থাকে না," মিঃ গাম্ব এ কথা বলেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। সে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতেই আগের চেয়েও বেশি জোরে জোরে দরজায় আঘাত হতে থাকলো।

চেইনটা লাগিয়েই দরজাটা আবার খুললো। দরজার ফাঁক দিয়ে স্টার্লিং তার আইডি কার্ডটা দেখালো। এটাতে বলা আছে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন। "ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা বলার দরকার রয়েছে। মিসেস লিপম্যানের পরিবারকে খুঁজে বের করতে চাই আমি। আমি জানি

উনি এখানেই থাকতেন। আমাকে একটু সাহায্য করুন, প্লিজ।"

"মিসেস লিপম্যান অনেক বছর আগেই মারা গেছেন। আমার জানা মতে তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনও নেই।"

"তাঁর উকিল কিংবা একাউন্টেন্ট? এমন কেউ, যার কাছে তাঁর ব্যবসায়ীক রেকর্ডগুলো রয়েছে? আপনি কি মিসেস লিপম্যানকে চিনতেন?"

"খুব বেশি না। সমস্যাটা কি?"

"আমি ফ্রেডরিকা বিমেলের হত্যার তদন্ত করছি। আপনি কে?"

"জ্যাক গর্ডন।"

"আপনি কি ফ্রেডরিকা বিমেলকে চিনতেন। সে মিসেস লিপম্যানের জন্য কাজ করতো?"

"না। সে কি বিশালদেহী, মানে মোটা ছিলো? হয়তো তাকে দেখেছি, তবে আমি নিশ্চিত নই। কিছু মনে করবেন না–আমি ঘুমিয়ে ছিলাম...মিসেস লিপম্যানের একজন উকিল ছিলো, তার কার্ডটা বোধহয় আমার কাছে কোথাও আছে। খুঁজে দেখি পাই কিনা। আপনি কি ভেতরে আসবেন? আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে। আমার বেড়ালটা আবার দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে বেড়িয়ে পড়বে। বাইরে গেলে ওটাকে খুঁজে পেতে বেশ কষ্ট করতে হয়।"

সে রান্নাঘরের শেষ মাথায় একটা রেলটপ ডেস্কের কাছে গেলো। সেটার উপরে কতোগুলো কবুতরের খোপ রয়েছে। স্টার্লিং ভেতরে ঢুকে ব্যাগ থেকে নোট বুকটা বের করলো।

"খুবই জঘন্য কাজ এটা," ডেস্কটা মুছতে মুছতে সে বললো। "এই ব্যাপারটার কথা মনে হলেই আমি কেঁপে উঠি। তারা কি কাউকে ধরার ব্যাপারে বেশ অগ্রসর হয়েছে, আপনি কি বলেন?"

"এখনও পর্যন্ত নয়, কিন্তু আমরা এ নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি। মিঃ গর্ডন, আপনি কি এই জায়গাটা মিসেস লিপম্যানের মৃত্যুর পর নিয়েছেন?"

"হ্যা।" গাম্ব ডেস্কের দিকে ঝুঁকে আছে, তার পেছনেই স্টার্লিং। সে একটা ড্রয়ার খুলে কী যেনো খুঁজছে।

"এখানে কি কোন রেকর্ড রয়েছে? ব্যবসায়ীক রেকর্ড?"

"না, কিচ্ছু নেই। এফবিআই'র কি এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে? এখানকার পুলিশ মনে হয় না তেমন কিছু জানে। তাদের কাছে কি কোন বর্ণনা কিংবা আঙুলের ছাপ রয়েছে?"

ডমঃ গাম্বের আলখেল্লাটার পেছনে একটা মৃত্যু-মস্তক মথ এসে বসলো। এটা ঠিক তার পিঠের মাঝখানে বসেছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে আস্তে আস্তে।

স্টার্লিং তার নোট বইটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললো।

মিস্টার গাম্ব। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার কোটটা খোলা আছে। এখান থেকে

একটা ফোন করার দরকার। না। সে জানে আমি এফবিআই'র লোক। তাকে আমার চোখের আড়াল করলেই, সে মেয়েটাকে হত্যা করবে। তার ফোনটা। সেটা দেখো না। এখানে নয়, তাকে ফোনের কথা বলো। ফোনটা পেতেই তাকে পিস্তলের মুখে মাটিতে শুইয়ে ফেলো, পুলিশের জন্য অপেক্ষা করো। এটাই করো। সে ঘুরে তোমার দিকে আসছে।

"এই যে, নাম্বারটা," সে বললো। তার হাতে একটা বিজনেস কার্ড।

এটা নাও? না।

"আপনাকে ধন্যবাদ। মিঃ গর্ডন, আপনার কাছে কি কোন টেলিফোন আছে, আমাকে একটা ফোন করতে হবে?"

সে কার্ডটা টেবিলের ওপর রাখতেই মথটা উড়ে চলে গিয়ে পাশের একটা ক্যাবিনের ওপরে বসলো।

গাম্ব ওটার দিকে তাকালো। কিন্তু মেয়েটা যখন সেটার দিকে তাকালো না, তার চোখ যখন তার ওপর থেকে সরলো না, সে বুঝে গেলো।

তাদের চোখাচোখি হলো। একে অন্যেকে চিনে ফেললো।

মিঃ গাম্ব তার মাথাটা এক পাশে একটু ঝুঁকিয়ে একটু হাসলো। "রান্নাঘরের দিকে আমার একটা কর্ডলেস ফোন আছে। আপনার জন্যে সেটা আমি নিয়ে আসছি।"

না! এক্ষুণি করো। সে রিভলবারটা নিতে উদ্যত হলো। নিখুঁত এক ঝটকায় সে সেটা নিতে পারবে, এ কাজটা সে চার হাজার বার চর্চা করেছে। জিনিসটা কোথায় আছে সেটা তার ভালো মতোই জানা আছে। ওটা ওখানেই আছে। ঠিক সামনেই তাক্ করতে হবে, বুকের মাঝ বরাবর। "নড়বেন না।"

গাম্ব তার মুখের ওপর আঙুল রাখলো।

"এখন। আস্তে আস্তে। দু' হাত উপরে তুলুন।"

তাকে বাইরে নিয়ে আসো, তাকে সামনের দিকে হাটিয়ে তুমি পেছনে থাকো। রাস্তার মাঝখানে নিয়ে উপুড় ক'রে শুইয়ে রাখো। নিজের ব্যাজটা বের ক'রে হাতে ধরে রাখো।

"মিঃ গাম্ব–মিঃ গাম্ব, আপনি আন্ডার-এরেস্ট। আমি চাই আপনি ধীরে ধীরে আমার সাথে বাইরে বের হয়ে আসুন।"

সে ঘর থেকে বের হলো ঠিকই কিন্তু বাড়ির বাইরে নয়। স্টার্লিং যদি কোন অস্ত্র দেখতে পেতো সোজা গুলি চালাতো। সে হুট ক'রে ঘর থেকে সট্‌কে পাশের একটা ঘরে চলে গেলো।

স্টার্লিং শুনতে পেলো গাম্ব দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচের বেসমেন্টের দিকে যাচ্ছে, সে টেবিলটা ডিঙিয়ে সিঁড়ির দরজার কাছে আসলো। সে নেই। সিঁড়িটার বাতি জ্বালানো আছে, সেটা ফাঁকা। *ফাঁদ।*

বেসমেন্ট থেকে সুতীব্র একটি আর্তনাদ ভেসে এলো।

সে সিঁড়িটা পছন্দ করছে না; একদমই না, ক্লারিস স্টার্লিং দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও, যাবে, নাকি যাবে না।

ক্যাথারিন মার্টিন আবার চিৎকার দিলো। সে মেয়েটাকে খুন ক'রে ফেলবে, স্টার্লিংকে নিচে যেতেই হবে। এক হাত সিঁড়ির হাতলে অন্য হাতে অস্ত্রটা ধ'রে সামনের দু'দিকে দুটো দরজা তাকে কভার করতে হচ্ছে। দুটোই খোলা।

বেসমেন্ট থেকে তীব্র আলো ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। সে একটা দরজার দিকে পিঠ দিয়ে আরেকটা দরজা দিয়ে ঢুকতে পারে না। ঢুকতে হলে খুব দ্রুতই সেটা করতে হবে। বাম দিকের দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়তে হবে, ওখান থেকেই চিৎকারটা আসছে। ভূগর্ভস্থ কক্ষের বালির ফ্লোরটাতে একটা কুয়া দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটো যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি সজাগ রেখে স্টার্লিং দু'হাতে অস্ত্রটা সোজা ধ'রে রাখলো। এ ঘরে লুকানোর একমাত্র জায়গাটা হলো কুয়ার দু'তিন ফুট উঁচু মুখটার আড়ালে। সে দেয়াল ধ'রে এগোতে লাগলো, ট্রিগারে মৃদু চাপ দিয়ে নিশানাটার ব্যাপারে সজাগ রইলো। কুয়াটার পাশে যেতেই বুঝলো সেটার পেছনে কেউ নেই।

কুয়ার গর্ত থেকে পাতলা একটা চিৎকার ভেসে আসছে। এবার একটা কুকুরের গোঙানী শোনা যাচ্ছে। সে দরজার দিকে চোখ রেখে কুয়ার একেবারে কাছে চলে এলো। উঁকি মেরে দেখলো মেয়েটাকে। আবারও সেখানে তাকালো, তাকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, সে কথাই বললো। জিম্মিকে শান্ত করতে হবে :

"আমি এফবিআই'র লোক, তুমি এখন নিরাপদ।"

"নিরাপদ না ছাই, তার কাছে অস্ত্র আছে। আমাকে এখান থেকে বের করুন। আমাকে এখান থেকে বের করুন।

"ক্যাথারিন, তোমার কিছু হবে না। চুপ করো। তুমি কি জানো সে কোথায়?"

"আমাকে এখার থেকে বের করুন, আমি কি ক'রে জানবো সে কোথায়, আমাকে বের করুন।"

"আমি তোমাকে বের করবো। শান্ত হও। আমাকে সাহায্য করো। শান্ত হও, যাতে আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। চেষ্টা করো, আর কুকুরটাকেও চুপ করাও।"

কুয়ার পেছনে দেয়াল ঘেষে দরজার দিকে অস্ত্রটা তাক্‌ ক'রে রাখলো সে। তার হৃদস্পন্দনটা যেনো হাতুড়ি পেটার মতো শব্দ হচ্ছে। যেহেতু ক্যাথারিনও জানে না গাম্ব কোথায় লুকিয়েছে তাই ক্যাথারিন মার্টিনকে এখানে একা রেখে সাহায্যের জন্যে সে অন্যত্র যেতে পারে না। সে দরজার কাছে গেলো। ওখান থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো দেখতে পেলো আর সেটার পরেই কাজের ঘরের কিছুটা অংশও।

হয় গাম্বকে খুঁজে বের করতে হবে অথবা নিশ্চিত হতে হবে যে, সে পালিয়েছে। নাকি সে ক্যাথারিনকে তার সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবে,

এর মধ্যে যেকোন একটা তাকে করতে হবে।

সে দ্রুত পেছনে ফিরে ভূগর্ভস্থ কক্ষের দিকে তাকালো।

"ক্যাথারিন। ক্যাথারিন। এখানে কি কোন মই আছে?"

"আমি জানি না। আমি জ্ঞান ফিরেই দেখি এখানে পড়ে আছি। সে একটা দঁড়িতে বালতি বেধে এখানে ফেলে।"

একটা দেয়ালে ছোট্ট একটা হাতাওয়ালা চাকা লাগনো আছে। সেটার আশেপাশে আর কিছুই নেই।

"ক্যাথারিন, তোমাকে বের করার জন্য কিছু একটা খুঁজে নিয়ে আসছি। তুমি কি হাটতে পারো?"

"হ্যা। আমাকে ছেড়ে যাবেন না।"

"কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ঘর থেকে বের হতে হচ্ছে।"

"শুয়োরের বাচ্চা, আমাকে এখানে একা রেখে যাবি না, আমার মা তোর মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে-"

"ক্যাথারিন, চুপ করো। আমি চাই তুমি চুপ থাকো যাতে আমি শব্দ শুনতে পাই। বাঁচতে চাইলে চুপ থাকো, বুঝেছো?" তারপর একটু উচ্চস্বরে বললো, "বাকি অফিসাররা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে, এবার চুপ করো। আমরা তোমাকে এখানে রেখে কোথাও যাচ্ছি না।"

তার কাছে অবশ্যই একটা দঁড়ি আছে। সেটা কোথায়? দেখো সেটা কোথায়।

স্টার্লিং এক দৌড়ে সিড়ির ওদিকটা পার হয়ে কাজের ঘরের দরজার দিকে চলে গেলো। এটাই সবচাইতে ভয়ংকর জায়গা। কাছের দেয়ালের দিকে, আরেকবার দ্রুত গতিতে পেছনে তাকিয়ে দেখলো। ঘরের ভেতরে কাঁচের ট্যাংকটা দেখতে পেলো সে। তরিৎ গতিতে ঘরের ভেতরে ঢুকে কাঁচের ট্যাংক, সিঙ্ক আর খাঁচাটা এবং কিছু উড়ন্ত মথ অতিক্রম করলো। সে মথগুলোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য করলো না।

এবার করিডোরটার দিকে এগোলো, ওটার ওপাশেই তীব্র আলো জ্বলছে। তার পেছনের রেফ্রিজারেটরটা চালু হয়ে গেলে সে এক ঝট্‌কায় ঘুরে সেদিকে তাকালো। রিভলবারের হ্যামারটা টেনে ফেলেছিলো। কিছু না দেখতে পেরে একটু স্বস্তি পেলো। করিডোরের দিকে। মাথা এবং অস্ত্রটা এক সঙ্গেই বাড়িয়ে এগোলো, কিন্তু একটু নিচু হয়ে। করিডোরটা ফাঁকা। সেটার শেষ প্রান্তে স্টুডিও'তে তীব্র আলো জ্বলছে। দ্রুত পদক্ষেপে স্টুডিও'র দরজাটা পেরিয়ে গেলো সে। পুরো ঘরটাই সাদা। দরজার দিকটাতে কিছুই নেই। নিশ্চিত হতে হবে প্রতিটি ম্যানিকিন আসলেই ম্যানিকিন আর আয়নার প্রতিটি প্রতিবিম্বও ম্যানিকিন, একমাত্র যে জিনিসটা নড়ছে, সেটা তুমি।

বিশাল আলমিরাটা খোলা আর ফাঁকা। দূরের দরজাটা খোলা, সেটার ভেতরটা

অন্ধকার। তারপরেই বেসমেন্টটা। কোন দঁড়ি নেই, কোন মই নেই, কোথাও। স্টুডিও ছাড়া কোথাও বাতি জ্বালানো নেই। অন্ধকার বেসমেন্টের অংশটাতে যে দরজা দিয়ে ঢোকা যায় সেই দরজাটা সে বন্ধ ক'রে দিলো। একটা চেয়ার হাতলের নিচে ঠ্যাক্ দিয়ে রাখলো। আর সেটার পাশে একটা সেলাই মেশিন রেখে দিলো। সে যদি নিশ্চিত হয় যে গাম্ব বেসমেন্টের এই অংশটাতে নেই, তবে সে ওপর তলায় গিয়ে একটা ফোন করার ঝুঁকি নেবে।

করিডোরে ফিরে গেলো আবার। একটা দরজা অতিক্রম করতে হবে তাকে। দরজার হাতলটা ধরলো। এক ঝট্‌কায় খুলে ফেললো সেটা। দরজার ওপাশে কেউ নেই। একটা পুরনো আমলের বাথরুম। এটাতে দঁড়ি, আঙ্‌টা আর কোন কিছু ঝুলিয়ে রাখার শেকল ঝুলছে। ক্যাথারিনের কাছে যাও অথবা একটা ফোন করো? কুয়ার নিচে ক্যাথারিন দূর্ঘটনাক্রমেও গুলি খাবে না। কিন্তু স্টার্লিং যদি খুন হয়ে যায়, ক্যাথারিনও তবে খুন হয়ে যাবে। ক্যাথারিনকে সঙ্গে নিয়েই ফোনের কাছে যাও।

বাথরুমে বেশিক্ষণ থাকতে চাইলো না স্টার্লিং। গাম্ব দরজা দিয়ে এসে তাকে আঁটকে ফেলতে পারে এখানে। সে দরজা এবং ভেতরে, দু'দিকে চোখ রাখতে রাখতেই দঁড়িটার কাছে গেলো। বাথরুমে একটা বিশাল বাথটাব রয়েছে। সেটা শক্ত আর লাল-লাল বর্ণিল প্লাস্টারের পুর্ণ। একটা হাত আর কব্জি সেই প্লাস্টার থেকে বের হয়ে আছে। হাতটা কালচে হয়ে গেছে, কিন্তু হাতের আঙুলগুলোর নখে গোলাপী নেইল পলিশ এখনও অটুট। হাতের কব্জিতে একটা জংধরা হাতঘড়ি। স্টার্লিং এক ঝলকে সবগুলো জিনিসই দেখে নিলো, দঁড়ি, বাথটাব, হাত, কব্জি আর হাত ঘড়িটা।

বাতি নিভে যাবার আগে স্টার্লিং যে জিনিসটা দেখতে পেলো সেটা হলো হাতটার ওপর ছোট্ট একটা পোকা বেয়ে উঠছে।

তার হৃদস্পন্দনটা এতো জোরে হতে লাগলো যে বুকটা ধপ্‌ধপ্ ক'রে হাত দুটো কাঁপতে লাগলো। *গাঢ় অন্ধকার, কিছু ধরার দরকার রয়েছে, বাথটাবের কোনাটা। বাথরুমের। বাথ রুম থেকে বের হও। সে যদি দরজার কাছে এসে পড়ে, সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবে। বন্দী হয়ে পড়বে তুমি। হায় ঈশ্বর, বের হও এখান থেকে। নিচু হয়ে বের হয়ে হলের দিকে চলে যাও। সব গুলো বাতিই নিভে গেছে? সবগুলো বাতি। সে এটা অবশ্যই মেইনসুইচ থেকে করেছে, সেটা কোথায়? মেইনসুইচটা কোথায় হতে পারে? সিঁড়ির কাছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে হয়। যদি সেখানেই হয়, তাহলে সেও সেদিক থেকেই আসবে। তবে তো সে ক্যাথারিন আর আমার মাঝখানে রয়েছে।*

ক্যাথারিন মার্টিন আবারো চিৎকার করছে।

এখানে অপেক্ষা করবো? চিরকালের জন্যে? হয়তো সে চলে গেছে। বাকি

অফিসাররা যে আসছে না সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারবে না। চিৎকারটা সিঁড়ির দিক থেকেই আসছে, এটা দিক নির্দেশনার মতো কাজ করছে। সেটাই এখন সমাধান করো।

সে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেষে ঘেষে সামনের দিকে এগোতে লাগলো। একটা হাত সামনের দিকে বাড়ানো, আর অন্য হাতে অস্ত্রটা ধরা, কোমর সমান উঁচুতে। এবার সে কাজের ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তার মনে হলো একটা খোলা জায়গায় এসেছে। খোলা ঘরে। এখন দুটো হাতই অস্ত্র ধরে রেখেছে। তুমি জানো অস্ত্রটা ঠিক কোথায় আছে, এটা তোমার দৃষ্টি রেখার নিচে। থামো, শোনো। মাথা শরীর আর হাত দুটো একসাথে একই লক্ষ্যে স্থিও করো। থামো। শোনো।

গাঢ় অন্ধকারে, স্টিম পাইপ থেকে হিস্ হিস্ ক'রে শব্দ আসছে, পানি পড়ার টুপটাপ শব্দও। তার নাকে ছাগলের তীব্র গন্ধ এলো। দেয়াল ঘেষে মিঃ গাম্ব তার গগল্স পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্টার্লিং তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই কোন বিপদও নেই। তার আর স্টার্লিংয়ের মাঝখানে যন্ত্রপাতি রাখা একটা টেবিল। সে তার ইনফারেড আলোটা স্টার্লিংয়ের উপর-নিচে ফেলতে লাগলো। মেয়েটা এতোই হাল্কা-পাতলা যে, তাকে ব্যবহার করা যাবে না। তার চুলের কথাটা তার মনে পড়লো, রান্নাঘরে দেখেছিলো সেটা। খুবই দারুণ। সে এখন ইচ্ছে করলেই সেই চুলের ফাঁকে আঙুল চালাতে পারে। এই চুলটা সে তার মাথায় পরতে পারে।

মেয়েটাকে অন্ধকারে হাত্‌রাতে দেখতে খুবই মজা লাগছে। তার পাছাটা এখন সিঙ্কের পাশেই। তাকে দীর্ঘ সময় ধরে শিকার করাটা দারুণ মজার হবে–সে কখনও সশস্ত্র কাউকে ঘায়েল করেনি। সে পুরো ব্যাপারটিই দারুণ উপভোগ করবে।

আট ফিট দূর থেকে মুখে গুলি করলে সহজ আর সুন্দর হবে।

সে তার পাইথন রিভলবরটার হ্যামার টেনে কক্ করতেই অবয়বটা ঘোলাটে হয়ে গেলো। দীপ্তিময় সবুজ তার দৃষ্টিতে, হাতের অস্ত্রটা লাফিয়ে উঠলো। ফ্লোরটা সজোরে যেনো আঘাত করলো তার পেছনে, সে ঘরের ছাদটা দেখতে পেলো। স্টার্লিং ফ্লোরে প'ড়ে আছে, চোখে ঝাপ্‌সা দেখছে গাম্ব। গুলির শব্দে তার কানে তালা লেগে গেছে। স্টার্লিং অন্ধকারেই কাজটা করেছে। আস্তে ক'রে অস্ত্রটা নামিয়ে কক্ ক'রে নিয়েছিলো কিছু শোনার আগেই। সে চারটা গুলি করেছে । পরপর দুটো, তারপর আবার দুটো। গাম্ব গুলি করেছে একটা। সে এখনও মাটিতে পড়ে আছে।

রিভলবারের কক্ করার শব্দটা তার কাছে খুবই পরিচিত শব্দ। এটা অন্য যেকোন শব্দের চেয়ে আলাদাভাবে তার কাছে ধরা দেয়। সে শব্দটা যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই গুলি করেছে। গুলির স্ফুলিঙ্গে যেটুকু আলো হয় তাতে সে কিছুই দেখতে পায়নি। তার শ্রবণ শক্তি ফিরে এলো আবার। তার কানে এখনও সোঁ-সোঁ

ক'রে শব্দ হচ্ছে, তবে সে শুনতে পাচ্ছে।

শব্দটা কিসের? শিষ বাজাবার? অনেকটা চায়ের কেতলির শব্দের মতো, কিন্তু থেমে থেমে হচ্ছে। সেটা কি? শ্বাস প্রশ্বাসের মতো। এটা কি আমারই? না। তার নিজের নিঃশ্বাস ফ্লোরে লেগে হচ্ছে, সেটা সে টের পাচ্ছে। উষ্ণ। গাম্বও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার বুকে গুলি লেগেছে। এখন, সে কি করবে? অপেক্ষা করো। তাকে অসাড় হতে দাও; রক্তপাত হতে দাও। অপেক্ষা করো। স্টার্লিংয়ের গালে ব্যথা অনুভূত হলো। সে গালটা স্পর্শ করলো না এই ভয়ে, যদি ওখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে। সে ওখানে হাত দেবে না। হাতে যাতে রক্ত না লাগে।

কুয়া থেকে গোঙানীটা আবার শোনা গেলো, ক্যাথারিন কথা বলছে, কাঁদছে। স্টার্লিংকে অপেক্ষা করতে হবে। সে ক্যাথারিনের চিৎকারের জবাব দিলো না। সে কোন কিছু বলতেও পারলো না, নড়তেও পারলো না।

মিঃ গাম্বের অদৃশ্য আলোটা ছাদের ওপর নিক্ষেপিত হচ্ছে। সে ওটা সরাতে চাইছে, কিন্তু একটুও নড়তে পারছে না। মাথাটাও নড়াতে পারছে না। ঘরের ছাদে ইনফারেড আলোটার মধ্যে একটা বড় মালয়েশিয়ান লুনা মথ বৃত্তাকারে উড়ছে। মিঃ গাম্বই কেবল সেঁফ দেখতে পাচ্ছে।

সেই ঘন কালো অন্ধকারেই, মিঃ গাম্বের ভয়ংকর গোঙানীর কণ্ঠটা স্টার্লিং শুনতে পেলোঃ "খুব...সুন্দর হলে...কেমন...লাগে?"

তারপরে আরেকটা শব্দ। ঘোৎঘোৎ করার শব্দ, মনে হয় কেউ গার্গল করছে, তারপর সেটা ফোঁস-ফোঁস শব্দ ক'রে থেমে গেলো।

স্টার্লিং এই আওয়াজটার সাথে বেশ পরিচিত। এর আগেও সে এটা শুনেছে। হাসপাতালে, তার বাবার মৃত্যুর সময়।

অন্ধকারে হাত্রে তার মনে হলো টেবিলের কোণাটা ধরতে পেরেছে। সেটা ধরে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্যাথারিনের আওয়াজটা অনুসরণ ক'রে এবার সে এগোতে লাগলো। সিঁড়িটা খুঁজে পেলো, অন্ধকারেই সেটা দিয়ে নেমে গেলো।

তার কাছে মনে হলো অনেক সময় লাগছে। রান্নাঘরের ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। সেটার জ্বালিয়ে সে সিঁড়ির কাছে মেইনসুইচটা খুঁজে পেলো।

স্টার্লিংকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে মরে গেছে। আলোর সাথে নিজের চোখকে মানিয়ে নিয়ে সে কাজের ঘরে ফিরে গেলো। দেখতে পেলো ওয়ার্ক-টেবিলটার নিচে গাম্বের নগ্ন পা দুটো দেখা যাচ্ছে। হাতটার পাশেই অস্ত্রটা প'ড়ে রয়েছে। লাথি মেরে অস্ত্রটা সরিয়ে দিলো সটার্লিং। গাম্বের চোখ দুটো খোলাই আছে। সে মরে গেছে। ডান দিকে বুক চিঁড়ে গুলিগুলো বের হয়ে গেছে। তার সারাটা বুক আর সংলগ্ন ফ্লোরটাতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

স্টার্লিং সিঙ্কের কাছে গিয়ে তার ম্যাগনাম রিভলবারটা এবং নিজের হাত দুটো ধুয়ে নিলো। ভেঁজা হাত দিয়ে নিজের মুখটাও মুছে নিলো। কোন রক্ত নেই

সেখানে। বারুদের স্ফুলিঙ্গের কারণে তার গালে ছোট্ট একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। আলোর কাছে কতোগুলো মথ ঘুরছে। সে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে পাইথন রিভলবারটা নিয়ে নিলো।

কুয়ার কাছে এসে সে বললো, "ক্যাথারিন, সে মরে গেছে। সে তোমাকে আর কিছু করতে পারবে না। আমি উপরে গিয়ে ফোন করছি–"

"না! আমাকে এখান থেকে বের করুন। বের করুন। বের করুন।"

"দেখো, সে মরে গেছে। এই যে তার অস্ত্রটা চিনতে পেরেছো? আমি পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করছি। তোমাকে ওখান থেকে আমার একার পক্ষে তোলা সম্ভব নয়। তুমি পড়ে যেতে পারো। আমি খুব জলদিই ফিরে আসছি। ফিরে এসে তোমার পাশেই থাকবো, তারা আসার আগ পর্যন্ত। ঠিক আছে? ভালো। কুকুরটাকেও চুপ করিয়ে রাখো কেমন?"

স্থানীয় টিভি রিপোর্টাররা ফায়ার সার্ভিসের আগে এবং বেলভিদিয়ার পুলিশ আসার পরে এসে জড়ো হলো। ফায়ার ক্যাপ্টেন ক্যামেরার তীব্র আলোতে বিরক্ত হয়ে রেগে গেলো, সে তাদেরকে সিঁড়ির আশপাশ থেকে সরিয়ে দিয়ে কুয়ার নিচে একটা মই নামিয়ে দিলো। ক্যাথারিন কুকুরটা কোলে ক'রে নিয়ে উঠে এলো।

এম্বুলেন্সে ওঠার সময়ও কুকুরটা তার সাথে রইলো।

তারা অবশ্য হাসপাতালে কুকুরটাকে নিতে দিলো না। একজন ফায়ার কর্মী এটাকে কোন পশু-আশ্রমে রাখার কথা বললো। কিন্তু তার বদলে সে ওটাকে তার নিজের বাড়িতেই নিয়ে গেলো।

অ ধ্য া য় ৫৭

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পঞ্চাশ জনের মতো লোক জড়ো হয়েছে, ওহাইও'র কলম্বাস থেকে আসা রেডআই বিমানের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের বেশিরভাগই এসেছে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে, তাদের চোখে ঘুমঘুম ভাব। তাদের শার্টের নিচের প্রান্তগুলো প্যান্টের ভেতর থেকে বের হয়ে আছে।

ভীড়ের মধ্যে, আরডেলিয়া মাপও আছে, সে স্টার্লিংকে প্লেন থেকে নামতে দেখতে পেলো। স্টার্লিংকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চোখের নিচে কালি প'ড়ে গেছে। গুলির বারুদের ছিটা লেগে তার গালে ছোট্ট কালো দাগ প'ড়ে গেছে। স্টার্লিং মাপকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো।

"আরে বাহাদুর," মাপ বললো। "কিছু দেখেছো?"

স্টার্লিং মাথা ঝাঁকালো।

"জেফ বাইরের ভ্যানে অপেক্ষা করছে। চলো ঘরে ফেরা যাক।"

জ্যাক ক্রফোর্ডও বাইরে আছে, তার গাড়িটা বাইরের ভ্যানটার পেছনে পার্ক ক'রে রাখা হয়েছে। তাকে সারাটা রাতই বেলার আত্মীয়দেরকে সময় দিতে হয়েছে।

"আমি..." সে বলতে শুরু করলো। "আপনি জানেন, কি করেছেন? বাজিমাত ক'রে দিয়েছেন।" সে তার গালটা স্পর্শ করলো। "এটা কি?"

"বারুদের পুড়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে কয়েক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে–কোন কিছু করার দরকার নেই।"

ক্রফোর্ড তাকে জড়িয়ে ধ'রে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর ছেড়ে দিয়ে কপালে একটা চুমু খেলো। "আপনি জানেন, আপনি কি করেছেন?" সে কথাটা আবার বললো। "ঘরে ফিরে যান। ঘুম দেন। ভালো ক'রে ঘুমাবেন। আগামীকাল আপনার সঙ্গে কথা হবে।"

নতুন সার্ভিলেন্স ভ্যানটা খুবই আরামদায়ক। দীর্ঘক্ষণ থাকার উপযোগী ক'রে তৈরি করা হয়েছে। পেছনের দুটো লম্বা সিটে স্টার্লিং আর মাপ বসলো।

জ্যাক ক্রফোর্ডকে ছাড়া ভ্যানটা একটু জোরেই চালালো জেফ।

স্টার্লিং গাড়িটা চলতে শুরু করলে চোখ দুটো বন্ধ ক'রে ফেললো। কয়েক মাইল যাবার পর মাপ তার হাটুতে টোকা দিলো। মাপ দু' বোতল কোক খুলে রেখেছে। সে একটা স্টার্লিংকে দিয়ে নিজের ব্যাগ থেকে জ্যাক ডেনিয়েল বের ক'রে হাফ পাইন্ট খেলো।

"আহ্," স্টার্লিং বললো।

"গাড়ির ভেতরে ওগুলো ফেলবেন না।" জেফ বললো।

"ভয় পেয়ো না, জেফ," মাপ বললো। আস্তে ক'রে স্টার্লিংয়ের কানের কাছে মুখ এনে বললো, "তুমি আমার জেফকে লিকোর স্টোরের বাইরে দেখে থাকবে। তাকে দেখে গ্রাম্য কৃষক ব'লে মনে হয়।" স্টার্লিং একটু আরাম ক'রে সিটে বসলে মাপ জানতে চাইলো, "কিভাবে করলে এটা, স্টার্লিং?"

"আরডেলিয়া, জানি না কিভাবে করলাম।"

"তোমাকে ফিরে যেতে হবে না, তাই না?"

"পরের সপ্তাহে একদিনের জন্যে যেতে হতে পারে। কিন্তু আশা করছি যেতে হবে না। ইউএস এটর্নি কলম্বাস থেকে এসে বেলভিদিয়ার পুলিশের সাথে কথা বলেছে।"

"কয়েকটা ভালো খবর আছে," মাপ বললো। "সিনেটর মার্টিন বেথেস্ডা থেকে সারা রাত ফোন করেছেন–তুমি তো জানো, তারা ক্যাথারিনকে বেথেস্ডা'তে নিয়ে গেছে? সে ঠিকই আছে। গাম্ব তাকে শারিরীকভাবে কিছু করেনি। মানসিক আঘাত পেয়েছে। স্কুলের কথা ভেবো না। ক্রফোর্ড এবং ব্রিগহ্যাম দু'জনেই কল করেছে। হিয়ারিংটা বাতিল করা হয়েছে। ক্রেন্ডলার তার অভিযোগ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে, স্টার্লিং–তুমি কোন ছাড় পাচ্ছো না। আগামীকাল সকাল ৮টায় তোমাকে *সার্চ এ্যান্ড সিজার* পরীক্ষাটা দিতে হবে না। তবে সেটা তোমাকে সোমবারে দিতে হবে। আর তার পরেই পিই টেস্ট'টা দিতে হবে।"

কোয়ান্টিকোর উত্তরে আসতেই বাকি হাফ-পাইন্ট শেষ ক'রে ফেললো সে। খালি ক্যানগুলো চলন্ত গাড়ি থেকেই রাস্তার পাশে একটা পার্কে ফেলে দিলো।

"ঐ যে পিলচার, স্মিথসোনিয়ানের ডাক্তার পিলচার, তিন তিন বার ফোন করেছে সে। আমাকে দিয়ে প্রতীজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে যাতে আমি তোমাকে কথাটা বলি।"

"সে তো ডাক্তার নয়।"

"তোমার কি মনে হয়, তার ব্যাপারে কিছু করবে নাকি?"

"হতে পারে। তবে এখনও জানি না।"

"তার কথা শুনে মনে হচ্ছে সে খুবই মজার লোক। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মজা জিনিসটাই হলো পুরুষের সেরা জিনিস। সেটা অবশ্য টাকা-পয়সা বাদ দিলে।"

"হ্যা, সেই সাথে আদব কায়দাটাও, সেটাকে তুমি বাদ দিতে পারো না।"

"ঠিক। আমাকে একটা হারামজাদা দাও যার আদবকায়দা বেশ ভালো।"

স্টার্লিং গোসল ক'রে সোজা বিছানায় চলে গেলো ঘুমাতে।

মাপ তারপরও কিছুক্ষণ বাতি জ্বালিয়ে পড়লো। স্টার্লিং যখন পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়লো তখন সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। স্টার্লিং ঘুমের মধ্যে কেঁপে উঠলো, তার গালের পেশিতে একটু চুলকানি হলে একবার তার চোখও খুলে গেলো।

মাপ কখনও কখনও ভোরের আগেই ঘুম থেকে উঠে যায়। ঘরটা ফাঁকা মনে হলো তার। মাপ বাতি জ্বালালো। স্টার্লিং বিছানাতে নেই। তাদের দু'জনের লন্ড্রি ব্যাগটাও ঘরে নেই। তাই মাপ জানে কোথায় তাকে খুঁজতে হবে।

সে স্টার্লিংকে উষ্ণ লন্ড্রিঘরে খুঁজে পেলো। একটা ওয়াশিং মেশিনে মাথা ঠুকে ঝিমুচ্ছে। স্টার্লিংয়ের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাক গ্রাউন্ড রয়েছে–মাপের রয়েছে আইনের–তারপরও মাপ জানে ওয়াশিং মেশিনের আওয়াজের ছন্দটা এক ধরনের সম্মোহনের কাজ করে।

অ ধ্যা য় ৫৮

স্টাডিরুমের সোফায় ঘুমিয়ে ছিলো জ্যাক ক্রফোর্ড, খুব আগেই ঘুম থেকে উঠে গেলো সে। তার বাড়িতে বেলার আত্মীয়রা ঘুমাচ্ছে, তাদের নাকের ডাক সে শুনতে পাচ্ছে। তার মনে হলো না বেলা মারা গেছে। অবশ্য সেটা কিছুক্ষণের জন্যেই। তাকে বলা বেলার শেষ কথাটি মনে পড়লো, তার চোখ ছিলো পরিস্কার আর প্রশান্ত, "আঙিনাতে হচ্ছেটা কি?"

সে বেলার পাখিদের দানার পেয়ালাটা নিয়ে গায়ে বাথরোব চাপিয়ে বাইরে গিয়ে পাখিদের খাবার খাইয়ে এলো, এটা করার জন্যে বেলা তার কাছ থেকে প্রতীজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলো। আত্মীয়দের জন্য একটা নোট লিখে সূর্য ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। ক্রফোর্ড সবসময়ই বেলার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। আর এটা তার বাড়িতে কমবেশি হৈহল্লার সৃষ্টিতে সাহায্য ক'রে থাকে, তবে কোয়ান্টিকো থেকে চলে আসাতে খুশি হয়েছে।

সারাটা রাত তাকে টেলেক্সের বার্তা গ্রহণ আর অফিসে ব'সে সংবাদ দেখে কাটাতে হলো। স্টার্লিংও ছিলো তাদের সাথে। পার্টিশানের কাঁচের দেয়ালে মাথা ঠুকে চুপচাপ বসেছিলো। সংবাদগুলো দেখার সময় তারা তেমন কথা বলেনি। সেগুলো ছিলো এ রকম:

বেলভিদিয়ার জেম গাম্ব-এর পুরনো বাড়িটার জানালাগুলো সব বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে সেজন্যে স্টার্লিংকে চিনতে বেশ বেগ পেতেই হলো।

"অন্ধকূপের বিভীষিকা," সংবাদ পাঠক এ নামেই এটাকে ডাকলো। বেসমেন্টের কুপের অস্পষ্ট আর কাঁপা কাঁপা একটা দৃশ্য দেখা গেলো। টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে চিত্র সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছে ছবি তুলতে, রেগেমেগে ফায়ার কর্মীরা তাদেরকে সরিয়ে দিচ্ছে। মথগুলো ক্যামেরার ফ্লাশ লাইটে আকর্ষিত হয়ে জড়ো হয়েছে আলোর কাছে। ওরা ওড়ি করছে তারা।

ক্যাথারিন মার্টিন স্ট্রেচারের বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হেটেই এম্বুলেন্সে উঠলো। তার গায়ে পুলিশের একটা কোট চাপানো, আর তার কোলে কুকুরটা।

স্টার্লিং দ্রুত গাড়িতে উঠে যাচ্ছে এ রকম একটা দৃশ্য দেখা গেলো ঠিক তার পরেই। তার মাথাটা নিচু আর হাত দুটো কোটের পকেটে ঢোকানো।

এরপরে আরো কিছু ভয়াবহ ছবির দৃশ্য ভেসে এলো পর্দায়। বেসমেন্টের অনেক দূরে জেম গাম্বের ভীতিকর সব জিনিসগুলো যেখানে রাখা আছে, সেটার ছবি দেখানো হলো। বেসমেন্টের সেই অংশটাতে এ পর্যন্ত মোট মৃতদেহ পাওয়া গেছে ছয়টি।

ক্রফোর্ড দু'বার শুনতে পেলো স্টার্লিং নাক দিয়ে সশব্দে বাতাস ছাড়ছে। খবরটাতে বিজ্ঞাপন বিরতি এলো।

"শুভ সকাল, স্টার্লিং।"

"হ্যালো," সে বললো নির্লিপ্তভাবেই।

"কলম্বাসের ইউএস এটর্নি, আপনার পদচ্যুতির আদেশটা রাতেই ফ্যাক্স ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে কিছু কপিতে স্বাক্ষর করতে হবে...মানে, আপনি ফ্রেডরিকা বিমেলের বাড়িতে গেছেন, ওখান থেকে স্টেসি হুবকার ওখানে, তারপর বিমেল রিচার্ডেও যে স্টোরের হয়ে কাজ করতো বারদিনের সেই মহিলার কাছে, আর সেখানে মিসেস বারদিন আপনাকে মিসেস লিপম্যানের পুরনো ঠিকানাটা দিলেন।

স্টার্লিং মাথা নাড়লো। "স্টেসি হুবকা সে জায়গা থেকে ফ্রেডরিকাকে কয়েক বারই তুলে নিতে গিয়েছিলো, স্টেসির ছেলে বন্ধু গাড়ি চালাচ্ছিলো। মিসেস বারদিনের কাছে ঠিকানাটা ছিলো।"

"মিসেস বারদিন মিসেস লিপম্যানের ওখানে কোন পুরুষমানুষের কথা উল্লেখ করেছিলেন?"

"না।"

টেলিভিশনে বেথেস্‌ডা নাভাল হাসপাতালের ছবি দেখালো। সিনেটর রুথ মার্টিনের মুখটা লিমোজিনের জানালায়।

"ক্যাথারিন গত রাতে সুস্থই ছিলো। সে ঘুমিয়েছে, এখন সে সুস্থির হয়ে উঠেছে। সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তবে সে খুবই সুস্থ রয়েছে। কেবল একটা দুর্বল, তার আঙুলের নখ ভেঙে গেছে। শরীরে পানির পরিমানও কমে গিয়েছিলো। ধন্যবাদ আপনাকে।"

উনি গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসলন। "ধন্যবাদ আপনাদেরকে। না। গত রাতে সে আমার কাছে কুকুরটার কথা জানতে চেয়েছে। আমি জানি না ওটাকে নিয়ে কী করবো আমরা, আমাদের কাছে তো দুটো কুকুর আছেই।"

ক্রফোর্ড টিভিটা বন্ধ ক'রে দিলো।

"সিনেটর মার্টিন রাতে ফোন করেছিলেন। তিনি এখানে এসে আপনাকে দেখতে চাচ্ছেন। ক্যাথারিনও চাচ্ছে। সেরে উঠলেই সে আসবে।"

"আমি তো আছিই।"

"ক্রেন্ডলাও আসছে, সে এখানে আসতে চাচ্ছে। সে তার অভিযোগটা ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছে।"

"আমাকে ভাবতে হবে, আমি তাহলে এখানে নেই।"

"কিছু বিনা পয়সার উপদেশ দেই আপনাকে। সিনেটর মার্টিনকে ব্যবহার করুন। তাঁকে বলতে দিন তিনি আপনার প্রতি কতোটা কৃতজ্ঞ, তাঁকে দিয়ে আপনার হাতে স্থায়ী পরিচয়পত্রটা তুলে দিতে দিন। খুব দ্রুতই করুন। কৃতজ্ঞতার স্থায়ীত্ব কিন্তু খুব কম সময় পর্যন্ত থাকে। এ পেশায় থাকলে একদিন তাঁকে আপনার দরকার হবে।"

"আরডেলিয়াও এটা বলেছে।"

"আপনার রুমমেট?

"হ্যা।"

ডক্টর লেকটারের তৈরি করা কাগজের মুরগীটা ক্রফোর্ডের ডেস্কে রাখা আছে।

"লেকটার খুবই মূল্যবান হয়ে উঠেছে–সবার তালিকাতেই সে এখন মোস্ট-ওয়ান্টেড ব্যক্তি," সে বললো। "তারপরও এখন পর্যন্ত সে ধরা পড়েনি। কোন পদ পাবার পরে আপনার কিছু ভালো অভ্যাসের চর্চা করার দরকার হবে।"

সে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সে খুব ব্যস্ত আছে এখন," ক্রফোর্ড বললো। "কিন্তু সে যখন ব্যস্ত থাকবে না, সে নিজেকে বিনোদিত করবে। এটা আপনাকে স্পষ্ট ক'রে জানতে হবে যে, সে আপনার জন্যে কাজ করেছে, ঠিক যেমনটি সে অন্য কারোর জন্য করতো। আপনাকে সে এতো সহজে ভুলে যাবে না। এটাই তার বিনোদন।"

"আমার মনে হয় না সে আমাকে কখনও চোরাগুপ্তা হামলা করবে–অবশ্য আমি তাকে বিরক্ত করলে সে এটা করবে।"

"খুব ভালো অভ্যাসের চর্চার কথাই আমি বলছি। একটু সতর্ক থাকবেন। পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আগে আপনি আপনার অবস্থান সম্পর্কে টেলিফোনে কাউকে জানাবেন না। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি আপনার টেলিফোনে আঁড়ি পাততে চাই। আপনি যদি বোতাম না চেপে রাখেন তো সেটা বন্ধ থাকবে। আপনার কাছেই নিয়ন্ত্রণ থাকবে। প্রাইভেসি বিঘ্ন হবে না।"

"আমি তাকে খুঁজবো না, তাই, সেও আমার পেছনে লাগবে না, মিঃ ক্রফোর্ড।"

"কিন্তু আপনি শুনেছেন তো, আমি কী বলছি?"

"শুনেছি। আমি শুনেছি।"

"এসব সুবিধা গ্রহন করুন, চাইলে কিছু যোগও করুন। আপনি প্রস্তুত হলে আমরা এখানে আপনার যোগ দেয়ার অনুষ্ঠানটার আয়োজন করতে পারবো।

স্টার্লিং, আমি আপনার জন্যে গর্বিত। বৃগহ্যামও, এমন কি আমাদের ডিরেক্টরও।" কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠটা খুব আড়ষ্ট ব'লে মনে হলো। মনে হলো না সে কথাটা বলতে চেয়েছিলো।

ক্রফোর্ড তার অফিসে চলে গেলে স্টার্লিং ফাঁকা হলটাতে চলে এলো। ক্রফোর্ড তাকে তার নিজস্ব বেদনাটা প্রকাশ করার সুযোগ ক'রে দিয়েছে: "স্টার্লিং, তোমার বাবা তোমাকে দেখছে।"

অধ্যায় ৫৯

জেম গাম্ব কবরে শায়িত হবার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খবরের পাতা দখল ক'রে রাখলো।

রিপোর্টাররা তার ইতিহাসের টুকরো টুকরো খণ্ডকে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে। স্যাকরামেন্টো কাউন্টি থেকে শুরু হয়েছে সেটা :

১৯৪৮ সালের মিস্ স্যাকরামেন্টো প্রতিযোগীতায় যখন তার মা ব্যর্থ হয়েছিলো তখন সে এক মাসের গর্ভে। বার্থ সার্টিফিকেটে 'জেম' নামটি আসলে এক কেরাণীর ভুলের ফসল, যা কেউ কখনও সংশোধনের কথা ভাবে নি।

নিজের অভিনয় ক্যারিয়ার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর তার মা এলকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ে। গাম্বের বয়স যখন দু'বছর তখন তাকে লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেয়।

কমপক্ষে দুটো পাণ্ডিত্যপূর্ণ জার্নাল ব্যাখ্যা ক'রে বলেছে, তার এই অসুখী শৈশবই বেসমেন্টে মেয়েদেরকে নিয়ে হত্যা ক'রে চামড়া তোলার কারণ। দুটো প্রবন্ধেই *উন্মাদ* এবং *শয়তান* শব্দটি প্রয়োগ করা হয় নি।

বড় হয়ে জেম গাম্ব যে সুন্দরী প্রতিযোগীতার ভিডিওটা দেখতো সেটা তার মায়ের সত্যিকারের ফুটেজ, কিন্তু সুইমিংপুলের মেয়েটার যে ফিল্ম তার কাছে ছিলো সেটা তার মায়ের নয়।

গাম্বের বয়স যখন দশ বছর তখন তার দাদা-দাদী তাকে অনাথ আশ্রম থেকে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে নেয়। তার দু'বছর পরেই সে তাদেরকে খুন করে।

টুলার ভোকেশনাল রিহ্যাবিলিটেশন গাম্বকে টেইলারিংয়ের কাজ শিখিয়েছিলো। ওখানে মানসিক চিকিৎসার জন্যেও কিছুদিন ছিলো সে। কাজের ব্যাপারে তার বেশ ভালোই আগ্রহ দেখা গিয়েছিলো।

গাম্বের কাজের রেকর্ড অসম্পূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত। রিপোর্টাররা খুঁজে বের করেছে কমপক্ষে দুটো রেস্তোরাঁয় সে কাজ করেছে, সেই সঙ্গে মাঝে মধ্যে কাপড় সেলাইয়ের কাজও। এটা প্রমাণ করা যায় নি, সে ঐ সময়টাতে কোনো ধরণের

খুন-খারাবীর কাজ করেছে কিনা, তবে বেনজামিন রাসপেইল বলেছিলো যে, সে ঐ সময়েও এসব করতো।

তার সাথে যখন রাসপেইলের দেখা হয়, তখন সে একটা পুরনো সামগ্রী বিক্রির দোকানে কাজ করতো, সেখানে প্রজাপতি দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করা হোতো। সে রাসপেইলের সাথে কিছুদিন বসবাসও করেছিলো। ঐ সময়েই গাম্ব মথ এবং প্রজাপতি আর তাদের রূপান্তর নিয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে।

রাসপেইল তাকে ত্যাগ করলে গাম্ব রাসপেইলের পরবর্তী প্রেমিক ক্লসকে হত্যা করে। তার মাথা কেটে শরীরের কিছু অংশের চামড়াও তুলে ফেলেছিলো সে।

এরপরে সে আবারও রাসপেইলের সঙ্গে ইস্ট-এ কিছুদিন ছিলো। রাসপেইলই তাকে ডক্টর লেকটারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

এফবিআই গাম্বের মৃত্যুর পর রাসপেইলের কিছু টেপ উদ্ধার করেছে, তাতে ডক্টর লেকটারে সঙ্গে তার থেরাপির কয়েকটা সেশন রেকর্ড করা আছে। এ থেকেই এসব জানা গেছে।

কয়েক বছর আগে, যখন ডক্টর লেকটারকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা করা হয়, তখন লেকটারের শিকারদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে থেরাপি সেশনের টেপগুলো দিয়ে দেয়া হয় ধ্বংস ক'রে ফেলার জন্য। কিন্তু রাসপেইলের বিবদমান আত্মীয়েরা সেগুলো ধ্বংস না ক'রে রেখে দেয়, যাতে ক'রে তারা রাসপেইলের উইলের বিরুদ্ধে সেটা ব্যবহাব করতে পারে। কিন্তু টেপটার প্রথম দিকের কিছু অংশ শোনার পর তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাতে রাসপেইলের স্কুল জীবনের বিরক্তিকর আখ্যান ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু জেম গাম্বের সংবাদটি প্রকাশ হবার পর, রাসপেইলের পরিবার টেপের বাকি অংশগুলোও শোনে। রাসপেইলের আত্মীয়েরা আইনজীবি এভারেস্ট ইয়োকে উইলটা নতুন ক'রে তৈরি করে দেবার জন্য এই টেপটা ব্যবহার করার হুমকী দিলে ইয়ো সঙ্গে সঙ্গে ক্লারিস স্টার্লিংকে সব জানিয়ে দেয়।

টেপগুলোর মধ্যে ডক্টর লেকটারের সঙ্গে রাসপেইলের শেষ সেশনটার টেপও আছে, ঐ সেশনেই লেকটার তাকে হত্যা করে। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাসপেইল জেম গাম্ব সম্পর্কে ডক্টর লেকটারকে কতোটুকু বলেছিলো, তার সবই এই টেপ থেকে জানা যায়।

রাসপেইল ডক্টর লেকটারকে বলেছিলো যে, জেম গাম্ব কী রকম মথ নিয়ে আবিষ্ট। সে মানুষের চামড়া তুলে ফেলে, ক্লসকে খুন করেছে, সে মিঃ হাইড নামক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলো, কিন্তু টাকা নিতো বেলভিদিয়ার এক বৃদ্ধ মহিলার কাছ থেকে। যে কিনা মিঃ হাইড'র জন্য কাজ করতো। রাসপেইল বলেছিলো, জেম গাম্ব একদিন ঐ বৃদ্ধমহিলার সব কিছু দখল ক'রে নেবে।

"লেকটার যখন পত্রিকা পড়ে জানতে পারলো যে, প্রথম শিকারটি বেলভিদিয়ার

এবং তার চামড়া তোলা হয়েছে, তখন সে জানতো কাজটা কে করেছে," ক্রফোর্ড স্টার্লিংকে বললো, তারা একসঙ্গে ব'সে টেপটা শুনছে। "যদি চিলটন এসে নাক না গলাতো তবে সে আপনাকে গাম্বের ব্যাপারে বলতো।"

"সে আমাকে ফাইলে এটা লিখে ইঙ্গিত করেছিলো যে, মৃতদেহ ফেলার স্থানগুলো খুব বেশি বিক্ষিপ্ত," স্টার্লিং বললো। "আর মেমফিসে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আমি সেলাই করতে জানি কিনা। সে আসলে কী চেয়েছিলো?"

"সে নিজেকে মনোরঞ্জন করতে চেয়েছিলো," ক্রফোর্ড বললো। "দীর্ঘদিন ধরেই সে নিজেকে মনোরঞ্জিত ক'রে আসছে।"

জেম গাম্বের কোন টেপ পাওয়া যায়নি। রাসপেইলের হত্যার পর, তার গ্যাস রিসিপ্ট আর বুটিক মালিকদের কাছে দেয়া ইন্টারভিউ ছাড়া তার কোন কর্মকাণ্ডের চিহ্নও পাওয়া যায়নি। গাম্বের সাথে ফ্লোরিডাতে বেড়াতে গিয়ে মিসেস লিপম্যান মারা গেলে সে সবকিছুর উত্তরাধীকারী হয়ে যায়–ঐ পুরাতন বাড়িটা আর বিশাল অংকের টাকা পয়সা। এরপরই সে মিঃ হাইড-এ কাজ করা বন্ধ ক'রে দেয়, কিন্তু ক্যালুমেট সিটিতে একটা এপার্টমেন্ট রেখে দিয়েছিলো কিছুদিনের জন্যে, ঐ জায়গার ঠিকানা ব্যবহার ক'রে জন গ্রান্ট নাম নিয়েই সে প্যাকেজগুলো গ্রহণ করতো। সে কাস্টমারদের সাথে যোগাযোগ ঠিকই রেখে দিয়েছিলো আর সারাদেশের বুটিকগুলোতে ঘুরে বেড়াতো, যেনো সে কাজটা করছে মিঃ হাইড'র হয়ে।

সে জায়গাগুলো ভ্রমণ করতো শিকারদেরকে পাকড়াও করার জন্যে এবং তাদের মৃতদেহগুলো ফেলে দেবার স্থান বেছে নেবার কাজে। এ কাজে সে বাদামী রঙের ভ্যানটা ব্যবহার করতো।

বেসমেন্টে তার চমৎকার স্বাধীনতা ছিলো। খেলার জন্যে, কাজের জন্যে, ঘর যথেষ্ট আছে ওখানে। প্রথমে এটা ছিলো নিছকই খেলা–যুবতী মেয়েদেরকে অন্ধকারের গোলকধাঁধায় ফেলে হত্যা করা। তাদের দেহগুলো একটা নির্জন ঘরে রেখে দরজাটা সিল ক'রে দিতো সে।

মিসেস লিপম্যানের শেষ কয়েকটা বছরে ফ্রেডরিকা বিমেল তাকে সাহায্য করতো। ফ্রেডরিকা মিসেস লিপম্যানের ওখানে সেলাইয়ের কাজ করার সময় জেম গাম্বের সাথে পরিচিত হয়। ফ্রেডরিকা বিমেল কিন্তু জেম গাম্বের হাতে নিহত হওয়া প্রথম মেয়ে নয়। কিন্তু সে-ই হলো প্রথম শিকার যার চামড়া তোলা হয়েছিলো।

গাম্বের অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ফ্রেডরিকার লেখা চিঠিও পাওয়া গেছে।

স্টারলিং চিঠিটা পড়লো : "প্রিয়তম, আমার দু'স্তনের মাঝে গোপন বন্ধু, তোমাকে ভালোবাসি–আমি কখনও ভাবিনি এ কথাটা কখনও বলতে পারবো, আর এটা বলতে পারাটা সত্যি আনন্দের।"

কখন গাম্ব নিজেকে উন্মোচন করেছিলো? বিমেল কি বেসমেন্টটা দেখে

ফেলেছিলো? গাম্ব যখন বদলে গেলো সেটা দেখে তার মুখটা কেমন হয়েছিলো? সে ফ্রেডরিকাকে কতোদিন জীবিত অবস্থায় আঁটক রেখেছিলো?

সবচাইতে বাজে ব্যাপার হলো, ফ্রেডরিকা আর গাম্ব শেষের দিকে বেশ ভালো বন্ধু ছিলো; ফ্রেডরিকা গর্তে থেকেই তার কাছে একটা নোট লিখেছিলো।

ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো গাম্বের ডাক নাম বদলে মিঃ হাইড রেখেছে। এ জন্যে তাদেরকে বাড়তি কোন সৃজনশীলতা দেখাতে হয়নি, সেটা জেম গাম্বের ভয়ংকর কাহিনীটাতেই রয়েছে।

কোয়ান্টিকোর এই নিরাপদ বলয়ে থাকার কারণে ক্লারিস স্টার্লিংকে পত্রপত্রিকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু কিছু ট্যাবলয়েড পত্রিকা ঠিকই তাকে নিয়ে মুখরোচক লেখা লিখেছে।

ন্যাশনাল ট্যাটলার ডাক্তার চিলটনের কাছ থেকে ডক্টর হ্যানিবাল লেকটার আর স্টার্লিংয়ের ইন্টারভিউয়ের টেপটা কিনে নিয়েছে। *ট্যাটলার* এই টেপটা নিয়ে ধারাবাহিক কাহিনী ছেপেছে 'ড্রাকুলার নববধূ' নামে। তারা দাবি করেছে স্টার্লিং ডক্টর লেকটারের কাছে নিজের যৌন জীবনের কথা উন্মোচন করার বিনিময়ে তথ্য আদায় ক'রে নিয়েছে। *ভেলভেট টক* নামের এক অশ্লীল পত্রিকা *টেলিফোন সেক্স* নামে ধারাবাহিক একটি লেখা ছাপানোর প্রস্তাব স্টার্লিং ফিরিয়ে দিয়েছে।

তবে *পিপল* ম্যাগাজিন স্টার্লিংয়ের ওপরে ছোট্ট এবং হৃদয়গ্রাহী একটা জিনিস ছাপিয়েছে। ভার্জিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোজমেনের লুথারিয়ান হোম-এ থাকাকালীন ইয়ার-বুক থেকে কয়েকটা ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে তারা। সেরা ছবিটা ছিলো হানাহ্ নামের ঘোড়াটার। বাচ্চাদের একটা ছোট গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটা।

স্টার্লিং পত্রিকা থেকে ছবিটা কেটে নিজের মানিব্যাগে রেখে দিয়েছে। এই একটা জিনিসই তার কাছে আছে।

সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

অধ্যায় ৬০

আরডেলিয়া মাপ টিউটর হিসেবে দারুণ–সে লেকচার থেকে খুব দক্ষতার সাথেই পরীক্ষার প্রশ্ন বের ক'রে নিতে পারে কিন্তু সে তেমন ভালো দৌড়াতে পারে না। স্টার্লিংকে সে বলেছে এটার কারণ নাকি সে তথ্য-ভাণ্ডার নিয়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

সে জগিং ট্রায়ালের সময় স্টার্লিংয়ের পেছনে প'ড়ে গেলো। এফবিআই'র হাইজ্যাক অভিযান প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত একটা পুরাতন ডিসি-৬ বিমানের সামনে এসে থেমে গেলো মাপ। রবিবারের সকাল। দু'দিন ধরে তারা বই নিয়ে প'ড়ে আছে। তাই বিবর্ণ সূর্যের আলোটা তাদের কাছে ভালো লাগলো।

"তাহলে পিলচার ফোনে কী বললো?" বিমানটার ল্যান্ডিং গিয়ারের দিকে ঝুঁকে মাপ বললো।

"চিজাপেক-এ তার এবং তার বোনের একটা বাড়ি আছে।"

"হ্যা, তো?"

"তার বোন সেখানে বাচ্চা-কাচ্চা, কুকুর আর সম্ভবত তার স্বামীর সাথে থাকে।"

"তো?"

"তারা বাড়িটার একপ্রান্তে থাকে– অন্য প্রান্তে সাগর তীর। বাড়িটা তার দাদীর কাছ থেকে পেয়েছে তারা।"

"আসল কথায় আসো।"

"ঐ প্রান্তে পিল্চের একটা বাড়ি রয়েছে। আগামী সপ্তাহে, সে চাচ্ছে আমরা যেনো ওখানে যাই। অনেক ঘর আছে। সে বলেছে। 'একজন লোকের যতোগুলো ঘরের দরকার, ততোগুলোই আছে,' আমার বিশ্বাস এভাবেই সে বলেছে। সে বলেছে তার বোন আমাকে ফোন ক'রে দাওয়াত দেবে।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি। এরকম কেউ এতো বেশি করেছে কিনা আমার জানা নেই।"

"সে চমৎকার নৈসর্গিক বর্ণনা দিয়েছে--কোন চিন্তাভাবনা নেই, গাট্টিবোচ্কা নিয়ে এসে পড়ো, সাগর তীরে হাটো, আগুন জ্বালিয়ে রাতে উষ্ণতা নাও, তোমার চারপাশে কুকুরেরা খেলা করবে মনের আনন্দে।"

"বেশ কাব্যিক, উমমম, বলে যাও, বলে যাও।"

"যদি এ কথাটা বিবেচনায় রাখো যে, আমরা কখনও ডেট পর্যন্ত করিনি তবে তো এটা অনেক বেশিই, তাই না। সে দাবি করেছে শীতের সময় দু'তিনটি কুকুর নিয়ে বিছানায় ঘুমালে সেরা ঘুম হয়। সে বলেছে তাদের কাছে এতো বেশি কুকুর আছে যে, প্রত্যেকেই দু'তিনটি ক'রে নিতে পারবে।"

"পিলচার তোমাকে কুকুর নিয়ে ঘুমাবার টোপ দিয়েছে, তুমি এটা মোটেই পাত্তা দেবে না। দেবে কি?"

"সে আরো বলেছে, সে খুব ভালো রান্না করে। তার বোনও বলেছে সে ভালো রান্না করে।"

"ওহ্, তার বোনও ফোন ক'রে ফেলেছে।"

"হ্যা।"

"তার কথা শুনে তাকে কেমন মনে হলো?"

"ঠিকই আছে। কথা শুনে মনে হয় সে বুঝি আমার অনেক দিনের চেনা। যেনো আমরা পাশাপাশি ব'সে কথা বলছি।"

"তুমি তাকে কি বলেছো?"

"আমি বলেছি, 'ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ', এটাই আমি বলেছি।"

"ভালো," মাপ বললো। "খুব ভালো বলেছো। ওখানে গিয়ে কিছু কাঁকড়া খেয়ো। পিলচারকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাবে তার মুখে, কামনায় একেবারে বন্য হয়ে যেয়ো।"

অ ধ্যা য় ৬১

মার্কাস হোটেলের করিডোরের পুরু কার্পেটের ওপর দিয়ে রুম সার্ভিসের একজন ওয়েটার একটা ছোট গাড়ি ঠেলে নিয়ে এলো।

সুট নাম্বার ৯১-এর দরজাতে এসে সে থেমে দস্তানা পরা হাত দিয়ে আল্‌তো ক'রে টোকা দিলো। ভেতরে গান বাজছে, সেজন্যে আরো জোরে টোকা দিলো—জোহান সেবাস্তিয়ান বাখের *টু-এ্যান্ড-থ্রি-পার্ট ইনভেনশন,* বাজছে, গ্লেন গুল্ড পিয়ানোতে সেটার সুর তুলছে।

"আসো।"

নাকে ব্যান্ডেজ বাধা ভদ্রলোক ড্রেসিং গাউন পরে নিজের ডেস্কে ব'সে লিখছে।

"ওটা জানালার পাশে রাখো। মদটা কি, আমি কি সেটা দেখতে পারি?"

ওয়েটার সেটা নিয়ে আসলো। ভদ্রলোক সেটা তার ডেস্কের ল্যাম্পের আলোর নিচে রেখে দেখলো। নিজের গালটা একটু চুলকালো।

"এটা খোলো, খুলে বরফের মধ্যে রেখে যাও," সে বললো আর বিলের নিচে উদার হস্তে বখশিসের পরিমাণটা বসিয়ে দিলো। "এটা এখন খাচ্ছি না।"

সে চায় না ওয়েটারের বাড়িয়ে দেয়া মদ চেখে দেখবে—মানুষের হাতঘড়ির বেল্টের গন্ধটা খুবই রুচিবিরুদ্ধ বলে তার কাছে মনে হলো।

ডক্টর লেকটার খুবই খোশ মেজাজে আছে। সপ্তাহটা দারুণ কেটেছে। তার বেশভূষা বেশ পাল্টে গেছে। আর ছোটখাটো দাগটাগ যা আছে, দ্রুতই সেগুলো মুছে যাবে। তখন ব্যান্ডেজটা খুলে পাসপোর্টের জন্য ছবি তুলতে পারবে সে।

আসল কাজটা সে নিজেই করেছে—তার নাকে সিলিকনের ইন্‌জেকশন দিয়েছে। সিলিকন জেলটা প্রেসক্রিপশনে ছিলো না। আসল প্রেসক্রিপশনটার লেখাগুলো ফ্লুইড দিয়ে মুছে সেটার ফটোকপি করে, ফাঁকা প্যাড বানিয়ে নিজেই লিখেছে ঔষুধের নাম। তাই ঔষুধ যোগাড় করতে তার তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তার মুখের অমার্জিত ভাবটা সুখকর নয়, সে জানে খুব বেশি সতর্ক আর যত্নবান না হলে সিলিকনটা সরে যাবে। তবে এ কাজটি চলতেই থাকবে যতোক্ষণ

না সে ব্রাজিলের রাজধানী রিও'তে গিয়ে না পৌছায়।

এই সন্ধ্যায় সে লন্ডনে একটা চিঠি পাঠাতে ব্যস্ত। তাকে আরো কয়েকটা জায়গাতে চিঠি পাঠাতে হবে।

প্রথমে, সে বার্নির কাছে বিশাল অংকের একটা বখশিস আর ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি পাঠালো, আশ্রমে বার্নির অসংখ্য সৌজন্যতা আর ভদ্র ব্যবহারের প্রতিদান স্বরূপ।

তারপর, সে ডাক্তার ফ্রেডরিক চিলটনের কাছে ফেডারেল প্রটেক্টিভ কাস্টডিতে একটা নোট পাঠালো, এই বলে যে, সে নিকট ভবিষ্যতে ডাক্তার চিলটনের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

শেষে, এক গ্লাস চমৎকার বাটার্ড মনট্রাখেট মদ পান ক'রে ক্লারিস স্টার্লিংয়ের কাছে চিঠি লিখলো :

> তো, ক্লারিস, ভেড়াগুলো কি চিৎকার করা বন্ধ ক'রে দিয়েছে?
> আপনি আমাকে একটা তথ্য জানাবেন ব'লে কথা দিয়েছিলেন, আপনি সেটা জানেন, আর সেটাই আমি চাইছি।
> *টাইম*-এর ন্যাশনাল এডিশন এবং *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*'র যেকোন মাসের প্রথম সংখ্যায় চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন যাবে। বেশি ভালো হয় *চায়নামেইল*–এ দিলে।
> উত্তরটা যদি হ্যা অথবা না হয়, আমি অবাক হবো না।
> ভেড়াগুলো এখন থেমে যাবে। আপনাকে পরিচালিত করে সুদৃঢ় অঙ্গীকার, আর অঙ্গীকার কখনও শেষ হয় না।
> আপনার সাথে সাক্ষাত করার কোন পরিকল্পনা আমার নেই, ক্লারিস, এভাবেই পৃথিবীটা আপনার কাছে বেশি কৌতুহলোদ্দীপক থাকুক। একই ধরণের সৌজন্যতা আমার সাথে দেখাবার ব্যাপারটা নিশ্চিত করবেন।

ডক্টর লেকটার তার কলমটা ঠোঁটে ছোঁয়ালো। জানালা দিয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসলো সে।

> আমার এখন জানালা আছে।
> কালপুরুষ এখন ঠিক দিগন্তের ওপরে, সেটা বৃহস্পতির খুব

কাছাকাছি, ২০০০ সালের আগে পর্যন্ত এটা এখন সবচাইতে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে (আমার কোন ইচ্ছে নেই আপনাকে বলি সেটা কখন হবে এবং কতোটা উঁচুতে থাকবে) তবে আমি আশা করি আপনিও সেটা দেখতে পাবেন।
আমাদের তারাদের মধ্যে কিছু কিছু তারা একইরকম।

ক্লারিস
–হ্যানিবাল লেকটার

পূবের বহু দূরে, চিজাপিক উপসাগরের তীরে, একটা পুরাতন বিশাল বাড়ির ওপরে রাতের পরিস্কার আকাশে কালপুরুষ জ্বলজ্বল করছে, এই বাড়ির একটা ঘরে ফ্লায়ার প্লেসের আগুনটা রাতের বেলায় জ্বলছে, চিমনীর ভেতর দিয়ে আসা বাতাসে সেটার আলো আন্দোলিত হচ্ছে। বিশাল একটা বিছানাতে অনেকগুলো লেপ, আর সেই সব লেপের নিচে রয়েছে কয়েকটা কুকুর। সেই বিছানার লেপের ভীড়ে, চাদরের নিচে নোবেল পিলচার থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, এরকম স্বল্প আলোতে সেটা নিশ্চিত ক'রে বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু আগুনের আলোতে গোলাপী আভায় রাঙানো বালিশের ওপরে রাখা মুখটা, সেটা অবশ্যই ক্লারিস-স্টার্লিংয়ের, সে গভীর ঘুমে ডুবে আছে, নির্মল প্রশান্তিতে, ভেড়াগুলোর নিস্তব্ধতার মাঝে।